শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

গান্ধী-ভাষ্য

শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত সঙ্কলিত

মূল্য—৸৹

বাঁধাই এক টাকা।

শ্রীহেমপ্রভা দাস গুপ্তা কর্ত্তৃক
প্রকাশিত
১৩২৭
১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

প্রিণ্টার—দক্ষিণারঞ্জন রায়
লক্ষ্মীবিলাস প্রেস, লিমিটেড
১৪ নজন্নাথদত্তের লেন, কলি

ভূমিকা

১৯৩০ সালের মার্চ্চমাসে গান্ধীজী যখন সবরমতী আশ্রম ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভের জন্য আইন-অমান্য করার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে "অনাসক্তি যোগ" নাম দিয়া গীতা-ভাষ্য ও অনুবাদ প্রকাশিত করেন। অনাসক্তি যোগ গুজরাতী ভাষায় লেখা। মূল গুজরাতী হইতে আমি উহা বাংলায় অনুবাদ করিয়াছি। ঐ পুস্তক আদৃত হওয়ার কথা, আদৃতও হইতেছে। একহাজার পুস্তক অল্পদিনেই নিঃশেষ হওয়ায় পুনর্মুদ্রণ আবশ্যক হইয়াছে। অনাসক্তি যোগ পুনর্মুদ্রিত না করিয়া বর্ত্তমান আকারে উহা প্রকাশিত হইতেছে। অনাসক্তি যোগ বই খানিতে গীতার শ্লোক ও গান্ধীজীর অনুবাদ এবং ভাষ্য ছিল। উহার অতিরিক্ত আরও কিছু পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করার ইচ্ছাই বর্ত্তমান সংস্করণ প্রকাশের হেতু।

যাঁহারা গান্ধীজীর সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন তাঁরা জানেন, গান্ধীজী গীতাকে কতখানি শ্রদ্ধা করেন। যে কথা [illegible]ক দিন পূর্ব্বে তাঁহার নিকট শুনিয়াছিলাম, সেই কথা তাঁহার [illegible]তেও লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গীতা তাঁহার নিকট আচরণের [illegible]। "যেমন কোনও অজানা ইংরাজী শব্দ যোজনায় ও [illegible]হার অর্থ না বুঝিতে পারিলে আমি ইংরাজী অভিধান খুলিয়া [illegible] তেমনি আচরণে যখন সঙ্কট উপস্থিত হয় তখন গীতাজীর

নিকট হইতেই সে গোলমাল সাফ্ করিয়া লইয়া থাকি।" বাংলা-দেশবাসীরা যদি গীতাকে এইরূপ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন, তবে বাংলা জাতীয় জীবনে ও ব্যক্তিগত জীবনে অনেক খানি উন্নত হইতে পারিবে এইরূপ মনে করি। গীতাকে এই দৃষ্টিতে দেখার জন্য গীতার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় আবশ্যক। যাহাতে সেই পরিচয় সহজে হয় এই সঙ্কলিত সংস্করণে আমি সেই চেষ্টা করিয়াছি।

এই সংস্করণে দুইটী ভাগ করা হইয়াছে। প্রথম ভাগ—গীতা-প্রবেশিকা। উহাতে গীতার তত্ত্বসমূহ আমি আলোচনা করিয়াছি। দ্বিতীয় ভাগ—মূল শ্লোক এবং অনাসক্তি যোগ বা গান্ধীজীর গীতার ভাষ্য।

গীতা-প্রবেশিকা

গীতার মূল তত্ত্ব সমূহ আলোচনা করার উদ্দেশ্যে এবং গীতার সহিত নিকটতর পরিচয় করার উদ্দেশ্যেই গীতা-প্রবেশিকা লেখা। গীতা খানা কেবল আবৃত্তির জন্য ব্যবহার না করিয়া যাহাতে উহার মর্ম বুঝিয়া জীবন-যাত্রায় প্রয়োগ করা যায় সে জন্য গীতাপাঠ করিতে কিছু সম্বল লইয়া পাঠ আরম্ভ করিলে পথ সুগম হয়, আকৃষ্ট হয়। সেই সম্বল হইতেছে গীতার তত্ত্ব আলোচনা।

গীতা-প্রবেশিকার প্রথমেই "কুরুক্ষেত্র কোথায়?" নামক প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে। গীতা যুদ্ধের প্ররোচক, কি

আবশ্যকতা গীতা স্বীকার করেন, অর্জ্জুনকে নানা যুক্তি দ্বারা যুদ্ধ করিতে উৎসাহিত করাই শ্রীকৃষ্ণের একমাত্র উদ্দেশ্য, জগৎব্যাপী যে হিংসার আগুন জ্বলিতেছে, গীতা তাহা কেবল সমর্থন করেন নাই, অর্জ্জুনকে হিংসা করিতে বিরত দেখিয়া তাঁহাকে ক্লীব বলিয়াছেন, অতএব হিংসা করাই মানুষের ধর্ম্ম—বড় বড় পণ্ডিতেরাও গীতা হইতে এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। গীতার ভিতরে যে সুস্পষ্ট ভক্তির ধারা প্রবাহিত হইয়াছে তাহার সহিত এই হিংসাত্মক প্ররোচনা যে বিরোধী নহে, ইহা বুঝাইতে জ্ঞানী পণ্ডিতেরা নানা যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়াছেন। বাংলাদেশে ত এই সংস্কার একেবারে বদ্ধমূল। গান্ধীজী গীতা হইতে ইহার বিপরীত প্রেরণা পাইয়াছেন; অনাসক্তি যোগের প্রস্তাবনায় গীতার যুদ্ধ যে হৃদ্‌গত যুদ্ধ, উহা যে মানুষে মানুষে সম্পত্তির অধিকার লইয়া লড়াইয়ের কাহিনীর এক অংশ নয়, তাহা সংক্ষেপে এবং দৃঢ় ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। গান্ধীজী যাহা বলিয়াছেন তাহা আরো বিশদ ভাবে আলোচনা করা আবশ্যক বলিয়া মনে করি। বাংলায় বিরুদ্ধ সংস্কার অতিশয় প্রবল বলিয়াই গীতার মূলগতভাব কি, গীতায় কোন্ কথা বলা হইয়াছে তাহাই কতকটা বিশদ ভাবে আলোচনা করিয়াছি। বিরুদ্ধ সংস্কার দূর করিয়া নূতন সংস্কার গ্রহণ করায় যাহাতে সাহায্য হয় সে জন্য আমি যথাশক্তি গীতার ভাব-ধারা ও তাহার উদ্দেশ্য আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট করিয়াছি। এজন্য আমাকে

গীতার প্রথম অধ্যায় হইতে শেষ অধ্যায় পর্য্যন্ত অর্জ্জুনের প্রশ্ন ও শ্রীকৃষ্ণের উত্তর পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিতে হইয়াছে।

অতঃপর গীতা-প্রবেশিকায় গীতার তত্ত্বসমূহের আলোচনা করিয়াছি। প্রকৃতি, পুরুষ প্রভৃতি শব্দগুলির সহিত পাঠকের পরিচয় আবশ্যক। শব্দার্থ দ্বারা উহার পরিচয় দেওয়া যায় না বলিয়া বিস্তারিত আলোচনা করিতে হইয়াছে। আত্মতত্ত্ব, প্রকৃতির পরিচয়, ত্রিগুণের বিস্তার, ইত্যাদি দ্বারা প্রকৃতি ও পুরুষের মোটামুটি পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছি। তাহার পর জীব ও ব্রহ্ম, জীবের জন্ম-পরিক্রম, মোক্ষের পথ ও উপাসনা-পদ্ধতি আলোচিত হইয়াছে।

এই অংশের আলোচনায় আলোচ্য বিষয় গীতার উক্তি দ্বারাই সমর্থিত হইয়াছে। জীব ও ব্রহ্মের পরস্পর সম্পর্ক কি, জীব ও ব্রহ্ম দুই না এক, ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর গীতায় কি পাওয়া যায় তাহাই দেখানো হইয়াছে। আমি গীতাকেই প্রমাণ বলিয়া গণ্য করিয়াছি। প্রমাণকে আর প্রমাণ করার আবশ্যক নাই 'মার্জিনে' পাঠকের সুবিধার জন্য গীতার অধ্যায় ও শ্লোক-সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

গীতার বিভিন্ন প্রচলিত সংস্করণে পাওয়া যায়—অ[illegible] বিষয় সমূহে গীতার সহিত অন্যান্য তত্ত্ব গ্রন্থের তুলনা-মূলক আলোচনা। কোনও এক বিষয়ে সাংখ্য কি বলেন, শ্রুতি কি বলেন, মহাভারত

কি বলেন—এই প্রকার আলোচনা পণ্ডিতেরা অনেক করিয়া গিয়াছেন। সে সকল আলোচনার স্থান আছে। কিন্তু যিনি গীতার উপর নির্ভর করিয়া চলিতে চাহিবেন, গীতা কি বলিতেছেন তাহাই সুস্পষ্টরূপে জানিলে তাঁহার কাজ চলিয়া যায়। গীতার প্রতিপাদ্য তত্ত্বসমূহ গীতাই পরিষ্কার করিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রধান প্রতিপাদ্য সমস্ত বিষয়ই গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে এবং চতুর্থ হইতে সপ্তদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত তৃতীয় অধ্যায়ের উক্তির ভাষ্য বলিয়া গণ্য করা যায়। অষ্টাদশ অধ্যায়ে এই সতেরো অধ্যায়ের সার-মর্ম্ম দেওয়া হইয়াছে। গীতার প্রথম অধ্যায়ে হৃদয়ে যে যুদ্ধ চলিতেছে সেই যুদ্ধে কি কর্ত্তব্য—এই প্রশ্ন উত্থাপিত করা হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রশ্ন বিশদ করিয়া দেখানো হইয়াছে, অথবা প্রথম অধ্যায় ভূমিকা, দ্বিতীয় অধ্যায় বিষয়-প্রবেশ বলিয়া গণ্য করা যায়। তৃতীয় অধ্যায়ে সমস্ত প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর রহিয়াছে, চতুর্থ হইতে অষ্টাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত তৃতীয়ের সিদ্ধান্ত সরল ও প্রাঞ্জল করা হইয়াছে। এই জন্য গীতায় পুনরুক্তি অনেক আছে।

তত্ত্ব সম্বন্ধে গীতাকেই গীতার প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিলে সমস্যার সমাধান হইয়া যায়। কোথাও না কোথায় গিয়া ত বলিতেই হইবে যে ইহার পর আর প্রমাণ নাই। গীতাকেই সেই শেষ স্থান মানিয়া লইয়া গীতা-প্রবেশিকায় আলোচনা করা হইয়াছে। সাধারণ

জিজ্ঞাসু, যাঁহারা পণ্ডিত নহেন, যাঁহারা গীতাকেই আশ্রয় করিতে চাহেন, তাঁহারা ইহাতেই তৃপ্ত হইতে পারিবেন।

গীতায় বর্ণ-ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া হইয়াছে। বর্ণ-ধর্ম্ম সম্বন্ধেও একটা বদ্ধমূল এবং বিরোধী সংস্কার প্রচলিত দেখা যায়। বর্ণ-ধর্ম্ম সম্বন্ধে গীতার মত ও তাহার যৌক্তিকতা আমি 'ভারতের সাম্যবাদ' নামক পুস্তকে আলোচনা করিয়াছি। সেই জন্য গীতা-প্রবেশিকায় আর উহা দেওয়া হয় নাই।

ত্রিগুণের আলোচনা কালে পাশ্চাত্য ক্রম-বিকাশ-বাদের কথা স্বতঃই আসিয়া পড়ে। ক্রম-বিকাশ-বাদ গীতায় উক্ত প্রকৃতি পুরুষ তত্ত্বেরই সমর্থক ও উহার ত্রিগুণ তত্ত্বেরই প্রয়োগ বলিয়া আমি বুঝিয়াছি। ডারুইন-বাদ ইউরোপে বিপর্য্যয় আনিয়াছিল। সকল কার্য্যই নিষ্ঠুর প্রতিযোগিতার নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করার ইচ্ছায় ইউরোপীয় সভ্যতা অধোগামী হইতেছে। প্রায় আশীবৎসরের অভিজ্ঞতার পর পাশ্চাত্য জগৎ ও আমেরিকা এক্ষণে থমকিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই প্রশ্ন সেখানে উঠিয়াছে যে, ক্রমবিকাশের নিয়ম সত্য, কিন্তু তাহার প্রতিষ্ঠা যে জীবন-সংগ্রাম-বাদের উপর তাহা সত্য নহে। পরস্পর বিরোধদ্বারা যেমন অগ্রগতি হয়, পরস্পর প্রীতিদ্বারাও তেমতি অগ্রগতি হয়। প্রীতির শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিপরীত শক্তি পশু জীবনেও কার্য্য করিতেছে। প্রতি- যোগিতার সম্বন্ধ না করিয়া প্রীতির সম্বন্ধে জগতের জীবকে সম্পর্কযুক্ত

দেখারও আর একটা দিক্ আছে। মানুষে মানুষে যুদ্ধ মানব জাতিকে বড় না করিয়া পঙ্গু করিতেছে। এই প্রকার দৃষ্টিতেও আজ ইউ-রোপের কোন কোন সুধী ক্রম-বিকাশ তত্ত্ব (Evolution) বুঝিতে চাহিতেছেন।

আমি ত্রিগুণ তত্ত্বে ক্রমবিকাশের চাবি খুঁজিয়া পাইয়াছি। যে ভাবে উহা আমি বুঝিয়াছি তাহা ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

অনাসক্তি যোগ

অনাসক্তি যোগে গান্ধীজীর প্রস্তাবনা, তাঁহার কৃত অনুবাদ ও ভাষ্য আছে। মূল শ্লোকের পর অন্বয় থাকিলে এবং কঠিন শব্দের মানে দেওয়া থাকিলে মূল হইতে গান্ধীজীর অনুবাদ বুঝিতে সুবিধা হইবে বলিয়া উহা দেওয়া হইয়াছে। অন্বয় গান্ধীজীর অনুবাদের অনুসরণ করিয়া করা হইয়াছে। যাঁহাদের সংস্কৃত জ্ঞান নাই বা অল্প তাঁহারাও ইহার সাহায্যে মূল বুঝিতে পারিবেন আশা করা যায়।

মূল শ্লোকগুলি একের পর এক যেমন গীতায় সাজানো আছে তাহাতে উহার ভিতর দিয়া একটা যুক্তির একটানা শৃঙ্খলা চলি-য়াছে। একটু গভীর ভাবে না প্রবেশ করিলে এই সম্বন্ধ-বন্ধন চোখে পড়ে না এবং গীতার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে অসুবিধা হয়। যুক্তির ধারা স্পষ্ট করিয়া দেখানোর জন্য প্রতি অধ্যায়ের অন্তে সেই অধ্যায়ের বক্তব্যের সারাংশ ভাবার্থ রূপে দিয়াছি। ইহাতে ধারা-

বাহিক একটা মানসিক ছাপ পড়ার সাহায্য হইতে পারে। গীতার মূল শ্লোকের আবৃত্তির অন্তে এইরূপ ভাবার্থ পাঠ করার সার্থকতা আছে বলিয়া মনে হয়। গীতার শ্লোক আবৃত্তির মূল্য আছে। আবৃত্তির সহিত মর্ম্মগ্রহণ করাই উদ্দেশ্য। আবৃত্তির পর ভাবার্থ পাঠ সমগ্র অধ্যায়ের অর্থবোধের সহায়ক বলিয়া ভাবার্থেরও আবশ্যকতা আছে।

যে ভাব শ্লোকার্দ্ধ দ্বারা ব্যক্ত করা যায়, আবার তাহাই কোটি গ্রন্থেও ব্যক্ত হয়। গীতার সম্বন্ধেও এই উক্তি খাটে। গীতায় যাহা একবার বলা হইয়াছে বারে বারে গীতাতেই তাহা নানা ভাবে, নানা শব্দে, নানা দিক্ হইতে বলা হইয়াছে। এই পুনরুক্তিতে দোষ নাই, বরঞ্চ নানা দিক্ হইতে দেখাইয়া দেওয়াতেই গীতার গুণ। উহাতে অধ্যাত্ম তত্ত্ব স্পষ্ট হইয়াছে। গীতার অন্তরস্থ এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া এই সংস্করণে একই শ্লোক চার পাঁচবার করিয়া বলা হইলেও, পুনরুক্তির দোষ হইতেছে বলিয়া মনে করি নাই।

গীতায় প্রথমতঃ মূল শ্লোক। উহা অন্বয়ে গদ্য আকারে সাজাইয়া পুনরুক্ত হইয়াছে, উহাই অনুবাদে তৃতীয় বার, ভাবার্থে চতুর্থবার এবং প্রবেশিকার তত্ত্ব আলোচনায় কোনও কোনও অংশ পঞ্চম ও ষষ্ঠ বার বলা হইয়াছে। তাহা হইলেও আমি একথা মানি যে, গীতা অভ্যাসের জন্ত এই পুনরুক্তি দোষাবহ নহে, বরঞ্চ

সহায়ক। একই কথা বার বার বলিলেও প্রতি বারেই ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনে বলা হইয়াছে। গঙ্গা জল দ্বারা গঙ্গা পূজার ন্যায় গীতার বাক্য দ্বারাই গীতা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি।

গীতার সম্বন্ধে নূতন কিছুই বলার নাই। যিনি যাহাই বলুন তাহাই পুনরুক্তি হইবে। অনেক কাল হইতে গীতা হিন্দুর চিত্ত আকর্ষণ করিয়া আসিতেছে, যিনি যে ভাবে দেখিয়াছেন তিনি শক্তি অনুসারে সেই ভাবে গীতার ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন।

বিভিন্ন ভাষ্যকারের মধ্যে মতভেদ আছে। অথচ অনেক ভাষ্যই কোনও না কোনও মহাপুরুষের নামের সহিত যুক্ত। এমত অবস্থায় সমন্বয় করার চেষ্টা করা বৃথা, তুলনা-মূলক আলোচনায় সাধারণ পাঠকের গোল আরও বাড়িয়া যায়। এরূপ স্থলে গান্ধীজী যে পথ লইয়াছেন তাহা অনুপম। তিনি তুলনা করেন নাই, অপরের মত খণ্ডন করেন নাই, অন্য শাস্ত্র হইতে তাঁহার ভাষ্যের সমর্থন করেন নাই, সকল শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র যে অনুভবজ্ঞান তাহারই আলোকে তিনি যাহা দেখিয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ে যে ভাবের প্রতিষ্ঠা আছে, যে ভাবে প্রণোদিত হইয়া তিনি প্রতিদিনের ছোট বড় কার্য্য সম্পন্ন করিয়া যাইতেছেন তাহাই ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে পাঠকের ক্লেশ কম, সন্তোষও প্রচুর।

গান্ধীজী যে ভাব দিয়াছেন আমি সেই ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, এই সঙ্কলনে গীতার সহিত নিকটতর পরিচয় করার চেষ্টা করিয়াছি।

গীতার ন্যায় গ্রন্থের উপর গান্ধীজীর ন্যায় অনুভব-জ্ঞানী পুরুষ যাহা বলিয়াছেন তাহা মানিয়া লওয়ার মত নির্ভরতা আসিলে পাঠকের বিশেষ উপকার হইবে—অথচ বিক্ষেপ হইবে না।

যাঁহারা ইতিপূর্ব্বে অন্য কোনও ভাষ্যকে যুক্তি-যুক্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, অন্য প্রকার ভাষ্য গ্রহণ করার পূর্ব্বে তাঁহাদের স্বভাবতঃই এই কথা মনে হইবে যে, তবে কি পূর্ব্ব ভাষ্যকার ভ্রান্ত? কিন্তু এরূপ স্থলেও, পূর্ব্ব ভাষ্যকার এবং ভাষ্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াও গান্ধী-ভাষ্য অসঙ্কোচে গ্রহণ করিতে পারি। উদাহরণ স্বরূপ গীতার সর্ব্বজন-মান্য শাঙ্কর-ভাষ্য ধরুন। গীতার অনেক শ্লোকের শঙ্করাচার্য্য যে অর্থ করিয়াছেন গান্ধীজী তাহার বিপরীত অর্থ করিয়াছেন। এক্ষণে কি করিব? শঙ্করাচার্য্য অথবা গান্ধীজী কাহাকে গ্রহণ করিব? উভয় ভাষ্যেরই মর্য্যাদা আছে। শঙ্করাচার্য্যের কালে সমাজের যে অবস্থা ছিল, সমাজ ও মানুষ যে দিকে ঝুঁকিয়াছিল, সেই দিক্ হইতে তাহাদিগকে টানিয়া আনা, নিরর্থক পশুবধাদি দ্বারা যজ্ঞ-কর্ম্মে শক্তি ব্যয় না করিয়া জ্ঞানের পথের আশ্রয় গ্রহণ করা তৎকালীন সমাজ রক্ষার সহায়ক হইয়াছিল। এখন জগতে যে বিক্ষেপ উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে, গীতার আশ্রয় লইয়া গান্ধীজী জগৎ সমাজের জন্য শাস্ত্র ও ঈশ্বরাশ্রয়ী হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠানের যে আহ্বান পাইয়াছেন তাহাও সত্য বলিয়া গ্রহণ করায় বিরোধ থাকে না। গান্ধীজী গীতার মধ্যে যে শক্তির উৎস

খুঁজিয়া পাইয়াছেন এবং সে শক্তি যে ভাবে ব্যবহার করিতেছেন, তাঁহার গীতা-ভাষ্য জগৎকে সেই শক্তির অনুকূল করার সহায়ক হইবে।

গীতার এই সঙ্কলিত সংস্করণে আমি কেবল মালাকারের ন্যায় কার্য্য করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। যাহা গীতায় আছে ও যাহা গান্ধীজী দেখাইয়াছেন আমি তাহা কেবল সাজাইয়া দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছি। গীতা-প্রবেশিকায় বা ভাবার্থে যদি কোনও স্থানে আমার লেখা গান্ধীজীর ভাবের বিরোধী হইয়া থাকে তবে তাহা আমার বুঝার ত্রুটী বশতঃই হইয়াছে। এরূপ স্থলে সে কথা পাঠকেরা আমাকে জানাইলে বাধিত হইব।

অনুবাদে গান্ধীজী মূল শ্লোককে অবিকৃত ভাবেই অনুসরণ করিয়াছেন। তথাপি স্থানে স্থানে অর্থবোধের সুবিধার জন্য তাঁহাকে দুই একটি নিজের শব্দও ব্যবহার করিতে হইয়াছে। ইহা অপরিহার্য্য। এই শব্দগুলি ( ) বন্ধনীর ভিতর দেওয়া হইয়াছে। "অনাসক্তি যোগ" অনুবাদ করিবার সময় আমাকেও মাঝে মাঝে এই সঙ্কটে পড়িতে হইয়াছিল। তাই আমাকেও এমন দুই একটি শব্দ ব্যবহার করিতে হইয়াছে যাহা গান্ধীজীর অনুবাদে নাই। আমি এই শব্দগুলিকে [ ] বন্ধনীর ভিতর পুরিয়া দিয়াছি। ইহাতে গীতার শ্লোকের বহির্ভূত কোন্ শব্দটি যে গান্ধীজীর আর কোন্‌টি যে আমার তাহা বুঝিতে পাঠকের কোনোই অসুবিধা হইবে না।

বাংলায় বর্গীয় ‘ ব ’ এবং অন্তঃস্থ ‘ ব ’-এর উচ্চারণে কোনও প্রভেদ করা হয় না। কিন্তু ইহাদের সংস্কৃত উচ্চারণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। সংস্কৃতে অন্তঃস্থ ‘ব’-এর উচ্চারণ ‘ওঅ’ এইরূপ। শ্লোকের আবৃত্তির সময় যথাযথ উচ্চারণের মূল্য আছে। তাই অন্তঃস্থ ‘ব’-এর সম্বন্ধে যাহাতে পাঠকদের ভুল না হয়, সে জন্য শ্লোকের ভিতর উহার আকৃতি ‘ ৱ ’ এইরূপ করা হইয়াছে। প্রথম দুই অধ্যায় ছাপা হইয়া যাওয়ার পরে কথাটা মনে হয়। সুতরাং ঐ দুই অধ্যায়ে এ সংশোধন সম্ভব হয় নাই। আশা করি এ ত্রুটী পাঠকেরা মার্জ্জনা করিবেন।

শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা—গান্ধী-ভাষ্য

প্রথম ভাগ

গীতা-প্রবেশিকা

কুরুক্ষেত্র কোথায়

-:o:-

কুরুক্ষেত্রে যে যুদ্ধ হইয়াছিল সেই ক্ষেত্রেই কি গীতা উক্ত হইয়াছিল? সত্যই কি ঐতিহাসিক শ্রীকৃষ্ণ ঐতিহাসিক অর্জ্জুনকে গীতার উপদেশ দান করিয়াছিলেন? এবং সেই উপদেশ পাইয়া সত্যই কি অর্জ্জুন বিগত-মোহ হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিলেন? পারিবারিক কলহ-প্রসূত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে লাঠির জোরে কোন্ পক্ষে ন্যায় তাহা প্রমাণের যে চেষ্টা হইয়াছিল তাহা কি ভগবানের অনুমোদিত? ন্যায় অন্যায়ের নির্দ্ধারণ কি লাঠির জোরে হয়? সেই শিক্ষাই কি আমরা গীতায় পাই?

অর্জ্জুন মোহাবিষ্ট হইলে গীতায় কথিত উক্তি দ্বারা ভগবান অর্জ্জুনকে জ্ঞান দান করিয়াছিলেন। সেই জ্ঞান পাইয়া যে অর্জ্জুনের মোহ নষ্ট হইয়াছিল, তিনি কি পুনরায় হত্যাকাণ্ড করিতে পারেন? ক্রুদ্ধ হইতে পারেন? প্রতিহিংসা-পরায়ণ হইয়া কঠোরতার সহিত আততায়ী বধ করিতে পারেন? ইহাই কি গীতার শিক্ষা?

গীতার শিক্ষা যদি কেহ হৃদয়ে গ্রহণ করতঃ আচরণে প্রয়োগ করেন তবে তিনি ব্রহ্মভূত হন। যিনি মানুষের উপরে উঠিয়া পুরুষোত্তমের সহিত যুক্ত হইয়াছেন, যিনি শুভাশুভ পরিত্যাগ

করিয়াছেন, যিনি সর্ব্বভূতে নির্বৈর হইয়াছেন তিনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের নায়ক হইতে পারেন না—ইহা নিশ্চিত।

বস্তুতঃ মহাভারতখানা ইতিহাস নহে, ধর্ম্মগ্রন্থ। গীতা তাহারই অঙ্গীভূত ধর্ম্মশাস্ত্র। গীতা একখানা উপনিষৎ। ইহার আলোচ্য বিষয় ব্রহ্ম-বিদ্যান্তর্গত কর্ম্মযোগ। এই কথাই গীতার প্রতি অধ্যায়ের অন্তে আছে। "ইতি শ্রীমহাভারতে শত সাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে ·····যোগো নাম··· অধ্যায়ঃ।"

গীতায় ব্রহ্ম-বিদ্যা দানের ধারা গুরু-শিষ্যের কথোপকথনের আকারে দেওয়া হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ গুরু, অর্জ্জুন শিষ্য। অর্জ্জুন অজ্ঞানী, শরীরী, ব্রহ্ম-বিদ্যার্থী, শ্রীকৃষ্ণ সম্পূর্ণাবতার শুদ্ধ জ্ঞান।

অর্জ্জুনের প্রশ্ন যুদ্ধ করিব কিনা—ইহাই নহে, অর্জ্জুনের জিজ্ঞাসা ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা। কেবল "অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা" বলিয়া আরম্ভ না করিয়া একটা যুদ্ধের উপমার আশ্রয় লওয়া হইয়াছে। একটী বহু পরিচিত রূপকের আশ্রয় কৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদরূপী গীতায় লওয়া হইয়াছে। রথী ও সারথী-যুক্ত দেহ-রথকে ইন্দ্রিয় অশ্বগণ টানিয়া চলিতেছে। দুষ্ট অশ্বগুলিকে সংযত করিয়া চলিবার কৌশল শুদ্ধ বুদ্ধিরূপে সারথী শ্রীকৃষ্ণ দেহী অর্জ্জুনকে বলিতেছেন। দেহ রথ, রথী অর্জ্জুন, শ্রীকৃষ্ণ সারথী, ইন্দ্রিয়গণ অশ্ব, ও লাগাম মন। রথ যে যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা কুরুক্ষেত্র-

রূপ হৃদয় ক্ষেত্র। দৈবী ও আসুরী হৃদয়স্থ এই দুই বৃত্তি দুই পক্ষ। সেই যুদ্ধ নিয়তই মানুষের হৃদয়-ক্ষেত্রে চলিতেছে। সেই যুদ্ধে যাহাতে দৈবী পক্ষই জয়ী হয়, তজ্জন্য ভগবান সারথী বেশে অনুভব-সিদ্ধ-জ্ঞান অস্ত্র দেহী অর্জ্জুনকে দিতেছেন।

গীতার অর্জ্জুন যে ঐতিহাসিক অর্জ্জুন নহে, গীতার যুদ্ধ যে সুদূর অতীতে সংঘটিত ঐতিহাসিক যুদ্ধ নহে, তাহা অর্জ্জুনের প্রশ্ন ও উত্তরগুলিকে অনুধাবন করিলে স্পষ্ট হইয়া পড়িবে।

অর্জ্জুনের প্রশ্ন ও তাহার উত্তর

প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়

যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত দুই দলের মাঝখানে অর্জ্জুন দাঁড়াইয়া ধনুকে গুণ চড়াইয়াছেন, এমন সময় অর্জ্জুনের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল। অর্জ্জুন তাঁহার সারথী শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—যাঁহাদিগকে মারিয়া রাজ্য ভোগ করা অপেক্ষা ভিক্ষা করিয়া জীবন যাপন করাও ভাল, সেই সমস্ত মহানুভব গুরুজনকে কি করিয়া যুদ্ধে হত্যা করিব? অর্জ্জুন ধর্ম্ম-সঙ্কটে পড়িয়াছেন। তিনি বুঝিতে পারিতেছেন না যে, এই যুদ্ধে, যেখানে উভয়পক্ষে স্বজনগণ রহিয়াছেন তাহাতে জয়লাভ করাই ভাল, না পরাজিত হওয়াই ভাল। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের কাছে তাই নিবেদন করিলেন যে, এই সঙ্কটে তিনি যেন তাঁহাকে কর্ত্তব্য শিক্ষা দেন।

তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে গভীর ধর্ম্মতত্ত্ব শুনাইলেন, আত্মা ও দেহের পরস্পর সম্বন্ধ বুঝাইলেন এবং বৈদিক যজ্ঞ-কর্ম্ম-বহুল জীবন-যাপন-পদ্ধতির আশ্রয় না লইয়া অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করিতে বলিলেন। অর্জ্জুনকে তিনি বলিলেন যে, শ্রুতির কথা শুনিয়া শুনিয়া তাঁহার বুদ্ধির বিপর্যায় ঘটিয়াছে। শ্রুতির প্রভাব হইতে মুক্ত হইলে তবে অর্জ্জুনের বুদ্ধি সমাধিতে স্থির হইবে। ইহাতে হইল না। সম্মুখে ও পশ্চাতে উদ্বেলিত সিন্ধুর ন্যায় স্বপক্ষ ও প্রতিপক্ষের সৈন্য-সমূহ গগন বিদারী ধ্বনিতে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছে। সেই অবস্থাতেও যুদ্ধ করার ইতি-কর্ত্তব্যতার বিষয় শুনিয়া মন স্থির করার মত ভাব অর্জ্জুনের আসিল না, তাঁহার জিজ্ঞাসার শেষ হইল না। যদি অর্জ্জুনের সংশয় দূর করিবার জন্য কোনও এক প্রশ্নের উত্তরে ভগবান কর্ত্তৃক সমস্ত গীতার উপদেশ উদ্গীত হইত, তবে সে এক কথা ছিল, কিন্তু তাহা ত নহে। প্রতিপদে অর্জ্জুন ব্রহ্ম-বিদ্যার্থীর ন্যায় প্রশ্ন করিতেছেন। বস্তুতঃ এই অর্জ্জুন যুদ্ধার্থী নহেন, ইনি ব্রহ্ম-বিদ্যার্থী। এক্ষণে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি যে সমাধিস্থ অবস্থার কথা বলিলে সেই সমাধিস্থ পুরুষের লক্ষণ কি? কি করিয়া তাহাকে চিনিব? সমাধিস্থ পুরুষ কি করেন, কি ভাবে থাকেন, কি ভাবে চলেন?

এ প্রশ্নের উত্তর ত আর কোনও বাহ্যিক লক্ষণ বলিয়া দিলে মিটিবে না। এ কথা শুনাইলে চলিবে না যে, স্থিতপ্রজ্ঞ সমাধিস্থের

মাথায় জটা থাকে না, তাঁহার মস্তক মুণ্ডিত, তিনি দাক্ষিণাত্যে থাকেন অথবা হিমালয়ে। স্থিতপ্রজ্ঞ কি তাহা জানিতে হইলে জীব, জগৎ ও ঈশ্বর সম্বন্ধে একটা মোটামুটী ধারণা করিয়া লইতে হইবে। অর্জ্জুনের এই প্রশ্ন সমস্ত গীতার বীজ-প্রশ্ন এবং ইহার উত্তর সমস্ত গীতার প্রতিপাদ্য সংক্ষিপ্ত বীজাত্মক উত্তর। অর্জ্জুনের জিজ্ঞাসা মিটাইতে হইবে। ভগবান্ স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বলিলেন :—

"যখন মানুষ সকল কামনা ত্যাগ করে, যখন আত্মার আনন্দ ভিতর হইতেই খোঁজে, বাহিরের কোনও বস্তুর উপর নির্ভর রাখে না, যখন মানুষ সুখ-দুঃখে বিচলিত হয় না, শুভ পাইলে হর্ষ করে না, অশুভে শোক করে না, ঈশ্বরকে জানিয়া যে ব্যক্তি বিষয় ভোগ করিয়াও করে না, রসে অস্পৃষ্ট থাকে তখন তাহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ সমাধিস্থ বলা যায়। ইন্দ্রিয়কে বশে রাখিয়া যোগীর ঈশ্বরে তন্ময় থাকা চাই। বিষয়ের চিন্তা করিবে না। যে করে তাহার বিষয়ে আসক্তি আসে। আসক্তি হইতে কামনা আসে। কামনা কোনও দিন তৃপ্ত হয় না, অতৃপ্তিতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে মূঢ়তা, তাহা হইতে জ্ঞানের নাশ পায়। যাহার জ্ঞানের নাশ হইয়াছে সে মৃতের তুল্য। অল্প জল-যুক্ত জলাশয়ে জল গিয়া পড়িলে তাহা ঘোলাইয়া যায়, ভরিয়া উঠে। কিন্তু সমুদ্রের মধ্যে সমস্ত নদী নিজের জল নিরন্তর ঢালিয়াও সমুদ্রকে

যেমন চঞ্চল করিতে পারে না, ভরিয়া ফেলিতে পারে না, তেমনি যে ব্যক্তির মধ্যে সমস্ত কামনা প্রবেশ করিয়াও বিচলিত করিতে পারে না তিনি সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ। ঈশ্বরকে জানার স্থিতি ইহাই। ইহা পাইলে চিত্ত মোহের বশ হয় না এবং মরণ কালেও যে এই স্থিতিতে থাকে সে ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ পায়। এই প্রকারে দ্বিতীয় অধ্যায় শেষ হইল।

তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়

অর্জ্জুন ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা আরম্ভ করিয়াছেন। ঐটুকু উত্তর পাইয়া তাঁহার সংশয় মিটিল না। আর যদি যুদ্ধ করার কথা ধরা যায়, তবে বলিতে হইবে যে, যুদ্ধ করা অর্জ্জুনের যে উচিত সে কথা ইহাতেও তিনি ভাল বুঝিতে পারিলেন না। শিষ্য অর্জ্জুন পুনরায় প্রশ্ন করিতেছেন, "তুমি যদি কর্ম্ম অপেক্ষা সমত্ব বুদ্ধিকেই অধিক শ্রেষ্ঠ মনে কর, তবে হে কেশব, তুমি আমাকে এই ঘোর কর্ম্মে কেন প্রেরণ করিতেছ? অর্থাৎ একবার তুমি কর্ম্ম করার প্রশংসা করিলে, পরে আবার সমাধিস্থ হইয়া থাকার প্রশংসা করিলে, ইহাতে গোল হইতেছে। একটা পথ ঠিক করিয়া বল। মোক্ষের জন্য কর্ম্মই করিব, না কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া জ্ঞানের পথ লইয়া মোক্ষের দিকে অগ্রসর হইব?"

ইহার উত্তরে গোটা তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীভগবান কর্ম্মযোগ বুঝাইলেন। বুঝাইলেন যে, ফলাসক্তি ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করাই

সমাধিস্থ হওয়া, হাত-পা ও বাক্য বন্ধ করিয়া থাকাই সমাধিস্থ থাকা নহে এবং তৃতীয় অধ্যায়ের শেষে যে যুদ্ধরূপী "ঘোর কর্ম্মে" নিযুক্ত হওয়ার আদেশ ভগবান অর্জ্জুনকে দিয়াছিলেন, সে যুদ্ধটা যে কি—তাহার স্বরূপও খুব স্পষ্ট করিয়াই বুঝাইয়া বলিলেন।

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপম্ দুরাসদম্॥

"এইরূপে বুদ্ধির অতীত আত্মাকে জানিয়া ও আত্মাদ্বারা মনকে বশীভূত করিয়া হে মহাবাহো, কামরূপ দুর্জ্জয় শত্রুকে সংহার কর।"

যুদ্ধ করিয়া কামরূপ শত্রুকে জয় করার জন্যই ভগবান অর্জ্জুনকে শিক্ষা দিলেন। যুদ্ধটা কি এইবার স্পষ্ট হইলেও পথ সম্বন্ধে এখনো সকল কথা বলা হয় নাই। তাই চতুর্থ অধ্যায়ে এই পথের কথা, জ্ঞান-প্রাপ্তির কথা, যজ্ঞার্থে কর্ম্ম করিবার কথা বলিয়া পুনরায় অর্জ্জুনকে যুদ্ধ যে কেন ও কোথায় হয় তাহা এমন ভাষায় বুঝাইলেন যে, তাহা শোনার পর আর কাহারও সন্দেহের অবকাশ না থাকে।

তস্মাদজ্ঞান সম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত॥

অর্জ্জুনকে বলিতেছেন যে, যুদ্ধ কর, জ্ঞানের অসি লও এবং সেই তরবারী দ্বারা হৃদয়স্থিত অজ্ঞান-সম্ভূত সংশয় নাশ করিয়া যোগ অর্থাৎ সমত্ব ধারণ করিয়া দাঁড়াও।

ইহার পর গীতায় কে কোন্ যুদ্ধের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে সে সন্দেহ আর থাকে না। যদি সত্যই দিল্লীর সমীপস্থ কুরুক্ষেত্র প্রাঙ্গণে কাটাকাটী করিতে উদ্যত দুই দলের মধ্যে দাঁড়াইয়া কৃষ্ণার্জ্জুনে এই কথা হইয়া থাকিত, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের উক্ত জবাব যেমন অপ্রাসঙ্গিক তেমনি অদ্ভুত।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়

ঈশ্বর লাভের পথ সম্বন্ধে অর্জ্জুনের সংশয় যাইতেছে না। পূর্ব্ব প্রচলিত সাংখ্যবাদী ও সন্ন্যাস-বাদীদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, কর্ম্মই মনুষ্যকে বন্ধন করে, চিত্ত চঞ্চল করে, মায়িক জগতের বিষয়ে আবদ্ধ করে। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন যে, কর্ম্ম কর, আবার বলিতেছেন যে, কূর্ম্ম যেমন নিজের অঙ্গ সকল গুটাইয়া রাখে স্থিতপ্রজ্ঞ তেমনি ইন্দ্রিয় সকলকে ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে বিমুখ করিয়া রাখে। এই দুই কথা পরস্পরের বিরোধী। ইহার ভিতরের তাৎপর্য্য জানা আরো আবশ্যক হইয়াছে। কেন না তৃতীয় অধ্যায়ে বেশ জোরের সহিত ভগবান বলিতেছেন - 'নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং' 'তুমি সংযত হইয়া কর্ম্ম করিতে থাক' 'জনক প্রভৃতি কর্ম্ম দ্বারাই সিদ্ধি পাইয়াছিলেন,' 'আমি অতন্দ্রিত হইয়া কর্ম্ম করিতেছি; যদি না করি তবে এই লোক উৎসন্ন যাইবে।' তৃতীয় অধ্যায়ের এই যুক্তি চতুর্থে আরও বিশদ করা হইয়াছে,—সকল কর্ম্মই যজ্ঞার্থে বা ঈশ্বরার্থে করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

"যজ্ঞ বহুবিধ। কিন্তু সকল যজ্ঞই শারীরিক মানসিক বা বাচিক কর্ম্ম-মূলক, ইহা জানিলে মোক্ষ পাইবে"। এই সকল উক্তির সহিত কর্ম্মের ন্যায় থাকার যুক্তির ঐক্য দেখা যায় না বলিয়া এবং অর্জ্জুন মোক্ষ কামনায় এই বিষয়ে গভীর ভাবে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক বলিয়াই পুনরায় প্রশ্ন করিতেছেন। এই প্রশ্ন দ্বারাই পঞ্চম অধ্যায় আরম্ভ হইল

প্রশ্ন এই:—

সংন্যাসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণ, পুনর্যোগঞ্চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্॥

"হে কৃষ্ণ, তুমি কর্ম্মত্যাগের ও কর্ম্মযোগের স্তুতি করিতেছ, এই উভয়ের মধ্যে যাহা শ্রেয়স্কর তাহা আমাকে সোজাসুজি নিশ্চয় করিয়া বল।"

ইহার উত্তরে কর্ম্ম-সন্ন্যাস যে কর্ম্মযোগ ব্যতীত হইতেই পারে না, এই কথা শ্রীভগবান বলিলেন এবং জ্ঞানীর অবস্থা ও সাধনা বর্ণনা করিলেন। ইহাতেই পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত করিয়া অর্জ্জুনের আর প্রশ্নের প্রতীক্ষা না করিয়াই সমত্ব বুদ্ধি বা কর্ম্মযোগ পাওয়ার অন্যতম পথ স্বরূপ ধ্যানযোগের কথা ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে বলিতে লাগিলেন। ধ্যান দ্বারা চিত্ত-বৃত্তি নিরোধ সম্বন্ধে সকল কথা শুনিয়া অর্জ্জুন প্রশ্ন করিলেন যে—

যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্।

"হে মধুসূদন, এই সমত্বরূপী যোগ যাহা তুমি বলিলে, মনের চঞ্চলতার জন্য তাহাতে আমি স্থিরতা দেখিতে পাইতেছি না। শ্রীভগবান বলেন—এ কথা সত্য যে, মন চঞ্চল বলিয়া উহাকে বশ করা কঠিন। কিন্তু হে কৌন্তেয়, অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা উহাকে বশীভূত করা যায়।" অতঃপর অর্জ্জুনকে উপদেশ দিলেন যে, হে অর্জ্জুন, তুমি যোগী হও।

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন।

'ফলাকাঙ্ক্ষী তপস্বী অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ, যাহার অনুভব জ্ঞান হয় নাই সে জ্ঞানী অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ, যজ্ঞাদি-নিরত কর্ম্মকাণ্ডী অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ। সেই হেতু হে অর্জ্জুন, তুমি যোগী হও।'

এইমত অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়া এবং আর অর্জ্জুনের প্রশ্নের অপেক্ষা না করিয়া সপ্তম অধ্যায়ে শ্রীভগবান ঈশ্বর-তত্ত্ব কি তাহা বুঝাইতে প্রযত্ন লইলেন, যেন কর্ম্মযোগের প্রকৃত ভাব অর্জ্জুনের হৃদগত হইতে পারে।

সপ্তম, অষ্টম ও নবম অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়ে ঈশ্বর তত্ত্ব শুনিয়া অর্জ্জুনের জ্ঞান-পিপাসা বর্দ্ধিত হয়। অর্জ্জুন প্রশ্ন করেন, তদুত্তরে অষ্টম অধ্যায়ে ঈশ্বর-তত্ত্ব বিশেষ

ভাবে বোঝানো হয় এবং নবম অধ্যায়ে এই সম্পর্কে ভক্তির মহিমা গীত হইয়াছে। নবমের শেষে ভগবান অর্জ্জুনকে বলিতেছেন :—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥

'আমাতে মন রাখ, আমার ভক্ত হও, আমার নিমিত্ত যজ্ঞ কর, আমাকে নমস্কার কর। অর্থাৎ আমাতে পরায়ণ হইয়া আত্মাকে আমার সহিত যুক্ত করিলে আমাকেই পাইবে।'

দশম, একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ অধ্যায়

তারপর এই শৃঙ্খলার অনুক্রমে দশমে ভগবান নিজের বিভূতির যৎকিঞ্চিৎ বর্ণনা করাতে অর্জ্জুনের অনুসন্ধিৎসা পুনরায় জাগ্রত হয়। অর্জ্জুন ভগবানকে দূরে দেখিতেছিলেন. এক্ষণে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণব্রহ্মরূপে জানিয়াছেন এবং নিজের ভক্তি নিবেদন করিয়া ঈশ্বরের বিভিন্ন অভিব্যক্তি কি প্রকার সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেছেন। তোমাকে আমি কি রূপে কি ভাবে দেখিব বল?—

কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ ময়া॥

'হে যোগিন, তোমাকে নিত্য চিন্তা করিতে করিতে, তোমাকে কি ভাবে জানিব? হে ভগবন্, তোমাকে কি কি রূপে চিন্তা করিব?'

ইহা ত হত্যা করিতে উদ্যত সশস্ত্র যোদ্ধার প্রশ্ন নয়, ইহা যে মুমুক্ষুর অন্তর্ভেদী জিজ্ঞাসার দ্যোতক। ভগবান বলিলেন—আমি আছি সমস্ত দেবতাতে, মহর্ষিতে, আমা হইতে সমস্ত ভাব ও অভাব। কেবল এইটুকু শুনিয়াই অর্জ্জুনের তৃপ্তি নাই। অর্জ্জুন বলিতেছেন—তুমি আদি দেব, তুমি অজ, তুমি বিভু। তোমার পরিচয় অসিত, দেবল, ব্যাসের নিকট পাইয়াছি, তুমিও নিজেই বলিলে, আরও খুলিয়া বল। তুমি

"আছ অনলে অনিলে চির নভোনীলে
ভূধরে সলিলে গহনে,
আছ বিটপী-লতায় জলদের গায়
শশী তারকায় তপনে।"

তুমি আছ সর্ব্বত্র তবুও তোমার নিজ মুখ হইতে তোমার বিভূতির কথা শুনিবার ইচ্ছা হইয়াছে, 'ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্'। আবার বল, অমৃত কথা শুনিয়া তৃপ্তি হইতেছে না। দশমে ভগবান নিজ বিভূতির এই পরিচয় অর্জ্জুনকে দিলেন যে, কি ভাবে তাঁহাকে চিন্তা করিতে হইবে। তিনি বনস্পতি, ওষধি, চর, অচরে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। অতঃপর ভগবান অর্জ্জুনের আগ্রহে নিজের বিরাট স্বরূপ তাঁহাকে দেখাইলেন এবং তাহার পরেই স্বাভাবিক অনুক্রমে ভক্তের স্বরূপ ও লক্ষণ বর্ণন করিলেন।

কর্ম্ম ও নৈষ্কর্ম্ম্য লইয়া যে দ্বন্দ্ব ছিল তাহা মিটিয়াছে, কিন্তু ভক্তি ও জ্ঞানের পথের কোনটা মোক্ষের অধিক অনুকূল এই প্রশ্নও মীমাংসিত হওয়া দরকার। অর্জ্জুন দ্বাদশের প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন—

এবং সতত যুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ॥

'এই প্রকার যে ভক্ত তোমার নিরন্তর ধ্যান-ধারণ করতঃ তোমার উপাসনা করে ও যাহারা তোমার অবিনাশী স্বরূপের ধ্যান করে, তাহাদের মধ্যে কোন যোগী শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য?'

তদুত্তরে ভগবান ভক্তির পথই শ্রেষ্ঠতর জানাইলেন এবং যাহারা অমূর্ত্তের উপাসক তাহাদের পথ কঠিন হওয়ায় ভক্ত হওয়ার জন্য উপদেশ দিয়া অর্জ্জুনের নিকট ভক্তের লক্ষণ বর্ণনা করিলেন।

ত্রয়োদশে শরীর ও শরীরীতে ভেদ দেখাইলেন এবং চতুর্দ্দশে সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝাইলেন, সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণের ভেদ নিরূপণ করিলেন। দেহ-সমুদ্ভূত এই তিন গুণের অতীত হইলে মানুষ সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়, মোক্ষ পায়, ঈশ্বরই হইয়া যায়। অতঃপর দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে প্রশ্ন একবার অর্জ্জুন করিয়াছিলেন, স্থিতপ্রজ্ঞ কি প্রকার জানিতে চাহিয়াছিলেন, এখানেও আবার তিনি সেমনি প্রশ্নই করিলেন।

কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো।
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্ততে॥

'হে প্রভো, গুণ সকল হইতে যাহারা উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহাদিগকে কি চিহ্ন দ্বারা জানা যায়, তাহাদের আচার কি ও তাহারা কেমন করিয়া ত্রিগুণাতীত হয়?'

অতঃপর ভগবান গুণাতীতের লক্ষণ বলিলেন। উহাতে দেখা যায়, স্থিতপ্রজ্ঞ, গুণাতীত, ভক্ত, ইহাদের সকলেরই একই লক্ষণ। ভগবান অর্জ্জুনকে ভক্ত, জ্ঞানী ও গুণাতীত হইতেই বলিয়া আসিয়াছেন। বাস্তবিক ষষ্ঠ অধ্যায়ের পর অর্জ্জুনের আর তেমন কোনও প্রশ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না, কেবল কথার শৃঙ্খল রাখার জন্য অর্জ্জুন মাঝে মাঝে দুই এক কথা ভগবানকে বলিতেছেন এবং তাহার অনুক্রমে ভগবান অর্জ্জুনকে জ্ঞানোপদেশ দিয়া যাইতেছেন। মাঝে মাঝে অর্জ্জুনের প্রশ্নে ইহাই প্রমাণ হয় যে, অর্জ্জুনের অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত আছে।

পঞ্চদশ, ষোড়শ ও সপ্তদশ অধ্যায়

পঞ্চদশ অধ্যায়ে গীতার দার্শনিক তত্ত্বের পূর্ণ বিকাশ। ইহাতে সেই পুরুষোত্তমের বর্ণনা আছে যিনি ক্ষর হইতে অতীত, অক্ষর হইতে উত্তম। যিনি প্রকৃতি ও পুরুষের আদি, যিনি ব্রহ্মেরও প্রতিষ্ঠা সেই পুরুষোত্তমের বর্ণনাই পঞ্চদশে রহিয়াছে।

ষোড়শে দৈবী ও আসুরী বৃত্তির বর্ণনা আছে। দেব ও অসুর—ইহারাই দুই দলের যোদ্ধা, ইহারাই পাণ্ডব ও কৌরব।

হৃদয় মধ্যে যে যুদ্ধ নিরন্তর চলিতেছে তাহার দুই পক্ষ দৈব ও আসুর বৃত্তি। এই যুদ্ধের উপযুক্ত নেতা হওয়ার জন্য অর্জ্জুনের প্রয়াস। ভগবান জ্ঞান দ্বারা, ব্রহ্ম-বিদ্যা দ্বারা, বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান দান করিয়া অর্জ্জুনকে কৃত-কৃতার্থ করিতেছেন।

ষোড়শের শেষে ভগবান দৈবীপথে চলার সহায়তার জন্য শাস্ত্র-বিধি মানিতে, অর্থাৎ অনুভব-জ্ঞানী সৎপুরুষের প্রদর্শিত সংযম-মার্গ অনুসারে চলিতে উপদেশ দেন। ইহাতেই সপ্তদশে অর্জ্জুন প্রশ্ন করেন যে, কেহ যদি শিষ্টাচার স্বীকার না করিয়াও শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নিজ বুদ্ধি অনুযায়ী চলে, তবে তাহার কি গতি হয়? ভগবান জানাইলেন যে, শ্রদ্ধা ত সকল রকমেরই হইতে পারে। শ্রদ্ধার সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদ আছে। তামসিক শ্রদ্ধা অবলম্বনে পতন, রাজসিকেও মধ্যগতি। অতএব কেবল শ্রদ্ধার আশ্রয়ে ভয় আছে। এই সঙ্গে সমস্ত কর্ম্ম ঈশ্বরার্পিত বুদ্ধিতে করার যৌক্তিকতা ও 'ওঁ তৎ সৎ'এর মর্ম্ম বুঝাইয়া দেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়

অতঃপর ভগবান তাঁহার বাক্যের উপসংহার এই বাক্য দ্বারা করিতেছেন :—

> সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
> অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

'সকল ধর্ম্ম ত্যাগ কর, আমার শরণ লও, আমি তোমাকে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত করিব।' পাপীর নিকট, সাধারণ মনুষ্যের নিকট এই আশ্বাসবাণী ভগবান অর্জ্জুনকে উপলক্ষ করিয়া জ্ঞাপন করিলেন এবং জানাইলেন যে, পরোপকারার্থে কৃত কর্ম্মই সর্ব্বোৎকৃষ্ট কর্ম্ম, উহাই যজ্ঞার্থে কৃত কর্ম্ম। ঐ কর্ম্ম তাঁহাকে অর্পণ করাই সর্ব্বধর্ম্ম ত্যাগ করা বা সন্ন্যাস।

অষ্টাদশ অধ্যায়ে 'হত্যা' শব্দ উল্লেখ করিয়াই ভগবান বলিতেছেন :—

যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাঽপি স ইমাঁল্লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে।

'যাহার মধ্যে অহঙ্কার ভাব নাই, যাহার বুদ্ধি মলিন নহে সে এই জগতে হত্যা করিয়াও হত্যা করে না, বন্ধনে পড়ে না'।

এই শ্লোকের উপর গান্ধীজী টিপ্পনী করিয়াছেন—"উপরে উপরে দেখিতে গেলে (ইহাতে হত্যার সমর্থন আছে মনে করিয়া) এই শ্লোক মানুষকে ভুলে ফেলিতে পারে। গীতার অনেক শ্লোক কাল্পনিক আদর্শের অবলম্বনে রচিত। সেই আদর্শের হুবহু নমুনা জগতে মিলে না। রেখা-গণিতে কাল্পনিক আদর্শের আবশ্যকতা যেমন আছে, তেমনি ধর্ম্ম-ব্যবহারেও ঐ রকম আবশ্যকতা আছে। সেই জন্য এই শ্লোকের অর্থ এরূপ করা যায়—যাহার অহঙ্কার ভস্ম হইয়া গিয়াছে ও যাহার বুদ্ধিতে লেশমাত্র মলিনতা নাই, সে যদি সারা

জগৎকে মারে ত মারুক। কিন্তু যাহার মধ্যে অহং-জ্ঞান নাই তাহার শরীরও নাই। যাহার বুদ্ধি বিশুদ্ধ, সে ত্রিকালদর্শী। এই রকম পুরুষ ত কেবল এক ভগবান"।

ভগবানের নিকট এই প্রকার শিক্ষা পাইয়া অর্জ্জুন বলিতেছেন—

নষ্টোমোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্মযাচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥

'হে অচ্যুত তোমার কৃপায় আমার মোহ নষ্ট হইয়াছে, আমার চেতনা আসিয়াছে সংশয়ের সমাধান হওয়ায় আমি আত্মস্থ হইয়াছি। তোমার কথানুযায়ী আমি কার্য্য করিব।'

ইহার সোজা মানে—তুমি যে আমাকে স্থিতপ্রজ্ঞ হইতে বলিলে, তুমি যে আমাকে জ্ঞানী হইতে বলিলে, আমি তাহার মর্ম্ম বুঝিয়াছি। তোমার কথানুযায়ী আমি কার্য্য করিব। এই প্রতিজ্ঞা করার পর গ্রন্থশেষে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে শুনাইতেছেন,—

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম॥

'যেখানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ আছেন, যেখানে ধনুর্দ্ধারী অর্জ্জুন, সেই খানেই শ্রী আছে, বিজয় আছে, বৈভব আছে ও অবিচল নীতি আছে—ইহাই আমার মত।'

"যোগেশ্বর কৃষ্ণ অর্থাৎ অনুভব-সিদ্ধজ্ঞান, ধনুর্দ্ধারী অর্জ্জুন তদনুসারিণী ক্রিয়া। এই উভয়ের সঙ্গম যেখানে সেখানে সঞ্জয় যেমন বলিলেন তেমন ছাড়া আর কি হইতে পারে?"—(গান্ধী টিপ্পনী)

এই প্রকারে অষ্টাদশ অধ্যায় শেষ হয়। ইহা শেষ করার পরও কেহ যদি বলেন যে, অর্জ্জুনকে যুদ্ধে হত্যা অনুষ্ঠানের জন্য ভগবান প্রণোদিত করিতেছেন, তবে বলিব যে, ইহা গীতার শিক্ষাকে অস্বীকার করার সমান। যদি গীতানুযায়ী আচরণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়া অর্জ্জুন সাংসারিক যুদ্ধে (আধ্যাত্মিক নহে) অবতীর্ণ হইতে চাহেন তাহা হইলেও প্রতিজ্ঞা অনুসারে তাঁহাকে ত্রিগুণাতীত হওয়ার পথিক হইতে হয়। কিন্তু পাণ্ডব অর্জ্জুন মোটেই ত্রিগুণাতীত হওয়ার দিক দিয়া যান নাই; তিনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত যেমন ছিলেন, যুদ্ধকালে এবং যুদ্ধের পরও ঠিক তেমনি রহিলেন। কৃষ্ণের উপদেশ পাওয়ার পরও তিনি যে ভাবে যুদ্ধ করিয়াছেন, যে কথা বলিয়াছেন, তাহা আমাদের পুরাতন অর্জ্জুনেরই মত, সেই বীরত্ব, সেই ক্রোধ এবং সেই মোহপরায়ণ অর্জ্জুন। ইহাতে স্পষ্ট হয় যে, ঐতিহাসিক অর্জ্জুনকে ঐতিহাসিক কৃষ্ণ যুদ্ধে যে সব কথা বলিয়াছিলেন তাহা গীতা নহে। সর্ব্বভূতস্থ আত্মা দেহধারী জীবকে যে পরম জ্ঞানের উপদেশ দিয়াছেন, যাহা কৃষ্ণ নামে পূর্ণাবতার অনুভব করিয়াছিলেন গীতা তাহাই। গীতার যুদ্ধ ভৌতিক যুদ্ধ নহে এবং গীতাতে

ভৌতিক যুদ্ধের প্ররোচনা নাই, ঈশ্বরাভিমুখী হওয়ার পথের নির্দ্দেশ আছে। গীতার যুদ্ধক্ষেত্র ঐতিহাসিক কুরুক্ষেত্র নহে, উহা দেহীর হৃদয় ক্ষেত্র।

গীতায় স্থানে স্থানে যুদ্ধ কর, যুদ্ধ কর এই ধরণের কথা আছে।

একাদশে আছে :—

তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশোলভস্ব
জিত্বা শত্রূণ ভুঙ্‌ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব
নিমিত্ত মাত্রং ভব সব্যসাচীন্॥

ইহা রূপক মাত্র। সমস্ত গীতার অবতারণাই রূপক। দৈবী বৃত্তির নিকট আসুরী বৃত্তির পরাজয় অবশ্যম্ভাবী—উক্ত শ্লোকে এই কথাই বলা হইয়াছে। ঈশ্বরেরই এই ব্যবস্থা। অতএব সাহসে ভর করিয়া কৌরবদের যেমন ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ ছিল তেমনি তোমার অন্তরস্থ ভীষ্মাদির ন্যায় মহা মহা রিপুর সহিত যুদ্ধ করিয়া বিজয়ী হও। অপগুণের মৃত্যু হইয়াই আছে, মোহবশতঃ দেখিতেছ না; মোহ গত হইলেই দেখিবে তাহারা মৃত, তুমি মুক্তশুদ্ধ আত্মা।

যে রূপক অবলম্বনে গীতার সৃষ্টি তাহার সুন্দর বর্ণনা কঠোপনিষদে আছে :—

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥

ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয় মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ ॥
যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ ॥
যস্তু বিজ্ঞানবান ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ ॥
যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ সদাশুচিঃ।
ন স তৎ পদমাপ্নোতি সংসারং চাধিগচ্ছতি ॥
যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ।
স তু তৎ পদমাপ্নোতি যস্মাদ্ ভূয়ো ন জায়তে ॥
বিজ্ঞান সারথির্যস্তু মনঃ প্রগ্রহবান্ নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥ কঠ ১-৩-৯

আত্মাকে রথী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথী এবং মনকে লাগাম বলিয়া জান। মনীষীরা ইন্দ্রিয়দিগকে অশ্ব, তৎসমূহে গৃহীত রূপ-রসাদি বিষয় সমূহকে পথ এবং ইন্দ্রিয় মনোযুক্ত আত্মাকে ভোক্তা অর্থাৎ রথী বলিয়া থাকেন। যে সর্ব্বদা অসমাহিত-মনা ও অবিবেকী হয় তাহার ইন্দ্রিয়সমূহ সারথীর দুষ্ট অশ্বের ন্যায় অবশ হয়। যে সর্ব্বদা সমাহিত-মনা ও বিবেকী হয় তাহার ইন্দ্রিয়সমূহ সারথীর উত্তম অশ্বের ন্যায় বশবর্ত্তী হয়। যে অবিবেকী, অসমহিতা-মনা, সর্ব্বদা অশুচি সে অক্ষয় ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয় না, সংসার গতিই প্রাপ্ত হয়।

যে বিবেকী, সমাহিত-মনা ও সর্ব্বদা শুচি কেবল সেই সে পদ পায় যাহা পাইলে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। বিজ্ঞান যাহার সারথী, মন যাহার প্রগ্রহ সেই মনুষ্য সংসার পথের পার স্বরূপ বিষ্ণুর পরম পদ লাভ করে।

অর্জ্জুন ও কৃষ্ণের এই রথী-সারথীর উপমা অধিক দূর লওয়া যায় না—একথা ঠিক। উপমা উপমাই; উহাকে আমরা অধিক দূর টানিয়া লই না এবং সেই জন্যই উপমার মূল্য আছে। যখন কমল-পত্রাক্ষ বলি, তখন একথা জিজ্ঞাসা করি না যে, চক্ষুকে ত কমলের পাপড়ির সহিত তুলনা করা হইল, তবে কমলের অভ্যন্তরস্থ চক্র কোনটি? উহা কি চক্ষু-তারকা? যদি তাহা হয়, তবে উহার নাল কোনটা? ঐ নাল যে শিকড় দ্বারা ভূমিতে সংলগ্ন রহিয়াছে তাহা কি, আর জলই বা কাহাকে বলা যাইবে? এ সকল কথা আমরা তুলি না, আমাদের তুলিবার আবশ্যকও নাই। উপমা যখন বক্তব্য সম্বন্ধে অর্থ-বোধ করাইয়া দেয়, তখনই তাহার কার্য্য সিদ্ধ হয়। তাহার পর আর তাহাকে টানিয়া লইবার প্রয়োজন নাই।

গীতাকে আমাদের অতীত ঐতিহাসিক যুদ্ধের বর্ণনার একটা অংশ বলিয়া, অথবা শুষ্ক ধর্ম্মোপদেশ বলিয়া গ্রহণ না করিয়া হৃদয়ের নিকটতম স্থান দেওয়ার সংস্কার অর্জ্জন করা দরকার। গীতা হইতে সাহিত্যিক বা ঐতিহাসিক যাহা গ্রহণ করার তাহা করুন

এবং যে প্রকার ইচ্ছা উহার কাল ও পাত্রাদি নির্ণয় করুন। ততক্ষণ আমরা গীতাকে নিতান্তই আপনার জিনিস মনে করিয়া, ইহা হইতে বাস্তব জীবনে, হৃদয়স্থ দৈব ও আসুর বৃত্তির মধ্যে যুদ্ধে, যতটা সাহায্য লইতে পারি তাহার চেষ্টা করিব।

বস্তুতঃ গীতা অনুভূতির বিষয়। ইহা অনুভূত হইয়া আসিয়াছে বলিয়াই যুগে যুগে ইহার আদর অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। গীতার অভ্যন্তরীণ উপদেশ সম্বন্ধে যাহা সত্য, গীতার যুদ্ধবাদ সম্বন্ধেও তাহাই সত্য। যুক্তি দ্বারা, বাদ-প্রতিবাদ দ্বারা গীতার রূপক প্রতিপাদিত করায় তৃপ্তি নাই। তর্কের অপ্রতিষ্ঠাই ব্রহ্ম-সূত্রে স্বীকৃত হইয়াছে। উহার ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন—"লোকে বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া যে তর্ক উত্থাপন করে সে তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই। কারণ এক বুদ্ধিমানের অনুমোদিত তর্ক অপর বুদ্ধিমান নিরাশ করেন। পক্ষান্তরে তাহার তর্কও তৃতীয় বুদ্ধিমান কর্ত্তৃক খণ্ডিত হয়। অতএব তর্কের শেষ কোথায়?"

গীতার কুরুক্ষেত্র যে হৃদয়-ক্ষেত্র, এই ভাব-ধারা গীতায় যাহা পাওয়া যায় তাহাই উপরে সন্নিবিষ্ট হইল। এক্ষণে গীতার অষ্টম অধ্যায়ে ৭ম শ্লোকে যে উপদেশ আছে তাহা স্মরণ করা যাউক :—

"তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
মর্য্যর্পিত মনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্।

"এই হেতু সর্ব্বদা আমায় স্মরণ কর ও যুদ্ধ করিতে থাক। এই রূপে আমাতে মন ও বুদ্ধি রাখিলে আমাকে অবশ্য পাইবে।" ঈশ্বরে মন ও বুদ্ধি সর্ব্বদা নিবিষ্ট রাখার জন্য যে যুদ্ধ করা দরকার, হৃদয়-ক্ষেত্রের সেই যুদ্ধে জয়ী হওয়ার পথই গীতায় শ্রীভগবান প্রদর্শন করিয়াছেন।

আত্মতত্ত্ব

শক্তি কাহার

এক সময় ভগবান বুদ্ধ বৈশালীর মহাবনে অবস্থান করিতেছিলেন। ঐ সময় তর্ক-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত সত্যক বৈশালীতে বাস করিতেন। পণ্ডিত বলিয়া তিনি বহু-বিখ্যাত হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ সচ্চক (সত্যক) একথা জানিতেন যে, তিনি যাহাকে তর্কে প্রবৃত্ত করাইবেন তাঁহাকে গলদঘর্ম্ম হইতে হইবে, প্রতিদ্বন্দ্বীর যুক্তি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। তিনি নিজেই বড়াই করিতেন যে, যদি একটা কাঠের স্তম্ভ লইয়া তিনি তাহার সহিত তর্ক করেন, তবে স্তম্ভও তাঁহার সম্মুখে, তর্কের আঘাতে খণ্ড বিখণ্ড হইয়া যাইবে। তর্ক-শাস্ত্রের এই মল্ল-যোদ্ধার নিকট সংবাদ গেল যে, তাঁহারই নগরের প্রান্তস্থ বনে গৌতম আসিয়াছেন। সচ্চক বহু শত সহরবাসীকে তর্কের কৌতুক দেখাইবার জন্য সঙ্গে লইয়া গৌতমের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন,—গৌতম নিজ শিষ্য ও ভিক্ষুদিগকে কি শিক্ষা দিয়া থাকেন? গৌতম উত্তর করিলেন—এই দেহ, এই অনুভূতি, শক্তিসমূহ এবং চেতনা—এ সকলই অস্থায়ী এবং মানসিক কোনও অবস্থার ভিতরে আত্মা নাই, সাধারণতঃ তাঁহার শিক্ষা এই ধরণের। সচ্চক ইহা অস্বীকার

করিয়া বলিলেন যে, এই যে ভৌতিক দেহ ইহা তিনিই, দেহের যাহা অনুভূতি তাহা তাঁহারই, তদতিরিক্ত কিছু নাই।

ভগবান বুদ্ধ ইহার উত্তরে এই প্রশ্ন করিলেন,—ধরুন, একজন রাজা আছেন যেমন কোশলাধিপতি প্রসেনজিৎ, অথবা মগধাধিপ অজাতশত্রু। রাজ্যমধ্যে যদি কোনও প্রজা অপরাধ করে ও দণ্ড যোগ্য হয়, তবে তিনি সেই প্রজাকে কি অর্থদণ্ড, নির্ব্বাসন বা মৃত্যুদণ্ড দিতে পারেন? সচ্চক বলিলেন—হাঁ, অবশ্যই পারেন। তিনি কেন তাঁহার অধস্তন সঙ্ঘেরও ঐ সকল ক্ষমতা আছে। রাজা প্রসেনজিৎ বা রাজা অজাতশত্রুর ত আছেই, আর থাকাও উচিত।

গৌতম বলিলেন—আচ্ছা তাহা হইলে, হে সচ্চক, আপনি কি বলেন যে, আপনার ভৌতিক দেহের উপর সেই অধিকার আছে যাহা রাজা প্রসেনজিতের তাঁহার প্রজার উপর আছে? আপনি কি আপনার বাহ্ রূপকে আপনার খুসী মত যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারেন? উহাকে কি আপনার আদেশ মান্য করাইতে পারেন? যে সহজ অধিকার প্রজার উপর রাজার থাকে, আপনার কি সে অধিকার আপনার ভৌতিক দেহের উপর আছে? সচ্চক অধোবদনে স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন যে, সে অধিকার তাঁহার নাই, এবং দেহের উপর স্বামিত্বের বা চেতনা সম্বন্ধে স্বামিত্বের অভিমান মিথ্যা। রাজা যেমন ইচ্ছামত প্রজাকে কোনও স্থানে

থাকিতে বাধ্য করিতে পারেন, বন্দী করিতে পারেন, মানুষ তাহার দেহ দ্বারা সে সকল কিছুই করাইতে পারে না। প্রাণ যখন দেহ ত্যাগ করিয়া যায় তখন শত অভিমান সত্ত্বেও যে দেহকে মানুষ তাহার নিজের মনে করিত সেই দেহের উপর দখল বা অধিকার বজায় রাখিতে পারে না। গৌতমের সহজ একটি প্রশ্নে অনেক সম্ভাবিত তর্কের শেষ হইল। সত্য এমনি সহজ নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে হৃদয়ে প্রবেশ করে।

দেহাতিরিক্ত একটা শক্তি যে কার্য্য করিতেছে, যাহার উপর নিজের প্রভুত্ব নাই তাহা নানা রকমেই ধরা পড়ে। দেহের ভিতর এই যে রক্ত-সঞ্চালন ক্রিয়া চলিতেছে, এই যে অস্থি-মেদযুক্ত দেহ দিনে দিনে নির্ম্মিত হইতেছে এই সঞ্চালন ক্রিয়া, এই নির্ম্মাণ ক্রিয়ার উপর নিজের কোনও অধিকার নাই। কোনও এক অজ্ঞাত শক্তি এই কার্য্য করিয়া যাইতেছে। কেবল যে দেহের ভিতর এই ক্রিয়া চলিতেছে তাহা নহে। জগৎ সর্ব্বত্রই কর্ম্ম-মুখর, সকল কর্ম্মেরই কোনও না কোনও উৎস আছে। চন্দ্র সূর্য্য নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট পন্থায় পরিভ্রমণ করিতেছে। এই গতি-বেগ কে উহাদিগকে দিয়াছে? বৃক্ষ যে পল্লবিত, পুষ্পিত ও বর্দ্ধিত হইতেছে সেই শক্তি কে বৃক্ষকে দিতেছে? কোথায় তাহার অধিষ্ঠান, কেই বা কার্য্য করিতেছে? বৃক্ষের পক্ষে মাটির মত কঠিন পদার্থকে জলীয় অবস্থায় পরিবর্ত্তিত করা, তাহার পর মাটি হইতে দারুতে

পরিণত করিবার জন্য যে সকল ধাতব উপকরণ আবশ্যক তাহা সংগ্রহ করিয়া রসরূপে গ্রহণ করা, বাতাস হইতে দারু-পদার্থ (অঙ্গার ভাগ) গ্রহণ করিয়া সকলের সংযোগে বৃক্ষ দেহ গঠন ও পুষ্ট করার যে কার্য্য, ইহা কি বৃক্ষের, অর্থাৎ বৃক্ষ সত্ত্বার, না আর কাহারও ? কোন্ সে শক্তি যে বৃক্ষের ভিতর কার্য্য করিতেছে, দিবা-রাত্র তাহার সহিত আছে ? পুষ্পকেই বা কোন্ শক্তি বা কাহার শক্তি ফলে পরিণত করিতেছে ? যত বড় রাসায়নিক পণ্ডিতই হউন, তাঁহাকে যদি মাটি, রৌদ্র, বৃষ্টি ও হাওয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে তিনি একটি দানা তিলও তৈরী করিতে পারিবেন না। নির্ব্বোধ বা জড় তিল গাছ ঐ সকল উপকরণ হইতেই তিল প্রস্তুত করিতেছে। বৃক্ষ-সত্ত্বা বা দেহ-সত্ত্বার বাহিরে, তদতিরিক্ত যে একটা শক্তি আছে তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই। বৃক্ষস্থ বা দেহস্থ হইয়া সে শক্তি কার্য্য করিতেছে। কিন্তু দেহস্থ আত্ম-সত্ত্বা বা বৃক্ষ-সত্ত্বার সে শক্তি নহে। কেন না রাজা প্রসেনজিতের প্রজার উপর যে অধিকার আছে ততটুকু অধিকারও সেই আত্মার নিজের দেহের উপর নাই—দেহকে রূপান্তরিত, পরিবর্ত্তিত করিবার তাহার অধিকার নাই। সে নির্দ্দিষ্ট সময়ে দেহ ত্যাগ করিতে বাধ্য, ইচ্ছা করিলেও একদিন, এক মুহূর্ত্তও সে দেহে বেশী বাস করিতে পারে না। এই শক্তির পরিচয় লওয়া দরকার।

প্রকৃতির পরিচয়

ঋষিরা এই শক্তির সহিত বেশ ঘনিষ্ট পরিচয় করিয়াছেন, উহাকে ভাল ভাবে দেখিয়াছেন। তাঁহারা ঐ শক্তির নাম দিয়াছেন প্রকৃতি। দেহকে, বস্তুকে যে গঠন করে, রূপ দেয়, যাহার শক্তি অপরিসীম, যে বীজকে বৃক্ষে পরিণত করে, ফুলকে ফলে, শিশুকে বৃদ্ধে পরিণত করে, যে জগৎ সংসার বস্তুতে ভরিয়া রাখিয়াছে, কর্ম্মে মুখর করিয়া রাখিয়াছে সেই শক্তির নাম প্রকৃতি। প্রকৃতির আরো অনেকগুলি নাম আছে—যেমন 'অব্যক্ত', 'গুণময়ী', 'প্রধান', 'মায়া', 'প্রসব-ধর্ম্মিণী'। প্রকৃতির পরিচয় তাহার গুণের দ্বারা। তাহার গুণ অসংখ্য; কিন্তু উহার বিভাগ করিয়া মোট তিনটী বড় বড় কোঠায় সব গুণ ফেলিয়া তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে সত্ত্ব, রজস্ ও তমস্। যেখানে যাহার যাহা কিছু গুণ বা ধর্ম্ম আছে তাহা এই তিন গুণের কোনও একটী হইতে বা একাধিকের সংমিশ্রণে উৎপন্ন। ত্রিভুবনে এই তিনগুণ ব্যতীত অন্য গুণ নাই।

সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম—প্রকাশ করা। সৎএর ভাবকে সত্ত্বা বলে। যখন কোনও বস্তুর অস্তিত্ব বা সত্ত্বা কাহারও নিকট প্রকাশ পায় তখনই জানা যায় যে, সে বস্তুর ভিতরে সত্ত্বা আছে। সত্ত্বগুণের সহিত আনন্দ অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। সত্ত্বের রসাস্বাদনে যে

আনন্দ হয় তাহাই সত্বার পরিচয় দেয়। মানুষের নিজের ভিতর একটা সত্বা আছে। সেই সত্বার পরিচয় তাহার প্রকাশে ও তাহার বাঁচিয়া থাকিবার, টিকিয়া থাকিবার আনন্দে। যেখানে সত্বা আছে সেখানেই সত্বগুণ আছে, প্রকাশ আছে, আনন্দ আছে।

রজোগুণকে রাগাত্মক বলা হয়। অনুরাগ বিরাগের রংএ রজোগুণ ছোপাইয়া দেয়। রজোগুণ কর্ম্ম-প্রবৃত্তি, ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, লোভ, ক্রোধের জনক। যেখানে সত্বা আছে সেইখানেই সত্বগুণের প্রকাশ ও আনন্দ আছে, ও রজোগুণের চাঞ্চল্য, অনুরাগ, বিরাগ, কাম-ক্রোধের রং রহিয়াছে।

তমোগুণ তমসাবৃত—অন্ধকার, অপ্রকাশ, জড়তা, মূঢ়তা, অবসাদ, প্রমাদের পরিচায়ক। সত্বার সহিত যেমন সত্ব ও রজস্ জড়িত, তেমনি তমস্ও জড়িত। প্রকৃতি এই ত্রিগুণময়ী; যেখানে সত্বা আছে, বস্তু আছে, সেখানেই প্রকৃতি আছে এবং সেখানেই প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন সত্ব রজস্তমোগুণ আছে। সেখানেই সত্বগুণের প্রকাশ আছে, আনন্দ আছে, রজোগুণের রাগ আছে, তমসের অন্ধকার, অজ্ঞতা, মোহ আছে। আছে, কিন্তু সব সমভাবে নাই। কোনও গুণ অধিক, কোনও গুণ কম। এই কম বেশী গুণের প্রভায় বা অস্তিত্ব দ্বারা জগৎ-বৈশিষ্ট্য বা বস্তু-ভেদ উৎপন্ন। তিন গুণ যদি সমানে সমানে থাকিত তাহা হইলে বস্তু-ভেদ থাকিত না,

সব বস্তুই এক বস্তু হইত, অর্থাৎ বাহ্য জগৎ অন্তর্হিত হইত, এ প্রকার কল্পনা করা দুরূহ নহে এবং অশাস্ত্রীয় নহে। কিন্তু পদার্থ সমূহে অর্থাৎ সত্তা সমূহে কোনও না কোনও গুণ বেশী বা কম। ইহা দ্বারাই এক পদার্থ হইতে অন্য পদার্থ, এক ব্যক্তি হইতে অন্য ব্যক্তির ভেদ সম্পাদিত হইয়াছে।

ত্রিগুণের বিস্তার

গুণ গুলি পরস্পর বিরোধ-ধর্ম্মী। প্রকৃতির অন্তরে এই বিরোধ নিহিত। সত্ব, রজস্তমো এই তিন গুণের প্রত্যেকটী অপর দুইটির বিরোধী। সত্বের বিরোধ করে রজস্তমো। রজসের বিরোধ করে সত্ব ও তমস, তমসের বিরোধ করে সত্ব ও রজস্। সত্বের আনন্দ যেখানে শান্তিতে বিস্তার লাভ করিতে চায় সেখানেই রজসের কাম ক্রোধ লোভ নিরানন্দ একদিক হইতে বাধা দেয়, আর অপর দিক হইতে বাধা দেয় অপ্রকাশ ও মোহ

তেমনি রজসের চাঞ্চল্যের, কামনার, প্রবৃত্তির বাধা একদিক হইতে দেয় সত্বের আনন্দ, অপর দিক হইতে দেয় তমসের মোহ ও অপ্রবৃত্তি। তেমনি তমস্ যেখানে নিতান্ত অসাড়ের ন্যায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া থাকিতে চায় সেখানে বাধা দেয় আসিয়া সত্বের আনন্দ ও প্রকাশ এবং রজসের চাঞ্চল্য। এই মত তিন গুণ একে অন্যের বিরোধ করিয়া চলিতেছে।

এই বিরোধের ভাবটি ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করা চাই। উদাহরণ স্বরূপ মানুষের জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্ত অবস্থায় যে গুণের বিকাশ হয় তাহার সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্। মানুষ যখন জাগ্রত তখন তাহার মধ্যে প্রকাশ গুণ ক্রিয়াশীল। সে সজ্ঞানে করিতেছে, চলিতেছে, বলিতেছে। তখন তাহার ভিতর সাত্বিক প্রকাশ ও জ্ঞান প্রকট।

জাগ্রত ও সহজ শান্ত অবস্থায় মানুষের মধ্যে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য দেখা যাইতেছে। তাহার এই সাত্ত্বিক প্রকাশ ও জ্ঞান তাহার অন্তরস্থ তমসকে প্রধানতঃ পরাভূত করিয়া রাখিয়াছে, নচেৎ সে ঘুমাইয়া পড়িত। আর রজস্ সাত্ত্বিক ভাবেরই বাহনরূপে প্রধানতঃ ক্রিয়া করিতেছে। যদি তাহা না হইত তবে ক্রোধাদি রিপুদ্বারা সে অশান্ত হইত এবং তাহাই প্রাধান্য লাভ করিয়া শান্তি ভঙ্গ করিয়া দিত ও রজসের রাজত্ব বসাইত। সেই হেতু জাগ্রত এবং শান্ত অবস্থায় সত্ত্বগুণ, তমস্ ও রজসের বাধা অপসারিত করিয়া সত্ত্বের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, একথা বলা যায়।

সেই ব্যক্তি যখন স্বপ্নাবস্থায় আছে তখন তমস্ তাহাকে অধিকার করিয়া নিদ্রিত করিয়াছে। কিন্তু তখনও প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্য অনেকটা রহিয়াছে। সত্ত্ব ও তমস্ অপেক্ষা তখন রজস্ কথঞ্চিৎ প্রাধান্য লাভ করিয়া নিদ্রা-জড়িত মোহগ্রস্ত চেতনার দ্বারা স্বপ্ন-জগৎ সৃষ্টি করিতেছে। স্বপ্নাবস্থায় সেইজন্য বহুল পরিমাণে তমসের অধিকার, কিন্তু রজসও বিলক্ষণ বর্ত্তমান। সুষুপ্তিতে তমস্ তাহার অধিকার পূর্ণরূপে বিস্তার করিয়াছে। রজস্ ও সত্ত্ব রহিয়াছে, সুপ্ত বা মুকুলিত অবস্থায়—একেবারে নাই এমন নহে। সুষুপ্তির ভিতর দিয়াও জ্ঞান পুনঃঘোরে বিদ্যমান, যখন জাগিবার সময় হইবে তখন সেই জ্ঞানই মানুষটাকে জাগাইয়া তুলিবে।

মানুষের কার্য্য-কলাপের ভিতর দিয়াও প্রতিক্ষণে এই গুণ সকল

ক্রিয়া করিয়া ফল প্রসব করিতেছে। জাগ্রত অবস্থায় স্বভাবতঃই সত্ত্বগুণের প্রাধান্য মানুষে থাকে; কিন্তু কেহ যখন ক্রুদ্ধ হয়, কামাতুর হয় তখন তাহার সাত্ত্বিক শান্তি ও আনন্দ রজসের তাড়নায় নিকট পরাজয় লাভ করে; সে রজসের অধিকারে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ভুলিয়া যায়, আমরা বলি পশুবৎ হয়। রজসের উপর সত্ত্বের যে বাধা চাপানো আছে তাহা যতই মানুষ সরাইয়া ফেলে ততই অবশ্য সে রজসের অধিকারে আসে, সে প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্য, কামনা, বাসনা দ্বারা পীড়িত ও অভিভূত হয়। আবার যখন সাময়িক ক্রোধাদির উপশম হয় তখন নির্ম্মল সত্ত্বগুণের অধিকার বিস্তৃত হয়। যে মানুষ ক্রোধাতুর হইয়া জ্ঞান হারাইয়াছিল তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসে।

মানুষের মধ্যে যখন সাত্ত্বিক গুণ বর্দ্ধিত হয় তখন সহজ আনন্দ তাহাকে পাইয়া বসে। প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্য কমিয়া যায়, সে নিরলস হয়, অর্থাৎ তমস্‌কে পরাভূত করে। মানুষ তখন মানুষের মত বা দেবতার মত হয়; সত্ত্বগুণের প্রাধান্যই মানুষকে মনুষ্যত্ব দেয়। সত্ত্বগুণের বাধা অপনয়নের দ্বারা মানুষ মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। সত্ত্বগুণ রজসের আশ্রয় লইয়াই কার্য্য করে, কিন্তু রজস্ সর্ব্বতোভাবে সত্ত্বের বশীভূত থাকে; তমসের প্রভাব সত্ত্বের প্রাধান্য বশতঃ ক্রমশঃই কমিতে থাকে, জ্ঞান বৃদ্ধি হইতে থাকে।

সত্ত্ব রজস্তমো গুণের ক্রিয়া পশ্বাদিতেও একই ক্রম অনুসরণ করে। সৃষ্টি মধ্যে মনুষ্যই সত্ত্ব-প্রধান জীব। পশুগণ রজস-

প্রধান! সেইজন্য মানুষ যখন রজসের কাছে আত্ম-সমর্পণ করে তখন তাহার কার্য্য-কলাপ পশুবৎ হয়, তাহা পাশবিক বিশেষণে তখন বিশেষিত হয়। মানুষে যে জ্ঞান স্বভাবতঃ নির্ম্মল ও প্রকাশ-ময়, পশুতে তাহা রজসের অধীনে আবছা, অস্পষ্ট জ্ঞানে পরিণত। রজসের প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্যে সে যন্ত্রবৎ ক্ষুৎ-পিপাসা মিটায়, কাম-ক্রোধাদির প্রেরণায় ও তমসের নিদ্রালস্যে, মোহে তাহার কর্ম্ম-ব্যাপার চলিতে থাকে। জ্ঞান, প্রকাশ বা সত্ত্বগুণ যেন তাহার ভিতরে মেঘের আড়াল হইতে কার্য্য করে। জ্ঞান আছে কিন্তু তাহা ঝপসা। নেশায় অভিভূত হওয়ার পরও মানুষ যেমন যন্ত্রবৎ কার্য্য করে এও অনেকটা তেমনি।

উদ্ভিদের মধ্যেও এই তিন শক্তি কার্য্য করিতেছে। জ্ঞান বা প্রকাশ পশুতে যেমন রজস্ দ্বারা অভিভূত, উদ্ভিদে তেমনি উহা তমস্ দ্বারা অভিভূত। প্রবৃত্তির চাঞ্চল্য নাই, জ্ঞানের আলোক নাই, তবুও সন্ধ্যার অন্ধকারের ন্যায় তমসের মধ্য দিয়া ক্ষীণ জ্ঞানের আভাস আছে। বৃক্ষ তাই আবশ্যক মত আলোর দিকে মাথা ফিরায়, তাহার দেহে ক্ষত হইলে উহা আবার জুড়িবার প্রয়াস করে, আলোকের স্পর্শে প্রফুল্লিত হয়, অন্ধকারের আগমনে কেহ বা পাতা মুড়াইয়া বসে। একটা ডাল কাটিয়া মাটিতে পুতিয়া দিলে কোনও কোনও বৃক্ষ জীবন-প্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য কাটা ডাল হইতেও শিকড় বাহির করার চেষ্টা করে পশু অপেক্ষাও

বৃক্ষাদিতে তমসাধিক্য—তমস্ দ্বারা রজস্ ও সত্ত্ব অধিক অভিভূত। পশু সন্তানকে চিনে, পালন করে, বৃক্ষের ভিতর সে সম্পর্কও সামান্য আছে—জ্ঞানের রেখা খুবই অস্পষ্ট, কেবল শারীরিক কার্য্য সম্পাদনে ব্যবহৃত। জ্ঞান কম হইলেও বৃক্ষের ভিতরেও যে প্রকৃতির তিনটি গুণ আছে তাহার পরিচয় সকলের চোখেই ধরা পড়ে। বৃক্ষ আলোকের দিকে নিজের উর্দ্ধাংশ লইয়া বাড়িতে থাকে ও অধস্তন মূলাদি অন্ধকারেই বাড়াইতে চেষ্টা করে, ইহা জানা কথা। বৃক্ষ যে ভাবে বাড়িয়া থাকে, যে ভাবে পুষ্প, ফল ও বীজ গঠন করে তাহাতে তাহার মধ্যে সত্ত্ব গুণ ও রজোগুণ যে ক্রিয়া করিতেছে, ইহা জাজ্বল্যমান। তমোগুণ ত প্রধান হইয়াই রহিয়াছে।

তারপর প্রস্তরাদি জড় পদার্থেও এই তিন গুণই কার্য্য করিতেছে। বৃক্ষে তমসের ভিতর দিয়া সত্ত্বের প্রকাশ ও রজসের প্রবৃত্তি উভয়ই পরিস্ফুট। কিন্তু প্রস্তরাদিতে রজস্ ও সত্ত্ব আদৌ পরিস্ফুট নহে। কিন্তু তাহা হইলেও, চক্ষুগোচর না হইলেও রজস্ ও সত্ত্বগুণ কিয়ৎ পরিমাণে ক্রিয়াশীল। রজসের ক্রিয়া প্রস্তরাদিতে আধুনিক পণ্ডিতগণও ধরিয়া ফেলিয়াছেন! তাঁহারা বলেন যে, তথাকথিত জড়ের পরমাণুগুলি অনুক্ষণ বিশেষ স্পন্দনে স্পন্দিত হইতেছে। ঐ বিশেষ স্পন্দনই প্রস্তরের প্রস্তরত্ব, জলের জলত্ব, লৌহের লৌহত্ব নিরূপণ করে। তাহা হইলে নির্ব্বিবাদে স্বীকার

করা যায় যে, প্রস্তরে রজস্ গুণ ক্রিয়াশীল। কিন্তু কেবল রজস্ ক্রিয়াশীল হইলেই স্পন্দন ছন্দের ন্যায় তালে তালে হইত না। যে হেতু ছন্দ আছে, গতির সহিত গতির সামঞ্জস্য আছে সেই হেতু ইহাও সিদ্ধ যে, সত্ত্বগুণ রহিয়াছে। রজস্ ও সত্ত্ব গুণ ব্যতীত তমস্ ত প্রস্তরাদিতে আছেই।

যাহা কিছু দ্রব্য দেখা যায়, চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ বা জড়—এ সকলের ভিতরেই প্রকৃতির গুণ তিনটী কার্য্য করিতেছে, শক্তি সঞ্চার করিতেছে।

এই তিনটী গুণের মধ্যে সর্ব্বশক্তিশালী প্রেরক গুণ সত্ত্বের। সেই গুণই এই জগতকে মঙ্গলের দিকে, শুভের দিকে লইয়া চলিয়াছে।

আমাদের দেশের ঋষিরা গুণ ত্রয়কে চিনিতে পারিয়া এই চাবি-কাঠি দ্বারা জগৎ ব্যাপারের রহস্যময় আবরণ উদ্ঘাটিত করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য প্রদেশের ঋষিদিগের মধ্যে ডারুইন জীব-জগতে ক্রম-বিকাশ লইয়া আলোচনা করেন এবং অনুসন্ধানের একটি নূতন ক্ষেত্র আবিষ্কার করেন। তিনি অনুসন্ধান করিয়া খুঁজিয়া বাহির করেন যে, জীব-জগতে একটা যুদ্ধ চলিতেছে। ঐ যুদ্ধ জীবের শুভের জন্যই হইতেছে এবং ঐ যুদ্ধে নির্ম্মম ভাবে মারামারি কাটাকাটি হইতেছে—হওয়া চাই এবং তাহা হইতেই শ্রেষ্ঠতর জীবের বিকাশ হইতেছে।

তাঁহার কথাগুলি ভারতীয় ঋষিদের কথার সহিত অনেক অংশে মিলিয়া যায়। তবে ভারতীয় ঋষিগণ ডারুইন অপেক্ষা আরো অধিক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের ক্রম-বিকাশের সংজ্ঞা কেবল মানুষ বা পশুতে বদ্ধ নহে, পরন্তু জগৎ-ব্যাপী। ভারতীয় ঋষিরা ত্রিগুণের চাবি-কাঠি দিয়া যে রহস্য উদ্ঘটন করিয়াছেন এবং পাশ্চাত্য ঋষিরা পরীক্ষাগারে বিশ্লেষণ ও সংযোজন করিয়া যে ফল পাইয়াছেন, সে সকল রহস্য ও পরীক্ষার ফল গীতার শিক্ষার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। ডারুইন তাঁহার মতবাদ কেবল বাহ্য জগতে প্রয়োগ করিয়াছিলেন; কিন্তু ভারতীয় ঋষিরা এই ত্রিগুণের চাবি দিয়া মনোজগৎ ও বাহ্য জগতের রহস্য উদ্ঘাটিত করিয়াছেন।

সৃষ্ট জগৎ আগাগোড়া একটা ঐক্য-সূত্রে যুক্ত। ক্ষুদ্রতম উদ্ভিদের সহিত বৃহত্তম বনস্পতি অচ্ছেদ্য যোগে যুক্ত, আবার উদ্ভিদ জগতের সহিত প্রাণীজগতও নিরবচ্ছিন্ন যোগে যুক্ত। একটা পাতা নড়িলে, একটা গাছের ফল পড়িলেও তাহা ব্যর্থ নহে। তাহার দ্বারা ঘটনা-সূত্র সৃষ্ট হয়। যেমন জলাশয়ে একটা ঢিল ছুঁড়িলে ঢেউ প্রান্ত পর্য্যন্ত পহঁছিয়া যায়, তেমনি প্রত্যেক ঘটনাই এক জীবনের সহিত অন্য জীবনের যোগ-গ্রন্থিকে প্রভাবিত করে।..

এই প্রভাব, জীবন-মৃত্যুর সংগ্রামেই বৃহৎ পরিণতিতে প্রকট হয়। সকল কর্ম্মই অবশেষে গিয়া জীবন-মৃত্যু-সংগ্রামে এক বা অপর পক্ষ গ্রহণ করে। উহার ক্রিয়ার পদ্ধতি বিচিত্র।

সন্তান উৎপন্ন করিয়া বংশ বৃদ্ধি করিবার স্পৃহা সব উদ্ভিদে, সব জীবেই প্রবল। একটী গাছের যত ফল হয়, যত বীজ হয়, একটা পশুর যত সন্তান হয় সে সকলই বাঁচিয়া থাকিয়া তাহাদের নিজ নিজ বংশ যদি অবাধে বর্দ্ধিত করিতে থাকে, তবে অচিরেই পৃথিবী একই রকমের বৃক্ষে বা একই রকমের জীবে পরিপূর্ণ হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাহা না হওয়ার হেতুও প্রকৃতির মধ্যে রহিয়াছে। যে সব শিশু বা চারা উৎপন্ন হয়, তাহারা সকলেই বাঁচিবার জন্য চেষ্টা করে, কিন্তু সকলগুলি বাঁচে না, বাঁচিতে পারে না। কেহ রোগে মরে, কেহ দুর্ব্বলতায়, কেহ আহার না পাইয়া—কেহ বা অযত্নে মারা যায়. মানুষ, পশু ও উদ্ভিদ এই অফুরন্ত উৎপাদন ও অফুরন্ত মৃত্যুর লীলা চলিতেছে। এই মৃত্যু-লীলার ভিতর দিয়া ঝড়তি-পড়তি রোগক্লিষ্ট ও অনাবশ্যক জীবন বাদ যাইতেছে—কেবল সক্ষম, তেজস্বী জীবগুলাই টিকিয়া থাকিতেছে। এই তেজস্বী উদ্ভিদ ও ইতর জীবের যে সন্তান হইতেছে তাহারাও অমনি মৃত্যু-চালুনীতে বাছাই হইতে যাইতেছে। এমনি করিয়া বংশ-পরম্পরা কেবলই, স্বজাতীয় ও বিজাতীয় দলের সহিত বিরোধের ভিতর দিয়া শক্তিমান এবং কোনও কোনও গুণে অপর প্রতিদ্বন্দ্বী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর জীবই থাকিয়া যাইতেছে. অবস্থান্তরে পড়িয়া জীবনের জন্য দ্বন্দ্বে প্রাণীগণের আকৃতি ও অভ্যাস বদলাইয়া যাইতেছে এবং কালক্রমে উহা হইতে সম্পূর্ণ নূতন ধরণের জীব উৎপন্ন

হইতেছে। ইহাই ক্রম-বিকাশ। পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা ইহাই স্পষ্ট হয় যে, এক জীব হইতে অন্য জীব পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তনে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং হয়ত বা এক জীবের বংশ ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া বংশ-পরম্পরায় এমন এক স্থানে পহুঁছিয়াছে যেখানে উহাকে উহার পূর্ব্বপুরুষ হইতে স্বতন্ত্র জীব বলিয়াই গণ্য করা যায়। এই যে অবস্থার পরিবর্ত্তনে জীবের পরিবর্ত্তন, ইহাও বাঁচিয়া থাকিবার উদ্যমের ফল। অবস্থান্তরের সহিত পরিবর্ত্তন না হইলে সে জীব লোপ পাইত। অতএব পরিবর্ত্তন হইয়াছে; এমনি করিয়া যাহা এক ছিল তাহা বহু হইয়াছে।

ইহা হইতে দেখা যায় যে, জীবের ক্রম-বিকাশের মূলে আছে, বাঁচিয়া থাকিবার জন্য উদ্যম এবং অবস্থান্তরের সহিত নিজের গঠনের পরিবর্ত্তন সাধন। বাঁচিয়া থাকিবার জন্য দ্বন্দ্বের হেতুও আবার প্রকৃতির অজস্র উৎপাদিকা শক্তি। প্রসব-ধর্ম্মিণী প্রকৃতি এত প্রসব করিতেছেন যে, সন্তানগণ পরস্পর বাঁচিয়া থাকিবার জন্য ঠেলাঠেলি করিতেছে। শামুক চায় শামুকের জাত দিয়াই পৃথিবী ভরাইয়া দিতে। এক 'অয়েষ্টার' নামক শামুকের এক বৎসরে যত ডিম হয় সে সবগুলি যদি বাঁচে ও শামুকে পরিণত হয়, এবং এবম্প্রকার ৪ বৎসর চলিতে থাকে, তবে এত শামুক হয় যে তাহার ওজন এই পৃথিবীর ওজনের আট গুণ। প্রত্যেক জীব, প্রত্যেক বৃক্ষ, প্রত্যেক শস্প সম্বন্ধেই এই জাতীয়

হিসাব বাহির করা যায়। হাতী দশবছরে একটা করিয়া বাচ্চা দেয়। যদি প্রত্যেকটীই বাঁচে ও সন্তান উৎপাদন করে, তবে এক জোড়া হাতী হইতে ৭৫০ বৎসরে ১৯০ লক্ষ হাতী হইবে।

এই বিষম উৎপাদন শক্তির ফলে ঘাস বলে—আমিই একা পৃথিবী মুড়িয়া রাখিব, আর সব গাছ মারিয়া ফেলিব ; গোরু বলে—আমার বংশই ঘাস খাইবে—সবটা ঘাসই খাইবে, আর কাহারও ঘাসে অধিকার নাই। এই বলিয়া সে বংশ-বৃদ্ধি করিতে থাকে। মহিষও সেই কথা বলে। সেও বলে—সব ঘাসই আমার, গোরুকে মারিয়া তাড়াইব। গোরুতে মহিষে লড়াই হয়, হেতু—ঘাসের অধিকার, আর হেতু—বংশ-বৃদ্ধি করিয়া তাহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখার চেষ্টা। এই লড়াইতে দুই দলের ভিতর যাহাদের শিং বড়, গায়ের জোর বেশী তাহারাই হয়ত বাঁচে, বাকীগুলি মরিয়া যায়। যাহারা রহিল তাহারা অধিক শক্তিশালী বলিয়া তাহাদের সন্তান অধিকতর বলশালী হয় ও আত্ম-সংরক্ষণে অধিকতর সক্ষম হয়। তার পর হয়ত বাঘ আসিল, বাঘে মহিষে যুদ্ধ। সেও জঙ্গলের স্বত্বাধিকার লইয়া। ফলে এই যুদ্ধে যাহারা যাহারা বাঁচিল তাহারা যে বিশেষ শক্তির হেতু বাঁচিল তাহাদের সন্ততিতে সেই গুণ অর্পণ করিল, তাহার বংশাবলীকে উন্নতির দিকে এক পা ঠেলিয়া দিল।

এমনি করিয়া ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া জীবন পরিবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে এবং উর্দ্ধতর জীবনের দিকে অগ্র-গমন চলিতেছে।

এই ব্যাপারে কেবল গুণময়ী প্রকৃতির লীলাই প্রকট হইতেছে। ঘাসে গাছে যে যুদ্ধ, বাঘে মহিষে যে যুদ্ধ তাহা বস্তুতঃ তিন গুণের ভিতর পরস্পর প্রাধান্যের জন্যই যুদ্ধ এবং ক্রমশঃ উন্নতির মানে—সাত্ত্বিক প্রকাশের অধিকতর প্রভাব এবং রজস্তমের অধিকতর পরাজয়। যাহা জীবে জীবে যুদ্ধ বলিয়া প্রকাশমান তাহার পশ্চাতে যদিও তিন গুণের যুদ্ধই রহিয়াছে, তবু উহা চোখে অন্য রকম দেখায়। এক জনের ক্ষুধা পাইয়াছে। আহার্য্য যতক্ষণ সম্মুখে নাই ততক্ষণ ক্ষুধিতের সোয়াস্তি নাই—কখন খাদ্য আসিবে এই চিন্তা। যখন আহার্য্য আসিল তখন আগ্রহাতিশয্যে যত পারা যায় খাইয়া লওয়া হইল। এখানে যে আহার করিল ক্ষুধা-নিবৃত্তিই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু বাস্তবিক শেষ পর্য্যন্ত ক্ষুন্নিবৃত্তিই উদ্দেশ্য নহে। চরম উদ্দেশ্য বাঁচিয়া থাকা। বাঁচিয়া থাকিতে হইলে স্বাস্থ্য রাখিতে হইবে, স্বাস্থ্য রাখিতে হইলে আহার করিতে হইবে। আহার করার প্রেরণা স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য, স্বাস্থ্য রক্ষার প্রেরণা জীবন রক্ষা করার জন্য। কিন্তু যে আহার করিতেছে ও যে দেখিতেছে এ উভয়ের নিকটে ক্ষুধা-নিবৃত্তির জন্যই আহার করা সত্য। শুধু তাহাই নয়, ক্ষুধা যদি তেমন প্রবল হয়, তবে তখন উপকারী অপকারী খাদ্যেরও আর জ্ঞান থাকে না এবং অপকারী ভোজ্য আহার করিয়াও পীড়িত হইয়া ভোক্তা জীবন ত্যাগ করে। যে প্রাণ রাখিবার জন্য

আহার করা, তখন আহার দ্বারা সেই প্রাণই নষ্ট হয়। তাহা হইলে এ কথা সত্য থাকিয়া যাইবে যে, প্রাণরক্ষার জন্য স্বাস্থ্য রক্ষা, এবং স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যই আহার করা। যদি ভোক্তা একথা ভুলিয়া যায়, যদি আহারে পরিতোষই তাহার লক্ষ্য হয়—তবুও এ কথা সত্য থাকিবে যে, প্রাণরক্ষার জন্যই আহার করা।

তেমনি এই যে সংগ্রাম চলিতেছে, এক জাতি লোপ পাইতেছে, অন্য জাতি গড়িয়া উঠিতেছে, জীবন মরণের জন্য এই যে ধ্বস্তাধ্বস্তি জগৎময় চলিতেছে, এ সকল প্রতিদ্বন্দ্বিতার মূলেও তিন গুণেরই দ্বন্দ্ব। ভোক্তার আপাত লক্ষ্য যেমন ক্ষুধার নিবৃত্তি এবং চরম উদ্দেশ্য—সত্য উদ্দেশ্য যেমন প্রাণ-ধারণ, তেমনি জাগতিক দ্বন্দ্ব যাহার আশ্রয়ে উচ্চতর জীবের বিকাশ হইতেছে তাহার আপাত লক্ষ্য যেমন বাঁচিয়া থাকা, ভোগ করা, তেমনি ঐ দ্বন্দ্বের চরম উদ্দেশ্য হইতেছে সাত্ত্বিক প্রকাশের আনন্দ অনুভব করা। যে বানর-যূথপতি একাই সমস্ত যূথের উপর আধিপত্য রক্ষার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী বানরের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে, সে জানে—তাহার যূথের উপর আধিপত্য রক্ষা করা চাই—আর কিছু সে জানে না এবং জয়ের জন্যই যুদ্ধ করিতে থাকে। কিন্তু সে না জানিলেও এ কথা সত্য যে, তাহার ভিতরের সত্ত্বগুণ প্রকাশের জন্য ব্যাকুল এবং সেই ব্যাকুলতাই তাহাকে যুদ্ধে প্রেরণ করিতেছে; জীবনের তৃষ্ণা তাহার সত্ত্বগুণের প্রকাশের

ব্যাকুলতা ও রজস্তমোকে অভিভূত করার জন্য দ্বন্দ্ব ব্যতীত আর কিছু নহে।

মানুষের মধ্যে স্পষ্ট অনুভূতি রহিয়াছে যে, বাঁচিয়া থাকাতেই আনন্দ। যে বুড়ী মাথার কাঠের বোঝার ভারে পীড়িত হইয়া মরণকে ডাকিয়া তাহাকে মৃত্যু দিতে বলিয়াছিল, সে সত্যই বলিয়াছিল। সাময়িক পীড়ায় তাহার বাঁচিয়া থাকার আনন্দের বোধ আবৃত হইয়াছিল। কিন্তু মরণ যখন তাহার ডাকে তাহাকে লইতে আসিল, তখন সে যে তাহাকে বোঝাটা মাথায় তুলিয়া দিতে বলিয়াছিল তাহাও ঠিকই বলিয়াছিল। কেন না দুঃখদায়ক হইলেও, সে বোঝাই বহন করিতে চায়, মৃত্যু চায় না। প্রাণের প্রবাহের ভিতর যে সাত্ত্বিক আনন্দ রহিয়াছে, মানুষ জ্ঞানতঃ তাহারই উপাসক। আর একটু উচ্চ অবস্থায়, যখন মানুষ প্রাণের প্রবাহ মৃত্যুতেও ছিন্ন হয় না এই প্রকার অনুভব করে, তখন তাহার মৃত্যুতেও আনন্দের চ্যুতি হয় না—সে জানে প্রাণ-প্রবাহ অফুরন্ত ও তাহার বিকাশ অনন্ত।

এমনি করিয়া সমস্ত কর্ম্ম-প্রচেষ্টার মূলে দেখা যায়, তমসকে অভিভূত করিয়া রজসের প্রাধান্যের দ্বন্দ্ব চলিতেছে, রজসকে অভিভূত করিয়া সত্ত্বগুণের প্রকাশের ও শান্ত অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার দ্বন্দ্ব চলিতেছে, তিনগুণের একটি অন্য দুইটীকে অভিভূত করিবার

চেষ্টা করিতেছে। সেই চেষ্টাতেই জগতের সৃষ্টি, সেই চেষ্টাতেই জীব ও জড়ের অস্তিত্ব, বিকাশ ও ক্রম-পরিণতি।

এই দ্বন্দ্ব যে কেবল বস্তু অবলম্বন করিয়াই চলিতেছে তাহা নহে, মনোবৃত্তিতেও এই দ্বন্দ্ব রহিয়াছে। মন তামসিক হইতে চায়, রাজসিক হইতে চায়, সাত্ত্বিক হইতে চায়।

বাধার অনুভূতি কার্য্য করে বাধা দূর করার জন্য। তখন প্রকাশ ও আনন্দ—এই লক্ষ্য তাহার থাকে না, বাধা দূর করার জন্যই সে কার্য্য করিয়া যায়। ফলে প্রকাশ ও আনন্দ আপনিই দেখা দেয়। জীব যে পরিমাণে আপনার সত্তার অন্তর্নিগূঢ় প্রকাশ ও আনন্দের বাধা অপসারণে কৃতকার্য্য হয়, সেই পরিমাণে প্রকাশ ও আনন্দের অধিকারী হয়। ইতর জীব ক্রমশঃ এই বাধা অতিক্রম করিয়া উর্দ্ধগতিতে মনুষ্যত্বে আরূঢ় হয়। যে সাত্ত্বিক প্রকাশ ও আনন্দজড়রাজ্যে বীজভাবে অন্তর্নিগূঢ় অবস্থায় ছিল, পশুরাজ্য অস্পষ্ট আবছা ছিল, তাহাই প্রকৃতির তাড়নায় আপনা হইতেই উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। মানুষের অন্তর্জগতে ও বহির্জগতেও এই একই প্রকাশ ও আনন্দের বাধা অতিক্রম করার জন্য সংগ্রাম চলিতেছে। মানুষ অক্রোধ দ্বারা ক্রোধকে, প্রেম দ্বারা দ্বেষকে জয় করিয়া সত্ত্বগুণ বাড়াইয়া চলিতেছে, অবাধ আনন্দ ও প্রকাশের দিকে অগ্রসর হইতেছে। ভূত মাত্রই এই ক্রম অনুসরণ করিতেছে। এইরূপে জীব শিবে পরিণত হওয়ার চেষ্টা করিতেছে। ভারতীয়

ঋষিরা জীবের ক্রম-বিকাশ ও জীবন-সংগ্রামের অন্তরস্থ রহস্য এইরূপে আবিষ্কার করিয়া জীবকে শিব হওয়ার সন্ধান দিয়াছেন ; জীবের ক্রম-বিকাশ ও জীবন-সংগ্রাম ডারুইনও দেখিয়াছিলেন।

ডারুইন যে ক্রম-পরিণতি দেখিয়াছেন ও তাহার মূলে যে সংগ্রাম দেখিয়াছেন তাহা সত্য। কিন্তু সংগ্রামের হেতু ভারতীয় ঋষিরা যাহা দেখিয়াছেন, ডারুইন তাহা দেখেন নাই। ফলে ইউরোপীয় সভ্যতা একটা মিথ্যা ও পাশবিক আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছে। এই বিপদ দেখিয়া কোনও কোনও ইউরোপীয় সুধী ডারুইনের উদ্ঘাটিত রহস্য নূতন করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিতেছেন। ভারতীয় ঋষিরা এই জীবন-সংগ্রামের মূলে সত্ত্বগুণের প্রকাশ ও আনন্দের বাধা অপনয়নের চেষ্টা আছে এ কথা জানিয়াছিলেন। যখন মানুষ অন্তর্নিহিত পাশব প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিয়া সর্ব্বথা জয়ী হইবে তখন এই মানুষই শ্রেষ্ঠ, বিমল, আনন্দপূর্ণ ও দুঃখ-ক্লেশ-বর্জ্জিত জীবন বা ব্রহ্মভূতি পাইবে।

গুণের ভোক্তা

মনের ও দেহের ভিতর যে শক্তির বা যে গুণের ক্রিয়া চলিতেছে তাহা আমরা দেখিলাম। কিন্তু এই মন ও দেহ কাহার? এই গুণের ভোক্তা কে? গুণের ভোক্তা ও দেহের অধীশ্বর আমিই, অর্থাৎ আমার জীব-ভাব বা আত্মা। এই জীব-ভাব কেবল মানুষেই আছে এমন নহে, পশু-পক্ষীতে আছে, বৃক্ষ-লতায় আছে, মৃত্তিকা-প্রস্তরেও আছে। সৃষ্টি দ্বৈত দ্বারা সম্পাদিত। জীব-ভাব আর গুণময়ী প্রকৃতি এই দুইয়ের সংযোগে দৃশ্য জগৎ। যেখানে জীব-ভাব আছে সেখানেই গুণময়ী প্রকৃতি আছে। যেখানে প্রকৃতি আছে সেখানেই জীব-ভাব আছে। এক ছাড়া অন্য নাই। এই জীব-ভাবকে পুরুষও বলা হয়। এ কথা বলা যায় যে, পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগে সৃষ্টি। আমরা প্রকৃতির পরিচয় লইয়াছি, পুরুষের কিঞ্চিৎ পরিচয় লইব।

সংবস্তু যাহা তাহার সত্তা আছে এবং তাহার সহিত এই সত্ত্বের প্রকাশ ও আনন্দের বাধাও জড়িত আছে। কিন্তু যেখানে বাধা আছে সেখানেই অবাধিতও রহিয়াছে। তোমার আমার সত্তা বাধিত। সত্তা এই উভয়ের ভিতরেই সত্ত্ব গুণের বাধা আছে, সেই জন্য এই দুই একবস্তু নহে। খণ্ড খণ্ড নাম-রূপ-যুক্ত যত সত্তা সে সমস্ত বাধিত সত্তা, অথবা ত্রিগুণাত্মিকা সত্তা। কিন্তু সকল যাহার মধ্যে, যিনি সমষ্টি-সত্তা তাঁহার ভিতর সত্ত্ব গুণের বাধা নাই। তিনি পূর্ণ,

প্রকাশ, পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ আনন্দ, অর্থাৎ তিনি সচ্চিদানন্দ। সমষ্টি সত্ত্বা ঈশ্বর, ব্যষ্টি সত্ত্বা জীব। জীবের ভিতর সাত্ত্বিক প্রকাশ রজস্তমোদ্বারা বাধিত এবং সেই বাধা যখন অপসৃত হইতে থাকে তখনই স্বত্ত্বা শুদ্ধ হইতে শুদ্ধতর হইতে থাকে। যেখানে বাধা পূর্ণরূপে অপসৃত সেখানে আর ব্যষ্টি নাই, সমষ্টিমাত্র আছে।

গীতার দৃষ্টিতে এই সমষ্টি সত্ত্বাই ঈশ্বর এবং ব্যষ্টি সত্ত্বাই জীব বা আত্মা*। জীব দেহস্থ হইয়া গুণের ভোগ করিয়া থাকে, কিন্তু সে নিজে দ্রষ্টা এবং অকর্তা, কর্তৃত্ব প্রকৃতির বা প্রকৃতির তিনগুণের।

গুণাতীত অবস্থা

পুরুষ বা আত্মা প্রকৃতিস্থ হইয়া জগদ্ব্যাপার নিষ্পন্ন করিতেছে দেহস্থ আত্মাপুরুষ প্রকৃতির সান্নিধ্য দ্বারা মলিন এবং অজ্ঞানে আবৃত মোহবশতঃ জীব নিজকে কর্ত্তা মনে করে. আমি করিতেছি, আমি চলিতেছি এইভাবের মূলে মোহ আছে জীবে সাত্বিকগুণ যতই বর্দ্ধিত হয়, এই অহং-বুদ্ধি যাহা প্রকৃতিজাত তাহাও ততই কমিতে এবং সাত্বিক প্রকাশ, আনন্দ ও নির্ম্মলভাব ততই বর্দ্ধিত হইতে থাকে। জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে এই অহং-ভাব দূর করার চেষ্টাও যাহা, সাত্বিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টাও তাহাই: সত্ত্বগুণ নির্ম্মল, প্রকাশক ও আনন্দময়. অবাধিত, কাম-ক্রোধ-আকাঙ্ক্ষা-বর্জ্জিত যে সত্তা তাহা শুদ্ধ সত্ত্বা। সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ সত্ত্বা একমাত্র ভগবান। মানুষের চেষ্টা এই আদর্শের দিকে অগ্রসর হওয়া, অথবা সত্ত্বগুণ বর্দ্ধিত করিয়া অপর দুই গুণকে পূর্ণরূপে সত্ত্বের বশবর্ত্তী করা: এই কার্য্যে কতদূর অগ্রসর হওয়া গিয়াছে তাহার মাপকাঠি হইতেছে অহং-বুদ্ধির বিস্তার। মানুষের ভিতরে অহং-বুদ্ধি খুবই প্রবল, জড়ের ভিতরে নাই। অহং লোপ করার অর্থ—সজ্ঞানে জড়ের মত নিরহঙ্কার হওয়া। আমি অকর্ত্তা, আমি দ্রষ্টা মাত্র, প্রকৃতিই কর্ত্তা, গুণই কর্ত্তা, গুণের বশে

সমস্ত কর্ম্ম হইতেছে, এই ভাব বিজ্ঞানে নিজ-মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টাতে অহং-জ্ঞান লোপ পাইতে থাকে। ইহারই নাম নির্লেপ, কর্ম্ম করিয়াও লিপ্ত না হওয়া। জ্ঞানের বিকাশ নিরবচ্ছিন্ন রহিয়াছে, সত্ত্বের আনন্দ রহিয়াছে, অথচ অহং-বোধ লোপ পাইতেছে, কর্ম্ম কেবল প্রকৃতির গুণবশতঃ শুদ্ধভাবে নিয়ন্ত্রিত ও সম্পাদিত হইতেছে—ইহাই অহং-জ্ঞান হ্রাস হওয়ার লক্ষণ, নির্লিপ্ত হওয়ার লক্ষণ

বৃক্ষাদিতে যেমন সত্ত্বগুণ অপরিবর্দ্ধিত, অহং-জ্ঞানও তেমনি তৎ পরিমাণে অনুপস্থিত। বৃক্ষের পত্রে, পুষ্পে যে বর্ণনাতীত কৌশল ও সৌন্দর্য্য রহিয়াছে তাহা লইয়া বৃক্ষ বলে না যে, সে কত সুন্দর। সে বলিতে পারে না কেবল মূক বলিয়া নহে, বাক্‌যন্ত্র নাই বলিয়া নহে, তাহার সে জ্ঞানই নাই। সে জানেও না, সে কেমন দেখিতে. মানুষের জানিয়াও না জানা বা নির্লিপ্ত হওয়া চাই, তাহার অনুভব করা চাই যে, এ দেহ, দেহের সৌন্দর্য্য ও কলা—ইহা তাহার নিজের অর্থাৎ তাহার আত্মার নহে, ইহা প্রকৃতির নিজ প্রয়োজনে প্রকৃতির দ্বারা সৃষ্ট।

বৃক্ষে যখন একটি অতি সুন্দর ফুল ফুটিয়া উঠে তখন তাহাতে মানুষ আনন্দ পায়, ভ্রমর তাহার রূপে গুণে আকৃষ্ট হয়। বৃক্ষ একবারও ভাবে না যে, কি সুন্দর ফুল সে ফুটাইয়া তুলিতেছে। বৃক্ষের ভিতরস্থ শক্তিই তিল তিল করিয়া বৃক্ষ-পদার্থকে পুষ্পে পরিণত

করিতেছে। প্রকৃতির প্রয়োজনে বৃক্ষকে পুষ্পিত হইতে হইবে। প্রকৃতি নিজ প্রয়োজনে পুষ্পকে লাল নীল নানা রঙ্গে সাজাইতেছে, বৃক্ষের দেহ-পদার্থ হইতে ঐ ঐ উপাদান সংগ্রহ করিতেছে, উহার ভিতর, প্রত্যেক পুষ্পের ভিতর পুং-অঙ্গ ও স্ত্রী-অঙ্গ সৃষ্টি করিতেছে, মক্ষিকার দ্বারা প্রজনন কার্য্য নিষ্পন্ন করার জন্য ফুলটিকে মক্ষিকার আকর্ষণীয় রূপে মণ্ডিত করিতেছে, যেস্থান হইতে ফুলকে দেখা যায় না সে স্থানেও ফুলের অস্তিত্ব-সংবাদ হাওয়ার সাথে পাঠাইয়া দেওয়ার জন্য ফুলে গন্ধ দ্রব্য সঞ্চার করিতেছে, মক্ষিকা আসিলে তাহাকে যথাস্থানে আকৃষ্ট করার জন্য মধুভাণ্ড নিভৃতে গোপনে রাখিয়া দিয়াছে, মক্ষিকার দেহে ও পদে পরাগ লিপ্ত করার জন্য কৌশলে পরাগাধারে পরাগ সাজাইয়া রাখিয়াছে। এই সকলই প্রকৃতি নিজ প্রয়োজনে করিতেছে; বৃক্ষ-সত্তা উদাসীন। সে জানেও না, সে অহঙ্কারও করে না যে, তাহার ফুল কি সুন্দর, সে কি প্রকার কলাবিৎ, কত বড় নিপুণ শিল্পী, কি কৌশলে সে পুষ্পকে গঠিত করিয়া তুলিয়াছে। তাহার কার্য্য নির্লেপ, কেন না লিপ্ত হওয়ার মত জ্ঞানই তাহার নাই। মানুষ যদি নিজ কৃতি বলে কিছু সৃষ্টি করে, অমনি তাহার সহিত অভিমান ও অহং-জ্ঞান আসিয়া যুক্ত হয়। যিনি জ্ঞান-পথের পথিক, যিনি দেহ-বুদ্ধির উপরে উঠিতে চাহেন, যিনি সত্ত্বগুণ বৰ্দ্ধিত করিতে চাহেন, তিনি পুষ্প সৃষ্টি করিয়া বৃক্ষ যেমন উদাসীন তেমনি উদাসীন হইয়া, অথচ তেমনি

তৎপর হইয়া, অপ্রমত্ত হইয়া, অবিচলিত হইয়া সজ্ঞানে যন্ত্রবৎ কার্য্য করিয়া যাইবেন; তাহাই অহং-ভাব লোপের চিহ্ন, সাত্ত্বিক গুণ, প্রকাশ ও আনন্দ বর্দ্ধিত হওয়ার লক্ষণ, ইচ্ছা, দ্বেষ, কাম, ক্রোধ, লোভ হইতে ও জড়তা হইতে মুক্ত হওয়ার চিহ্ন।

পিপীলিকা যুগ-যুগান্তর হইতে একই ভাবে গৃহ-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আসিতেছে, লুব্ধ হইতেছে, ক্রুদ্ধ হইতেছে, কামার্ত্ত হইতেছে, যুদ্ধ করিতেছে, বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতেছে। কি তাহার পরিকল্পনা, কি নিপুণ তাহার গঠন! তবুও মানুষের জ্ঞান পিপীলিকাতে নাই। অহং-জ্ঞান পিপীলিকায় আবছা, সত্ত্বগুণও আবছা। রজসের তাড়নায় তাহার জন্ম, প্রজনন, গৃহ-নির্ম্মাণ ও দেহ-ব্যাপার সম্পন্ন হইতেছে। জ্ঞানী যিনি, যিনি শুদ্ধ সত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইতে চাহেন তিনিও ইতর জীবেরই মত নিপুণতার সহিত, অথচ উদাসীনভাবে, নিরন্তর অপ্রমত্ত, অবিচলিত, অকুণ্ঠিতভাবে নিরহঙ্কারে কার্য্য করিয়া যাইবেন। উহাই সত্ত্বে প্রতিষ্ঠার ভাব।

যখন মানুষ মানুষের মতই বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কর্ম্ম করিয়া যায়, ঈশ্বরার্পিত বুদ্ধিতে সমস্ত নিষ্পন্ন করে, ভাল মন্দ বিচার করিয়া কর্ম্মের ফলাফল স্থির করিয়া, বৃক্ষের মত নহে, পিপীলিকার মত নহে, পরিপূর্ণ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া কর্ম্ম করে, অথচ প্রকৃতিকে তাহার কর্ত্তা বলিয়া জানে, তখনই তাহার অহং

লোপ হইতে আরম্ভ হয় ও সত্ত্ব নির্ম্মল হইতে নির্ম্মলতর হইতে থাকে এবং মোহের, অজ্ঞতার ও চাঞ্চল্যের আবরণ মুক্ত হইতে থাকে ; সে শুদ্ধ আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে, কর্ম্মে সে লিপ্ত হয় না।

শুদ্ধ সত্ত্বগুণ ঈশ্বরের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী গুণ। সেই হেতু সত্ত্বগুণ বর্দ্ধিত করিতে করিতে ও অহংজ্ঞান লোপ করিতে করিতে মানুষ ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে।

ঈশ্বর ত্রিগুণের অতীত, তাঁহার মধ্যে সত্ত্ব রজঃ তমঃ সমস্তই লয় প্রাপ্ত হইয়াছে। মানুষ দেহ থাকিতে ত্রিগুণ-প্রাপ্তির, গুণাতীত হওয়ার আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াই চলিবে—এই পর্য্যন্ত। সম্পূর্ণ গুণাতীত অবস্থায় অহং-বুদ্ধির সম্পূর্ণ লোপ হয়। এ অবস্থায় যদি কেহ মুহূর্ত্তও অবস্থিত হয়, তবুও সে তাহা বর্ণন করিতে পারে না। কেন না বর্ণন করা মানে—আমি এইরূপ দেখিতেছি এই ভাব ব্যক্ত করা। আমির উচ্চারণ মাত্রেই ত নিরহঙ্কার টুটিয়া যায়। সম্পূর্ণভাবে অহং-বুদ্ধি লোপের যে ভাব তাহা আদর্শ ও অনির্ব্বচনীয়।

আমি এই দেহ নহি, এই দেহের বিকার আমাতে স্পর্শ করে না, এই অনুভূতি প্রত্যেক কার্য্যে আনয়ন করা চাই। বৃক্ষেরই প্রয়োজনে পুষ্প ও ফলের উৎপাদন বৃক্ষ-দ্বারা হইতেছে। কেহ যখন ফুল ছিঁড়িয়া লয়, বৃক্ষের ফল উৎপাদন চেষ্টা ব্যর্থ করে,

তখনও বৃক্ষ নির্ব্বিকারে নির্দ্দিষ্ট ঋতুতে নিত্য নিয়মিত পুষ্প-সৃষ্টির কর্ম্ম তাহার ভিতর দিয়াও করিয়া থাকে। আশা, আকাঙ্ক্ষা, ভয়-রহিত হইয়া বৃক্ষ নিজ কর্ম্ম-ব্যাপার নিষ্পন্ন করিতেছে; মানুষের মধ্যে প্রচণ্ড, তীব্র, অনুভবময়ী, সর্ব্ব চেষ্টায় পরিব্যাপ্ত অহংভাব রহিয়াছে। সেই অহংকে দমন করিয়া, গুণই কার্য্য করিতেছে ইহা জানিয়া, বৃক্ষাদির ন্যায় নিপুণভাবে নিয়মিত যন্ত্র-গতিতে, অথচ বুদ্ধি-পূর্ব্বক, ফল-আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করার চেষ্টার পশ্চাতে গুণাতীত হওয়ার ভাব রহিয়াছে।

আমি আমার দেহ নহি, উহার নাশে আমার নাশ নাই, উহার পীড়ায় আমার পীড়া নাই, এই ভাব জড় ভাব নহে, উহা ঈশ্বর-ভাব; ঈশ্বরানুগৃহীত পুরুষে এই ভাব বর্ত্তায়।

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টাহনুপশ্যতি।

গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোহধিগচ্ছতি। গীতা ১৪।১৯

"গুণ ছাড়া আর কোনও কর্ত্তা নাই—জ্ঞানী এই রকম যখন দেখে ও গুণের পর যে তাহাকে জানে, তখন সে আমার ভাব পায়।"

প্রকৃতি-পুরুষ

পুরুষোত্তম বা পরমাত্মা বা পরমেশ্বর হইতে জগতের সৃষ্টি। সৃষ্টি-ব্যাপারে তাঁহার দুই ভাব ক্রিয়াশীল—এক পুরুষ, অন্য প্রকৃতি। প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী। প্রকৃতি তাহার নিজের সৃষ্টি ২৩টি তত্ত্বের সাহায্যে গঠন করিতেছে, পরিবর্ত্তন করিতেছে. কিন্তু প্রকৃতি একা থাকিতে পারে না, একা কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারে না। উহার সহায়ক জীব-ভাব বা পুরুষের সঙ্গ চাই। প্রকৃতি ব্যতীত পুরুষের বিদ্যমানতা নাই, পুরুষ ব্যতীত প্রকৃতির বিদ্যমানতা নাই। যে স্থানে একটি আছে সেই স্থানেই অপরটিও আছে. পরমাত্মা অখণ্ড; তাঁহার সৃষ্টিতে তাঁহাকে যে দুই ভাবে পাওয়া যায়, অর্থাৎ তাঁহার পুরুষ ও প্রকৃতিভাব তাহাও অচ্ছেদ্য—অখণ্ড. প্রকৃতি গঠন করিতেছে, পরিবর্ত্তন করিতেছে ও ধ্বংস করিতেছে ও তাহার সান্নিধ্যে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই জীব-ভাব দ্রষ্টারূপে, ভোক্তারূপে বিদ্যমান রহিয়াছে: সেই হেতু সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে অজীব বা নির্জ্জীব বলিয়া কোনও কিছু নাই; যেখানে পদার্থ আছে, সেই-খানেই (জীব-ভাব) পুরুষ ও প্রকৃতি রহিয়াছে। ভগবান বলিতেছেন "ময়াঽধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্" আমারই অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি চরাচর সৃষ্টি করিতেছে। প্রকৃতি গুণময়ী, বিকারময়ী এবং কার্য্য-করণের কর্ত্তৃত্ব তাহার: পুরুষ সুখ-দুঃখের

ভোক্তৃত্বের হেতু। পুরুষ প্রকৃতিস্থ হইয়া গুণ ভোগ করেন, পুরুষ উপদ্রষ্টা, সাক্ষী, অনুমোদনকারী। প্রকৃতি যোনি, পুরুষ পিতা। সমস্ত ভূত, চরাচর, জগৎ এই সংযোগ হইতে উৎপন্ন।

এই দুই ভাবকে পরা ও অপরা প্রকৃতি বলা হয়। আবার অক্ষর ক্ষর; ক্ষেত্রজ্ঞ ক্ষেত্র বলা হয়। এই দুই ভাবই অনাদি। পরমেশ্বর এই দুই অনাদি ভাব দ্বারা জগৎ পরিপূরিত করিয়া রাখিয়াছেন।

ঋষিরা প্রকৃতির তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া তাহার গুণ, শক্তি ও ব্যাপকতার যথাযথ পরিচয় পাইয়াছেন এবং জীব-ভাবও জানিয়াছেন। এই পরমজ্ঞানে তাঁহারা সম-বুদ্ধি পাইয়াছেন। প্রকৃতি-পুরুষ-জাত সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ জানিলে আর ভেদ কোথায় থাকে? সকলই তাঁহার নিকট ঈশ্বরময় হয়। সর্ব্বত্র ঈশ্বর রহিয়াছেন এবং সর্ব্বভূত তাঁহাতেই রহিয়াছে এই দৃষ্টিই সমদৃষ্টি। এবম্প্রকার ভেদ-বুদ্ধি-রহিত সমদৃষ্টি সম্পন্ন ঋষিগণ কেবল জগৎ হিতের জন্যই সমাজ-গঠন বা জীবন-যাপন-পদ্ধতির মার্গ সমূহ স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন; যে যে ভাবে মূঢ় ও অজ্ঞান ব্যক্তি নিজেদিগকে পরিচালিত করিতে পারে এবং পরে জ্ঞানলাভ করিতে পারে সেই কর্ম্ম-পন্থা জানাইয়া গিয়াছেন। ঋষিগণ প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করিয়া সমষ্টিগত ভাবে যেমন প্রকৃতির মধ্যে তিন গুণ পাইয়াছেন, তেমনি ব্যষ্টিভাবে প্রকৃতির মধ্যে ২৩টি তত্ত্ব

পাইয়াছেন। উহার বিবরণ গীতার একাদশ অধ্যায়ে 'ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ যোগে' ও গান্ধী-ভাষ্যে দেওয়া আছে। ২৩টি তত্ত্ব এই প্রকার—মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এই তিন এবং পাঁচ পাঁচ করিয়া ৪ ভাগে আর কুড়ি তত্ত্ব, যথা পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পাঁচ তন্মাত্র বা ইন্দ্রিয়-বিষয়-গোচর মাত্র এবং পাঁচ স্থূল-ভূত। এই ২৩টির সঙ্গে প্রকৃতি যোগ করিলে ২৪টি তত্ত্ব হয়। একদিকে এই ২৪ তত্ত্বময়ী প্রকৃতি, অপর দিকে জীব বা পুরুষভাব এই ২৫ তত্ত্ব, সর্ব্বোপরি পরমেশ্বরকে লইয়া মোট ২৬ তত্ত্ব। এই ২৬ তত্ত্ব সুখ-দুঃখের, ভোগ-মোক্ষের হেতু। এই ২৬ তত্ত্বই জগদ্ব্যা-পারের সমস্ত কর্ম্ম ও শক্তি, বিশ্বের রচনা ও সংহারের হেতু।

প্রকৃতির ২৩ তত্ত্বের পরিচয় এই। প্রকৃতি নিজে বুদ্ধিতে বা মহৎএ পরিণত হন, বুদ্ধি হইতে অহঙ্কার। এই অহং-ভাব প্রকৃতিকে বহুধা করিল। তারপর মন ও তারপর পঞ্চ তন্মাত্র বা শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধের ভাব উৎপন্ন করিয়া প্রকৃতি প্রধানতঃ এই ৮ তত্ত্ব বা প্রকারের হইল।

বাকী রহি ১৫ তত্ত্ব। উহারা দশ ইন্দ্রিয় এবং পাঁচ স্থূল-ভূত। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক, হাত, পা, মুখ ও দুই গুহ্য ইন্দ্রিয়, ইহারাই দশ ইন্দ্রিয়। শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধের ভৌতিক পরিণতি আকাশ, বায়ু, অগ্নি (তেজ), জল ও পৃথিবী এই পাঁচ স্থূল-ভূত।

১৩।৫

গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ৫—৬ শ্লোকে ২৪ তত্ত্বের অতিরিক্ত আরও কয়টি প্রকৃতির তত্ত্ব উল্লিখিত আছে। তাহা হইতেছে ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, সংঘাত, চেতনা ও ধৃতি। এই সকল আত্মার ধর্ম্ম নহে। এগুলি প্রকৃতিরই ধর্ম্ম। এগুলি পূর্ব্ব বর্ণিত ২৪ তত্ত্বের মধ্যে আছে বলিয়া সাধারণতঃ ২৪ তত্ত্বই বলা হয়। কিন্তু গীতায় উক্ত তত্ত্বের সংখ্যা ২৪ তত্ত্বের অনেক অধিক হইয়া যায়। গীতায় একস্থানে অষ্টধা প্রকৃতির উল্লেখ আছে, উহা হইতেছে মন বুদ্ধি অহঙ্কার এবং পঞ্চ তন্মাত্র। এতদ্ব্যতীত সংখ্যা দ্বারা গীতায় প্রকৃতির তত্ত্ব আর কোথাও উল্লিখিত হয় নাই। মোট তত্ত্ব ২৪, কি ২৫, কি ২৬ ইহা লইয়া বিভিন্ন শাস্ত্রে ভেদ আছে। প্রকৃতি-পুরুষ বিচার যাহারাই করেন তাঁহারাই তত্ত্বের সংখ্যার উপর জোর দেন। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে অনেকগুলি তত্ত্ব প্রচলিত ২৫ তত্ত্বের উপর জুড়িয়া দিয়া গীতা তত্ত্ব-সংখ্যা অনির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন এবং পুরাতন গণনা পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়াছেন। সুখ-দুঃখাদি তত্ত্বের পর ধৃতি বলিয়া যে তত্ত্ব উল্লিখিত আছে উহা একটি বিশেষ জ্ঞানের ধারা উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। ধৃতি তাহাই যদ্দারা বিভিন্ন পরমাণু একের সহিত অপরে সংলগ্ন থাকিয়া একটা সংযুক্ত পদার্থ গড়িয়া তোলে। উহা অহং-ভাব হইতে হয়। গান্ধীজী গীতায় ১৩।৫-৬ ভাষ্যে উহা স্পষ্ট করিয়াছেন। দেহ হইতে যখন আত্মা

।৪

চলিয়া যায়, যখন দেহান্ত হয়, তখন যে দেহটা পড়িয়া থাকে উহা কি? উহা ত জড় পদার্থ। কিন্তু জড়ও ত জীব। প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুর মধ্যেই জীব-ভাব রহিয়াছে মৃতদেহেও জীব-ভাব রহিয়াছে; কিন্তু ঐ দেহের জীব-ভাব সমস্ত দেহ-সমষ্টির জীব-ভাব নহে; একটা অহং-বুদ্ধি ঐ দেহ হইতে আত্মা ও ইন্দ্রিয়গণের সহিত অন্তর্হিত হইয়াছে। জীবিত ও মৃতদেহে এই প্রভেদ, অর্থাৎ উহাতে যে ধৃতি ছিল আর তাহা নাই।

জীব ও ব্রহ্ম

গীতায় ব্রহ্ম কল্পনা নানাস্থানে বিবৃত করা হইয়াছে এবং নানা ভাবে নানা ভাষায় অব্যক্ত অচিন্তনীয় ও নির্গুণকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে 'ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ যোগে' ব্রহ্মকে জ্ঞেয় বলিয়া অভিহিত করিয়া কয়েকটি শ্লোকে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহাই গীতায় ঈশ্বরবাদের সারতত্ত্ব।

১৩। ১২-১৬

ব্রহ্মকে কোনও শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। তিনি সংও নহেন অসংও নহেন—এমনই গুণাতীত তাঁহার স্বরূপ। ব্রহ্ম সর্ব্বত্র রহিয়াছেন; যেখানেই দেখিবে সেখানেই তাঁহার কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় রহিয়াছে। ব্রহ্মের হাত, পা, চক্ষু, শির, মুখ সর্ব্বত্র। সকল কথা তিনি শুনিতেছেন, অথচ তাঁহার কোনও ইন্দ্রিয় নাই। তিনি অলিপ্ত, তিনি সমস্ত ধারণ করিয়া আছেন। তিনি নির্গুণ এবং তিনি গুণের ভোক্তা। সৃষ্ট পদার্থ মাত্রই তাঁহারই উপাদানে গঠিত; তিনি তাহাদের অন্তর ও বাহির। সৃষ্ট পদার্থের বস্তু-ভাগও তিনি—প্রাণ-ভাগও তিনি। তিনি নিকটে, তিনি দূরে। যিনি সর্ব্বত্র, তাঁহাকে খুঁজিতে কোথাও যাওয়ার দরকার নাই। তিনি একই কালে সর্ব্বত্র রহিয়াছেন, নিকটে রহিয়াছেন, দূরে রহিয়াছেন। তিনি যেমন স্থূল, আবার তেমনি এমন সূক্ষ্ম যে তাঁহাকে জানা যায় না। অখণ্ড ও অবিভক্ত

হইলেও তিনি প্রাণী মধ্যে, ভূত মধ্যে বিভক্তের ন্যায় রহিয়াছেন। তিনি ভূতগণের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কর্ত্তা।

সর্ব্বব্যাপী একমাত্র ব্রহ্ম পদার্থই গীতা স্বীকার করিয়াছেন, অর্থাৎ একমাত্র ব্রহ্মই আছেন, আর কিছু নাই। যাহা বস্তুরূপে, যাহা গুণরূপে দেখা যায় তাহা তিনিই, তাহাকেই উদ্দেশ্য করিয়া শ্রৌত যজ্ঞাদি করা হয়। যজ্ঞের প্রত্যেক উপকরণই যে ব্রহ্ম—ইহা স্মরণ রাখা চাই। যে যজ্ঞ করিতেছে সে ব্রহ্ম, যে ঘৃত আহুতি দেওয়া হইতেছে তাহা ব্রহ্ম, যে অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয় তাহা ব্রহ্ম, যে হাতা ব্যবহৃত হয় তাহা ব্রহ্ম—এ সকলই ব্রহ্ম, অর্থাৎ ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য পদার্থ নাই।

তিনিই অধিভূত অর্থাৎ বিনাশশীল বস্তুতে পরিণত, তিনিই অধিদৈবত, অর্থাৎ ব্রহ্মই এই দেহে প্রকৃতির গুণ-সংস্পৃষ্ট মলিন আত্মারূপে অবস্থিত, তিনিই অধিযজ্ঞ অর্থাৎ যজ্ঞদ্বারা শুদ্ধ গুণ-দ্বারা অস্পৃষ্ট আত্মা।

ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বস্তু যেমন নাই, তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতরও তেমনি আর কিছু নাই। তাঁহাতেই সকল গ্রথিত। এই প্রকার যিনি ব্রহ্ম ও পুরুষোত্তম, যিনি জীব ও জগৎ হইয়াছেন তাঁহাকে প্রাণীগণ মোহ-বশতঃ জানিতে পারে না। সেই মোহিনী শক্তিই তাঁহার মায়া। তাঁহারই মায়ায় জগৎ ত্রিগুণময় ভাব দ্বারা অভিভূত হইয়া আছে বলিয়া তাঁহাকে জানে না। ঈশ্বরই

সকল প্রাণীর হৃদয়ে অবস্থিত আছেন এবং কুম্ভকার যেমন চক্রের ১৮।৬১
উপর ঘট বসাইয়া ঘুরায়, ঈশ্বর তেমনি নিজ মায়ার বলে প্রাণী-
দিগকে ঘুরাইতেছেন। এই মায়া হইতে মুক্ত হইলে তাঁহাকে ৭।১৪
জানা যায়।

প্রাণীমাত্রেই ঈশ্বর স্ব-সত্ত্বায় আছেন। ভূত মাত্রই ব্রহ্ম, কিন্তু ৮।৩
মায়ার দ্বারা মোহিত জীবের সেই অনুভূতির অভাব। যখন এই
মায়া অন্তর্হিত হয় তখনই জীব ঈশ্বরে লয় প্রাপ্ত হয় বা মোক্ষ ১৪।২
পায়। বস্তুতঃ জীব ঈশ্বরের সহিত সধর্ম্মযুক্ত।

জীবের পরিক্রমণ বা জন্ম-মৃত্যু

ব্রহ্মের অংশ জীব-লোকে জীবভূত হইয়া আছে। জীবভূত হওয়া মানে—জীব-ভাবের সহিত প্রকৃতি-ভাবের যুক্ত অবস্থা পাওয়া। সত্ত্ব, রজস্ ও তমস্ প্রকৃতি উৎপন্ন গুণ, উহারাই অবিনাশী আত্মাকে দেহের বন্ধনে বাঁধে। জীব-ভাবে আত্মা একাকী থাকে না, উহা পাঁচ ইন্দ্রিয় ও মনের সহিত জীবস্থ হয়। জীবভূত-ব্রহ্মের অংশ স্বরূপ এই ঈশ্বর যখন শরীর ধারণ করে তখন মন ও ইন্দ্রিয় সকল লইয়াই শরীরস্থ হয়। আবার এই জীবভূত ঈশ্বর যখন শরীর ত্যাগ করে তখনও জীব-ভাবের সহিত শরীর ও মন ও ইন্দ্রিয়গুলি লইয়া যায়। জীবভূত ব্রহ্মের অংশ প্রকৃতিভূত চক্ষু জিহ্বা, নাসিকা, কর্ণ, চর্ম্ম ও মনের সাহায্যে বিষয় ভোগ করে।

ইন্দ্রিয়-মনযুক্ত আত্মা পুনঃপুনঃ জন্ম গ্রহণ করিতে থাকে। মৃত্যুর পর সে যে লোকেই যাউক না কেন, পুনরায় তাহাকে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। একমাত্র ব্রহ্মভূত হইলেই আর ফিরিয়া আসিতে হয় না।

মায়াদ্বারা মুগ্ধ আত্মা প্রকৃতিস্থ বা দেহস্থ সত্ত্বরজস্তমো গুণের তারতম্য অনুসারে জ্ঞানীদিগের লোক, মনুষ্য লোক বা পশুদিগের লোক প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ ঐ ঐ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। এমনি করিয়া জন্মের পর মৃত্যু ও মৃত্যুর পর জন্ম ধ্রুব।

যাহারা ইহলোকে সাধন পথে অগ্রসর হইয়া দুর্ব্বলতাবশতঃ সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না, তাহারা পুণ্যলোকে বাস করিয়া পরে মর্ত্ত্যলোকে পুণ্যাত্মাদিগের বা যোগীদিগের কুলে জন্মে এবং সেখানে পূর্ব্ব দেহের বুদ্ধি ও সংস্কার লাভ করিয়া সিদ্ধির জন্য প্রযত্ন করে। এই প্রকারে অনেক জন্মের পর সে সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়, অথবা মোক্ষ পায়। গীতায় পঞ্চদশ অধ্যায়ে ৪১ হইতে ৪৪ শ্লোকে জীবের পরিক্রমণ সম্বন্ধে উপরি উক্ত সত্য প্রধানতঃ প্রকট করা হইয়াছে

৬। ৪১-৪৪

মোক্ষ-প্রাপ্তির পথ

কর্ম্মফলে লোক জন্মগ্রহণ করে এবং নিজের জ্ঞান অনুসারে ঊর্দ্ধগতি বা অধোগতি পায়। জগতের প্রভু কর্ত্তা হইয়াও অকর্ত্তা, তিনি কর্ম্মে লিপ্ত হন না। তাঁহারই জীবাত্মা তাঁহারই প্রকৃতির সান্নিধ্যে গুণ দ্বারা প্রভাবিত হইয়া সং বা অসং স্বভাব লয়। ঈশ্বর লোকের জন্য কর্ম্ম সৃষ্টি করেন নাই। কর্ম্মের সহিত ফলেরও তিনি যোগ সাধন করিয়া দেন না। ঈশ্বর নিয়ম এবং নিয়ন্তা। যে যেমন কার্য্য করিবে সে তদনুরূপ ফল পাইবে। কর্ম্মের অমোঘ নিয়মে এই প্রকার ঘটিবে। এই ন্যায়ের ভিতরেই ঈশ্বরের করুণা রহিয়াছে। ঈশ্বর কাহাকেও পাপ ও পুণ্য দেন না। অজ্ঞতা-বশতঃ মানুষ পাপ ও পুণ্যের ভাগী হয়। কর্ম্মের ফলে আসক্ত হইলেই সেই কর্ম্ম বন্ধন করে। যদি শুভ কর্ম্মে আসক্তি হয়, তবে সুখ-দায়ক ফলে বদ্ধ হইয়া জীব পুনরায় সংসারে আসে। যজ্ঞ, দান ও তপস্যা—এ সকলই আসক্তি-যুক্ত হইলে, অর্থাৎ উহার পশ্চাতে ফলাকাঙ্ক্ষা থাকিলে, উহা বন্ধন-মূলক হয়। আসক্তি-যুক্ত অশুভ কর্ম্ম দুঃখ ও পাপের বন্ধনে বাঁধে। এই বন্ধনকে ত্রিগুণের বন্ধন বলা যায়, বা সংসার বন্ধন বলা যায়।

এই অবস্থায় ইহা বেশ স্পষ্ট হইতেছে যে, যেহেতু কর্ম্ম গুণ দ্বারাই বাঁধিয়া রাখে সেই হেতু গুণের বন্ধন হইতে মুক্ত হও।

মোক্ষ প্রাপ্ত হওয়া। যাহা গুণাতীত বা গুণের প্রভাব মুক্ত করিতে পারে, যাহা কর্ম্মকে অকর্ম্মে পরিণত করিতে পারে, তাহাতেই মোক্ষ। মোক্ষের কথা গীতার প্রত্যেক অধ্যায়েই ছড়ানো রহিয়াছে। মোক্ষ-মার্গ সম্প্রদায় অনুসারে বিভিন্ন। গীতায় সেই সকল মার্গকে একাভিমুখী করিয়া, সহায়ক করিয়া, কর্ম্ম, ধ্যান, ভক্তি ও জ্ঞানের সমন্বয় প্রদর্শিত হইয়াছে। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে 'ধ্যানেনাত্মনি' ইত্যাদি শ্লোকে মোক্ষ-মার্গ সমূহের উল্লেখ রহিয়াছে। অতঃপর এই সকল মার্গকে একাভিমুখী করিয়া ব্রহ্ম লাভের পথ যাহা গীতায় নানা শ্লোকে, নানা অধ্যায়ে খণ্ড খণ্ড ভাবে ছড়ানো আছে তাহা অষ্টাদশ অধ্যায়ের শেষ ভাগে একত্র সমন্বয়-বদ্ধ করিয়া ৪৫—৫৮ শ্লোকে নিশ্চয়াত্মক বাক্যে বলা হইয়াছে।

প্রথমেই কর্ম্ম-মার্গে দেখান হইয়াছে যে, নিজ নিজ বর্ণানুগত কর্ম্মে রত থাকিয়াই মোক্ষ পাওয়া যাইবে। নিজ নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া, স্বকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়াই জগদীশ্বরের ভজনা করা যায়। তাহাই মোক্ষ প্রাপ্তির সোপান। নিজ নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম বা বর্ণানুগত কর্ম্মও আসক্তি শূন্য হইয়া কামনা ত্যাগ করিয়া করা চাই। ঐরূপ কর্ম্ম দ্বারা নৈষ্কর্ম্ম সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ ঐ কর্ম্ম বন্ধন-দায়ক হয় না। ফলের ইচ্ছা না রাখিয়া কর্ম্ম করা যখন স্বভাব-সিদ্ধ হইয়াছে, তখন ব্রহ্ম-প্রাপ্তির পথ মানুষের নিকট উন্মুক্ত হইয়া যায়। সেই উন্মুক্ত পথ সংক্ষেপতঃ বিবৃত হইতেছে।

নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধ হইলে অর্থাৎ ফলেচ্ছা ত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্ম করা স্বভাব সিদ্ধ হইলে, বুদ্ধি বিশুদ্ধ হইলে, সেই যোগী (ধ্যান যোগে) দৃঢ়তা-পূর্ব্বক ইন্দ্রিয় সকল বশে রাখিবে, শব্দাদি বিষয় হইতে আসক্তি তুলিয়া লইবে। এইরূপে রাগ-দ্বেষ বিজিত হইবে। এই অবস্থায় কায়-মনোবাক্যে সংযম রাখিয়া নিত্য ঈশ্বর-পরায়ণ থাকিবে; অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ, মমত্ব-বুদ্ধি ও পরিগ্রহ ত্যাগ করিবে। উহাতেই ব্রহ্ম-ভাব আসিবে।

ব্রহ্ম-ভাবে ভাবিত হইয়া ভক্তি পূর্ব্বক ভগবানকে জানিবে এবং তদনন্তর তাঁহাতে প্রবেশ করিবে। ঈশ্বরের আশ্রয় লইয়া সর্ব্ব কর্ম্ম করিয়াও (ভক্তিযোগে) শাশ্বত অব্যয় পদ পাইবে।

চিত্ত দ্বারা ঈশ্বরে সমস্ত কর্ম্ম অর্পণ করিবে ও ঈশ্বর-পরায়ণ হইয়া বিবেক-বুদ্ধির আশ্রয় লইয়া নিরন্তর ঈশ্বরের সহিত যোগ-যুক্ত থাকিবে। (জ্ঞানযোগে) ঈশ্বরে চিত্ত সংযুক্ত করিয়া সমস্ত সঙ্কট উত্তীর্ণ হইবে। ইহার অন্যথায় নষ্ট পাইবে। ইহাই অষ্টাদশ অধ্যায়ে মোক্ষযোগের শিক্ষা। গীতার অন্যত্রও এই ভাব যে প্রকারে ব্যক্ত হইয়াছে তাহা কিছু নিম্নে সন্নিবেশিত হইল।

কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই তিন বৃত্তি একে অন্যের হাতে হাত দিয়া জীবকে মোক্ষের পথে লইয়া যায়। একটি না থাকিলে অন্য দুইটি অচল। কর্ম্ম ব্যতীত জ্ঞান প্রাপ্তি দুষ্কর।

ব্যতীত কর্ম্ম ও ভক্তি যথাযথ হয় না। ভক্তি না থাকিলে জ্ঞান-কর্ম্মের পুরুষ-প্রচেষ্টা মিথ্যা। কেবল মাত্র জ্ঞানের পথেও মোক্ষ পাওয়া যায়। সে পথ কঠিন।

কর্ম্ম সকলকেই করিতে হইবে। কর্ম্মের অমোঘ নিয়ম হইতে কাহারও ছুটি নাই। তবে সেই কর্ম্ম ঈশ্বরার্পিত বুদ্ধিতে যজ্ঞার্থে করিতে হইবে। যজ্ঞার্থে কর্ম্ম অনুষ্ঠান আবার অজ্ঞানীর দ্বারা সম্ভব নয়, জ্ঞান না হইলে দুষ্কর্ম্ম ও সুকর্ম্ম বলিয়া মনে হইতে পারে। অতএব জ্ঞানদ্বারা সংশয় ছিন্ন করিয়া কর্ম্ম করিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু তবুও ঈশ্বরের কৃপা চাই. অন্যান্য ভক্তি দ্বারা ঐ কৃপা পাওয়া যায়। ৪। ৪১

যজ্ঞার্থে কর্ম্ম করার কৌশল হইতেছে, নিজকে অকর্ত্তা জ্ঞান করা। প্রকৃতিই কর্ম্ম করিতেছে, নিজে দ্রষ্টা মাত্র—এই জ্ঞানে কর্ম্ম করা চাই। ইহাতে অহং-বুদ্ধির লোপ হয়। তাহা লোপ পাইলে আর ত্রিগুণ দ্বারা বিচলিত হয় না, গুণাতীতের অবস্থার দিকে সাধক অগ্রসর হয়। একনিষ্ঠ ভক্তি না থাকিলে কিন্তু, গুণ সকল উত্তীর্ণ হওয়ার দিকে অগ্রসর হওয়া যায় না। ৪। ৩৮ ১৪। ২৩ ১৪। ২৬।

অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করার জন্য যে নিষ্ঠা আবশ্যক তাহা ধ্যান যোগ দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। কর্ম্মফল ত্যাগ করা ও সমত্ব বুদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া একই বস্তু। অনাসক্ত কর্ম্মী না হইলে যোগী হইতে পারে না। অনাসক্ত কর্ম্ম করার জন্য যোগই সাধন। নিজের আনন্দের জন্য বাহিরের কোনও বস্তুর উপর ৬। ২-৩

নির্ভরশীলতা থাকিবে না। ধ্যানযোগ-দ্বারা এই অবস্থা প্রাপ্তির সহায়তা হয়। ইহার প্রয়োগ দ্বারা অত্যন্ত সুখদায়ক ব্রহ্ম-স্পর্শ লাভ করা যায়। কিন্তু উক্তপ্রকার সম-বুদ্ধি উৎপন্ন করা, আত্মানন্দ হওয়া এবং চঞ্চল মনকে অচঞ্চল করা সুকঠিন। শ্রদ্ধা পূর্ব্বক ভজন দ্বারাই এই ভাব লভ্য।

অনন্য ভক্তির দ্বারা ঈশ্বর লভ্য। সেই ভক্তিও ঈশ্বরার্পিত বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিতে করিতে লাভ হয়।

মোক্ষমার্গের শেষ কথা এবং সকল কথার সার কথা ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিমান হওয়ার প্রযত্ন।

"আমাকে সকলের সুহৃদ জানিও, আমার ভজনায় মোহ উত্তীর্ণ হইবে, অনন্যচিত্ত হইয়া আমার ভজনা করিও। আমার প্রতি মন রাখ, আমার ভক্ত হও, আমাকে নমস্কার কর। জ্ঞানীরা আমাকে ভজনা করে। যাহা কর, যাহা খাও, যে যজ্ঞ কর, সমস্তই আমাকে অর্পণ কর। আমার সহিত নিত্য যে যুক্ত থাকে তাহাদের অভাব আমি নিজেই মিটাই। আমার ভক্তকে আমিই জ্ঞান দিয়া থাকি। যে আমাকে ভক্তি করে আমি তাহার ভিতরেই থাকি। আমার প্রতি অব্যভিচারিণী ভক্তি অর্পণ কর, আমাকে ভজনা কর, আমাকে সর্ব্ব-সমর্পণ কর। আমাকে লও, আমি তোমাকে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত করিব—এই মোহন আহ্বানে গীতার আগা-গোড়া মুখরিত।

উপাসনা-পদ্ধতি

ঈশ্বরকে ভজন করিতে হইবেই। কি ভাবে ভজনা করিতে হইবে—এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান সর্ব্ব-সন্দেহ মিটাইয়া দিয়াছেন . লক্ষ্য যদি ঈশ্বরে থাকে, তবে যেভাবে ইচ্ছা পূজা কর, সে পূজা ঈশ্বরেই পহুঁছিবে।

অর্জ্জুন দশম অধ্যায়ে শ্রীভগবান্‌কে প্রশ্ন করেন—কি কি ভাবে তাঁহাকে চিন্তা করা চাই? তদুত্তরে ভগবান যাবতীয় বস্তু, প্রাণী, দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষীর মধ্যে এক একটির নাম উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, সেই সেই রূপে তাঁহাকে চিন্তা করা যাইতে পারে। এবং ঐ অধ্যায়ের শেষে বলিলেন যে, তোমাকে কত আর নাম করিব, আর এত জানারই বা দরকার কি, এইটুকু জানিয়া রাখিবে যে, ভাগবান সর্ব্ব জীবে, জড়ে, দেবতায়, যক্ষে, রাক্ষসে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন ও একাংশ দ্বারা জগৎ ধরিয়া আছেন।

যাহারা যজ্ঞ করে, স্বর্গ ও পুণ্যলোকাদি কামনা করে তাহারা তাহাই পায় এবং কিছুকাল স্বর্গভোগ করার পরে পুনরায় তাহাদিগকে এই মর্ত্ত্যলোকে ফিরিয়া আসিতে হয়।

যাহারা অনন্যভাবে ঈশ্বর চিন্তা দ্বারা উপাসনা করে, অর্থাৎ ভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সমদৃষ্টিতে কুশলতার সহিত কর্ম্ম করে, তাহাদের যাহা কিছু আবশ্যক ঈশ্বরই মিলাইয়া দেন, মোক্ষও অবশ্যই দেন।

আর যাহারা ভগবান্‌কে এক নিরাকার নিরঞ্জন বলিয়া না জানিয়া শ্রদ্ধার সহিত অন্য দেবতার পূজা করে, তাহারাও অবিধি-

পূর্ব্বক ভগবানেরই ভজনা করে। ঈশ্বরই সকল যজ্ঞের ভোক্তা—এ কথা তাহাদের জ্ঞানে অনুভূত হয় না বলিয়া তাহারা পুনর্জ্জন্ম পায়। যাহারা দেবতার পূজা করে বা পিতৃ বা ভূত-প্রেতের পূজা করে তাহারা দেব, পিতৃ অথবা ভূত-লোক পায়, যাহারা ভগবানকে পূজা করে তাহারা মোক্ষ পায়। ভক্তি-পূর্ব্বক যে ফুল বা জল ঈশ্বরে অর্পণ করে তাহার অর্ঘ্য তিনি গ্রহণ করিয়া থাকেন।

৭। ১৯-২৮ ভগবানই সর্ব্বময় এই জ্ঞান দুর্লভ, অনেক জন্মের পর কাহারও এই জ্ঞান দেখা দেয়। সাধারণতঃ মানুষ কামনা আশ্রয় করিয়া, নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী পূজার পদ্ধতি গঠন করিয়া, পূজার পদ্ধতি বাছিয়া লইয়া, অন্য দেবতার শরণ লয়। ভগবান নিশ্চয় করিয়া বলিতেছেন যে, তাহাদের সে পূজাও ব্যর্থ যায় না। যে ব্যক্তি যে দেবতারই পূজা করুক না কেন, সেই দেবতার প্রতিই ভগবান অচলা শ্রদ্ধা তাহাকে দিয়া থাকেন।

গীতার সর্ব্বত্র যে পূজার ভাব রহিয়াছে তাহা এই যে, ঈশ্বরের সহিত কর্ম্মের মধ্য দিয়া যোগ-যুক্ত হওয়াই পূজা, ভক্তি-পূর্ব্বক কুশলতার সহিত নিষ্কাম কর্ম্ম করিয়া যাওয়াই তাহার পূজা। কোনও ধর্ম্মের সহিত, কোনও পূজা-পদ্ধতির সহিত গীতার বিরোধ নাই। যাহার যাহাতে ভক্তি, যেমন ভক্তি সে তেমন ফল পাইবে। যেখানে চিত্ত ঈশ্বরার্পিত, যেখানে সাত্ত্বিক ভাব, যেখানে সৎ কার্য্যে নিষ্ঠা সেখানেই গীতার মতে ঈশ্বর উপাসনা।

দ্বিতীয় ভাগ

অনাসক্তি যোগ

প্রস্তাবনা

(১)

স্বামী আনন্দ ইত্যাদি মিত্রদিগের ভালবাসার অনুরোধে যেমন আমি সত্যের প্রয়োগের জন্যই আত্মকথা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, গীতার অনুবাদ ব্যাপারটাও তেমনি ভাবেই ঘটে। অসহযোগের যুগে স্বামী আনন্দ আমাকে বলেন যে, "আপনি সমুদয় গীতার যদি অনুবাদ করিয়া ফেলেন ও তাহার উপর যে টীকা করা দরকার তাহা যদি করেন ও আমরা তাহা যদি পড়ি তাহা হইলেই গীতার যে অর্থ আপনি করিয়া থাকেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিব। এখান সেখান হইতে গীতার শ্লোক লইয়া অহিংসার প্রতিপাদন করা আমার কাছে ঠিক মনে হয় না।" তাঁহার কথা ঠিক বুঝিয়া তাঁহাকে বলি, "সময় হইলে করিব।" তারপর আমি জেলে যাই। সেখানে কিছু গভীর ভাবেই গীতা অধ্যয়ন করার অবকাশ মিলে। লোক-মান্যের জ্ঞানের ভাণ্ডার পড়ি। তিনিই প্রথমে আমাকে মারাঠী, হিন্দী ও গুজরাটী অনুবাদ প্রীতিপূর্ব্বক পাঠান। আর যদি মারাঠী না পারি তবে গুজরাটী যেন অবশ্য পড়ি—এই অনুরোধ করেন। জেলের বাহিরে উহা পড়ার অবকাশ হয় না। জেলে গিয়া গুজরাটী অনুবাদ পড়ি। উহা পড়ার পর গীতা সম্বন্ধে আরো অধিক পড়িবার ইচ্ছা হয় এবং গীতা সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ নাড়া-চাড়া করি।

গীতার সহিত প্রথম পরিচয় ১৮৮৮—৮৯ সালে এডুইন আরনল্ডের পদ্য অনুবাদ হইতে হয়। ইহাতেই গীতার গুজরাটী অনুবাদ পড়িবার তীব্র ইচ্ছা হয় এবং যত অনুবাদ হাতে পাই পড়িয়া যাই। কিন্তু এই রকম পাঠ করাতেই সকলের সাম্‌নে নিজের অনুবাদ প্রকাশ করিবার অধিকার একেবারেই জন্মায় না ; দ্বিতীয়তঃ আমার সংস্কৃত জ্ঞান অল্প, গুজরাটী জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের হিসাবে কিছু নয়। তাহা হইলে অনুবাদ করার ধৃষ্টতা কেন করি ?

গীতা আমি যেমন বুঝিয়াছি সেই মত আচরণ করার জন্য আমি ও আমার সাথীদের ভিতর কয়েকজন সতত চেষ্টা করিয়া থাকি। গীতা আমার কাছে আধ্যাত্মিক নিদান-গ্রন্থ। গীতা অনুযায়ী আচরণ করিতে প্রতিদিনই নিষ্ফলতা পাইয়া থাকি। সে নিষ্ফলতা আমাদের প্রযত্ন সত্ত্বেও হইয়া থাকে এবং সেই নিষ্ফলতার ভিতরেই সফলতার উজ্জ্বল কিরণ ঝলক দেয়। এই অভাজন লোক কয়েকটী গীতার যে অর্থ অনুযায়ী আচরণ করিবার চেষ্টা করিতেছে সেই অর্থ এই অনুবাদে রহিয়াছে।

ইহা ভিন্ন স্ত্রীলোক, বৈশ্য ও শূদ্র ইত্যাদি যাহাদের অক্ষর জ্ঞান অল্প, যাহাদের মূল সংস্কৃত হইতে গীতা বুঝিবার সময় নাই, বা ইচ্ছা নাই, অথচ যাহাদের গীতার সাহায্যের আবশ্যকতা আছে, তাহাদের জন্য এই অনুবাদের কল্পনা। গুজরাটী ভাষায় আমার জ্ঞান কম হইলেও উহার ভিতর দিয়াই আমার কাছে যাহা কিছু

পুঁজি আছে তাহা দিয়া যাওয়ার জন্য আমার সর্ব্বদা ইচ্ছা জাগে। আমি বিশেষ করিয়াই চাই যে, দুর্নীতি-পূর্ণ সাহিত্যের প্রবাহ যে সময় জোরে বহিয়া চলিয়াছে, সেই সময় হিন্দু ধর্ম্মে অদ্বিতীয় বলিয়া যে গ্রন্থ গণ্য, তাহার সহজ অনুবাদ গুজরাটী জন-সাধারণ পায় ও তাহা দ্বারা ঐ প্রবাহের সম্মুখীন হইবার শক্তিও তাহারা লাভ করে। এই ইচ্ছার ভিতর গুজরাটী অন্য অনুবাদকে অবহেলা করিবার ভাব নাই। সে সকলের স্থান থাকে ভাল, কিন্তু সেই সকল অনুবাদের পশ্চাতে অনুবাদকের আচাররূপী অনুভবের দাবী আছে কিনা তাহা আমার জানা নাই। কিন্তু এই অনুবাদের পশ্চাতে আটত্রিশ বৎসরের আচরণের চেষ্টার দাবী আছে। এই জন্য আমি ইচ্ছা করি যে, প্রত্যেক গুজরাটী ভাই-ভগ্নী, যাহাদের ধর্ম্ম অনুযায়ী আচরণ করার ইচ্ছা আছে, তাহারা যেন ইহা পড়ে, বিচার করে ও ইহা হইতে শক্তি প্রাপ্ত হয়।

এই অনুবাদ কার্য্যে আমার সঙ্গীদিগের পরিশ্রম রহিয়াছে। আমার সংস্কৃত জ্ঞান খুব কম বলিয়া ও শব্দার্থ সম্বন্ধে আমার পুরা বিশ্বাস না থাকার জন্য তাহা পূরণ করিতে এই অনুবাদে বিনোবা, কাকা কালেলকর, মহাদেব দেশাই ও কিশোরলাল মশরুওয়ালা আমাকে সাহায্য করিয়াছেন।

(২)

এক্ষণে গীতার অর্থের উপর বিচার করিতেছি। সন ১৮৮৮—৮৯ গীতার প্রথম দর্শন হয়। তখনই মনে হয় যে, ইহা ঐতিহাসিক গ্রন্থ নহে, পরন্তু ভৌতিক যুদ্ধ-বর্ণনের রূপকের ভিতর দিয়া প্রত্যেক মনুষ্যের হৃদয়ের ভিতর যে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ নিরন্তর চলিতেছে ইহাতে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে—হৃদয়-গত যুদ্ধকে রস-পূর্ণ আকার দেওয়ার জন্য মানুষী যুদ্ধের রূপ দেওয়া হইয়াছে। ধর্ম্ম ও গীতার বিচার করার পর আমার এই প্রাথমিক অনুভূতিই দৃঢ় হইয়াছে। মহাভারত পড়ার পরও উক্ত বিচার আরো দৃঢ় হইয়াছিল। মহাভারত গ্রন্থকে আমি অধুনিক অর্থে ইতিহাস বলিয়া গণ্য করি না। ইহার জোর প্রমাণ আদি-পর্ব্বেই রহিয়াছে। পাত্রদিগের অমানুষী ও অতি মানুষী উৎপত্তি বর্ণনা করিয়া ব্যাস ভগবান রাজা-প্রজার ইতিহাস ধুইয়া ফেলিয়াছেন। মহাভারতে বর্ণিত পাত্র মূলে ঐতিহাসিক হইতে পারে, কিন্তু ব্যাস ভগবান কেবল ধর্ম্মের দর্শন করাইবার জন্যই মহাভারতে তাহাদের ব্যবহার করিয়াছেন।

মহাভারতকার ভৌতিক যুদ্ধের সার্থকতা সিদ্ধ করেন নাই, উহার নিরর্থকতাই সিদ্ধ করিয়াছেন। বিজেতাকে রোদন করাইয়াছেন, অনুতাপ করাইয়াছেন এবং দুঃখ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট রাখেন নাই!

এই মহাগ্রন্থে গীতা শিরোমণি রূপে বিরাজিত। ইহার দ্বিতীয় অধ্যায় ভৌতিক যুদ্ধ শিখাইবার বদলে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ শিখাইতেছে। ভৌতিক যুদ্ধের সহিত স্থিতপ্রজ্ঞের সম্বন্ধ থাকিতে পারে না, স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণেই তাহা আছে—ইহাই আমার প্রতীতি হইয়াছে। সামান্য পারিবারিক ঝগড়ার যোগ্যতা অযোগ্যতা নির্ণয় করিবার জন্য গীতার ন্যায় গ্রন্থের উদ্ভব সম্ভব হয় না।

গীতার কৃষ্ণ মূর্ত্তিমন্ত শুদ্ধ পূর্ণ জ্ঞান কিন্তু কাল্পনিক। ইহাতে কৃষ্ণ নামক অবতার পুরুষকে অস্বীকার করা হইতেছে না। মাত্র বলা হইতেছে—পূর্ণ কৃষ্ণ কাল্পনিক, পূর্ণ অবতারের কল্পনা পরে আরোপিত হইয়াছে।

অবতার মানে শরীরধারী পুরুষ বিশেষ। জীবমাত্রই ঈশ্বরের অবতার, কিন্তু লৌকিক ভাষায় সকলকে আমরা অবতার বলি না। যে পুরুষ নিজের যুগে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাঁহাকে ভবিষ্য প্রজারা অবতার রূপে পূজা করিয়া থাকে। ইহাতে দোষের কিছু আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। ইহাতে ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠত্ব কিছু কমানো হয় না, সত্যের উপরেও আঘাত করা হয় না। "আমি খোদা নহি কিন্তু খোদার প্রভা হইতে আমি পৃথকও নহি।" যাহার ভিতর নিজযুগে ধর্ম্ম-জাগৃতি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী তিনিই বিশেষ অবতার। এই বিচার অনুসারে কৃষ্ণরূপী সম্পূর্ণাবতার আজ হিন্দু ধর্ম্মের সাম্রাজ্য ভোগ করিতেছেন।

এই দৃষ্টি [পূর্ণাবতার কল্পনা] মানুষের চরম অভিলাষের সূচক। ঈশ্বররূপ না পাইলে মানুষের স্বস্তি মিলে না, শান্তি হয় না। ঈশ্বরত্ব পাওয়ার প্রযত্নই সত্য ও একমাত্র পুরুষার্থ। ইহাই আত্মদর্শন। এই আত্মদর্শন যেমন সকল ধর্ম্ম গ্রন্থের বিষয়, তেমনি গীতারও বিষয়। কিন্তু গীতাকার ইহাই প্রতিপন্ন করার জন্য গীতা রচনা করেন নাই। আত্মার্থীদিগকে আত্মদর্শন করাইবার এক অদ্বিতীয় উপায় দেখানোই গীতার উদ্দেশ্য। যে পদার্থ হিন্দু ধর্ম্মগ্রন্থে ইতস্ততঃ আছে তাহাই গীতা অনেক রূপে, অনেক শব্দে বার বার পুনরুক্তি করিয়াও সুন্দররূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

এই অদ্বিতীয় উপায়—কর্ম্মফল ত্যাগ।

এই কেন্দ্রের চারিদিকে গীতার সকল সজ্জা রচিত। ভক্তি, জ্ঞান ইত্যাদি উহারই চারিদিকে তারা-মণ্ডলের ন্যায় সাজানো আছে। দেহ থাকিলে কর্ম্ম ত আছেই। উহা হইতে কেহই মুক্ত নহে। তাহা হইলেও দেহকে প্রভুর মন্দির করিয়া তাহা দ্বারাই মুক্তি পাওয়া যায়—ইহাই সকল ধর্ম্ম প্রতিপাদন করে। পরন্তু কর্ম্মমাত্রেই কিছু না কিছু দোষ আছেই। মুক্তি ত নির্দ্দোষেরই হইয়া থাকে। তাহা হইলে কর্ম্ম-বন্ধন হইতে অর্থাৎ দোষ-স্পর্শ হইতে কেমন করিয়া মুক্তি পাওয়া যাইবে? ইহার জবাব গীতা নিশ্চয়াত্মক শব্দে দিয়াছেন—"নিষ্কাম কর্ম্ম করিয়া, যজ্ঞার্থ কর্ম্ম করিয়া,

কর্ম্ম-ফলত্যাগ করিয়া, সকল কর্ম্ম কৃষ্ণে অর্পণ করিয়া অর্থাৎ মন বচন ও শরীর ঈশ্বরের নিকট হোম করিয়া।”

কিন্তু নিষ্কামতা, কর্ম্মফল ত্যাগ, বলামাত্রই হয় না। ইহা কেবল বুদ্ধির প্রয়োগ নহে। ইহা হৃদয়-মন্থন হইতেই উৎপন্ন হয়। এই ত্যাগ-শক্তি উৎপন্ন করার জন্য জ্ঞান চাই। এক প্রকার জ্ঞান ত অনেক পণ্ডিত পাইয়া থাকেন। বেদাদি তাঁহাদের কণ্ঠে, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ভোগাদিতে লিপ্ত থাকেন। জ্ঞানের ব্যবহার শুষ্ক পাণ্ডিত্যরূপে যাহাতে না দেখা দেয়, সেই হেতু গীতাকার জ্ঞানের সাথে ভক্তি মিলাইয়াছেন এবং তাহাকেই প্রথম স্থান দিয়াছেন। ভক্তি বিনা জ্ঞান বেকার। সেই জন্যই বলা হয়—‘ভক্তি কর ত জ্ঞান মিলিবেই’। ভক্তি মাথার মূল্যে কিনিতে হয়। সেই হেতু গীতাকার ভক্তের লক্ষণ স্থিতপ্রজ্ঞের ন্যায় বর্ণনা করিয়াছেন।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, গীতার ভক্তি—ভাবে ভুলিয়া থাকা নয়, অন্ধ শ্রদ্ধা নয়। গীতায় প্রদর্শিত উপচারের সহিত বাহ্য চেষ্টা বা ক্রিয়ার সম্পর্ক নাই বলা যায়। মালা, তিলক, অর্ঘ্যাদির সাধনা ভক্তেরা করেন ত করুন, কিন্তু এসব ভক্তির লক্ষণ নয়। যে কেহ দ্বেষ করে না, যে নিরহঙ্কার, যাহার কাছে সুখ-দুঃখ, শীতাতপ সমান, যিনি ক্ষমাশীল, যিনি সদাই সন্তুষ্ট, যাঁহার সঙ্কল্প কখনো টলে না, যিনি মন ও বুদ্ধি ঈশ্বরের অর্পণ করিয়াছেন, যাহার দ্বারা লোকেরা

ভয় পায় না, যিনি লোকের ভয় করেন না, যিনি হর্ষ শোক, ভয়াদি হইতে মুক্ত, যিনি পবিত্র, যিনি কার্য্যদক্ষ হইলেও নিরপেক্ষ, যিনি শুভাশুভ ত্যাগ করিয়াছেন, যিনি শত্রু-মিত্রের প্রতি সমভাবাপন্ন, যাঁহার কাছে মান অপমান সমান, যিনি স্তুতিতে পুলকিত হন না, নিন্দায় গ্লানি বোধ করেন না, যে ব্যক্তি মৌনধারী, যিনি নির্জ্জনতা প্রিয়, যিনি স্থিরবুদ্ধি, তিনিই ভক্ত। এই ভক্তি আসক্ত স্ত্রী-পুরুষের পাওয়ার সম্ভাবনা নাই।

ইহা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, জ্ঞান পাওয়া বা ভক্ত হওয়াই আত্মদর্শন। আত্মদর্শন উহা হইতে ভিন্ন বস্তু নহে। একটা টাকা দিয়া যেমন বিষও কেনা যায় এবং অমৃতও কেনা যায়, তেমনি জ্ঞান ও ভক্তি দ্বারা মুক্তিও পাওয়া যায় এবং বন্ধনও পাওয়া যায়—এমন নহে। এখানে সাধন ও সাধ্য একেবারে এক বস্তু না হইলেও প্রায় এক বস্তু। সাধনের পরাকাষ্ঠাই মোক্ষ, আর গীতা-মোক্ষ মানে পরম শান্তি।

কিন্তু এই জ্ঞান ও ভক্তিকে কর্ম্মফল ত্যাগরূপ কষ্টি পাথরে কষিতে হয়। লৌকিক কল্পনায় শুষ্ক পণ্ডিতও জ্ঞানী বলিয়া গণ্য, তাঁহাকে কোনও কার্য্য করিতে হয় না। লোটা পর্য্যন্ত হাতে করিয়া তুলিলেও তাঁহার কর্ম্ম-বন্ধন হয়। যজ্ঞশূন্য ব্যক্তি যেখানে জ্ঞানী বলিয়া গণ্য, সেখানে লোটা উঠানোর মত তুচ্ছ লৌকিক ক্রিয়ার স্থান কোথায়?

লৌকিক কল্পনায় ভক্ত হইতেছে নিষ্কর্ম্মা, মালা লইয়া জপকারী। সেবা-কর্ম্ম করিতেও তাহার মালায় বিক্ষেপ আসে। সেইজন্য খাওয়া দাওয়া ইত্যাদি ভোগের কার্য্যের জন্যই সে মালা হাত হইতে রাখিতে পারে, যাঁতা চালাইবার জন্য বা দরিদ্রের সেবার জন্য কখনও পারে না।

এই উভয়ই শ্রেণীর লোককেই গীতা স্পষ্ট ভাবে বলিয়া দিয়াছেন—"কর্ম্ম বিনা সিদ্ধি পাওয়া যায় না। জনকাদিও কর্ম্ম দ্বারাই জ্ঞানী হইয়াছেন। যদি আমিও আশা রহিত হইয়া কর্ম্ম না করি, তবে এই লোকের নাশ হইয়া যাইবে।" ইহার পর মানুষের জন্য জিজ্ঞাসা করার আর কি আছে?

কিন্তু একদিক দিয়া কর্ম্মমাত্রই বন্ধন স্বরূপ—ইহা নির্ব্বিবাদে স্বীকার্য্য, আর একদিক দিয়া দেখিলে দেহী ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক কর্ম্ম করিয়াই যাইতেছে। শারীরিক ও মানসিক চেষ্টামাত্রই কর্ম্ম। তাহা হইলে মানুষ কর্ম্ম করিতে করিতে কেমন করিয়া বন্ধন-মুক্ত থাকিতে পারে? এই সমস্যার সমাধান গীতা যে রীতিতে করিয়াছেন, আর কোনও ধর্ম্মগ্রন্থ সেভাবে করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। গীতা বলিতেছেন—"ফলাসক্তি ছাড় ও কর্ম্ম কর," "নিরাশী হইয়া কর্ম্ম কর," "নিষ্কাম হইয়া কর্ম্ম কর।" গীতার এই ধ্বনি ভুলিবার নহে। যে কর্ম্ম ছাড়ে সে পড়ে, কর্ম্ম করিয়াও যে ফল ত্যাগ করে সে উঠে।

এখানে ফলত্যাগ অর্থে, ত্যাগীর ফল মিলে না—এরূপ অর্থ যেন কেহ না করেন। গীতার ভিতর এরূপ অর্থের কোনও স্থান নাই। ফলত্যাগ মানে ফল বিষয়ে আসক্তির অভাব। বাস্তবিক ফলত্যাগীর হাজার গুণ ফল মিলে। গীতার ফলত্যাগে অখণ্ড শ্রদ্ধার পরীক্ষা রহিয়াছে। যে মানুষ পরিণাম লক্ষ্য করিয়া কার্য্য করে, সে বহুবার কর্ম্ম ও কর্ত্তব্য-ভ্রষ্ট হয়। তাহার ভিতর অধীরতা আসে, তাহা হইতে সে ক্রোধের বশীভূত হইয়া পড়ে এবং পরে যাহা করা উচিৎ নয় তাহা করিতে থাকে। সে এক কর্ম্ম হইতে দ্বিতীয় কর্ম্মে, দ্বিতীয় হইতে তৃতীয় কর্ম্মে পড়িয়া যায়। পরিণাম-চিন্তা-কারীর অবস্থা বিষয়ান্ধের মত হয়। অন্তে সে বিষয়ীর মত ভাল-মন্দ নীতি-অনীতির বিবেক ছাড়িয়া দেয় এবং ফল পাওয়ার জন্যই সমস্ত সাধনের ব্যবহার করে ও তাহাই ধর্ম্ম বলিয়া মানে।

ফলাসক্তির এই রকম কটু পরিণাম হইতে গীতাকার অনাসক্তি অর্থাৎ কর্ম্মফল ত্যাগের সিদ্ধান্ত বাহির করিয়া জগতের নিকট অতিশয় চিত্তাকর্ষক ভাষায় উপস্থিত করিয়াছেন। সাধারণতঃ ইহাই স্বীকার করা হয় যে, ধর্ম্ম ও অর্থ পরস্পর বিরোধী বস্তু; ব্যাপার ইত্যাদি লৌকিক ব্যবহারে ধর্ম্ম সাজে না, তাহাতে ধর্ম্মের স্থান হয় না; ধর্ম্মের ব্যবহাব কেবল মোক্ষের জন্য; ধর্ম্মের স্থানে ধর্ম্ম শোভা পায়, অর্থের স্থানে অর্থ। আমি যত দূর বুঝিয়াছি, গীতাকার এই ভ্রম দূর করিয়াছেন। যে ধর্ম্ম ব্যবহারে আনা যায়,

না তাহা ধর্ম্ম নহে—এই রকম ভাব গীতায় বিদ্যমান আছে বলিয়া আমি মনে করি। অর্থাৎ গীতার অভিপ্রায় অনুসারে, যে কর্ম্ম আসক্তি ছাড়া হইতে পারে না তাহা সর্ব্বথা ত্যাজ্য। এই স্বর্ণ-নিয়ম মানুষকে অনেক ধর্ম্ম-সঙ্কটে বাঁচাইয়া থাকে। এই অভিপ্রায় অনুসারে খুন, লুট, ব্যভিচার ইত্যাদি কর্ম্ম সহজেই পরিত্যাজ্য হইয়া যায়; জীবন সহজ হইয়া যায় ও এই সহজ ভাব হইতে শান্তি উৎপন্ন হয়। ফলত্যাগ অর্থে পরিণাম সম্বন্ধে বিচার করার দরকার নাই—এমনও নহে। পরিণাম ও তাহা সাধনের বিচার এবং তাহার জ্ঞান অত্যাবশ্যক। এইগুলি থাকার পর যে ব্যক্তি পরিণামের ইচ্ছা না করিয়া সাধনায় তন্ময় থাকে সেই ফলত্যাগী।

এই বিচার সমূহ অনুসরণ করিয়া আমার মনে হয়, গীতার শিক্ষা ব্যবহারে পরিণত করিতে সহজেই সত্য ও অহিংসার পালন করিতে হয়। ফলাসক্তি না থাকিলে মানুষের অসত্য বলিবার লালসা হয় না, হিংসা করারও আবশ্যক হয় না। যে কোনও হিংসার ও অসত্যের কার্য্য লইয়া বিচার করিলেই জানা যাইবে যে, তাহার পশ্চাতে পরিণামের ইচ্ছা আছেই। কিন্তু অহিংসার প্রতিপাদন গীতার বিষয় নহে। গীতাকারের পূর্ব্বেও অহিংসা পরম ধর্ম্ম বলিয়া মানা হইত। গীতায় অনাসক্তির সিদ্ধান্তই প্রতিপাদন করা হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই কথাই সুস্পষ্ট করা হইয়াছে।

কিন্তু যদি গীতার সিদ্ধান্ত অহিংসাই হয়, অথবা অনাসক্তিতে

অহিংসা যদি সহজেই আসে তাহা হইলে গীতাকার ভৌতিক যুদ্ধ উদাহরণ রূপেও কেন লইলেন ? গীতার যুগে অহিংসা ধর্ম্ম বলিয়া মান্য হইলেও, ভৌতিক যুদ্ধ একটা সাধারণ বস্তু হওয়ার জন্যই গীতাকার এই যুদ্ধের উদাহরণ লইতে সঙ্কোচ করেন নাই, সঙ্কোচ করা যায়ও না।

কিন্তু ফলত্যাগের মহত্ব বিচার করিতে গিয়া গীতাকারের মনে কি ভাব ছিল, অহিংসার মর্য্যাদা তিনি কি পর্য্যন্ত নির্ণয় করিয়াছেন তাহা আমার বিচার করার বিষয় নহে। কবি মহত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সকল জগতের সম্মুখে রাখেন। তাহা হইতেই এ কথা বলা যায় না যে, তিনি সকল সময়ই নিজের সিদ্ধান্তের মহত্ব সম্পূর্ণরূপে জানিয়াছেন, অথবা জানিয়া পরে ভাষায় তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতেই কাব্য ও কবির মহিমা। কবির অর্থের অন্তই নাই। যেমন মনুষ্যের, তেমনি মহাকাব্যের অর্থের বিকাশ হইতেই থাকে। ভাষার ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, অনেক মহাশব্দের অর্থ নিত্য নূতন হইতেছে। গীতার অর্থ সম্বন্ধেও ইহাই প্রযোজ্য। গীতাকার নিজেই মহান কঠিন শব্দ সকলের অর্থের বিস্তার করিয়াছেন। উপরে উপরে দেখিলেও গীতার ভিতর ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। গীতা-যুগের পূর্ব্বে সম্ভবতঃ যজ্ঞে পশু-হিংসা মান্য ছিল। গীতার যজ্ঞে তাহার গন্ধও নাই। গীতাতে জপ-যজ্ঞই যজ্ঞের রাজা। তৃতীয় অধ্যায় বলে

যে, যজ্ঞ মানে মুখ্যতঃ পরোপকারার্থে শরীরের ব্যবহার। তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় একত্রে মিলাইয়া অন্য অর্থও করা যায়। কিন্তু যজ্ঞের অর্থ যে পশু-হিংসা তাহা কদাপি করা যায় না। গীতায় সন্ন্যাসের অর্থ সম্বন্ধেও এমনি হইয়াছে। কর্ম্ম-মাত্রের ত্যাগ গীতার সন্ন্যাস ভাবিতেও পারা যায় না। গীতার সন্ন্যাসী অতিকর্ম্মা হইয়াও অতিঅকর্ম্মা। এমনি করিয়া গীতাকার মহান শব্দের ব্যাপক অর্থ করিয়াই নিজের ভাষারও ব্যাপক অর্থ করিতে শিখাইয়াছেন। ভৌতিক যুদ্ধ সম্পূর্ণ কর্ম্মফলত্যাগী দ্বারাও হইতে পারে, এ কথা গীতাকারের ভাষার অক্ষরে অক্ষরে মানে করিলেও করা যায়। কিন্তু গীতার শিক্ষা ব্যবহারে আনিবার জন্য প্রায় ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত সতত প্রযত্ন করিবার পর নম্রতা পূর্ব্বক আমাকে একথা বলিতে হইবে যে, সত্য ও অহিংসার পালন না করিলে সম্পূর্ণ কর্ম্মফলত্যাগ মনুষ্যের পক্ষে অসম্ভব।

গীতা সূত্র-গ্রন্থ নহে। গীতা এক মহান ধর্ম্ম-কাব্য। ইহাতে যতই ডুবিয়া যাওয়া যাইবে ততই নূতন ও সুন্দর অর্থ পাওয়া যাইবে। গীতা জন-সমাজের জন্য। উহাতে একই বস্তু অনেক প্রকারে বলা হইয়াছে। এইজন্য গীতার মহাশব্দের অর্থ যুগে যুগে বদলাইতেছে ও বিস্তার পাইতেছে। গীতার মূলমন্ত্র কখনো বদলায় না। এই মন্ত্র যে রীতিতেই সিদ্ধ করা হোক্, সেই রীতিতেই জিজ্ঞাসু ইচ্ছামত অর্থ করিতে পারেন।

গীতা বিধি-নিষেধ দেখাইবার জন্যও নহে। একের জন্য যাহা বিহিত, অপরের জন্য তাহা নিষিদ্ধ হইতে পারে। এক কালে ও এক দেশে যাহা বিহিত, তাহা অপর কালে অপর দেশে নিষিদ্ধ হইতে পারে। ফলাসক্তি মাত্র নিষিদ্ধ ও অনাসক্তি মাত্র বিহিত।

গীতায় জ্ঞানের মহিমা বলা হইয়াছে। তবুও গীতা বুদ্ধিগম্য নহে, হৃদয়গম্য, সেই হেতু ইহা অশ্রদ্ধা-পরায়ণের জন্য নহে। গীতাকারই বলিয়াছেন—

"যে তপস্বী নয়, যে ভক্ত নয়, যে শুনিতে ইচ্ছুক নহে এবং যে আমাকে দ্বেষ করে তাহাকে এই জ্ঞানের কথা তুমি কদাপি বলিও না।" (১৮।৬৭)

"কিন্তু এই পরম গুহ্য জ্ঞান যে আমার ভক্তকে দিবে সে পরম ভক্তি করার হেতু নিঃসন্দেহে আমাকে পাইবে।" (১৮।৬৮)

"আর যে মনুষ্য দ্বেষ-রহিত হইয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক মাত্র শ্রবণ করে সেও মুক্ত হইয়া, পুণ্যবানেরা যে লোকে বাস করে সেই শুভলোক প্রাপ্ত হয়।"

কৌসানী (হিমালয়)
সোমবার
তাং ২৪—৬—২৯

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

শ্লোক-সূচী

ই

এ

জ

ত

অনাসক্তি যোগ

প্রথম অধ্যায়

অর্জ্জুন-বিষাদ যোগ

জিজ্ঞাসা বিনা জ্ঞান হয় না। দুঃখ বিনা সুখ হয় না। ধর্ম্ম-সঙ্কট—হৃদয়-মন্থন এ সব জিজ্ঞাসুর নিকট একবার আসিয়া থাকেই।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয়॥ ১

অন্বয়ঃ। ধৃতরাষ্ট্র উবাচ—(হে) সঞ্জয় ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে যুযুৎসবঃ সমবেতাঃ মামকাঃ পাণ্ডবাঃ চ এব কিম্ অকুর্ব্বত? ১

যুৎসবঃ—যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক। সমবেতাঃ—একত্রিত। মামকাঃ—আমার পুত্রগণ। অকুর্ব্বত—করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—

হে সঞ্জয়, ধর্ম্মক্ষেত্ররূপ কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতে ইচ্ছায় একত্র হইয়া আমার ও পাণ্ডুর পুত্রেরা কি করিলেন তাহা আমাকে বল। ১

টিপ্পনী :—এই শরীররূপী ক্ষেত্রই ধর্ম্মক্ষেত্র। কেন না ইহা মোক্ষের দ্বার স্বরূপ হইতে পারে। পাপেই ইহার উৎপত্তি ও ইহা পাপেরই ভাজন হইয়া আছে। সেইজন্য শরীর কুরুক্ষেত্রও বটে।

সঞ্জয় উবাচ

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনস্তদা।
আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ২
পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমূম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥ ৩

অন্বয়ঃ। তদা পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দৃষ্ট্বা রাজা দুর্য্যোধনঃ আচার্য্যম্ উপসঙ্গম্য বচনম্ অব্রবীৎ ॥ ২

তদা—তখন। পাণ্ডবানীকং—পাণ্ডবের সেনাকে; অনীক—সেনা। ব্যূঢ়ং—ব্যূহ রচনায় অধিষ্ঠিত—অর্থাৎ সজ্জিত। উপসঙ্গম্য—নিকটে গিয়া। অব্রবীৎ—বলিয়াছিলেন।

অন্বয়ঃ। (হে) আচার্য্য, তব ধীমতা শিষ্যেণ দ্রুপদপুত্রেণ ব্যূঢ়াং পাণ্ডুপুত্রাণাম্ এতাং মহতীং চমূং পশ্য। ৩

কৌরব হইতেছে আসুরীবৃত্তি! পাণ্ডু-পুত্রগণ হইতেছে দৈবীবৃত্তি সকল। প্রত্যেক শরীরেই ভাল ও মন্দবৃত্তির মধ্যে যুদ্ধ চলিতেছে—ইহা কে না অনুভব করে?

সঞ্জয় বলিলেন—

ঐ সময় পাণ্ডব-সেনা সজ্জিত দেখিয়া রাজা দুর্য্যোধন আচার্য্য দ্রোণের নিকট গিয়া বলিলেন— ২

হে আচার্য্য, আপনার বুদ্ধিমান শিষ্য দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্বারা ব্যূহ-বদ্ধ পাণ্ডবদিগের ঐ বৃহৎ সেনা দেখুন। ৩

অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জ্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥ ৪
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশিরাজশ্চ বীর্য্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥ ৫
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্ব এব মহারথাঃ ॥ ৬

অন্বয়ঃ। অত্র যুধি ভীমার্জ্জুনসমাঃ মহেষ্বাসাঃ যুযুধানঃ বিরাটঃ চ মহারথঃ দ্রুপদঃ চ। ৪

যুধি—যুদ্ধে। মহেষ্বাসাঃ—মহা ইষ্বাস যাহাদের। ইষ্বাস ধনুক। ইষু—বাণ। মহারথঃ—যিনি একা এক সহস্রের সহিত যুদ্ধ করিতে পারেন।

ধৃষ্টকেতুঃ চেকিতানঃ বীর্য্যবান্ কাশিরাজঃ চ পুরুজিৎ, কুন্তিভোজঃ নরপুঙ্গবঃ শৈব্যঃ চ। ৫

নরপুঙ্গব—নরশ্রেষ্ঠ।

বিক্রান্তঃ যুধামন্যুঃ বীর্য্যবান্ উত্তমৌজাঃ, সৌভদ্রঃ দ্রৌপদেয়াঃ চ সর্ব্বে এব মহারথাঃ। ৬

দ্রৌপদীর পুত্রগণ—প্রতিবিন্দ, শ্রুতসোম, শ্রুতকীর্ত্তি, শতানীক, শ্রুতকর্ম্মা।

ওখানে ভীম অর্জ্জুনের ন্যায় মহাযোদ্ধা ধনুর্দ্ধারী যুযুধান (সাত্যকী) বিরাট এবং মহারথী দ্রুপদরাজ। ৪

ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, শূরবীর কাশিরাজ, পুরুজিৎ কুন্তিভোজ ও মনুষ্য মধ্যে শ্রেষ্ঠ শৈব্য। ৫

তেমনি পরাক্রমী যুধামন্যু, বলবান উত্তমৌজা, সুভদ্রাপুত্র (অভিমন্যু) ও দ্রৌপদীর পুত্র—এ সকলেই মহারথী। ৬

অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্ নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে॥ ৭
ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তিস্তথৈব চ॥ ৮
অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ॥ ৯

অন্বয়ঃ। হে দ্বিজোত্তম, অস্মাকং তু যে বিশিষ্টাঃ মম সৈন্যস্য নায়কাঃ, তান্ নিবোধ তে সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি। ৭

নিবোধ—জান। তে—তোমাকে। সংজ্ঞার্থং—গোচরে আনিবার জন্য। ব্রবীমি—বলিতেছি।

ভবান্ ভীষ্মঃ চ কর্ণঃ চ, সমিতিঞ্জয়ঃ কৃপঃ চ, অশ্বত্থামা বিকর্ণঃ চ সৌমদত্তিঃ তথৈব চ। ৮

সমিতিঞ্জয়—যুদ্ধে জয়শীল।

অন্যে চ বহবঃ নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ। সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ। ৯

হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, এখন আমাদিগের প্রধান যোদ্ধাদিগকে জানুন। আমার সৈন্যদিগের নায়কদের নাম আপনার গোচরে আনিবার জন্য বলিতেছি। ৭

এক ত আপনি, ভীষ্ম, কর্ণ, যুদ্ধজয়ী কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ ও সোমদত্তের পুত্র ভূরিশ্রবা। ৮

নানাশস্ত্র দ্বারা যুদ্ধ করিতে বিশারদ আরো অনেক শূরবীর আছেন যাঁহারা আমার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। তাঁহারা সকলেই যুদ্ধে কুশল। ৯

অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।
পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্॥ ১০
অয়নেষু চ সর্ব্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব্ব এব হি॥ ১১
তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্॥ ১২

অন্বয়ঃ। ভীষ্মাভিরক্ষিতম্ অস্মাকং তৎ বলং অপর্য্যাপ্তম্ এতেষাং ভীমাভিরক্ষিতম্ ইদং বলং পর্য্যাপ্তং। ১০

যথাভাগম্ অবস্থিতাঃ সর্ব্বে এব ভবন্তঃ সর্ব্বেষু অয়নেষু ভীষ্মম্ এব অভিরক্ষন্তু। ১১

অয়নেষু—দ্বারে, ব্যূহের প্রবেশ পথে।

তস্য হর্ষং সংজনয়ন্ প্রতাপবান্ কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ উচ্চৈঃ সিংহনাদং বিনদ্য শঙ্খং দধ্মৌ। ১২

সিংহনাদং বিনদ্য—সিংহনাদের মত নাদ করিয়া।

ভীষ্ম-রক্ষিত আমাদের সৈন্যবল অপূর্ণ, কিন্তু ভীম-রক্ষিত উহাদের সৈন্যবল পুরাপুরি আছে। ১০

সেই হেতু আপনারা নিজ নিজ স্থান হইতে সকল পথেই ভীষ্ম পিতামহকে রক্ষা করিবেন। (দুর্য্যোধন এই প্রকার বলিলেন)। ১১

তাঁহার হর্ষ উৎপন্ন করিয়া কুরুবৃদ্ধ পিতামহ উচ্চস্বরে সিংহনাদ করিয়া শঙ্খ বাজাইলেন। ১২

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ॥ ১৩
ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ॥ ১৪
পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ॥ ১৫

অন্বয়ঃ। ততঃ শঙ্খাঃ চ ভের্য্যঃ চ পণবানকগোমুখাঃ সহসা অভ্যহন্যন্ত স শব্দঃ তুমুলঃ অভবৎ। ১৩

পণবানকগোমুখাঃ—পনবাঃ আনকাঃ গোমুখাঃ—ঢোল মৃদঙ্গ ও রামশিঙ্গা (রণশিঙ্গা)

ততঃ শ্বেতৈঃ হয়ৈঃ যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ। ১৪

হয়ৈঃ—ঘোড়া। স্যন্দন—রথ। মাধবঃ—মা অর্থাৎ প্রকৃতির যিনি ধব, স্বামী; প্রকৃতির অধীশ্বর। প্রদধ্মতু—ধারণ করিয়াছিলেন, বাজাইয়াছিলেন।

হৃষীকেশঃ পাঞ্চজন্যং, ধনঞ্জয়ঃ দেবদত্তং, ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ মহাশঙ্খং পৌণ্ড্রং। ১৫

হৃষীকেশ—হৃষীকাণাং, ইন্দ্রিয়সকলের ঈশ, অর্থাৎ সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা। বৃকোদর—বৃক নামক অগ্নি যাহার উদরে আছে, ভীম।

তাহার পর শঙ্খ নাগারা ঢোল মৃদঙ্গ এবং রণভেরী [রণ শিঙ্গা] এক সাথে বাজিয়া উঠিল। সেই শব্দ ভয়ঙ্কর হইয়াছিল। ১৩

তখন শ্বেত অশ্বযুক্ত বড় রথে বসিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন দিব্য শঙ্খ বাজাইলেন। ১৪

শ্রীকৃষ্ণ 'পাঞ্চজন্য' শঙ্খ বাজাইয়াছিলেন। ধনঞ্জয় 'দেবদত্ত' শঙ্খ বাজাইয়াছিলেন। ভয়ানক কর্ম্মী ভীম 'পৌণ্ড্র' নামক মহাশঙ্খ বাজাইয়াছিলেন। ১৫

অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ॥ ১৬
কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ॥ ১৭
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্॥ ১৮

অন্বয়। কুন্তীপুত্রঃ রাজা যুধিষ্ঠিরঃ অনন্ত বিজয়ং, নকুলঃ সহদেবঃ সুঘোষ-মণিপুষ্পকৌ দধ্মৌ। ১৬

পরমেষ্বাসঃ কাশ্যঃ, মহারথঃ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্নঃ, বিরাটঃ, অপরাজিতঃ সাত্যকিঃ চ ১৭

পরমেষ্বাসঃ—পরম ইষ্বাস, ধনুক যাহার, তিনি ; মহাধনুর্দ্ধর।

দ্রুপদঃ, দ্রৌপদেয়াশ্চ, মহাবাহুঃ সৌভদ্রশ্চ, হে পৃথিবীপতে, সর্ব্বশঃ পৃথক পৃথক শঙ্খান্ দধ্মুঃ। ১৮

দ্রৌপদেয়াঃ—দ্রৌপদীর পুত্রগণ। সৌভদ্র—সুভদ্রা-পুত্র অভিমন্যু।

কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির 'অনন্ত বিজয়' নামে শঙ্খ বাজাইয়াছিলেন ও নকুল 'সুঘোষ' এবং সহদেব 'মণিপুষ্পক' নামে শঙ্খ বাজাইয়াছিলেন। ১৬

মহাধনুকধারী কাশিরাজ, মহারথী শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাটরাজ, অজেয় সাত্যকী ১৭

দ্রুপদরাজ, দ্রৌপদীর পুত্র, সুভদ্রাপুত্র মহাবাহু অভিমন্যু -ইঁহারা সকলে হে রাজন্, নিজ নিজ শঙ্খ বাজাইয়াছিলেন। ১৮

স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলো ব্যনুনাদয়ন্॥ ১৯

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্র সম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ।
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে॥

অর্জ্জুন উবাচ

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত॥ ২০-২১

অন্বয়। নভঃ চ পৃথিবীং চ এব ব্যনুনাদয়ন্ সঃ তুমুলঃ ঘোষঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ। ১৯

ব্যনুনাদয়ন্—বি, বিশেষপ্রকারে, অনুনাদয়ন্ নাদযুক্ত করিয়া, কাঁপাইয়া। ব্যদারয়ৎ—বিদীর্ণ করিয়াছিল।

হে মহীপতে, কপিধ্বজঃ পাণ্ডবঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্টা, শস্ত্র সম্পাতে প্রবৃত্তে, ধনুঃ উদ্যম্য হৃষীকেশং ইদং বাক্যং আহ।

অর্জ্জুন উবাচ—

হে অচ্যুত, উভয়োঃ সেনয়োর্মধ্যে মে রথং স্থাপয়। ২০-২১

কপিধ্বজঃ—যাহার ধ্বজায় কপি আঁকা ছিল; অর্জ্জুন।

পৃথিবী ও আকাশ কাঁপাইয়া এই ভয়ঙ্কর নাদ কৌরবদিগের হৃদয় বিদীর্ণ করিয়াছিল। ১৯

হে রাজন্, কপিধ্বজ অর্জ্জুন কৌরবদিগকে সজ্জিত দেখিয়া

যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।
কৈর্ম্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে ॥ ২২
যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্ব্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥ ২৩

অন্বয়। এতান্ অবস্থিতান্ যোদ্ধুকামান্ যাবৎ অহং নিরীক্ষে, অস্মিন্ রণসমুদ্যমে ময়া কৈঃ সহ যোদ্ধব্যম্। ২২

অত্র যুদ্ধে দুর্ব্বুদ্ধেঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য প্রিয়চিকীর্ষবঃ যে যোৎস্যমানান্ এতে সমাগতাঃ (তান্) অহং অবেক্ষে। ২৩

প্রিয়চিকীর্ষবঃ—প্রিয়কার্য্য করিতে ইচ্ছুক। যোৎস্যমানান্—যুদ্ধে প্রস্তুত যোদ্ধা। অবেক্ষে—দেখি।

অস্ত্র চালাইতে তৈয়ারী হওয়ার সময় নিজ ধনুকে [গুণ] চড়াইয়া হৃষীকেশকে এই কথা বলিলেন :—

অর্জ্জুন বলিলেন—

হে অচ্যুত, আমার রথ দুই সৈন্যের মধ্যে দাঁড় করাও। ২০-২১

যাহাতে যুদ্ধ-কামনায় যাঁহারা দাঁড়াইয়াছেন তাঁহাদিগকে আমি দেখিতে পারি ও জানিতে পারি যে, এই সংগ্রামে আমাকে কাহার সহিত লড়িতে হইবে। ২২

এই যুদ্ধে দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধনের প্রিয় কার্য্য করিতে ইচ্ছুক যে যোদ্ধাগণ একত্র হইয়াছেন তাহাদিগকে দেখিয়া লই। ২৩

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥ ২৪
ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি ॥ ২৫
তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৄনথ পিতামহান্।
আচার্য্যান্মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা।
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥ ২৬
তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্ব্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ ॥ ২৭

অন্বয়। সঞ্জয় উবাচ—হে ভারত, গুড়াকেশেন এবম্ উক্তঃ হৃষীকেশঃ উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে সর্ব্বেষাং চ মহীক্ষিতাং চ ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ রথোত্তমম্ স্থাপয়িত্বা উবাচ—হে পার্থ, এতান্ সমবেতান্ কুরূন্ পশ্য ইতি। ২৪-২৫

গুড়াকেশ—গুড়াকা নিদ্রা, তাহার ঈশ নেতা, নিদ্রাজয়ী, বা জিতনিদ্র।

পার্থঃ তত্র উভয়োঃ সেনয়োঃ অপি স্থিতান্ পিতৄন্ অথ পিতামহান্ আচার্য্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ তথা সখীন্ শ্বশুরান্ সুহৃদঃ চ অপশ্যৎ। তান্ অবস্থিতান্ সর্ব্বান্ বন্ধূন্ সমীক্ষ্য পরয়া কৃপয়া আবিষ্টঃ বিষীদন্ স কৌন্তেয়ঃ ইদম্ অব্রবীৎ। ২৬-২৭

সঞ্জয় বলিলেন—

যখন অর্জ্জুন এই কথা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন তখন উভয় সেনার

অর্জ্জুন উবাচ

দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি।
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে ॥ ২৮-২৯

অন্বয়। অর্জ্জুন উবাচ--

হে কৃষ্ণ, যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্ ইমান্ স্বজনান্ দৃষ্ট্বা মম গাত্রাণি সীদন্তি, মুখং চ পরিশুষ্যতি, মে শরীরে বেপথুঃ চ রোমহর্ষঃ চ জায়তে। ২৮-২৯

বেপথু—কম্প। রোমহর্ষ—রোমাঞ্চ

মধ্যে সকল রাজা ও ভীষ্ম দ্রোণের সম্মুখে উত্তম রথ দাঁড় করাইয়া তিনি বলিলেন,—হে পার্থ, এই একত্রিত কুরুদিগকে দর্শন কর। ২৪-২৫

সেইখানে একত্রিত সেনার মধ্যে অবস্থিত বৃদ্ধ পিতামহ, আচার্য্য, মামা, ভাই, পুত্র, পৌত্র, মিত্র, শ্বশুর, সুহৃৎ সমূহ অর্জ্জুন দেখিলেন। এই সকল বান্ধবকে উপস্থিত দেখিয়া খেদ উৎপন্ন হওয়ায় দীন ভাবাপন্ন কুন্তীপুত্র এই রকম বলিলেন— ২৬—২৭

অর্জ্জুন বলিলেন—

হে কৃষ্ণ, যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক সমবেত এই স্বজনদিগকে দেখিয়া আমার গাত্র শিথিল হইয়া যাইতেছে, মুখ শুকাইয়া যাইতেছে, শরীর কাঁপিতেছে এবং রোমাঞ্চ হইতেছে। ২৮—২৯

গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে।
ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ॥ ৩০
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব।
ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে॥ ৩১
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ।
কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা॥ ৩২

অন্বয়। হস্তাৎ গাণ্ডীবং স্রংসতে, ত্বক্ চ এব পরিদহ্যতে, অবস্থাতুং ন চ শক্নোমি, মে মনঃ চ ভ্রমতি ইব। ৩০

স্রংসতে—স্খলিত হইতেছে।

হে কেশব, বিপরীতানি নিমিত্তানি চ পশ্যামি, আহবে স্বজনং হত্বা শ্রেয়ঃ ন অনুপশ্যামি। ৩১

নিমিত্তানি—লক্ষণসকল। আহবে—যুদ্ধে।

হে কৃষ্ণ, বিজয়ং ন কাঙ্ক্ষে, ন চ রাজ্যং, ন চ সুখানি, হে গোবিন্দ, নঃ রাজ্যেন কিং ভোগৈঃ জীবিতেন বা কিং। ৩২

নঃ—আমাদের। কিং—কি প্রয়োজন।

হাত হইতে গাণ্ডীব খসিয়া যাইতেছে, চামড়া যেন দগ্ধ হইতেছে, আমি দাঁড়াইতে পারিতেছি না, কেন না আমার মাথা ঘুরিতেছে। ৩০

হে কেশব! আমি ত বিপরীত চিহ্ন দেখিতেছি। যুদ্ধে স্বজন হত্যা করিয়া শ্রেয় কিছুই দেখিতেছি না! ৩১

তাহাদিগকে হত্যা করিয়া বিজয় ইচ্ছা করি না; রাজ্য

যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ।
ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ॥ ৩৩
আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ।
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা॥ ৩৪
এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন।
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিং নু মহীকৃতে॥ ৩৫

অন্বয়। যেষাং অর্থে নঃ রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ কাঙ্ক্ষিতং তে ইমে আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাঃ তথা এব চ পিতামহাঃ মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ তথা সম্বন্ধিনঃ যুদ্ধে প্রাণান্ ধনানি চ ত্যক্ত্বা অবস্থিতাঃ। ৩৩-৩৪

হে মধুসূদন! ঘ্নতঃ অপি, ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ অপি এতান্ হন্তুং ন ইচ্ছামি। নু মহীকৃতে কিং। ৩৫

অথবা সুখ ইচ্ছা করি না। হে গোবিন্দ, আমার রাজ্য বা ভোগ বা জীবনে কি প্রয়োজন আছে? ৩২

যাহাদের জন্য রাজ্য ভোগ ও সুখ পাইতে ইচ্ছা করি সেই আচার্য্য, পিতা, পুত্র, পিতামহ, মামা, শ্বশুর, পৌত্র, শালা ও সম্বন্ধী সকলে জীবন ও ধনের আশা ছাড়িয়া যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে। ৩৩—৩৪

আমাকে উহারা যদি মারিয়া ফেলে অথবা আমার যদি ত্রিলোকের রাজ্য মিলে তবুও, হে মধুসূদন, আমি উহাদিগকে

নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দ্দন।
পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ ॥ ৩৬
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ স্ববান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব ॥ ৩৭

অন্বয়। হে জনার্দ্দন! ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নিহত্য নঃ কা প্রীতিঃ স্যাৎ? এতান্ আততায়িনঃ হত্বা অস্মান্ পাপম্ এব আশ্রয়েৎ। ৩৬

নিহত্য—মারিয়া। আততায়িনঃ—শত্রুদিগকে। অস্মান্—আমাদিগের।

তস্মাৎ হে মাধব! স্ববান্ধবান্ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ হন্তুং ন অর্হাঃ। হি স্বজনং হত্বা কথং সুখিনঃ স্যাম॥ ৩৭

স্ববান্ধবান্—নিজের বান্ধব। হন্তু—হত্যা করিতে। স্যাম—হইব।

মারিতে ইচ্ছা করি না। তাহা হইলে এক টুকরা জমীর জন্য কেন মারিব? ৩৫

হে জনার্দ্দন, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র সকলকে হত্যা করিয়া আমার কি আনন্দ হইবে? এই আততায়ীদিগকে হত্যা করিলে আমাদের পাপই হইবে। ৩৬

সেইজন্য, হে মাধব, আমার নিজেরই বান্ধব ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ আমার হত্যার যোগ্য নহে। স্বজন হত্যা করিয়া কেমন করিয়া সুখী হইব? ৩৭

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্॥ ৩৮
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দ্দন॥ ৩৯
কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত॥ ৪০

অন্বয়। লোভোপহতচেতসঃ যদ্যপি এতে কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহেঃ পাতকং চ ন পশ্যন্তি; হে জনার্দ্দন! কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভিঃ অস্মাভি অস্মাৎ পাপাৎ নিবর্ত্তিতুম্ কথং ন জ্ঞেয়ম্? ৩৮—৩৯

লোভোপহতচেতসঃ—লোভদ্বারা যাহাদের চিত্ত অপহৃত বা মলিন হইয়াছে। প্রপশ্যদ্ভিঃ—দর্শনকারী। অস্মাভিঃ—আমাদিগের। নিবর্ত্তিতুম্—নিবৃত্ত হইতে। জ্ঞেয়ম্—জানিব। ৪০

কুলক্ষয়ে (সতি) সনাতনাঃ কুলধর্ম্মাঃ প্রণশ্যন্তি, উত ধর্ম্মে নষ্টে অধর্ম্মঃ কৃৎস্নং কুলং অভিভবতি।

কৃৎস্নং—সমস্ত। অভিভবতি—অভিভূত করিয়া ফেলে অর্থাৎ ডুবাইয়া দেয়।

লোভে যাহাদের চিত্ত মলিন হইয়াছে তাহারা কুলনাশের দোষ ও মিত্রদ্রোহের পাতক যদি না-ই দেখিতে পায়, তবু হে জনার্দ্দন, আমরা যাহারা কুলনাশের দোষ দেখিতে পারি তাহারা এই পাপ হইতে কেন না বাঁচিব? ৩৮—৩৯

কুলনাশ হইলে সনাতন কুলধর্ম্ম নাশ পায়। এবং যদি ধর্ম্ম নষ্ট হয় তবে অধর্ম্ম সমস্ত কুল ডুবাইয়া দেয়। ৪০

অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ॥ ৪১
সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ॥ ৪২
দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ॥ ৪৩

অন্বয়। হে কৃষ্ণ! অধর্ম্মাভিভবাৎ কুলস্ত্রিয়ঃ প্রদুষ্যন্তি, হে বার্ষ্ণেয়! স্ত্রীষু দুষ্টাসু বর্ণসঙ্করঃ জায়তে। ৪১

অধর্ম্মাভিভবাৎ—অধর্ম্মের অভিভব, বৃদ্ধি হইলে। জায়তে – উৎপন্ন হয়।

সঙ্করঃ কুলঘ্নানাং কুলস্য চ নরকায় এব (ভবতি) হি এষাং পিতরঃ লুপ্তপিণ্ডোদক ক্রিয়াঃ পতন্তি। ৪২

কুলঘ্নানাং এতৈঃ বর্ণসঙ্করকারকৈঃ দোষৈঃ শাশ্বতঃ জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাঃ চ উৎসাদ্যন্তে। ৪৩

উৎসাদ্যন্তে—বিনষ্ট হয়, নাশ হয়।

হে কৃষ্ণ, অধর্ম্ম বৃদ্ধি হইলে কুলস্ত্রী দূষিত হয়, তাহারা দূষিত হইলে বর্ণ-সঙ্কর উৎপন্ন হয়। ৪১

এই সঙ্কর হইতে কুলঘাতকের এবং তাহার কুলের নরক বাস হয় এবং পিণ্ডোদক ক্রিয়াদি বঞ্চিত হইয়া তাহাদের পিতাদিগের অধোগতি হয়। ৪২

কুলঘাতক লোকদিগের এই বর্ণ-সঙ্কর উৎপন্ন করার দোষ হইতে সনাতন জাতিধর্ম্ম ও কুলধর্ম্মের নাশ হয়। ৪৩

উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম ॥ ৪৪
অহো বত মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥ ৪৫
যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥ ৪৬

অন্বয়। হে জনার্দ্দন! উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং নিয়তং নরকে বাসঃ ভবতি ইতি অনুশুশ্রুম। ৪৪

উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং—যাহাদের কুলধর্ম্ম নাশ হইয়াছে। অনুশুশ্রুম—শুনিয়াছি।

অহোবত! বয়ং মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতাঃ যৎ রাজ্যসুখলোভেন স্বজনং হন্তুং উদ্যতাঃ। ৪৫

অহোবত - আহা। বয়ং—আমরা। ব্যবসিতাঃ—প্রস্তুত হইয়াছি।

যদি অশস্ত্রং অপ্রতীকারং মাম্ শস্ত্রপাণয়ঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ রণে হন্যুঃ তৎ মে ক্ষেমতরং ভবেৎ। ৪৬

অপ্রতীকারং—প্রতীকার করিতে অনিচ্ছুক অর্থাৎ অপ্রস্তুত। ক্ষেমতরং—ক্যল্যাণকারক।

হে জনার্দ্দন, আমরা শুনিয়া আসিয়াছি যে, যাহাদের কুলধর্ম্ম নাশ হইয়াছে সেই মনুষ্যদের অবশ্যই নরকে বাস হয়। ৪৪

আহা, কি দুঃখের কথা যে, আমি মহাপাপ করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। অর্থাৎ রাজ্য-সুখ-লোভে স্বজনকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছি। ৪৫

অশস্ত্র ও সম্মুখীন হইতে অপ্রস্তুত আমাকে ধৃতরাষ্ট্রের শস্ত্রধারী

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥ ৪৭

অন্বয়। সঞ্জয় উবাচ—সংখ্যে শোকসংবিগ্নমানসঃ অর্জ্জুনঃ এবম্ উক্ত্বা সশরং চাপং বিসৃজ্য রথোপস্থ উপাবিশৎ। ৪৭

সংখ্যে—যুদ্ধে। রথোপস্থ—রথের উপস্থে, পশ্চাতের আসনে।

পুত্রেরা যদি যুদ্ধে মারিয়া ফেলে তবে আমার পক্ষে তাহা অতি কল্যাণকারক হয়। ৪৬

সঞ্জয় বলিলেন—

এই বলিয়া রণমধ্যে শোক-ব্যাকুল-চিত্ত হইয়া অর্জ্জুন ধনুর্ব্বাণ ফেলিয়া রথের পশ্চাৎভাগে বসিয়া পড়িলেন। ৪৭

ওঁ তৎসৎ

এই প্রকারে শ্রীমদ্ভাগবৎ গীতারূপী উপনিষদ অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যান্তর্গত যোগ শাস্ত্রের শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদের অর্জ্জুন-বিষাদ যোগ নামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

প্রথম অধ্যায়ের ভাবার্থ

গীতার প্রথম অধ্যায় কাব্য-রসে পূর্ণ। ব্রহ্মবিদ্যার আরম্ভে যে অনুসন্ধান-ইচ্ছা জাগ্রত হওয়া চাই প্রথম অধ্যায় তাহারই পরিচায়ক। শব্দার্থ মাত্র গ্রহণ করিয়া পড়িলে দেখা যায়, অধ্যায়ের প্রথমে ধৃতরাষ্ট্রের যুদ্ধ সংবাদ জানার ইচ্ছা। তদুত্তরে সঞ্জয় যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত দুই পক্ষের বর্ণনা দুর্য্যোধনের বাচনিক করেন।

পাণ্ডবদিগের মধ্যে ছিলেন ভীমার্জ্জুনের ন্যায় বড় বড় যোদ্ধা—সাত্যকী, বিরাট, দ্রুপদরাজ, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, কাশিরাজ পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, শৈব্য, যুধামন্যু, উত্তমৌজা, অভিমন্যু প্রভৃতি মহারথগণ। আর দুর্য্যোধনের দিকে ছিলেন দ্রোণ, ভীষ্ম, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, ভূরিশ্রবা এবং আরো অনেকে। অসত্যের পক্ষ চিরকালই দুর্ব্বল—এই কথা স্মরণ করিয়াই দুর্যোধন তাঁহার যোদ্ধাদিগের মধ্যে ভীষ্ম থাকিলেও "আমার সৈন্যবল অপর্য্যাপ্ত এবং বিপক্ষের সৈন্যবল পর্য্যাপ্ত"—এই কথা বলিতেছেন। বস্তুতঃ এই জন্যই ভীষ্ম-রক্ষিত বল ছিল অপূর্ণ এবং ভীম-রক্ষিত বল ছিল পর্য্যাপ্ত এবং দুর্য্যোধনের পক্ষে ভীষ্মকে সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষা করারও প্রয়োজন ছিল।

এই সময় ভীষ্ম শঙ্খনাদ করেন এবং তাঁহার পক্ষের

১২-১৯ সৈন্যেরা নানা বাদ্যোদ্যম দ্বারা তুমুল শব্দ করেন। তখন পাণ্ডব পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন শঙ্খনাদ করেন এবং তৎপক্ষীয় শূরবৃন্দ নিজ নিজ শঙ্খ বাজান। এই শব্দে যেন কুরুদিগের হৃদয় ফাটিয়া গিয়াছিল।

তখন অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলেন যে, তাঁহার রথখানা দুই সৈন্যের মধ্যভাগে লওয়া হউক, যাহাতে যুদ্ধার্থীদিগকে চিনিতে পারা যায়।

অতঃপর রথ দুই সৈন্যের মধ্যস্থ করিয়া শ্রীভগবান্ বলিলেন—এই দেখ, সমবেত কুরুগণ রহিয়াছে।

অর্জ্জুন পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখেন যে, দুই দিকে তাঁহারই আত্মীয় কুটুম্ব, আচার্য্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, সখা, শ্বশুর ইত্যাদি স্বজনগণ রহিয়াছেন। তখন তাঁহার মনে বিষাদ উপস্থিত হয়।

অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলেন যে, এই দুই দলের লোক দেখিয়া তাঁহার মাথা ঘুরিতেছে। যুদ্ধ করিয়া দরকার নাই, যাহাদের জন্য ভোগের ইচ্ছা তাহাদিগকেই মারিয়া ফেলিয়া আর কি ভোগ করিব?

আর এই হত্যাকাণ্ডে পাপই হইবে। কুলে পাপ প্রবেশ করিবে, তাহাতে পিতৃগণ পতিত হইবেন এবং নিজেকেও নিয়ত নরকে বাস করিতে হইবে। অর্জ্জুন

ভাবিলেন—তিনি কি পাপই না করিতে বসিয়াছেন। এইরূপ ভাবিয়া তিনি যুদ্ধ করিবেন না সঙ্কল্প করিয়া রথের পশ্চাৎভাগে বসিয়া পড়িলেন।

ইহাই প্রথম অধ্যায়ের শব্দার্থ। কিন্তু এই শব্দার্থের অন্তরালে জিজ্ঞাসুর হৃদয়-অনুসন্ধান রহিয়াছে। নিজ সু ও কু বৃত্তিগুলির পরিচয়, তাহাদিগের জন্য মোহ এবং মোহ জন্য বুদ্ধিনাশের ভাব উপমার অন্তরালে রহিয়াছে।

কর্ত্তব্য-সঙ্কট বা ধর্ম্ম-সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। এই অবস্থায় নিজ হৃদয়স্থ দুই দলের পরিচয় লওয়ার জন্য জ্ঞানের শরণাপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসু দেখিতে পাইতেছেন যে, উভয় দলই তাঁহার আপন। তিনি নিজ বলিতে যাহা বোঝেন তাহারা সকলেই হয় একদলে, না হয় অপরদলে। মান-লিপ্সা যশো-লিপ্সা, ধন-লিপ্সা, কুটুম্ব-লিপ্সা, ছোট বড় স্বার্থবোধ— সে সকলই তাঁহার। আবার জ্ঞান ভক্তি পবিত্রতা শুচিতা প্রেম—এ সকলও তাঁহারই। এই যুক্ত-বৃত্তি দ্বারা তিনি গঠিত।

মোহ-অভিভূত জিজ্ঞাসু অবসাদগ্রস্ত হয়, ভাবে—যেমন চলিতেছে চলুক; যাহা হইবার হইবে বলিয়া নিরুদ্বেগে থাকার পথ লইতে চায়। মোহ তাহাকে বলে যে, নিজেরই গুণ ও অপগুণ—এই উভয়ে মিলিয়া গঠিত তাহার যে অহং-

ভাব, সে অহংএর অহংত্ব থাকিবে না যদি এই যুদ্ধ চলে। বিষণ্ণ হইয়া তাই সে বলিয়া উঠিয়াছে যে, এ যুদ্ধ আমার করণীয় নয়। বরঞ্চ দুষ্প্রবৃত্তি আমাকে নাশ করিয়া ফেলুক, তবুও হৃদয়স্থ এই যুদ্ধে অগ্রসর হওয়া অকর্ত্তব্য।
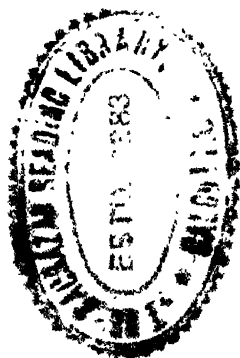
দ্বিতীয় অধ্যায়

সাংখ্যযোগ

মোহ-বশ হইয়া লোকে অধর্ম্মকে ধর্ম্ম মনে করে। মোহের বশ হইয়াই অর্জ্জুন আপনার ও পরের এই ভেদ করিয়াছিলেন। এই ভেদ যে মিথ্যা ইহা দেখাইতে গিয়া শ্রীকৃষ্ণ দেহ ও আত্মার ভিন্নতা দেখাইতেছেন, দেহের অনিত্যতা ও পৃথকতা, ও আত্মার নিত্যতা এবং তাহার একত্ব দেখাইতেছেন। মানুষ কেবল পুরুষার্থের অধিকারী, পরিণামের নহে। সেই হেতু সে কর্ত্তব্য নিশ্চয় করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিয়া সেই বিষয়ে তৎপর থাকিবে। এই তৎপরায়ণতার দ্বারা সে মোক্ষ পাইতে পারে।

সঞ্জয় উবাচ

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥ ১

অন্বয়। সঞ্জয় উবাচ—মধুসূদনঃ তথা কৃপয়া আবিষ্টম্ অশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণং বিষীদন্তং তম্ ইদম্ বাক্যম্ উবাচ। ১

সঞ্জয় বলিলেন—

এই প্রকারে করুণায় দীন ও অশ্রুপূর্ণ ব্যাকুলনেত্র, দুঃখিত অর্জ্জুনের প্রতি মধুসূদন এই বাক্য বলিলেন।

শ্রীভগবানুবাচ

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন ॥ ২
ক্লৈব্যং মা স্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥ ৩

অন্বয়। শ্রীভগবান্ উবাচ—হে অর্জ্জুন, অনার্য্যজুষ্টম্ অস্বর্গ্যম্ অকীর্ত্তিকরম্ ইদং কশ্মলং ত্বা বিষমে কুতঃ সমুপস্থিতম্। ২

কশ্মল—মোহ। অনার্য্যজুষ্ট—আমাদের পক্ষে অনুপযুক্ত অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ পুরুষের অযোগ্য।

হে পার্থ, ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ এতৎ ত্বয়ি ন উপপদ্যতে। হে পরন্তপ, ক্ষুদ্রং হৃদয়-দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বা উত্তিষ্ঠ।

পরন্তপ—শত্রুকে যিনি তাপ দেন।

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—

হে অর্জ্জুন, শ্রেষ্ঠ পুরুষের অযোগ্য, স্বর্গ হইতে বিমুখকারী ও অপযশ-দানকারী এই মোহ তোমাতে এই বিষম সময়ে কোথা হইতে আসিল? ২

হে পার্থ, তুমি কাপুরুষ হইও না। তোমাতে ইহা শোভা পায় না। হৃদয়ের এই হীন দুর্ব্বলতা ত্যাগ করিয়া হে পরন্তপ, তুমি উঠ।

অর্জ্জুন উবাচ

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন ॥ ৪

গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্ ॥৫

অন্বয়। অর্জ্জুন উবাচ—হে মধুসূদন, হে অরিসূদন, অহং সংখ্যে পূজার্হৌ ভীষ্মং দ্রোণঞ্চ কথং ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি।

সংখ্যে—যুদ্ধে। ইষু—বাণ।

হি মহানুভাবান্ গুরূন্ অহত্বা ইহ লোকে ভৈক্ষ্যম্ অপি ভোক্তুং শ্রেয়ঃ। তু গুরূন্ হত্বা ইহ এব রুধিরপ্রদিগ্ধান্ অর্থকামান্ ভোগান্ ভুঞ্জীয়। ৫

ভৈক্ষ্যম্ অপি—ভিক্ষালব্ধ অন্নও। রুধিরপ্রদিগ্ধ—রক্তসিক্ত। ভুঞ্জীয়—ভোগ করিব।

অর্জ্জুন বলিলেন,—

হে মধুসূদন, ভীষ্ম ও দ্রোণকে রণভূমিতে আমি কেমন করিয়া বাণ মারিব? হে অরিসূদন, ইঁহারা ত পূজনীয় বটেন। ৪

মহানুভব গুরুজনকে না মারিয়া এই লোকে ভিক্ষান্ন খাওয়াও ইহা অপেক্ষা ভাল। যে হেতু গুরুজনকে হত্যা করিলে ত আমার রক্তমাখা অর্থ ও কামরূপ ভোগই ভুগিতে হইল। ৫

ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো
যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম-
স্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ ॥ ৬
কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥ ৭

অন্বয়। যৎ বা জয়েম যদি বা নঃ জয়েয়ুঃ নঃ কতরৎ গরীয়ঃ এতৎচ ন বিদ্মঃ। যান্ এব হত্বা ন জিজীবিষামঃ তে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ প্রমুখে অবস্থিতাঃ। ৬

কতরৎ গরীয়ঃ—কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ।

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ ধর্ম্ম-সংমূঢ়চেতাঃ (অহং) ত্বাং পৃচ্ছামি। যৎ মে নিশ্চিতং শ্রেয়ঃ স্যাৎ তৎ ব্রূহি। অহং তে শিষ্যঃ। ত্বাং প্রপন্নং মাং শাধি। ৭

প্রপন্ন—আশ্রিত। শাধি—উপদেশ দাও।

আমি বুঝিতেছি না যে, এই দুয়ের মধ্যে কোনটা ভাল—আমি জয় করি, অথবা তাহারাই আমাকে জয় করে। যাহাদিগকে মারিয়া আমি বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করি না সেই ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ এই সম্মুখে খাড়া রহিয়াছে। ৬

কৃপণতায় আমার [জাত] বৃত্তি নষ্ট হইয়াছে। কর্ত্তব্য-

ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাদ্ যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্॥ ৮

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ॥ ৯

অন্বয়। ভূমৌ অসপত্নম্ ঋদ্ধং রাজ্যম্ অবাপ্য সুরাণাং চ আধিপত্যম্ (অবাপ্য) যৎ মম ইন্দ্রিয়াণাম্ উচ্ছোষণম্ শোকম্ অপনুদ্যাৎ (তৎ) হি ন প্রপশ্যামি। ৮

ভূমৌ—পৃথিবীতে। অসপত্ন—নিষ্কণ্টক। উচ্ছোষণ—শোষণকারী।

সঞ্জয় উবাচ—পরন্তপঃ গুড়াকেশঃ হৃষীকেশং গোবিন্দম্ এবম্ উক্ত্বা 'অহং ন যোৎস্যে' ইতি উক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব। ৯

ন যোৎস্যে—যুদ্ধ করিব না।

সম্বন্ধে আমি মূঢ় হইয়াছি। সেই জন্য যাহাতে আমার হিত হয় তাহা আমাকে নিশ্চয় পূর্ব্বক বলিবার জন্য প্রার্থনা করিতেছি। আমি তোমার শিষ্য। তোমার শরণ লইলাম। আমাকে পথ দেখাও। ৭

এই লোকে যদি ধনধান্য-সম্পন্ন নিষ্কণ্টক রাজ্য পাওয়া যায়, ইন্দ্রাসন পাওয়া যায় তাহাতেও ইন্দ্রিয়সকলকে শোষণকারী আমার শোক অপগত হইবার মত কিছু দেখি না। ৮

সঞ্জয় বলিলেন—

হে রাজন্, গুড়াকেশ অর্জ্জুন হৃষীকেশ গোবিন্দকে উপরোক্ত প্রকারে বলিয়া "যুদ্ধ করিব না" কহিয়া চুপ করিয়া গেলেন। ৯

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত !
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥ ১০

শ্রীভগবানুবাচ

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১১

অন্বয়। হে ভারত, উভয়োঃ সেনয়োর্মধ্যে বিষীদন্তং তম্ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ইদং বচঃ উবাচ। ১০

প্রহসন্ ইব—যেন মৃদু হাসিয়া।

শ্রীভগবান্ উবাচ—ত্বম্ অশোচ্যান্ অন্বশোচঃ প্রজ্ঞাবাদান্ ভাষসে চ। পণ্ডিতাঃ গতাসূন্ অগতাসূন্ চ ন অনুশোচন্তি। ১১

অন্বশোচঃ—শোক করিতেছ। গতাসু—মৃত। অসু—প্রাণ।

হে ভারত, এই উভয় সৈন্যের মধ্যে উদাসভাবে উপবিষ্ট অর্জ্জুনকে মৃদু হাসিয়া হৃষীকেশ এই বাক্য বলিলেন :— ১০

শ্রীভগবান্ বলিলেন—

তুমি শোক করার অযোগ্য বিষয়ে শোক করিতেছ। আবার পণ্ডিতের মতন কথাও বলিতেছ, কিন্তু পণ্ডিতেরা মৃত বা জীবিতের জন্য শোক করেন না। ১১

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃ পরম্॥ ১২
দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥ ১৩
মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয়! শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত॥ ১৪

অন্বয়। অহং জাতু ন আসম্ ন তু এব, ন ত্বং ন ইমে জনাধিপাঃ। অতঃ পরং সর্ব্বে বয়ম্ ন চ এব ন ভবিষ্যামঃ। ১২

জাতু—কদাচিৎ। আসম্—ছিলাম। ন তু এব—এরূপ নহে।

যথা অস্মিন্ দেহে দেহিনঃ কৌমারং যৌবনং জরা তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ। ধীরঃ তত্র ন মুহ্যতি। ১৩

হে কৌন্তেয়, মাত্রাস্পর্শাঃ তু শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ আগমাপায়িনঃ অনিত্যাঃ। হে ভারত, তান্ তিতিক্ষস্ব। ১৪

আগমাপায়িনঃ—উৎপত্তি ও নাশ বিশিষ্ট। তিতিক্ষস্ব—সহ্য কর।

কেন না বাস্তবিক দেখিলে, আমি তুমি অথবা এই রাজগণ কেহই কালে ছিল না, অথবা ভবিষ্যতে হইবে না—এমন নহে। ১২

দেহধারীর যেমন এই দেহে কৌমার যৌবন ও জরা প্রাপ্তি হয়, তেমনি অন্য দেহ-প্রাপ্তিও হয়। এই বিষয়ে বুদ্ধিমান্ পুরুষ মোহগ্রস্ত হন না। ১৩

হে কৌন্তেয়, ইন্দ্রিয়সকলের স্পর্শ ঠাণ্ডা, গরম, সুখ ও দুঃখ দেওয়ার হেতু। উহারা অনিত্য, আসে ও যায়। সেই হেতু উহা সহ্য কর। ১৪

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে॥ ১৫
নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥ ১৬
অবিনাশি তু তদ্ বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি॥ ১৭

অন্বয়। হে পুরুষর্ষভ, যং সমদুঃখসুখং ধীরং এতে ন ব্যথয়ন্তি সঃ অমৃতত্বায় কল্পতে। ১৫

অসতঃ ভাবঃ ন বিদ্যতে, সতঃ অভাবঃ ন বিদ্যতে। তত্ত্বদর্শিভিঃ তু উভয়ঃ অপি অনয়োঃ অন্তঃ দৃষ্টঃ। ১৬

ভাব—অস্তিত্ব।

যেন ইদং সর্ব্বং ততং তৎ তু অবিনাশি বিদ্ধি। কশ্চিৎ অব্যয়স্য অস্য বিনাশং কর্ত্তুং ন অর্হতি। ১৭

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, সুখ দুঃখ সমান অনুভবকারী যে বুদ্ধিমান্ পুরুষকে এই বিষয় ব্যাকুল করে না, সেই মোক্ষের যোগ্য হয়। ১৫

অসতের অস্তিত্ব নাই, সতের নাশ নাই। এই উভয়ের নির্ণয় জ্ঞানীরা জানিয়াছেন। ১৬

যাহা দ্বারা অখিল জগৎ ব্যাপ্ত তাহাকে তুমি অবিনাশী জানিবে। এই অব্যয়ের নাশ করিতে কেহ সমর্থ হয় না। ১৭

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত ॥ ১৮

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥ ১৯

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২০

অন্বয়। নিত্যস্য অনাশিনঃ অপ্রমেয়স্য শরীরিণঃ ইমে দেহাঃ অন্তবন্তঃ উক্তাঃ। হে ভারত, তস্মাৎ যুধ্যস্ব। ১৮

যঃ এনং হন্তারং বেত্তি যঃ চ এনং হতং মন্যতে, তৌ উভৌ ন বিজানীতঃ। অয়ম্ ন হন্তি, ন হন্যতে। ১৯

অয়ম্ কদাচিৎ ন জায়তে ন বা ম্রিয়তে (অয়ং) ভূত্বা অভবিতা বা ন ভূয়ঃ। অজঃ নিত্যঃ শাশ্বতঃ পুরাণঃ অয়ং শরীরে হন্যমানে ন হন্যতে। ২০

অজ—যাহার জন্ম নেই।

নিত্যস্থায়ী, পরিমাপ করা যায় না [অপ্রমেয়], অবিনাশী দেহীর এই দেহ নাশবান্ বলা হয়, সেই হেতু হে ভারত, তুমি যুদ্ধ কর। ১৮

যে ইহাকে হত্যাকারী মনে করে এবং যে ইহাকে হন্তব্য মনে করে—এই উভয়ই কিছু জানে না। ইহা (আত্মা) হত হয় না, হত্যা করে না। ১৯

ইহা কখনো জন্মে না, মরেও না, ইহা জন্মিয়াছে বা ভবিষ্যতে

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ! কং ঘাতয়তি হন্তি কম্॥ ২১

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥ ২২

অন্বয়। হে পার্থ, যঃ এনম্ অবিনাশিনং নিত্যং অজং অব্যয়ম্ বেদ স পুরুষঃ কথং কং ঘাতয়তি, কং হন্তি। ২১

এনম্—এই আত্মাকে

যথা নরঃ জীর্ণানি বাসাংসি বিহায় অপরাণি নবানি গৃহ্ণাতি তথা দেহী জীর্ণানি শরীরাণি বিহায় অন্যানি নবানি (শরীরাণি) সংযাতি। ২২

সংযাতি—প্রাপ্ত হয়।

জন্মিবে না এমন নয়, সেই হেতু ইহা অজন্মা, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাতন। শরীরের নাশ হইলেও ইহার নাশ হয় না। ২০

হে পার্থ, যে পুরুষ আত্মাকে অবিনাশী নিত্য অজন্মা ও অব্যয় বলিয়া মানে, সে কাহাকে কেমন করিয়া বধ করায় ও কাহাকে বধ করে? ২১

যেমন মানুষ পুরাতন বস্ত্র ফেলিয়া দিয়া নূতন বস্ত্র ধারণ করে সেই মত দেহধারী জীর্ণ দেহ ছাড়িয়া আবার নূতন দেহ পায়। ২২

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥ ২৩
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥ ২৪
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি। ২৫

অন্বয়। এনং শস্ত্রাণি ন ছিন্দন্তি, এনং পাবকঃ ন দহতি, এনং আপঃ চ ন ক্লেদয়ন্তি, মারুতঃ ন শোষয়তি। ২৩

অয়ং অচ্ছেদ্যঃ, অয়ং অদাহ্যঃ, অক্লেদ্যঃ, অশোষ্য এব চ। অয়ং নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুঃ অচলঃ সনাতনঃ। ২৪

অয়ং—এই আত্মা।

অয়ম্ অব্যক্তঃ অয়ম্ অচিন্ত্যঃ অয়ম্ অবিকার্য্যঃ উচ্যতে। তস্মাৎ এনম্ এবং বিদিত্বা অনুশোচিতুং ন অর্হসি। ২৫

এই (আত্মা) কে শস্ত্র ছিন্ন করিতে পারে না, আগুন জ্বালাইতে পারে না, জল পচাইতে পারে না, বায়ু শুকাইতে পারে না। ২৩

ইহাকে কাটা যায় না, পোড়ান যায় না ও পচান যায় না, শুকান যায় না। ইহা নিত্য সর্ব্বগত স্থির অচল ও সনাতন। ২৪

আর ইহা ইন্দ্রিয় ও মনের অগম্য, ইহাকে বিকার-রহিত বলা হয়, সেই হেতু ইহাকে উক্তরূপ জানিয়া তোমার শোক করা উচিত নয়। ২৫

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো! নৈনং শোচিতুমর্হসি॥ ২৬
জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥ ২৭
অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা॥ ২৮

অন্বয়। অথ চ এনং নিত্যজাতং বা নিত্যং মৃতং মন্যসে তথাপি ত্বং হে মহাবাহো, এনং শোচিতুং ন অর্হসি। ২৬

হি জাতস্য মৃত্যুঃ ধ্রুবঃ মৃতস্য চ জন্ম ধ্রুবম্। তস্মাৎ অপরিহার্য্যেঽর্থে ত্বং শোচিতুং ন অর্হসি। ২৭

হে ভারত! ভূতানি অব্যক্তাদীনি ব্যক্তমধ্যানি, অব্যক্তনিধনানি। তত্র কা পরিদেবনা। ২৮

পরিদেবনা—পরিতাপ।

অথবা যদি তুমি ইহাকে নিত্য জন্মশীল এবং মরণশীল বলিয়া মান তাহা হইলেও হে মহাবাহো, তোমার শোক করা উচিত হয় না। ২৬

যে জন্মিয়াছে তাহার মৃত্যু ও যে মরিয়াছে তাহার জন্ম অনিবার্য্য। সেই হেতু যাহা অনিবার্য্য সে বিষয় শোক করার যোগ্য নয়। ২৭

হে ভারত, ভূতমাত্রের জন্মের পূর্ব্বের এবং মৃত্যুর পরের স্থিতি জানা যায় না, উহা অব্যক্ত, মধ্যের স্থিতিই ব্যক্ত। ইহাতে চিন্তার কারণ কি? ২৮

টিপ্পনী—ভূত অর্থাৎ স্থাবর জঙ্গম সৃষ্টি।

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন-
মাশ্চর্য্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥ ২৯
দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ৩০

অন্বয়। কশ্চিৎ এনং আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি, তথা এব অন্যঃ আশ্চর্য্যবৎ বদতি। অন্যঃ চ এনম্ আশ্চর্য্যবৎ শৃণোতি। শ্রুত্বা অপি এনং কশ্চিৎ ন চ এব বেদ। ২৯

হে ভারত! সর্ব্বস্য দেহে অয়ং দেহী নিত্যং অবধ্যঃ। তস্মাৎ ত্বং সর্ব্বাণি ভূতানি ন শোচিতুম্ অর্হসি। ৩০

কেহ ইহাকে আশ্চর্য্যের ন্যায় দেখে, আর কেহ ইহাকে আশ্চর্য্যবৎ বর্ণন করে, আবার কেহ ইহাকে আশ্চর্য্য বর্ণিত হয় বলিয়া শুনিয়া থাকে, এবং শুনিয়াও কেহ ইহাকে জানে না। ২৯

হে ভারত, সকল দেহে অবস্থিত এই দেহধারী আত্মা নিত্য অবধ্য। সেইজন্য তোমার ভূতমাত্র সম্বন্ধেই শোক করা উচিত নয়। ৩০

টিপ্পনী—এ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধি-প্রয়োগ দ্বারা আত্মার নিত্যত্ব ও দেহের অনিত্যত্ব বুঝাইতে গিয়া দেখাইয়াছেন যে, কোনও স্থিতিতে যদি দেহ নাশ করার যোগ্য গণ্য হয়, তবে স্বজন পরজন

স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাৎ শ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে॥ ৩১
যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ! লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্॥ ৩২
অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি॥ ৩৩

অন্বয়। অপি চ স্বধর্ম্মম্ অবেক্ষ্য বিকম্পিতুম্ ন অর্হসি। হি ধর্ম্ম্যাৎ যুদ্ধাৎ ক্ষত্রিয়স্য অন্যৎ শ্রেয়ঃ ন বিদ্যতে। ৩১

হে পার্থ! যদৃচ্ছয়া উপপন্নম্ অপাবৃতম্ স্বর্গদ্বারম্ ঈদৃশং যুদ্ধং সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ লভন্তে। ৩২

উপপন্ন—প্রাপ্ত

অথ চেৎ ত্বম্ ইমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিং চ হিত্বা পাপম্ অবাপ্স্যসি। ৩৩

ধর্ম্ম্যং—ধর্ম্মানুগত। হিত্বা—পরিত্যাগ করিয়া।

ভেদ করিয়া, কৌরবেরা মিত্র সেই হেতু কেমন করিয়া হত্যা করিব এই প্রকার বিচার মোহ জন্যই হয়। এখন ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম কি তাহা বুঝাইতেছেন।

স্বধর্ম্ম বুঝিয়াও তোমার ব্যাকুল হওয়া উচিত নয়। যে হেতু ধর্ম্মযুদ্ধ ছাড়া ক্ষত্রিয়ের আর কিছুই অধিক শ্রেয়স্কর নাই। ৩১

হে পার্থ, এমন আপনা আপনি প্রাপ্ত ও যাহাতে স্বর্গদ্বারই খুলিয়া যায় এমন যুদ্ধ ত ভাগ্যশালী ক্ষত্রিয়েরই মিলে। ৩২

যদি তুমি এই ধর্ম্মযুদ্ধ না কর তবে স্বধর্ম্ম ও কীর্ত্তি খোয়াইয়া উপরন্তু পাপ লইবে। ৩৩

অকীর্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্ম্মরণাদতিরিচ্যতে॥ ৩৪

ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্॥ ৩৫

অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্॥ ৩৬

অন্বয়। ভূতানি চ তে অব্যয়াম্ অকীর্ত্তিং কথয়িষ্যন্তি। সম্ভাবিতস্য চ অকীর্ত্তিঃ মরণাৎ অতিরিচ্যতে। ৩৪

ভূতানি—লোকসকল। সম্ভাবিতস্য—মানী ব্যক্তির।

মহারথাঃ ত্বাং ভয়াৎ রণাদুপরতং মংস্যন্তে। যেষাং ত্বং বহুমতঃ ভূত্বা লাঘবং যাস্যসি। ৩৫

মংস্যন্তে—মনে করিবে।

তব অহিতাঃ তব সামর্থ্যং নিন্দন্তঃ বহূন্ অবাচ্যবাদান্ চ বদিষ্যন্তি। ততো নু কিং দুঃখতরম্। ৩৬

অহিতাঃ—শত্রুগণ।

সকল লোক তোমার নিন্দা নিরন্তর করিতে থাকিবে। মানী পুরুষের অপকীর্ত্তি মরণ অপেক্ষাও খারাপ। ৩৪

যে সকল মহারথীর নিকট তুমি মান পাইয়াছ, তাহারা মনে করিবে ভয়ের হেতু তুমি রণে নিবৃত্ত এবং তোমাকে তুচ্ছ করিবে। ৩৫

এবং তোমার শত্রুরা তোমার বলকে নিন্দা করিতে করিতে অবাচ্য অনেক কথা বলিবে। ইহা হইতে অধিক দুঃখদায়ী আর কি হইতে পারে? ৩৬

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় ! যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭
সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৮

অন্বয়। (ত্বং) হতঃ বা স্বর্গং প্রাপ্স্যসি, জিত্বা বা মহীম্ ভোক্ষ্যসে। তস্মাৎ হে কৌন্তেয়, যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ উত্তিষ্ঠ। ৩৭

জিত্বা বা—যদি জয়ী হও।

সুখদুঃখে সমে, লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ (চ সমৌ) কৃত্বা ততঃ যুদ্ধায় যুজ্যস্ব। এবং পাপম্ ন অবাপ্স্যসি। ৩৮

যুজ্যস্ব—প্রবৃত্ত হও। এবং—এরূপ করিলে।

যদি তুমি হত হও তবে স্বর্গ পাইবে। যদি তুমি জয়ী হও তবে পৃথিবী ভোগ করিবে। সেই হেতু হে কৌন্তেয়, যুদ্ধ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া তুমি দাঁড়াও। ৩৭

টিপ্পনী—এই প্রকারে ভগবান্ আত্মার নিত্যত্ব ও দেহের অনিত্যত্ব বুঝাইলেন। আর সহজপ্রাপ্ত যুদ্ধ ক্ষাত্রধর্ম্মে বাধা হয় না এ কথাও বুঝাইলেন। অর্থাৎ ৩১এর শ্লোকে ভগবান্ পরমার্থের সহিত ব্যবহারের মিল করাইলেন। এই পর্য্যন্ত বলিয়া ভগবান্ এক শ্লোকের দ্বারা গীতার প্রধান বোধ্য বিষয়ে প্রবেশ করাইতেছেন।

সুখ ও দুঃখ, লাভ ও হানি, জয় ও পরাজয় সমান মানিয়া যুদ্ধ করিতে তৎপর হও। এরূপ করিলে তোমার পাপ হইবে না। ৩৮

এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ! কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥ ৩৯
নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥ ৪০
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্ ॥ ৪১

অন্বয়। হে পার্থ! সাংখ্যে এষা বুদ্ধিঃ তে অভিহিতা, যোগে তু ইমাং শৃণু। যয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি। ৩৯

ইহ অভিক্রমনাশঃ ন অস্তি, প্রত্যবায়ঃ ন বিদ্যতে। অস্য ধর্ম্মস্য স্বল্পম্ অপি মহতঃ ভয়াৎ ত্রায়তে। ৪০

অভিক্রমনাশঃ—আরম্ভের নাশ।

হে কুরুনন্দন! ইহ একা ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ। অব্যবসায়িনাম্ বুদ্ধয়ঃ হি বহুশাখা অনন্তাঃ চ। ৪১

ব্যবসায়াত্মিকা—নিশ্চয়াত্মিকা।

আমি তোমাকে সাংখ্য সিদ্ধান্ত (তর্কবাদ) দ্বারা তোমার কর্ত্তব্য বুঝাইলাম। এক্ষণে যোগবাদ অনুসারে বুঝাইতেছি তুমি শোন। ইহার আশ্রয় লইলে তুমি কর্ম্ম বন্ধন ছিঁড়িতে পারিবে। ৩৯

ইহাতে আরম্ভের নাশ নাই। বিপরীত পরিণাম আসিতে পারে না। এই ধর্ম্ম যৎকিঞ্চিৎ পালনও মহাভয় হইতে উদ্ধার করে। ৪০

হে কুরুনন্দন, যোগবাদীর নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধি একরূপ হইয়া

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ! নান্যদস্তীতিবাদিনঃ॥ ৪২
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি॥ ৪৩
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥ ৪৪

অন্বয়। হে পার্থ! ন অন্যাৎ অস্তি ইতি বাদিনঃ, কামাত্মানঃ স্বর্গপরাঃ অবিপশ্চিতঃ বেদবাদরতাঃ জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্ ভোগৈশ্বর্য্য-গতিং প্রতি ক্রিয়াবিশেষ-বহুলাং যাম্ পুষ্পিতাং ইমাং বাচং প্রবদন্তি তয়া (বাচা) ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং অপহৃতচেতসাং ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে। ৪২-৪৩-৪৪

অবিপশ্চিতঃ—অজ্ঞানী।

থাকে, কিন্তু অনিশ্চয়বাদীদিগের বুদ্ধি অনেক শাখাযুক্ত ও অনন্ত হয়। ৪১

টিপ্পনী—বুদ্ধি এক হইতে যখন অনেক হয় তখন সে বুদ্ধি বাসনারই রূপ লয়। সেই হেতু বুদ্ধিসকল মানে বাসনা।

"ইহা ছাড়া আর কিছুই নাই" এই রকম যাহারা বলে এবং যাহারা কামনা-যুক্ত, স্বর্গকেই শ্রেষ্ঠ মনে করে, এই প্রকার অজ্ঞানী বেদবিদেরা জন্ম-মরণের ফল দেয় এমন ভোগ ও ঐশ্বর্য্য যে যজ্ঞাদিতে পাওয়া যায় তাহার জন্য নানা কর্ম্মের বর্ণনে পরিপূর্ণ বাক্য বাড়াইয়া বাড়াইয়া বলিয়া থাকে। ভোগ ও ঐশ্বর্য্যের বিষয়ে আসক্ত

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥ ৪৫
যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥ ৪৬

অন্বয়। হে অর্জ্জুন! বেদাঃ ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ, ত্বং নিস্ত্রৈগুণ্যঃ ভব, নির্দ্বন্দ্বঃ নিত্যসত্ত্বস্থঃ নির্যোগক্ষেমঃ আত্মবান্ (ভব)। ৪৫

উদপানে যাবান্ অর্থঃ সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে তাবান্ অর্থঃ সর্ব্বেষু বেদেষু যাবান্ অর্থঃ তাবান্ বিজানতঃ ব্রাহ্মণস্য। ৪৬

হওয়ায় তাহাদের বুদ্ধি মলিন হইয়া যায়, তাহাদের বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মক হয় না এবং সমাধির বিষয়ে স্থির হইয়া থাকিতে পারে না।
৪২—৪৩—৪৪

টিপ্পনী—যোগবাদের বিরুদ্ধ কর্ম্মকাণ্ড অথবা বেদবাদের বর্ণন উপরের তিন শ্লোকে করা হইয়াছে। কর্ম্মকাণ্ড বা বেদবাদের তাৎপর্য্য হইতেছে, ফল উৎপন্ন করিবার জন্য অগণিত ক্রিয়া [অনুষ্ঠান করা]। এই সকল ক্রিয়া বেদের রহস্য হইতে, বেদান্ত হইতে ভিন্ন ও অল্পফলপ্রসূ বলিয়া নিরর্থক।

হে অর্জ্জুন, যে তিন গুণ বেদের বিষয় তাহাতে তুমি অলিপ্ত থাকিও। সুখ-দুঃখের স্বাদ হইতে মুক্ত থাকিও, নিত্য সত্যবস্তু বিষয়ে স্থিত থাকিও। কোনও বস্তু পাওয়ার ও রক্ষা করিবার ঝঞ্ঝাট হইতে মুক্ত রহিও। আত্মপরায়ণ হইও। ৪৫

যেমন কূপ হইতে যে কার্য্য হয় সে সমস্তই সরোবর হইতেও

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি ॥ ৪৭
যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ ৪৮
দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯

অন্বয়। কর্ম্মণি এব তে অধিকারঃ ফলেষু কদাচন মা (অস্তু) (ত্বং) কর্ম্মফলহেতুঃ মা ভূঃ। অকর্ম্মণি তে সঙ্গঃ মা অস্তু। ৪৭

হে ধনঞ্জয়! সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমোভূত্বা, সঙ্গং ত্যক্ত্বা যোগস্থঃ (সন্) কর্ম্মাণি কুরু। সমত্বং যোগঃ উচ্যতে। ৪৮

হে ধনঞ্জয়! কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাৎ দূরেণ হি অবরম্। বুদ্ধৌ শরণম্ অন্বিচ্ছ, ফলহেতবঃ কৃপণাঃ। ৪৯

অবরম্—নিকৃষ্ট। কৃপণাঃ—ক্ষুদ্রাশয়

হয়, তেমনি যাহা বেদে আছে তাহা জ্ঞানবান ব্রহ্ম-পরায়ণের আত্মানুভবে পাওয়া যায়। ৪৬

কর্ম্মেই তোমার অধিকার, উহা হইতে উৎপন্ন হইতে পারে এমন ফলে কদাপি নাই। কর্ম্মফল তোমার হেতু যেন না হয়। কর্ম্ম না করিতে তোমার যেন আগ্রহ না হয়। ৪৭

হে ধনঞ্জয়, আসক্তি ত্যাগ করিয়া যোগস্থ হইয়া অর্থাৎ সফলতা নিষ্ফলতা বিষয়ে সমান ভাব রাখিয়া তুমি কর্ম্ম কর। সমতাকেই যোগ বলে। ৪৮

হে ধনঞ্জয়, সমত্ব বুদ্ধির তুলনায় কেবল কর্ম্ম খুব তুচ্ছ। তুমি

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্ ॥ ৫০
কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥ ৫১
যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥ ৫২

অন্বয়। বুদ্ধিযুক্তঃ ইহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে জহাতি। তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব। যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্। ৫০

বুদ্ধিযুক্তাঃ মনীষিণঃ কর্ম্মজং ফলং ত্যক্ত্বা জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ অনাময়ং পদং গচ্ছন্তি। ৫১

তে বুদ্ধিঃ যদা মোহকলিলং ব্যতিতরিষ্যতি তদা শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ নির্ব্বেদং গন্তাসি। ৫২

মোহকলিলং—মোহরূপ মলিনতা।

সমত্ব বুদ্ধির আশ্রয় লও। ফলের হেতু যে কর্ম্ম করে সে দয়ার পাত্র। ৪৯

বুদ্ধিযুক্ত অর্থাৎ সমতাবান্ পুরুষকে ইহলোকে পাপ পুণ্য স্পর্শ করে না। সেই হেতু তুমি সমত্বের জন্য প্রযত্ন কর। সমতাই কার্য্যকুশলতা। ৫০

সমত্ববুদ্ধিযুক্ত লোক কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন ফলত্যাগ করিয়া জন্ম-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া নিষ্কলঙ্ক গতি বা মোক্ষ পদ পায়। ৫১

যখন তোমার বুদ্ধি মোহরূপী ক্লেদ পার হইবে তখন তুমি

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥ ৫৩

অর্জ্জুন উবাচ

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্ ॥ ৫৪

অন্বয়। শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে বুদ্ধিঃ যদা নিশ্চলা, সমাধৌ অচলা স্থাস্যতি তদা (ত্বং) যোগম্ অবাপ্স্যসি। ৫৩

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না—নানা প্রকার সিদ্ধান্ত শুনিয়া বিক্ষিপ্ত।

অর্জ্জুন উবাচ—হে কেশব! সমাধিস্থস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা? স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত? কিং আসীত, কিং ব্রজেত? ৫৪

কা ভাষা—লক্ষণ কি।

শ্রুত বিষয়ে এবং যাহা শোনার বাকী আছে সে বিষয়ে উদাসীনতা প্রাপ্ত হইবে। ৫২

অনেক প্রকারের সিদ্ধান্ত শুনিয়া তোমার চঞ্চল বুদ্ধি যখন সমাধিতে স্থির হইবে তখন তুমি সমতা পাইবে। ৫৩

অর্জ্জুন বলিলেন :—

হে কেশব, স্থিতপ্রজ্ঞ অথবা সমাধিস্থের কি লক্ষণ? স্থিতপ্রজ্ঞ কি রীতিতে বলে বসে ও চলে? ৫৪

শ্রীভগবান্ উবাচ

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ! মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥ ৫৫

অন্বয়। শ্রীভগবান্ উবাচ—হে পার্থ! যদা মনোগতান্ সর্ব্বান্ কামান্ প্রজহাতি, আত্মনি এব আত্মনা তুষ্টঃ তদা স্থিতপ্রজ্ঞঃ উচ্যতে। ৫৫

প্রজহাতি—সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করে।

শ্রীভগবান্ বলিলেন,

হে পার্থ, যখন মানুষ মনে উত্থিত সকল কামনা ত্যাগ করে ও আত্মাদ্বারাই আত্মায় সন্তুষ্ট থাকে তখন তাহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলে। ৫৫

টিপ্পনী—আত্মাদ্বারাই আত্মার সন্তুষ্ট থাকার তাৎপর্য্য, আত্মার আনন্দ ভিতর হইতে খোঁজা, সুখ-দুঃখদানকারী বাহিরের বস্তুর উপর আনন্দের আশ্রয় না রাখা। আনন্দ সুখ হইতে ভিন্ন বস্তু —ইহা মনে রাখা দরকার। আমার পয়সা হইলে আমি যে তাহাতে সুখ মানি তাহা মোহ। আমি ভিখারী আছি, ক্ষুধার দুঃখ আছে তাহা হইলেও আমি চুরির বা অন্য লালসায় পড়ি না—ইহাতে যে ভাব আছে তাহাতে আনন্দ দেয়, এবং উহাই আত্ম-সন্তোষ।

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥ ৫৬
যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৭
যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৮

অন্বয়ঃ। (যঃ) দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনাঃ, সুখেষু বিগতস্পৃহঃ, বীতরাগ-ভয়-ক্রোধঃ (সঃ) মুনিঃ স্থিতধীঃ উচ্যতে। ৫৬

যঃ সর্ব্বত্র অনভিস্নেহঃ, তৎ তৎ শুভাশুভং প্রাপ্য ন অভিনন্দতি, ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা। ৫৭

অনভিস্নেহঃ—স্নেহ-বর্জ্জিত।

অয়ং কূর্ম্মঃ অঙ্গানি ইব সর্ব্বশঃ ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ ইন্দ্রিয়াণি যদা সংহরতে তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা। ৫৮

দুঃখে যে দুঃখী হয় না, সুখের যে ইচ্ছা রাখে না ও যে অনুরাগ ভয় ও ক্রোধ রহিত তাহাকে স্থির বুদ্ধি মুনি বলে। ৫৬

সর্ব্বত্র রাগরহিত থাকিয়া যে পুরুষ শুভ অথবা অশুভ পাইলে হর্ষ করে না বা শোক করে না তাহার বুদ্ধি স্থির। ৫৭

কচ্ছপ যেমন সকল দিক্ হইতে অঙ্গ গুটাইয়া আনে তেমনি যখন এই পুরুষ ইন্দ্রিয় সকলকে তাহার বিষয় হইতে সংগৃহীত করে তখন তাহার বুদ্ধি স্থির হইয়াছে একথা বলা যায়। ৫৮

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে ॥ ৫৯
যততো হ্যপি কৌন্তেয় ! পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥ ৬০

অন্বয়। নিরাহারস্য দেহিনঃ বিষয়াঃ বিনিবর্ত্তন্তে রসবর্জ্জং। পরং দৃষ্ট্বা অস্য রসঃ অপি নিবর্ত্ততে। ৫৯

নিরাহারস্য—নিরাহারীর, উপবাসীর। দেহিনঃ—দেহধারী জীবদিগের। বিষয়াঃ—ইন্দ্রিয়ভোগের বিষয়সমূহ। বিনিবর্ত্তন্তে—নিবৃত্ত হয়। রসবর্জ্জং—রসবর্জ্জিত হইয়া। পরং—ঈশ্বরকে। রসঃ—আসক্তি।

হে কৌন্তেয়, বিপশ্চিতঃ যততঃ অপি পুরুষস্য প্রমাথীনি ইন্দ্রিয়াণি প্রসভং মনঃ হরন্তি। ৬০

বিপশ্চিতঃ—জ্ঞানী। যততঃ—যত্নশীল। প্রমাথীনি—প্রমথন বা মন্থনকারী। প্রসভং—বলপূর্ব্বক।

দেহধারী যখন নিরাহারী থাকে, তাহার সে বিষয়ের [ভোগ] মন্দা পড়িয়া থাকে কিন্তু রস যায় না। সে রসও ঈশ্বর সাক্ষাৎকার দ্বারা শান্ত হয়। ৫৯

টিপ্পনী—এই শ্লোক দ্বারা উপবাসাদির নিষেধ করা হয় নাই। উপরন্তু তাহাদের মর্য্যাদা দেখান হইয়াছে। বিষয় হইতে মনকে শান্ত করিবার জন্য উপবাসাদির আবশ্যক। কিন্তু তাহার মূল অর্থাৎ সেই বিষয়ে স্থিত রস ত কেবল ঈশ্বরের সাক্ষাৎকারেই শান্ত হয়। ঈশ্বরসাক্ষাৎকারে যাহার রস জাগে, সে অন্য রস ভুলিয়া যায়।

হে কৌন্তেয়, জ্ঞানী পুরুষ যত্ন করিলেও ইন্দ্রিয় এমন মন্থনকারী যে তাহারা মন বলপূর্ব্বক হরণ করে। ৬০

তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১
ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥ ৬২

তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্তঃ মৎপরঃ হি যস্য ইন্দ্রিয়াণি বশে তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা। ৬১

তানি—সেই। সর্ব্বাণি—সকল ইন্দ্রিয়। সংযম্য—বশে রাখিয়া। যুক্তঃ—যোগযুক্ত, যোগী। মৎপরঃ—আমাতে তন্ময়। আসীত—হইবে।

বিষয়ান্ ধ্যায়তঃ পুংসঃ তেষু সঙ্গঃ উপজায়তে। সঙ্গাৎ কামঃ সংজায়তে, কামাৎ ক্রোধঃ অভিজায়তে। ৬২

পুংসঃ—পুরুষের। উপজায়তে—উৎপন্ন হয়।

এই সকল ইন্দ্রিয় বশে রাখিয়া যোগীকে আমাতে তন্ময় হইয়া থাকা চাই। কেননা নিজের ইন্দ্রিয় যাহার বশে তাহার বুদ্ধি স্থির। ৬১

টিপ্পনী—অর্থাৎ ভক্তি বিনা ঈশ্বরের সহায় বিনা পুরুষ-প্রযত্ন মিথ্যা।

বিষয়-চিন্তাকারী পুরুষের সেই বিষয়ে আসক্তি উৎপন্ন হয়। এবং আসক্তি হইতে কামনা হয় এবং কামনা হইতে ক্রোধ উৎপন্ন হয়। ৬২

টিপ্পনী—কামনাকারীর ক্রোধ অনিবার্য্য। কেননা কামনা কোন দিনও তৃপ্ত হয় না।

ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ ৬৩
রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি। ৬৪

ক্রোধাৎ সম্মোহঃ ভবতি। সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশঃ ভবতি। বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি। ৬৩

সম্মোহ—মূঢ়তা। স্মৃতিবিভ্রমঃ—ভ্রান্তি। প্রণশ্যতি—নষ্ট হয়।

রাগদ্বেষবিযুক্তৈঃ আত্মবশ্যৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ বিষয়ান্ চরন্ বিধেয়াত্মা প্রসাদম্ অধিগচ্ছতি। ৬৪

আত্মবশ্যৈঃ—নিজের বশীভূত। বিষয়ান্ চরন্—বিষয় ভোগ করিয়া, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ব্যাপার চালাইয়া। বিধেয়াত্মা—জিতেন্দ্রিয় পুরুষ। প্রসাদম্—সন্তোষ, চিত্তের প্রসন্নতা।

ক্রোধ হইতে মূঢ়তা উৎপন্ন হয়, মূঢ়তা হইতে ভ্রান্তি হয় ও ভ্রান্তি হইতে জ্ঞানের নাশ পায়। যাহার জ্ঞানের নাশ হইয়াছে সে মৃতের তুল্য। ৬৩

কিন্তু যাহার মন নিজের বশে আছে ও যাহার ইন্দ্রিয় রাগদ্বেষ রহিত হইয়া তাহার বশে আছে সে ইন্দ্রিয় ব্যাপার চালাইয়াও চিত্তের প্রসন্নতা পায়। ৬৪

প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে॥ ৬৫
নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্॥ ৬৬

প্রসাদে অস্য সর্ব্বদুঃখানাং হানিঃ উপজায়তে হি প্রসন্নচেতসঃ বুদ্ধিঃ আশু পর্য্যবতিষ্ঠতে। ৬৫

প্রসাদে—প্রসন্নতা পাওয়াতে। অস্য—ইহার। আশু—শীঘ্র। পর্য্যবতিষ্ঠতে—প্রতিষ্ঠিত হয়, স্থির হয়।

অযুক্তস্য বুদ্ধিঃ নাস্তি। অযুক্তস্য ভাবনা চ ন অভাবয়তঃ শান্তি চ ন, অশান্তস্য সুখং কুতঃ ? ৬৬

অযুক্তস্য—অযুক্তের, যে যোগযুক্ত নহে, যাহার সমত্ব নাই। বুদ্ধিঃ—সদসৎ বিচারশক্তি, বিবেক। ভাবনা—ভক্তি।

চিত্ত প্রসন্নতা হইতে সর্ব্ব দুঃখ দূর হয় ও যিনি প্রসন্নতা পাইয়াছেন তাঁহার বুদ্ধি শীঘ্রই স্থির হয়। ৬৫

যাহার সমত্ব নাই, তাহার বিবেক নাই, তাহার ভক্তি নাই। আর যাহার ভক্তি নাই তাহার শান্তি নাই, আর যাহার শান্তি নাই তাহার সুখ কি প্রকারে হইবে ? ৬৬

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥ ৬৭
তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো! নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮

অন্বয়। চরতাং ইন্দ্রিয়াণাং হি যৎ মনঃ অনুবিধীয়তে তৎ বায়ুঃ অম্ভসি নাবম্ ইব অস্য প্রজ্ঞাং হরতি। ৬৭

চরতাং—বিষয়াসক্ত। যৎ—যে। অনুবিধীয়তে—অনুসরণ করে, পশ্চাৎগমন করে, পিছনে দৌড়ায়। অম্ভসি—জলে। নাবম্—নৌকা। অস্য—ইহার।

হে মহাবাহো! তস্মাৎ যস্য ইন্দ্রিয়াণি সর্ব্বশঃ ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ নিগৃহীতানি, তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা। ৬৮

তস্মাৎ—সেই হেতু। ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ—বিষয় হইতে। নিগৃহীতানি—বশীকৃত হইয়াছে।

বিষয়াসক্ত ইন্দ্রিয়ের পিছনে যাহার মন দৌড়ায় তাহার মন বায়ু যেমন নৌকাকে জলের উপর ঠেলিয়া লইয়া যায় তেমনি তাহার বুদ্ধিকে যেখানে ইচ্ছা টানিয়া লইয়া যায়। ৬৭

সেই হেতু হে মহাবাহো, যাহার ইন্দ্রিয়সকল চারদিকের বিষয় হইতে বাহির হইয়া নিজের বশে আসিয়াছে তাহার বুদ্ধি স্থির হইয়াছে। ৬৮

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥ ৬৯
আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥ ৭০

অন্বয়। সর্ব্বভূতানাং যা নিশা তস্যাং সংযমী জাগর্ত্তি। যস্যাং ভূতানি জাগ্রতি সা পশ্যতঃ মুনেঃ নিশা। ৬৯

সর্ব্বভূতানাং—সকল প্রাণীর। পশ্যতঃ—আত্মতত্ত্বদর্শীর। মুনেঃ—মুনির।

আপূর্য্যমাণম্ অচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রং আপঃ যদ্বৎ প্রবিশন্তি তদ্বৎ সর্ব্বে কামাঃ যং প্রবিশন্তি, স শান্তিম্ আপ্নোতি। ন কামকামী। ৭০

আপূর্য্যমাণ—ভরিয়া উঠিতেছে এমন। অচলপ্রতিষ্ঠং—অচল প্রতিষ্ঠা যাহার, যাহার পরিবর্ত্তন হইতেছে না, যাহা অচল থাকে। কামকামী—ভোগকামশীল, কামনাবান্ মানুষ।

যখন সকল প্রাণী নিদ্রিত তখন সংযমী জাগ্রত থাকেন। যখন লোক জাগ্রত থাকে তখন জ্ঞানবান্ মুনি সুপ্ত থাকেন। ৬৯

টিপ্পনী—ভোগী মনুষ্য রাত্রি বারটা একটা পর্য্যন্ত নাচ গান রঙ্গ এবং খাওয়া দাওয়া ইত্যাদিতে নিজের সময় কাটায় ও পরে সকালে সাতটা আটটা পর্য্যন্ত ঘুমায়। সংযমী রাত্রির সাতটা আটটায় শুইয়া মধ্যরাতে উঠিয়া ঈশ্বরের ধ্যান করে। আবার

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১
এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ! নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাঽস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥ ৭২

অন্বয়। সর্ব্বান্ কামান্ বিহায় যঃ পুমান্ নিস্পৃহঃ নির্ম্মমঃ নিরহঙ্কারঃ (সন্) চরতি সঃ শান্তিম্ অধিগচ্ছতি। ৭১

বিহায়—ত্যাগ করিয়া। নিস্পৃহঃ—স্পৃহাশূন্য, ইচ্ছারহিত। নির্ম্মম—মমতা রহিত। নিরহঙ্কারঃ—অহঙ্কাররহিত। চরতি—বিচরণ করে। অধিগচ্ছতি—পায়।

হে পার্থ! এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ, এনাং প্রাপ্য ন বিমুহ্যতি। অপি অস্যাম্ অন্তকালে স্থিত্বা ব্রহ্মনির্ব্বাণং গচ্ছতি। ৭২

এষা—ইহাই। এনাং—ইহাকে। ন বিমুহ্যতি—মোহের বশীভূত হয় না। অপি—এবং। অস্যাম্—এই অবস্থায়। স্থিত্বা—থাকিলে।

ভোগী সংসারের প্রপঞ্চ বাড়ায় ও ঈশ্বরকে ভোলে, কিন্তু সংযমী সংসারের প্রবঞ্চ জানে না ও ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার করে, এমনি উভয়ের পথ বিভিন্ন—এই কথা এই শ্লোকদ্বারা ভগবান্ বুঝাইলেন।

নদীর প্রবেশ দ্বারা পূর্ণ হইতে থাকিলেও সমুদ্র যেমন অচল থাকে তেমনি যে মানুষের সাংসারিক ভোগ শান্ত হইয়াছে সেই শান্তি পায়, কামনাবান্ মানুষ পায় না। ৭০

সকল কামনা ত্যাগ করিয়া যে পুরুষ ইচ্ছা মমতা ও অহঙ্কার-রহিত হইয়া বিচরণ করে সে শান্তি পায়। ৭১

হে পার্থ, ঈশ্বরকে জানার স্থিতি ইহাই। ইহা পাইলে কেহ মোহের বশীভূত হয় না এবং মরণকালে যে এই স্থিতিতে থাকে সে ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ পায়। ৭২

ওঁ তৎসৎ

এই প্রকারে শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতারূপী উপনিষদ্ অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যার অন্তর্গত যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে সাংখ্যযোগ নামে দ্বিতীয় অধ্যায় পূর্ণ হইল।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের ভাবার্থ

প্রথম অধ্যায়ে আধ্যাত্মিক যুদ্ধের সূচনা করা হইয়াছে। হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থ সৎ ও অসৎ বৃত্তির মধ্যে যুদ্ধ। এই যুদ্ধে অসৎ বৃত্তির নাশ করিয়া সৎ বৃত্তি মাত্র অবশিষ্ট রাখিতে হইবে। কিন্তু সৎ অসতের জ্ঞান পাওয়া চাই। আমি কে ইহার স্বরূপ যাহাতে বুঝিতে পারা যায়, সেই জন্য দেহ, মন ও আত্মায় গঠিত এই জীবকে প্রথমেই দেহ ও আত্মার ভেদ দ্বিতীয় অধ্যায়ে বুঝান হইয়াছে ও আত্মজ্ঞান লাভ করার জন্য কি ভাবে চলিতে হইবে তাহা বুঝান হইয়াছে।

অর্জ্জুনের শিষ্যত্ব গ্রহণ

১—১০

অর্জ্জুন যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন যে, তাঁহার অনিচ্ছা অকীর্ত্তিকর, উহা ক্ষুদ্র হৃদয়-দুর্ব্বলতা হইতে উৎপন্ন, উহা ত্যাগ করিতে হইবে। অর্জ্জুন নিজের ভিতরস্থ সৎ ও অসৎ সমস্ত বৃত্তিই নিজের বলিয়া উহার ভিতরে একটা সংগ্রাম বাধাইতে দ্বিধা বোধ করিতেছেন। অর্জ্জুন বলিতেছেন—হে কৃষ্ণ, পূজনীয় ভীষ্ম ও দ্রোণকে আমি কি করিয়া যুদ্ধে অস্ত্র দ্বারা প্রতিরোধ

১
২
৩
৪

করিব? মহানুভব গুরুদিগকে হত্যা না করিয়া ভিক্ষা করিয়া খাওয়াও ভাল। গুরুদিগকে হত্যা করিয়া যে ভোগ তাহা তাঁহাদের রক্তদ্বারা কলঙ্কিত। আমি বুঝিতে পারিতেছি না যে, আমার পক্ষে কোনটা ভাল—যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করা, অথবা যুদ্ধ না করিয়াই পরাজিত হওয়া। যাহাদিগকে হত্যা করিয়া বাঁচিতে চাই না, সেই ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণই সম্মুখে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়া আছেন। আমার বুদ্ধি লোপ পাইয়াছে সেই জন্য আমার যাহাতে হিত তাহা আমাকে বুঝাইয়া দাও। আমি তোমার শিষ্য, তোমার শরণ লইলাম, আমাকে পথ দেখাইয়া দাও। আমার হৃদয়ে যে শোক উপস্থিত হইয়াছে আমি যদি নিষ্কণ্টক রাজ্য পাই, এমন কি স্বর্গরাজ্যও পাই তথাপি সে শোক মিটিবে না। এই কথা বলিয়া অর্জ্জুন ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ করিলেন এবং "আমি যুদ্ধ করিব না" এই কথা বলিয়া চুপ করিলেন। তখন হৃষীকেশ দুই সৈন্য মধ্যে অবস্থিত বিষণ্ণ অর্জ্জুনকে শোক দূর করার জন্য নিম্নোক্ত উপদেশ দিলেন। অর্জ্জুন আপনার এবং পর এই ভেদ করিয়া শোক করিতেছিলেন—মৃত্যুর জন্য শোক করিতেছিলেন। যে বুদ্ধি উপস্থিত হইলে মৃত্যুকে আর শোকাবহ মনে হয় না, সেই বুদ্ধি—দেহ এবং আত্মা যে ভিন্ন

বস্তু সেই বুদ্ধিই পরবর্ত্তী শ্লোকগুলিতে দেওয়া হইয়াছে। আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যুতে অথবা নিজের মৃত্যু-কল্পনায় যে শোক উপস্থিত হয় তাহা সম্পূর্ণরূপে নাশ করার জন্যই এই মন্ত্র শ্রীভগবান্ মানুষকে দিতেছেন।

শোক একটা ব্যাধি—একটা বিকার মাত্র। উহার মূলে অজ্ঞান রহিয়াছে। ঈশ্বর সত্য, জ্ঞান ও আনন্দের আধার। তিনি সৎ চিৎ ও আনন্দ বা সচ্চিদানন্দ। যেখানে পূর্ণ জ্ঞান সেখানে পূর্ণ আনন্দ এবং শোকের পূর্ণ অবসান। অর্জ্জুনের শোক উপস্থিত হইয়াছে। যে শোকই হউক, সে মৃত্যুর জন্য শোক হউক, বস্তু নাশের জন্য শোক হউক, অথবা আকাঙ্ক্ষিত দ্রব্য অপ্রাপ্তির জন্যই শোক হউক, শোক মাত্রের মূলেই রহিয়াছে অজ্ঞান। জ্ঞান উদয় হইলে শোক দূর হইবে। জ্ঞানই আনন্দ, অজ্ঞানই শোক। জ্ঞানের মধ্যে শ্রেষ্ঠজ্ঞান আত্মজ্ঞান। এই আত্মজ্ঞানের মহামন্ত্র শ্রীভগবান্ শ্লোক-পরম্পরায় দিতেছেন। ইহা কেবল অর্জ্জুনের আত্মীয়-বধ জনিত শোক দূর করার মন্ত্রই নয়, পরন্তু সর্ব্বকালের সর্ব্বলোকের সর্ব্ব শোক দূর করার মন্ত্র।

আত্মা ও দেহজ্ঞান

১১—৩৭

হে অর্জ্জুন, তুমি পণ্ডিতের মত কথা বলিলেও
১১ যে বিষয়ে শোক করা উচিত নয় সেই বিষয়ে শোক করিতেছ। পণ্ডিতগণ জীবিত বা মৃত কিছুর জন্যই শোক করেন না। আত্মা শাশ্বত ও অবিনশ্বর,
১২ ইহার জন্ম নাই ও মৃত্যু নাই। তুমি আমি বা অপর কেহ জন্মিও নাই, কখনও মরিবও না। এই দেহের যেমন
১৩ কৌমার যৌবন ও জরা আছে তেমনি দেহান্তর প্রাপ্তিও আছে। ইহাতে শোকের বিষয় কিছু নাই। মানুষ যেমন বাল্যাবস্থা ত্যাগ করিয়া কৌমারে প্রবেশ করিলে বলে না—হায়, আমার কি হইল, আমি কেন বাল্যাবস্থা হারাইলাম; যেমন যৌবন ও বার্দ্ধক্য শরীরের স্বাভাবিক পরিণতি, তেমনি বার্দ্ধক্যের পর পুনরায় দেহ ধারণও জীবের সেই একই পরিণতির ক্রম। সেই জন্য জ্ঞানী ব্যক্তি বাল্য হইতে বার্দ্ধক্যে পহুঁছান যেমন শোকের কারণ মনে করেন না, তেমনি দেহান্তর প্রাপ্তিতেও শোক করেন না। ইন্দ্রিয়ের
১৪ সহিত বিষয়ের যোগ দ্বারাই আমরা শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখ—এগুলি বোধ করি। এগুলির আদি ও অন্ত আছে কিন্তু আত্মার আদি ও অন্ত নাই এবং এই সকল দ্বারা তাহার বিকার

হয় না। ইহা জানিয়া উৎপত্তি ও বিনাশশীল শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদি পরিবর্ত্তন সহ্য কর। যাহারা এইরূপ সহ্য করিতে পারে, শীতাতপ ইত্যাদির দ্বারা ব্যথিত ১৫ হয় না, যাহাদের কাছে দুঃখ ও সুখ সমান, তাহারাই অমৃতত্ব লাভ করে। সৎ বস্তুর বিনাশ নাই, আর যাহা অসৎ, ১৬ যাহার সত্ত্বা নাই তাহার অস্তিত্বও নাই। তত্ত্বদর্শীরা সৎ ও অসৎ বস্তুর স্বরূপ বুঝিয়াছেন। যাহা দ্বারা, যে জীবভাব দ্বারা, যে আত্মাদ্বারা, এই জগৎ চরাচর ব্যাপ্ত তাহাকে ১৭ অবিনাশী বলিয়া জানিও। যাহা অবিনাশী, তাহার নাশ কেহ করিতে পারে না। অবিনাশী অপরিমেয় আত্মার এই দেহ বিনাশশীল, ইহার শেষ আছেই। সেই জন্য আত্মার অমরত্ব জানিয়া তুমি অমর আত্মাকে উপলব্ধি করার জন্য ১৮ যুদ্ধ করিতে থাক, প্রযত্ন করিতে থাক। যে ব্যক্তি এই আত্মাকে হত বা হন্তারক বলিয়া জানে সে কিছুই জানে না। আত্মা অকর্ত্তা ও অপরিবর্ত্তনীয়। আত্মা হত হয় না এবং অকর্ত্তা বলিয়া হত্যা করিতেও পারে না। এই আত্মা জন্মে না অথবা মরে না। এমনও নয় যে জন্মিয়াছে কিন্তু ভবিষ্যতে আর জন্মিবে না, মৃত্যুতে শেষ হইবে। আত্মা অজন্মা, ইহার জন্মই নাই তবে আর মৃত্যু কি করিয়া ২ থাকিবে? ইহা অনাদিকাল হইতেই আছে, শরীর নষ্ট

হইলেও আত্মার নাশ নাই। যে ব্যক্তি আত্মার এই স্বরূপ
২১ জানে, যে ব্যক্তি জানে যে আত্মা অজন্মা, সে ইহাও জানে
যে আত্মার নাশ নাই এবং ইহা অপর আত্মাকেও নাশ
করিতে পারে না। মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করিয়া
২২ নূতন বস্ত্র লয়, আত্মাও তেমনি জীর্ণদেহ ত্যাগ করিয়া
নূতন দেহ লয়। আত্মাকে অস্ত্র দিয়া কাটা যায় না,
২৩ আগুনে পোড়ান যায় না, জলে পচান যায় না, বাতাস
ইহাকে শুকাইতে পারে না। ইহা অচ্ছেদ্য অদাহ্য অক্লেদ্য
২৪ অশোষ্য, ইহা নিত্য, ইহা সর্ব্বগত, অর্থাৎ সর্ব্বতঃ পরিব্যাপ্ত
রহিয়াছে। ইহা স্থির ও অচল ও সনাতন, ইহা অনির্ব্বচনীয়,
২৫ বাক্য দ্বারা আত্মার স্বরূপ প্রকাশ করা যায় না এবং ইহার
বিকার বা পরিবর্ত্তন নাই। সেই জন্য যে জ্ঞানী সে
কাহারও দেহান্তের জন্য শোক করে না। আবার যদি
২৬ মনে কর যে, এই আত্মা নিত্যই জন্মে ও মরে তাহা হইলেও
২৭ শোক করা উচিত নয়। জন্মিলে মৃত্যু যেমন নিশ্চয়, মৃত্যু
হইলে জন্ম হওয়াও তেমনি নিশ্চয়, অতএব যে জন্ম মৃত্যু
অপরিহার্য্য, তাহার জন্য শোক করিও না। স্থাবর জঙ্গম
২৮ এই সৃষ্টি। ইহার আদি জানা যায় না এবং মৃত্যুর পরের
স্থিতিও জানা যায় না। কেবল মধ্যের স্থিতিই জানা
যায়। সেই জন্য শোক করা উচিত নহে। আত্মাকে

কেহই জানিতে পারে নাই। কেহ ইহাকে আশ্চর্য্যবৎ দেখে, কেহ বা আশ্চর্যাবৎ বলে, কেহ বা অপরের নিকট ইহা যে আশ্চর্য্য তাহা শুনিয়া থাকে, কিন্তু কেহই ইহাকে জানে না। সকল দেহেই দেহস্থ আত্মা অমর, অবধ্য। অতএব কিছুরই জন্য, কাহারও জন্য শোক করিও না। ২৯ ৩০

প্রকৃত ক্ষত্রিয় যে সে ধর্ম্মরক্ষা করে। সেই জন্য ক্ষত্র-ধর্ম্ম পালন করিতে গেলেও তোমাকে ধর্ম্ম আচরণের জন্য যুদ্ধ করিতেই হইবে। ধর্ম্মযুদ্ধ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের অন্য শ্রেয় বস্তু কিছুই নাই। আপনা আপনি যে যুদ্ধ উপস্থিত হয়, যাহাতে স্বর্গের দ্বার খুলিয়া যায়, মোক্ষ প্রাপ্তির অবকাশ ঘটে—এমন যুদ্ধ যে ক্ষত্রিয় করে সেই সুখী। আর যদি তুমি অবশ্য-করণীয় যুদ্ধ না কর, এই ধর্ম্মযুদ্ধ না কর, তবে তোমার ধর্ম্ম ও কীর্ত্তি উভয়ই নষ্ট হইবে। প্রাণীগণ তোমার অকীর্ত্তির কথা বলিবে। লোক-সমাজে একবার কীর্ত্তি লাভ করিয়া তাহার পর অপকীর্ত্তি পাওয়া অপেক্ষা মরণও ভাল। যাঁহারা তোমার ন্যায় মহাযোদ্ধা, যাঁহারা তোমাকে মান দিয়াছেন, আজ তাঁহারাই, তুমি ভয় পাইয়াছ বলিয়া মনে করিবেন। নিন্দুকেরা অনেক অবাচ্য বলিবে। যে ব্যক্তি মহৎ বলিয়া পরিজ্ঞাত তাহার অপকীর্ত্তি বড়ই দুঃখের বিষয়। যে অজ্ঞাত অপরিচিত লোক সে যদি অন্যায় করে, ৩১ ৩৩ ৩৪

তবে তত ব্যাপক ক্ষতি হয় না। কিন্তু যাহারা শ্রেষ্ঠ বলিয়া
৩৬ গণ্য, তাহাদের অন্যায় আচরণে সমাজের অধিকতর অনিষ্ট
হয়। যদি যুদ্ধ করিতে করিতে মরিয়া যাও, তাহা হইলে
স্বর্গ পাইবে, আর যদি জয় লাভ কর তাহা হইলে সত্যকার
৩৭ সুখ ভোগ যাহাকে বলে—জ্ঞানময় আত্মদর্শন সুখ তোমার
ভাগ্যে এই পৃথিবীতেই ঘটিবে। অতএব যুদ্ধ করাই স্থির
কর। তুমি জাগ্রত হও এবং যাহাতে শুভ সেই পথে চল,
৩৮ অর্থাৎ যুদ্ধ কর। সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি সমান জ্ঞান করিয়া
কর্ত্তব্য বোধে যুদ্ধ করিয়া যাও, ইহাতে তুমি পাপমুক্ত
হইবে।

কর্ম্মযোগ

৩৮—৫৩

৩৯ এতক্ষণ তোমাকে সাংখ্য যোগের কথা বলিলাম, অর্থাৎ
তর্কবাদ দ্বারা তত্ত্ব জ্ঞানের আলোচনা করিলাম। এখন
যোগবাদের কথা বলিতেছি। ইহার আশ্রয় লইয়া কর্ম্ম-
বন্ধন ছিঁড়িতে পারিবে। এই যোগবাদে আরম্ভের নাশ
৪০ নাই। যতটুকু আচরিত হয় ততটুকুই লাভ, যজ্ঞাদির মত
আরম্ভ করিয়া শেষ না করিলে হানি হয় না। ইহার স্বল্প-
মাত্র আচরণেও মহাভয় হইতে ত্রাণ পাওয়া যায়।

নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, যোগবাদীর বুদ্ধি এক প্রকারেই হইয়া থাকে। অনিশ্চয়বাদীদিগের বুদ্ধি বহুশাখা-যুক্ত ও অনন্ত। যে বুদ্ধি এক নহে সে বুদ্ধি বুদ্ধিই নহে—তাহা বাসনা। ৪১

বেদে যে সকল কর্ম্মকাণ্ডের কথা আছে তাহাতে ভোগ, ঐশ্বর্য্যাদির কথাই রহিয়াছে। উহাতে প্রদর্শিত ভোগের পথে আকৃষ্ট হইলে বুদ্ধি মলিন হয়, নিশ্চয়াত্মিকা হয় না। বেদের কর্ম্মকাণ্ডের ক্রিয়া বেদের রহস্য বা বেদান্ত হইতে পৃথক ও অল্পফলপ্রস্থ বলিয়া নিরর্থক। ৪২ ৪৩ ৪৪

বেদের কর্ম্মকাণ্ডে ত্রিগুণের বিষয়ীভূত দ্রব্যই আলোচিত হইয়াছে। তুমি এই ত্রিগুণ হইতে মুক্ত হও। তুমি সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত হও, নিত্য সত্যবস্তুতে স্থিত হও, দ্রব্য পাওয়া ও রক্ষা করার ঝঞ্ঝাট হইতে মুক্ত থাক, আত্মপরায়ণ হও। ৪৫

জল-প্লাবন উপস্থিত হইলে যেমন কূপের আবশ্যকতা থাকে না, তেমনি আত্মজ্ঞান লাভ করিলে আর কর্ম্মকাণ্ডের আবশ্যকতা নাই। ৪৬

তোমার কর্ম্মেই অধিকার আছে, কর্ম্মফলে নাই। কর্ম্ম ফলের জন্যই যেন তুমি কাজ না কর। আবার তেমনি তোমার কাজ না করিয়া বসিয়া থাকার আগ্রহও যেন না ৪৭

হয়। তুমি যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম কর, অর্থাৎ আসক্তি ত্যাগ
৪৮ করিয়া, কর্ম্মফলের সফলতা নিষ্ফলতা যাহাই হউক না কেন
সে বিষয় নির্ব্বিকার থাকিয়া কর্ম্ম করিয়া যাও। এই
প্রকার সমবুদ্ধিকেই যোগ বলে, অর্থাৎ সুখ-দুঃখ, সফলতা-
নিষ্ফলতাকে সমজ্ঞান করার নামই যোগ। সমত্ব বুদ্ধিবশে
কর্ম্ম করাই ঠিক। ইহার তুলনায় কাম্য কর্ম্ম খুব তুচ্ছ
৪৯ জিনিষ: তুমি সমত্ব বুদ্ধির আশ্রয় লও। যে ফলের
আকাঙ্ক্ষা করিয়া কাজ করে সে দয়ার পাত্র। সমতাসম্পন্ন
৫০ পুরুষকে পাপ-পুণ্য স্পর্শ করে না। তুমি যোগযুক্ত হইয়া
সমভাব হইতে কর্ম্ম কর। যোগ অর্থাৎ সমত্ব বুদ্ধিই কার্য্যের
৫১ কুশলতা। সমত্ব বুদ্ধির আশ্রয় লইয়া কর্ম্ম করিয়া গেলেই
৫২ মোক্ষ পাইবে। যখন তোমার বুদ্ধি মোহ-মুক্ত হইবে
তখন তুমি যাহা শুনিয়াছ, আর যাহা শুনিতে বাকি আছে
৫৩ সে বিষয়ে উদাসীন হইয়া সমবুদ্ধিতেই কর্ম্ম করিয়া যাইবে।
অনেক প্রকারের সিদ্ধান্ত শুনিয়া তোমার যে বুদ্ধি চঞ্চল
হইয়াছে। উহা যখন সমাধিতে স্থির হইবে তখন তুমি
সমবুদ্ধি বা সমতা প্রাপ্ত হইবে।

স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ

৫৪—৭২

শ্রীভগবানের মুখে সমত্ব বুদ্ধির প্রশংসা শুনিয়া অর্জ্জুন আরো বিশদভাবে সমত্ব প্রাপ্ত পুরুষের অথবা স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ জানিতে ইচ্ছা করিতেছেন। অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তর শ্রীভগবান্ স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বলিতেছেন।

স্থিতপ্রজ্ঞ সমস্ত কামনা ত্যাগ করিয়া থাকেন। তিনি ৫৫ নিজের মধ্যেই নিজের সন্তোষ খুঁজিয়া থাকেন। বাহিরের বস্তুর উপর তাঁহার আনন্দ নির্ভর করে না। দুঃখেও তিনি উদ্বিগ্ন হন না, সুখেরও স্পৃহা রাখেন না। অনুরাগ, ক্রোধ ও ভয় সমস্তই পরিত্যাগ করেন। কোনও বিষয়ে ৫৬ তিনি মমত্ব-বোধ রাখেন না। শুভ বা অশুভ যাহাই পান না ৫৭ কেন, তিনি হর্ষ বা দ্বেষ করেন না। কূর্ম্ম যেমন তাহার হাত পা মাথা নিজের খোলসের ভিতর গুটাইয়া রাখে, স্থিতপ্রজ্ঞও তেমনি তাঁহার কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলি নিজের ভিতর বদ্ধ ৫৮ করিয়া রাখেন, ইন্দ্রিয়কে বিষয়ের রসাস্বাদন করিতে দেন না। উপবাসী থাকিলে ইন্দ্রিয় সকল আহার না পাইয়া বিবশ হইতে বাধ্য হইয়া নিবৃত্ত হয়। কিন্তু যদি ঈশ্বর সাক্ষাৎকার লাভ হয়, তখন ইন্দ্রিয় আর বিষয়ে রসও পায় না। কিন্তু হে কৌন্তেয়, জ্ঞানবান পুরুষ চেষ্টা করিয়াও ৫৯

ইন্দ্রিয় সকলকে বশে রাখিতে পারেন না, উহারা বলপূর্ব্বক
৬০ মন হরণ করে। যে ব্যক্তি এই সকল সংযত করিয়া ঈশ্বর-
পরায়ণ হন তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঈশ্বর
সহায় ব্যতীত কেবল মাত্র মানুষের চেষ্টা মিথ্যা। মানুষ
৬২ বিষয়ের চিন্তা করিলে তাহাতে আসক্ত হয়। আসক্তি
হইতে কামনা হয়, কামনা পূরণ করা যায় না এবং সে জন্য
৬৩ ক্রোধ হয়, ক্রোধ হইতে সম্মোহ হয়, তারপর স্মৃতি-ভ্রম হয়,
স্মৃতিভ্রম হইতে বুদ্ধিনাশ হয় এবং বুদ্ধিনাশ হইলে সে মৃতের
৬৪ সমান হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি রাগ-দ্বেষ-বর্জ্জিত হইয়া ইন্দ্রিয়-
দ্বারা বিষয় সেবা করে সে প্রসন্নতা প্রাপ্ত হয়। তাহার
৬৫ বুদ্ধি স্থির হয়। যাহার প্রসন্নতা আসিয়াছে তাহার বুদ্ধি
শীঘ্রই স্থির হয়। যাহার সমত্ব বুদ্ধি লাভ হয় নাই, যে
৬৬ যোগযুক্ত হয় নাই তাহার ভক্তি নাই। যাহার ভক্তি নাই
তাহার শান্তি নাই, শান্তি না থাকিলে সুখও নাই। যাহার
৬৭ মন বিষয়াসক্ত ইন্দ্রিয়ের পিছনে যায়, তাহার মন বায়ু-তাড়িত
নৌকার ন্যায় বুদ্ধিকে যেখানে ইচ্ছা তাড়াইয়া লইয়া
বেড়ায়।

সেই হেতু যাহার ইন্দ্রিয় চারিদিকের বিষয় হইতে
৬৮ বাহির হইয়া নিজের বশে আসিয়াছে তাহার বুদ্ধি স্থির
হইয়াছে। সংযমীর ও ভোগীর রীতি বিভিন্ন। সংযমী যখন

নিদ্রিত ভোগী তখন জাগ্রত, যখন ভোগী জাগ্রত তখন সংযমী নিদ্রিত থাকে। ৬৯

নদী যেমন সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াও সমুদ্রকে ভরিয়া ফেলিতে পারে না, বরঞ্চ নদীর বেগই শান্ত হইয়া যায়, তেমনি ৭০ যাহার ভিতর কামনা প্রবেশ করিয়া লয় প্রাপ্ত হয় সেই শান্তি পায়। যে কামনার দ্বারা তাড়িত হয় সে শান্তি পায় না, যে ব্যক্তি কামনা ত্যাগ করিয়া ইচ্ছা ও মমত্ব বোধ ৭১ শূন্য হইয়া বিচরণ করে সেই শান্তি পায়। ইহাই ব্রাহ্মী-স্থিতি। এই অবস্থায় কোনও মোহ নাই। মৃত্যুকালে ৭২ যে এই স্থিতিতে থাকে সে ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ পায়।

তৃতীয় অধ্যায়

কর্ম্মযোগ

এই অধ্যায় গীতার স্বরূপ জানার চাবির মত একথা বলা যায় ; ইহাতে কর্ম্ম কেমন করিয়া করিব, কেন করিব, এবং সত্যকার কাজ কাহাকে বলে তাহা সুস্পষ্ট করা হইয়াছে। ইহাতে দেখান হইয়াছে যে, খাঁটি জ্ঞান পারমার্থিক কর্ম্মেই পরিণত হওয়া চাই।

অর্জ্জুন উবাচ

জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দ্দন।
তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥ ১

অন্বয়। অর্জ্জুন উবাচ—হে কেশব! হে জনার্দ্দন! বুদ্ধিঃ কর্ম্মণো জ্যায়সী তে চেৎ মতা তৎ ঘোরে কর্ম্মণি মাং কিং নিয়োজয়সি। ১

তে—তোমার। চেৎ—যদি। কর্ম্মণঃ—কর্ম্মহইতে। জ্যায়সী—শ্রেষ্ঠ। মতা—সম্মত হয়। তদা—তবে। কিং নিয়োজয়সি—কেন নিযুক্ত করিতেছ।

অর্জ্জুন বলিলেন—

হে জনার্দ্দন, যদি তুমি কর্ম্ম অপেক্ষা বুদ্ধিকে অধিক শ্রেষ্ঠ মনে কর, তবে হে কেশব, তুমি আমাকে ঘোর কর্ম্মে কেন প্রেরণ করিতেছ?

টিপ্পনী—বুদ্ধি অর্থাৎ সমত্ব বুদ্ধি।

ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্॥ ২

শ্রীভগবানুবাচ

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্॥ ৩

অন্বয়—ব্যামিশ্রেণ বাক্যেন মে বুদ্ধিং মোহয়সি ইব। তৎ একং নিশ্চিত্য বদ যেন অহং শ্রেয়ঃ আপ্নুয়াম্। ২

ব্যামিশ্রেণ—মিশ্রিত। বাক্যেন—বাক্য দ্বারা। মে—আমার। মোহয়সি—মোহগ্রস্ত, শঙ্কাগ্রস্ত করিয়াছ। তৎ—সেই হেতু। একং—একটী (কথা)। নিশ্চিত্য—নিশ্চয় করিয়া। বদ—বল। আপ্নুয়াম্—পাই।

শ্রীভগবান্ উবাচ। হে অনঘ অস্মিন্ লোকে ময়া পুরা দ্বিবিধা নিষ্ঠা প্রোক্তা; জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং, কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্। ৩

অনঘ—নিষ্পাপ। অস্মিন্—এই। ময়া—আমাকর্ত্তৃক। প্রোক্তা—কথিত হইয়াছে।

তোমার মিশ্র বচন হইতে আমার বুদ্ধি তুমি যেন শঙ্কাগ্রস্ত করিয়া তুলিয়াছ, সেই হেতু তুমি আমাকে এক কথা নিশ্চয় পূর্ব্বক বল যাহাতে আমার কল্যাণ হয়। ২

টিপ্পনী—অর্জ্জুন সন্দিগ্ধ হইয়াছেন, কেননা এক দিক্ হইতে ভগবান্ তাঁহাকে শিথিল হওয়ার জন্য দোষ দিতেছেন, অন্য দিকে দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪৯—৫০ শ্লোকে কর্ম্মত্যাগের আভাস আসিতেছে। গভীর ভাবে বিচার করিলে উক্ত প্রকার যে নহে তাহা ভগবান্ এখন বুঝাইতেছেন।

শ্রীভগবান্ বলিলেন—

হে পাপ-রহিত, এই লোকের সম্বন্ধে আমি পূর্ব্বে দুই অবস্থা

न कर्म्मणामनारम्भान्नैष्कर्म्म्यং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪
ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥ ৫

অন্বয়। পুরুষঃ কর্ম্মণাম্ অনারম্ভাৎ নৈষ্কর্ম্ম্যং ন অশ্নুতে। সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং চ ন সমধিগচ্ছতি। ৪

অনারম্ভাৎ—আরম্ভ না করাতে। নৈষ্কর্ম্ম্যং—নিষ্কর্ম্মতা, নিষ্কর্ম্মভাব। সন্ন্যসনাৎ—সন্ন্যাস দ্বারা। সিদ্ধিং—মোক্ষ। সমধিগচ্ছতি—প্রাপ্ত হয়।

কশ্চিৎ জাতু ক্ষণমপি অকর্ম্মকৃৎ ন তিষ্ঠতি। হি সর্ব্বঃ অবশঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ কর্ম্ম কার্য্যতে। ৫

কশ্চিৎ—কেহ। জাতু—কদাচিৎ। ক্ষণমপি—ক্ষণমাত্রও। অকর্ম্মকৃৎ—কর্ম্ম না করিয়া। ন তিষ্ঠতি—থাকে না। কার্য্যতে—করায়।

বলিয়াছি—এক জ্ঞানযোগ দ্বারা সাংখ্যদিগের, অন্য কর্ম্মযোগ দ্বারা যোগীদিগের। ৩

কর্ম্মের আরম্ভ না করিলে মনুষ্য নৈষ্কর্ম্ম্য অনুভব করিতে পারে না এবং কর্ম্মের কেবল বাহ্য ত্যাগ দ্বারাই মোক্ষ মিলে না। ৪

টিপ্পনী—নৈষ্কর্ম্ম্য মানে মন বাক্য ও শরীর দ্বারা কর্ম্ম না করা। এই প্রকার নিষ্কর্ম্মতার অনুভব কর্ম্ম না করিয়া কেহ পাইতে পারে না।

এই অনুভব কি করিয়া পাওয়া যায় তাহা এখন দেখাইতেছেন। বাস্তবিক কেহ ক্ষণমাত্রও কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না।

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৬

অন্বয়। যঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য মনসা ইন্দ্রিয়ার্থান্ স্মরন্ আস্তে স বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ উচ্যতে ॥ ৬

ইন্দ্রিয়ার্থান্—বিষয়সমূহ।

প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন গুণ [উহার] বশীভূত প্রত্যেক ব্যক্তিকেই কর্ম্ম করায়। ৫

যে ব্যক্তি কর্ম্মেন্দ্রিয় বন্ধ করে, কিন্তু ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয় মনে মনে চিন্তা করে সেই মূঢ়াত্মাকে মিথ্যাচারী বলা হয়। ৬

টিপ্পনী—যেমন যে ব্যক্তি বাক্যরোধ করে, কিন্তু মনে মনে কাহাকেও গালি দেয় সে নিষ্কর্ম্মা নয়, উপরন্তু মিথ্যাচারী। ইহার অর্থ এমন নয় যে, মন যদি রোধ না করা যায় তবে শরীর রোধ করা নিরর্থক। শরীরকে রোধ না করিলে মনের উপর কর্তৃত্ব আসেই না কিন্তু শরীরকে রোধ করার সহিত মনকেও রুদ্ধ করিবার যত্ন থাকা চাই। যে ব্যক্তি ভয় বা বাহ্যকারণের জন্য শরীরকে রোধ করে, কিন্তু মনকে নিয়ন্ত্রিত করে না, কেবল ইহাই নহে, মন দ্বারা বিষয় ভোগ করে, আর যদি সুবিধা পায় ত শরীর দ্বারাও ভোগ করে, সেই রকম মিথ্যাচারীর এই স্থানে নিন্দা আছে। এক্ষণে পরের শ্লোকে ইহার বিপরীত ভাব দেখাইতেছেন।

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭

অন্বয়। হে অর্জ্জুন! যঃ তু ইন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্য অসক্তঃ (সন্) কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগম্ আরভতে স বিশিষ্যতে। ৭

অসক্তঃ—আসক্তিরহিত। কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ—কর্ম্মেন্দ্রিয়দ্বারা। আরভতে—আরম্ভ করে। বিশিষ্যতে—শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে।

কিন্তু হে অর্জ্জুন, যে মানুষ ইন্দ্রিয়সকলকে মনদ্বারা নিয়মিত রাখিয়া, সঙ্গ-রহিত হইয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়দ্বারা কর্ম্মযোগের আরম্ভ করে সে শ্রেষ্ঠ পুরুষ। ৭

টিপ্পনী—এখানে বাহিরের সহিত অন্তরের মিল সাধন করা হইয়াছে। মনকে বশে রাখিয়াও মানুষ শরীর দ্বারা অ..ঃ কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কিছু না কিছু ত করেই। যাঁহার মন বশীভূত তাঁহার কান দূষিত বাক্য শোনে না, ঈশ্বর ভজন শ্রবণ করে, সৎপুরুষের গুণগান শ্রবণ করে। যাহার মন নিজের বশীভূত সে, আমরা যাহাকে বিষয় বলি তাহাতে রস পায় না। এমন লোক আত্মার যাহা শোভা পায় সেই কর্ম্ম করে। এই রকম কর্ম্ম করাকেই কর্ম্ম-মার্গ কহে। যাহা দ্বারা আত্মাকে শরীরের বন্ধন হইতে মুক্ত করার যোগ সাধিত হয় তাহাই কর্ম্মযোগ। ইহাতে বিষয়াসক্তির স্থানই নাই।

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ ॥ ৮
যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৯

অন্বয়। ত্বং নিয়তং কর্ম্ম কুরু। হি অকর্ম্মণঃ কর্ম্ম জ্যায়ঃ, অকর্ম্মণঃ চ তে শরীর-যাত্রা অপি ন প্রসিধ্যেৎ। ৮

নিয়তং কর্ম্ম—সংযত কর্ম্ম, ইন্দ্রিয় সংযমপূর্ব্বক যাহা করা যায়। অকর্ম্মণঃ—অকর্ম্ম অপেক্ষা, কর্ম্ম না করা অপেক্ষা। জ্যায়ঃ—শ্রেষ্ঠতর। ন প্রসিধ্যেৎ—সম্পন্ন হয় না।

অয়ং লোকঃ যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঃ অন্যত্র কর্ম্মবন্ধনঃ (ভবতি) হে কৌন্তেয়, তদর্থং মুক্তসঙ্গঃ সমাচর। ৯

অয়ংলোকঃ—ইহলোক। যজ্ঞার্থাৎ—যজ্ঞের উদ্দেশ্যে, ত্যাগার্থে, ঈশ্বরার্থে। কর্ম্মণঃ অন্যত্র—কর্ম্মব্যতীত। তদর্থং—সেই অর্থে, যজ্ঞার্থে। মুক্তসঙ্গঃ—অনাসক্ত হইয়া। সমাচর—আচরণ কর।

সেই হেতু তুমি নিয়ত কর্ম্ম কর। কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কর্ম্ম করা অধিকতর ভাল। তোমার শরীরের ব্যাপারও কর্ম্ম বিনা চলে না। ৮

টিপ্পনী—নিয়ত শব্দ মূল শ্লোকে আছে। ইহার সম্বন্ধ পূর্ব্বের শ্লোকের সহিত। উহাতে মন দ্বারা ইন্দ্রিয় সকল নিয়মে রাখিয়া সঙ্গ-রহিত হইয়া কর্ম্ম করার স্তুতি আছে। অর্থাৎ এখানে নিয়ত কর্ম্মদ্বারা ইন্দ্রিয় সকল নিয়মে রাখিয়া যে কর্ম্ম করা যায় তাহাই করার অনুরোধ আছে।

যজ্ঞার্থে কৃতকর্ম্ম ছাড়া অন্য কর্ম্ম দ্বারা এই লোকে বন্ধন

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥ ১০
দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥ ১১

অন্বয়। সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরা প্রজাপতিঃ উবাচ অনেন প্রসবিষ্যধ্বম্ এষঃ বঃ ইষ্টকামধুক্ অস্তু। ১০

সহযজ্ঞাঃ—যজ্ঞের সহিত। প্রসবিষ্যধ্বম্—বৃদ্ধিলাভ কর। বঃ—তোমাদের। ইষ্টকামধুক্—ইষ্ট-কামনা-দোহনকারী অর্থাৎ ঈপ্সিত ফল দানকারী।

অনেন দেবান্ ভাবয়ত তে দেবাঃ বঃ ভাবয়ন্তু, পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ পরং শ্রেয়ঃ অবাপ্স্যথ। ১১

অনেন—ইহাদ্বারা, যজ্ঞদ্বারা। দেবান্—দেবতাগণকে। এস্থানে দেবতা মানে ভূতমাত্র। ভাবয়ত—পোষণ কর। বঃ—তোমাদিগকে। পরস্পরং—একে অন্যকে। পরং—পরম। শ্রেয়ঃ—কল্যাণ। অবাপ্স্যথ—পাও।

উপস্থিত করে। অতএব হে কৌন্তেয়, তুমি রাগ-রহিত হইয়া যজ্ঞার্থে কর্ম্ম কর। ৯

টিপ্পনী—যজ্ঞ অর্থে পরোপকারার্থে, ঈশ্বরার্থে কৃত কর্ম্ম।

যজ্ঞ সহিত প্রজাকে উৎপন্ন করিয়া প্রজাপতি ব্রহ্মা বলিলেন—এই যজ্ঞদ্বারা তুমি বৃদ্ধি পাইবে, ইহা তোমাকে ঈপ্সিত ফল দিবে। ১০

তুমি যজ্ঞদ্বারা দেবতাদিগকে পোষণ কর এবং এই দেবতাগণ তোমাকে পোষণ করিবে। এইরূপে একে অন্যকে পোষণ করিয়া তুমি পরম কল্যাণ পাইবে। ১১

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতা।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্ক্তে স্তেন এব সঃ ॥ ১২
যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥ ১৩

অন্বয়। দেবাঃ হি যজ্ঞভাবিতাঃ (সন্তঃ) বঃ ইষ্টান্ ভোগান্ দাস্যন্তে, তৈঃ দত্তান্ এভ্যঃ অপ্রদায় যো ভুঙ্ক্তে স স্তেন এব। ১২

যজ্ঞভাবিতাঃ—যজ্ঞদ্বারা সেবিত হইয়া। বঃ—তোমাদিগকে। ইষ্টান্—শ্রেষ্ঠ বিষয়সমূহ। তৈঃ—তাহাদিগের দ্বারা। দত্তান্—প্রদত্ত। এভ্যঃ—ইহাদিগকে। অপ্রদায়—না দিয়া। স্তেনঃ—চোর।

যজ্ঞাশিষ্টাশিনঃ সন্তঃ সর্ব্বকিল্বিষৈঃ মুচ্যন্তে। যে পাপাঃ তু আত্মকারণাৎ পচন্তি তে অঘং ভুঞ্জতে। ১৩

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ—যজ্ঞের অবশিষ্ট আহারকারী। সন্তঃ—সাধুগণ। সর্ব্বকিল্বিষৈঃ—সকল পাপ হইতে। মুচ্যন্তে—মুক্ত হয়। আত্মকারণাৎ—নিজের জন্য। পচন্তি—পাক করে। অঘং—পাপ। ভুঞ্জতে—ভোগকরে।

যজ্ঞদ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া দেবতাগণ তোমাকে অভীপ্সিত ভোগ দিবেন। তাঁহাদিগকে [উহার] বদলে না দিয়া তাঁহাদের দেওয়া যে ভোগ করে সে অবশ্য চোর। ১২

টিপ্পনী—এখানে দেবতা মানে ঈশ্বরের সৃষ্ট ভূত মাত্র। ভূত-মাত্রের সেবা, দেবসেবা, উহাই যজ্ঞ।

যে ব্যক্তি যজ্ঞের অবশিষ্ট ভোজন করে সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। যে নিজের জন্যই পাক করে সে পাপ ভক্ষণ করে। ১৩

অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ ॥ ১৪
কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৫

অন্বয়। অন্নাদ্ ভূতানি ভবন্তি পর্জ্জন্যাৎ অন্নসম্ভবঃ যজ্ঞাৎ পর্জ্জন্যো ভবতি যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ। ১৪

অন্নাৎ—অন্ন হইতে। ভূতানি—প্রাণিগণ। ভবন্তি—জন্মে। পর্জ্জন্যাৎ—মেঘ হইতে। অন্নসম্ভবঃ—অন্ন উৎপন্ন (হয়)। কর্ম্মসমুদ্ভবঃ—কর্ম্মহইতে উৎপন্ন।

কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্ম অক্ষরসমুদ্ভবং তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম যজ্ঞে নিত্যং প্রতিষ্ঠিতম্। ১৫

ব্রহ্মোদ্ভবং—ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন। ব্রহ্ম এখানে মহৎব্রহ্ম অর্থাৎ প্রকৃতি। অক্ষর—অক্ষর ব্রহ্ম, পরমেশ্বর, পুরুষোত্তম। ব্রহ্ম—অক্ষর ব্রহ্ম।

অন্ন হইতেই ভূতমাত্র উৎপন্ন। অন্ন বৃষ্টি হইতে উৎপন্ন হয়। বৃষ্টি যজ্ঞ হইতে উৎপন্ন হয় এবং যজ্ঞ কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন। ১৪

তুমি জানিও যে, কর্ম্ম প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হয়। প্রকৃতি অক্ষর ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়। এই প্রকারে সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্ম সর্ব্বদা যজ্ঞেই স্থিত রহিয়াছেন। ১৫

এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ ! স জীবতি ॥ ১৬
যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে ॥ ১৭

অন্বয়। যঃ এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং ইহ ন অনুবর্ত্তয়তি, হে পার্থ! সঃ অঘায়ুঃ ইন্দ্রিয়ারামঃ মোঘং জীবতি। ১৬

ন অনুবর্ত্তয়তি—অনুবর্ত্তন করে না। অঘায়ুঃ—পাপই যাহার আয়ু বা জীবন। ইন্দ্রিয়ারামঃ—ইন্দ্রিয়তেই যে আরমণ করে, ইন্দ্রিয়সুখে ডুবিয়া থাকে। মোঘং—ব্যর্থ।

যঃ মানবঃ আত্মরতিঃ আত্মতৃপ্তঃ আত্মনি এব সন্তুষ্টঃ চ স্যাৎ তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে। ১৭

আত্মরতিঃ—আত্মাতেই যাহার রতি বা প্রীতি। আত্মতৃপ্তঃ—আত্মাতেই যে তৃপ্ত।

এই প্রকারে প্রবর্ত্তিত চক্র যে অনুসরণ করে না সে নিজের জীবন পাপে পূর্ণ করে, ইন্দ্রিয় সুখে ডুবিয়া থাকে এবং হে পার্থ, সে ব্যর্থই জীবন যাপন করে। ১৬

কিন্তু যে ব্যক্তি আত্মাতে রমণ করে, যে তাহাতেই তৃপ্ত থাকে এবং তাহাতেই সন্তোষ মানে তাহার কিছুই করিবার থাকে না। ১৭

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ১৮
তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ ॥ ১৯
কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি ॥ ২০

অন্বয়। ইহ কৃতেন তস্য অর্থঃ ন এব, ন চ অকৃতেন কশ্চন। সর্ব্বভূতেষু অস্য কশ্চিৎ। অর্থব্যপাশ্রয়ঃ ন। ১৮

কৃতেন—কৃতকর্ম্মদ্বারা। অর্থঃ—স্বার্থ। সর্ব্বভূতেষু—সর্ব্বভূতে। অর্থব্যপাশ্রয়—প্রয়োজন নিমিত্ত ক্রিয়াসাধ্য ব্যপাশ্রয়; স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত যে কোনও কার্য্যদ্বারা যাহা সম্পাদিত হয় তাহাকেই ব্যপাশ্রয় বলে।

তস্মাৎ ত্বম্ অসক্তঃ (সন্) সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর, হি পুরুষঃ অসক্তঃ কর্ম্ম আচরন্ পরং আপ্নোতি। ১৯

কার্য্যং—করণীয়। পরং—মোক্ষ। আপ্নোতি—পায়।

জনকাদয়ঃ কর্ম্মণা এব হি সংসিদ্ধিম্ আস্থিতাঃ; লোকসংগ্রহম্ এব অপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুম্ অর্হসি। ২০

জনকাদয়ঃ—জনকাদি। লোকসংগ্রহম্—লোকের উন্মার্গপ্রবৃত্তি নিবারণ, লোককে স্বধর্ম্মে প্রবৃত্ত করণ, জগতের শুভ।

করা আর না করাতে তাহার কোনই স্বার্থ নাই। ভূতমাত্র সম্বন্ধে তাহার কোনও নিজ স্বার্থ নাই। ১৮

অতএব তুমি সঙ্গ-রহিত হইয়া নিরন্তর কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর। অসঙ্গ থাকিয়া যে পুরুষ কর্ম্ম করে সে মোক্ষ পায়। ১৯

জনকাদি কর্ম্মদ্বারাই পরম সিদ্ধি পাইয়াছিলেন। জগৎ হিতের জন্যও তোমার কর্ম্ম করা দরকার। ২০

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥ ২১
ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি ॥ ২২

অন্বয়। শ্রেষ্ঠঃ জনঃ যৎ যৎ আচরতি ইতরঃ জনঃ তৎ তৎ এব। সঃ যৎ প্রমাণং কুরুতে, লোকঃ তদ্ অনুবর্ত্ততে। ২১

শ্রেষ্ঠঃ—উত্তম। ইতরঃ—প্রাকৃত, সাধারণ।

হে পার্থ! ত্রিষু লোকেষু মে কিঞ্চন কর্ত্তব্যং ন অস্তি, অবাপ্তব্যম্ অনবাপ্তম্ ন, (অহং) কর্ম্মণি বর্ত্তে এব চ। ২২

ত্রিষু লোকেষু—ত্রিলোকে। কিঞ্চন—কিছুই। অবাপ্তব্যম্—পাওয়ার যোগ্য। অনবাপ্তম্—অপ্রাপ্ত। কর্ম্মণি বর্ত্তে—কর্ম্ম করি।

যে যে আচরণ উত্তম পুরুষগণ করে অন্য লোকেরা তাহারই অনুকরণ করে। তাহারা যাহা প্রমাণ করে তাহাই লোকে অনুকরণ করে। ২১

হে পার্থ, আমার ত্রিলোকে কিছুই করিবার নাই। পাওয়ার যোগ্য কিছু পাই নাই এমন নাই। তথাপি আমি কর্ম্মে নিযুক্ত রহিয়াছি। ২২

টিপ্পনী—সূর্য্য চন্দ্র পৃথিবী ইত্যাদির নিরন্তর ও অভ্রান্ত গতি ঈশ্বরের কর্ম্ম সূচিত করে। এই কর্ম্ম মানসিক নহে কিন্তু শারীরিক বলিয়া গণ্য। ঈশ্বর নিরাকার হইয়াও শারীরিক কর্ম্ম করেন, ইহা কেমন করিয়া বলা যায়—এ প্রকার আশঙ্কা করার

যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ! সর্ব্বশঃ॥ ২৩

অন্বয়। যদি অহং জাতু অতন্দ্রিতঃ (সন্) কর্ম্মণি ন বর্ত্তেয়ং হে পার্থ! মনুষ্যাঃ সর্ব্বশঃ মম বর্ত্ম হি অনুবর্ত্তন্তে। ২৩

অতন্দ্রিতঃ সন্—অনলস হইয়া, আলস্যপরায়ণ না হইয়া। ন বর্ত্তেয়ং—অনুষ্ঠান না করি। সর্ব্বশঃ—সর্ব্বপ্রকারে।

স্থান নাই। যেহেতু তিনি অশরীরী হইয়াও শরীরীর ন্যায় আচরণ করিতেছেন দেখা যায় সেই হেতু তিনি কর্ম্ম করিয়াও অকর্ম্মী ও অলিপ্ত। মানুষের বুঝিবার তো এই আছে যে, যেমন ঈশ্বরের প্রত্যেক কৃতি যন্ত্রবৎ কার্য্য করিয়া যায় তেমনি মনুষ্যেরও বুদ্ধিপূর্ব্বক, কিন্তু যন্ত্রের ন্যায়ই, নিয়মিত কার্য্য করা উচিত।

যন্ত্রগতির অনাদর করিয়া স্বচ্ছন্দ থাকা মানুষের বিশেষ নয়। বরং জ্ঞানপূর্ব্বক সেই গতি অনুকরণ করাতেই মানুষের বিশেষত্ব। অলিপ্ত থাকিয়া, অসঙ্গ হইয়া যে যন্ত্রবৎ কার্য্য করিয়া যায়, তাহার সংঘর্ষ উপস্থিত হয় না, সে মরণ পর্য্যন্ত নবীন থাকে। দেহ দেহের নিয়ম অনুসরণ করিয়া সময় কালে নষ্ট হয়; কিন্তু তাহাতে স্থিত আত্মা যেমন ছিল তেমনি থাকিয়া যায়।

যদি আমি কখনো (আলস্য ভাঙ্গার মত) গা মোড়া দিবার মত অবকাশটুকও না লইয়া (সর্ব্বদা) কর্ম্মে প্রবৃত্ত না থাকি, তবে হে পার্থ, লোক সকল রকমে আমার অনুসরণ করিবে। ২৩

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪
সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত!
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥ ২৫

অন্বয়। অহং চেৎ কর্ম্ম ন কুর্য্যাম্, ইমে লোকা উৎসীদেয়ুঃ। সঙ্করস্য কর্ত্তা স্যাম্, ইমাঃ প্রজাঃ উপহন্যাম্। ২৪

চেৎ—যদি। উৎসীদেয়ুঃ—নষ্ট হইবে, ভ্রষ্ট হইবে। সঙ্করস্য—বর্ণসঙ্করের। স্যাম্—হইব।

হে ভারত! অবিদ্বাংসঃ কর্ম্মণি সক্তাঃ যথা কুর্ব্বন্তি বিদ্বান্ অসক্তঃ (সন্) লোকসংগ্রহং চিকীর্ষুঃ তথা কুর্য্যাৎ। ২৫

অবিদ্বাংসঃ—অবিদ্বান্‌গণ, অজ্ঞান লোকেরা। সক্তাঃ—আসক্ত হইয়া। বিদ্বান্—জ্ঞানী। লোকসংগ্রহং—জগতের শুভ, কল্যাণ। চিকীর্ষুঃ—ইচ্ছা করিয়া।

যদি আমি কর্ম্ম না করি তবে এই লোক ভ্রষ্ট হইবে, আমি অব্যবস্থার কর্ত্তা হইব এবং এই লোকের নাশ করিব। ২৪

হে ভারত, যেমন অজ্ঞানী লোকেরা আসক্ত হইয়া কার্য্য করে তেমনি জ্ঞানীদের আসক্তি-রহিত হইয়া লোকের কল্যাণ ইচ্ছায় কার্য্য করা চাই। ২৫

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।

যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥ ২৬

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।

অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহহমিতি মন্যতে॥ ২৭

অন্বয়। কর্ম্মসঙ্গিনাম্ অজ্ঞানাম্ বিদ্বান্ বুদ্ধিভেদং ন জনয়েৎ। যুক্তঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি সমাচরন্ যোজয়েৎ। ২৬

কর্ম্মসঙ্গিনাম্—কর্ম্মে আসক্ত। অজ্ঞানাম্—অজ্ঞানীদিগের। যুক্তঃ—যোগযুক্ত, সমত্ব বুদ্ধিযুক্ত হইয়া, সমত্বরক্ষা করিয়া। সমাচরন্—আচরণ করিয়া। যোজয়েৎ—করাইবেন।

সর্ব্বশঃ কর্ম্মাণি প্রকৃতেঃ গুণৈঃ ক্রিয়মাণানি। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা অহং কর্ত্তা ইতি মন্যতে। ২৭

সর্ব্বশঃ—সকলপ্রকারে। ক্রিয়মাণানি—ক্রিয়মাণ, অনুষ্ঠিত হয়।

কর্ম্মে আসক্ত অজ্ঞানী ব্যক্তির বুদ্ধিকে জ্ঞানী যেন ওলট্ পালট্ না করে, বরঞ্চ সমত্ব রক্ষা পূর্ব্বক ভাল রকমে কর্ম্ম করিয়া তাহাকে যেন সর্ব্ব কর্ম্মে প্রেরণা দেয়। ২৬

সমস্ত কর্ম্ম প্রকৃতির গুণদ্বারা হইয়া থাকে। অহঙ্কার-মূঢ় ব্যক্তি আমি কর্ত্তা এই প্রকার মনে করে। ২৭

তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো ! গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥ ২৮

অন্বয়। হে মহাবাহো, গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ তত্ত্ববিৎ তু, গুণাঃ গুণেষু বর্ত্তন্তে ইতি মত্বা ন সজ্জতে। ২৮

গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ—গুণবিভাগের এবং কর্ম্মবিভাগের। গুণাঃ—কারণাত্মক গুণসকল, ইন্দ্রিয় সকল। গুণেষু—বিষয়ে। মত্বা—জানিয়া। ন সজ্জতে—আসক্ত হয় না।

হে মহাবাহো, গুণ ও কর্ম্ম বিভাগ রহস্য যে পুরুষ জানে "গুণ সমূহ গুণের বিষয় বর্ত্তায়" এই রকম মনে করিয়া সে তাহাতে আসক্ত হয় না। ২৮

টিপ্পনী—যেমন শ্বাস প্রশ্বাসাদি ক্রিয়া নিজে নিজেই হয়, সে বিষয় মানুষ আসক্ত হয় না, এবং যখন যে অবয়বের ব্যাধি হয় তখনই সেই অবয়বের চিন্তা করিতে হয় অথবা সেই সময় সেই অবয়বের অস্তিত্বের জ্ঞান হয়, তেমনি স্বাভাবিক কর্ম্ম যদি নিজে নিজেই হয় তবে তাহাতে আসক্তি হয় না। যাহার স্বভাব উদার সে যে উদার তাহা সে নিজে জানেই না; সে দান না করিয়া থাকিতেই পারে না। এই প্রকার অনাসক্তি, অভ্যাস এবং ঈশ্বর কৃপাদ্বারাই আসে।

প্রকৃতেগুর্ণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু ।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ ॥ ২৯
ময়ি সর্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা ।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥ ৩০

অন্বয়। প্রকৃতেঃ গুণসংমূঢ়াঃ গুণকর্ম্মসু সজ্জন্তে, কৃৎস্নবিৎ তান্ অকৃৎস্নবিদঃ মন্দান্ ন বিচালয়েৎ। ২৯

গুণসংমূঢ়াঃ—গুণের দ্বারা মোহিত। কৃৎস্নবিৎ—জ্ঞানী। মন্দান্—মন্দবুদ্ধিদিগকে।

অধ্যাত্মচেতসা ময়ি সর্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্য নিরাশীঃ নির্ম্মমঃ বিগতজ্বরঃ চ ভূত্বা যুধ্যস্ব। ৩০

অধ্যাত্মচেতসা—বিবেকবুদ্ধিতে অধ্যাত্মবৃত্তি রক্ষা করিয়া। সংন্যস্য—সমর্পণ করিয়া। নিরাশীঃ—নিষ্কাম। নির্ম্মম—মমতাশূন্য। বিগতজ্বরঃ—শোক বুদ্ধিরূ রাগ রহিত। ভূত্বা—হইয়া। যুধ্যস্ব—যুদ্ধকর।

প্রকৃতির গুণদ্বারা মোহিত মনুষ্য গুণের কার্য্যে আসক্ত থাকে। এই প্রকার মন্দবুদ্ধি লোককে জ্ঞানীদের অস্থির করা উচিত নয়। ২৯

অধ্যাত্মবৃত্তি রক্ষা করিয়া, সকল কর্ম্ম আমাকে অর্পণ করিয়া, আসক্তি ও মমত্ব ত্যাগ করিয়া, রাগ-রহিত হইয়া তুমি যুদ্ধ কর। ৩০

টিপ্পনী—যে শরীরস্থ আত্মাকে জানে এবং পরমাত্মার অংশ এইরূপ মনে করে, সে সমস্ত পরমাত্মাকে অর্পণ করে—সেবক যেমন প্রভুর জন্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ করে ও সকল তাহাকেই সমর্পণ করে।

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ ॥ ৩১
যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥ ৩২
সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩৩

অন্বয়। যে মানবাঃ শ্রদ্ধাবন্তঃ অনসূয়ন্তঃ মে ইদং মতং নিত্যং অনুতিষ্ঠন্তি, তেঽপি কর্ম্মভিঃ মুচ্যন্তে। ৩১

অনুতিষ্ঠন্তি—অনুষ্ঠান করে, অনুগমন করে।

যে তু এতৎ মে মতম্ অভ্যসূয়ন্তঃ ন অনুতিষ্ঠন্তি তান্ সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়ান্ অচেতসঃ নষ্টান্ বিদ্ধি। ৩২

অসূয়া - গুণে দোষারোপ। অভ্যসূয়ন্তঃ—অসূয়াপরবশ হইয়া, গুণে দোষারোপ করিয়া।

জ্ঞানবান্ অপি স্বস্যাঃ প্রকৃতেঃ সদৃশং চেষ্টতে। ভূতানি প্রকৃতিং যান্তি, নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি। ৩৩

স্বস্যাঃ—নিজের। সদৃশং—অনুরূপ।

শ্রদ্ধা রাখিয়া দ্বেষ ত্যাগ করিয়া যে মনুষ্য আমার অভিপ্রায় অনুযায়ী চলে সে কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয়। ৩১

কিন্তু যাহারা আমার অভিপ্রায়ে দোষ আরোপ করিয়া তাহা অনুসরণ করে না তাহারা জ্ঞানহীন মূর্খ, তাহারা নষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়া জানিও। ৩২

জ্ঞানী ব্যক্তিও নিজের স্বভাব অনুযায়ী চলে। প্রাণী মাত্র

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥ ৩৪

অন্বয়। ইন্দ্রিয়স্য ইন্দ্রিয়স্য অর্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ তয়োঃ বশং ন আগচ্ছেৎ, হি তৌ অস্য পরিপন্থিনৌ। ৩৪

ইন্দ্রিয়স্য ইন্দ্রিয়স্য—ইন্দ্রিয়দিগের। অর্থে—জন্য। পরিপন্থিনৌ—বিঘ্নকারী।

নিজের স্বভাব অনুসরণ করে, এখানে বল-প্রয়োগ কি করিতে পারে? ৩৩

টিপ্পনী—দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৬১ হইতে ৬৮ শ্লোকের এই শ্লোক বিরোধী নহে। ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিতে করিতে মানুষের মরিয়া যাওয়া চাই কিন্তু তবুও যদি সফলতা না পাওয়া যায় তবে নিগ্রহ অর্থাৎ বল-প্রয়োগ নিরর্থক। ইহাতে নিগ্রহের নিন্দা করা হয় নাই, স্বভাবের সাম্রাজ্য দেখান হইয়াছে। এই ত আমার স্বভাব, এই কথা বলিয়া যদি কেহ শক্ত হইয়া বসে, তবে সে ঐ শ্লোকের অর্থ বোঝে নাই। স্বভাবের পরিচয় আমরা জানি না। অভ্যাস মাত্র স্বভাব নহে। আত্মার স্বভাব উর্দ্ধ-গমন। অর্থাৎ যখন আত্মা নীচে নামে তখন তাহাকে তুলিয়া উঠান কর্ত্তব্য। ইহাই নীচের শ্লোকে স্পষ্ট হইয়াছে।

নিজ নিজ বিষয় সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়দিগের রাগ দ্বেষ রহিয়াছেই। মানুষের তাহাদের বশ হওয়া উচিত নহে। কেন না তাহারা মানুষের পথের শত্রু। ৩৪

টিপ্পনী—কানের বিষয় শ্রবণ করা। যাহা ভাল লাগে

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥ ৩৫

অন্বয়। স্বনুষ্ঠিতাৎ পরধর্ম্মাৎ বিগুণঃ স্বধর্ম্মঃ শ্রেয়ান্, স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ, পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ। ৩৫

স্বনুষ্ঠিতাৎ পরধর্ম্মাৎ—সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা। বিগুণঃ—অঙ্গহীন, অসম্পূর্ণ। স্বধর্ম্ম—নিজের বর্ণ-ধর্ম্ম। পরধর্ম্ম—অপরের বর্ণ-ধর্ম্ম। নিধনং—মৃত্যু।

তাহাই শুনিবার ইচ্ছা যায়—ইহা 'রাগ'। যাহা খারাপ লাগে তাহা না শুনার ইচ্ছা দ্বেষ। ইহা ত স্বভাব—এই প্রকার কহিয়া রাগ দ্বেষের বশীভূত না হইয়া উহার সম্মুখীন হওয়া উচিত। আত্মার স্বভাব সুখ দুঃখ দ্বারা অস্পৃষ্ট থাকা। সেই স্বভাব পর্য্যন্ত মানুষের পঁহুছান চাই।

পরের ধর্ম্ম সুলভ হইলেও এবং তাহা অপেক্ষা নিজের ধর্ম্ম বিগুণ হইলেও তাহা [নিজধর্ম্ম] অনেক শ্রেষ্ঠ। স্বধর্ম্মে মরাও ভাল। পরধর্ম্ম ভয়ানক। ৩৫

টিপ্পনী—সমাজে একের ধর্ম্ম ঝাড়ু দেওয়া ও অপরের ধর্ম্ম হিসাব রাখা। হিসাব-রক্ষাকারীকে উত্তম বলা হয় বলিয়া ঝাড়ুদার যদি নিজের ধর্ম্ম ছাড়ে তাহা হইলে সে ভ্রষ্ট হইয়া যায় ও সমাজে হানি পঁহুছে। ঈশ্বরের দরবারে উভয় সেবারই মূল্য নিজ নিজ নিষ্ঠা অনুসারে পরিমিত হইবে। উপজীবিকার মূল্য সেখানে ত একই। উভয়েই যদি ঈশ্বরার্পিত বুদ্ধি হইতে নিজের কর্ত্তব্য করে তবে উভয়ে মোক্ষের সমান যোগ্য হয়।

অর্জ্জুন উবাচ

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পূরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয়! বলাদিব নিয়োজিতঃ॥ ৩৬

শ্রীভগবানুবাচ

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥ ৩৭

অন্বয়। অর্জ্জুন উবাচ—হে বার্ষ্ণেয়! অনিচ্ছন অপি অয়ং পূরুষঃ কেন প্রযুক্তঃ বলাৎ নিয়োজিত ইব পাপং চরতি? ৩৬

অনিচ্ছন্ অপি—অনিচ্ছাতেও। অয়ং—এই। কেন প্রযুক্তঃ—কাহার প্রেরণায়।

শ্রীভগবান্ উবাচ—রজোগুণসমুদ্ভবঃ এষঃ কামঃ এষঃ ক্রোধঃ মহাশনঃ মহাপাপ্মা, এনম্ ইহ বৈরিণং বিদ্ধি। ৩৭

মহাশনঃ—যাহার ক্ষুধা মিটে না, দুষ্পূর। মহাপাপ্মা—মহাপাপী। এনম্—ইহাকে। বৈরিণং—শত্রু। বিদ্ধি—জানিও।

অর্জ্জুন বলিলেন—

হে বার্ষ্ণেয়, বল-প্রয়োগ না করিলে করিবে না [এইরূপ তীব্র] অনিচ্ছাসত্ত্বেও কোন্ প্রেরণায় মনুষ্য পাপ করে? ৩৬

শ্রীভগবান্ বলিলেন—

রজোগুণ হইতে উৎপন্ন কাম ক্রোধই ইহার (প্রেরক), ইহাদের পেট ভরেই না। ইহারা মহাপাপী। ইহাদিগকে এই লোকে শত্রু বলিয়া জানিবে। ৩৭

টিপ্পনী—আমাদের বাস্তবিক অন্তরস্থিত শত্রু কাম বল—ক্রোধ বল, ইহারাই।

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥ ৩৮
আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় ! দুষ্পূরেণানলেন চ ॥ ৩৯
ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥ ৪০

অন্বয়। বহ্নিঃ যথা ধূমেন আব্রিয়তে, আদর্শঃ মলেন, যথা উল্বেন গর্ভঃ, তথা তেন ইদং (জ্ঞানং) আবৃতম্। ৩৮

আব্রিয়তে—আবৃত হয়। আদর্শঃ - দর্পণ। মলেন—ময়লা দ্বারা। উল্বেন—গর্ভাবরণ দ্বারা।

হে কৌন্তেয় ! নিত্যবৈরিণা কামরূপেণ দুষ্পূরেণ অনলেন জ্ঞানিনঃ জ্ঞানম্ আবৃতম্। ৩৯

নিত্যবৈরিণা—নিত্যশত্রু।

ইন্দ্রিয়াণি মনঃ বুদ্ধিঃ অস্য অধিষ্ঠানম্ উচ্যতে। এতৈঃ এষঃ জ্ঞানম্ আবৃত্য দেহিনম্ বিমোহয়তি। ৪০

অধিষ্ঠানম্—নিবাস। দেহিনম্—দেহীকে। বিমোহয়তি—মোহ-মুগ্ধ করে।

যেমন ধূম দ্বারা অগ্নি অথবা ময়লা দ্বারা আরসী অথবা চর্ম্ম দ্বারা গর্ভ ঢাকা থাকে, তেমনি কামাদিরূপ শত্রু দ্বারা এই জ্ঞান ঢাকা থাকে। ৩৮

হে কৌন্তেয়, এই কামরূপ অগ্নিকে তৃপ্ত করা যায় না, ইহা নিত্য শত্রু, ইহা দ্বারা জ্ঞানীদিগের জ্ঞান আবৃত। ৩৯

ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি এই শত্রুর নিবাস স্থান। ইহা দ্বারা জ্ঞান ঢাকিয়া এই শত্রু দেহীদিগকে মুর্চ্ছিত করে। ৪০

তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ !

পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥ ৪১

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।

মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ ॥ ৪২

অন্বয়। হে ভরতর্ষভ ! তস্মাৎ ত্বম্ আদৌ ইন্দ্রিয়াণি নিয়ম্য জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনং এনং পাপ্মানং প্রজহি। ৪১

ভরতর্ষভ—হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ। আদৌ—প্রথমে। প্রজহি—পরিত্যাগ কর।

ইন্দ্রিয়াণি পরাণি আহুঃ, ইন্দ্রিয়েভ্যঃ মনঃ পরম্, মনসঃ তু বুদ্ধি পরা, যস্তু বুদ্ধেঃ পরতঃ সঃ। ৪২

পরাণি—সূক্ষ্ম বলিয়া দেহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মনঃ—সঙ্কল্পাত্মক মন। বুদ্ধিঃ—নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি। পরতঃ—সূক্ষ্মতর। সঃ—তাহা (আত্মা)।

টিপ্পনী—ইন্দ্রিয় সকলে কাম ব্যাপ্ত হয়, তাহাতে মন মলিন হয়, তাহাতে বিবেক-শক্তি মন্দ হয়, তাহাতে জ্ঞানের নাশ হয়। অধ্যায় ২ শ্লোক ৬২—৬৪ দ্রষ্টব্য।

হে ভরতর্ষভ, সেই হেতু তুমি প্রথমে ইন্দ্রিয়দিগকে সংযত রাখিয়া জ্ঞান ও অনুভবনাশকারী এই পাপীকে অবশ্য ত্যাগ কর। ৪১

ইন্দ্রিয় সূক্ষ্ম, তাহা অপেক্ষা অধিক সূক্ষ্ম মন, তাহা অপেক্ষা সূক্ষ্ম বুদ্ধি। বুদ্ধি অপেক্ষাও যাহা অধিক সূক্ষ্ম, তাহা আত্মা। ৪২

টিপ্পনী—অর্থাৎ যদি ইন্দ্রিয় বশে থাকে তবে সূক্ষ্ম কামকে জয় করা সহজ হইয়া পড়ে।

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো! কামরূপং দুরাসদম্ ॥ ৪৩

অন্বয়। এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা আত্মনা আত্মানং সংস্তভ্য হে মহাবাহো! কামরূপং দুরাসদং শত্রুং জহি। ৪৩

বুদ্ধেঃ পরং—বুদ্ধির পরপারে, বুদ্ধি অপেক্ষা সূক্ষ্ম। সংস্তভ্য—নিশ্চল করিয়া, বশীভূত করিয়া।

এই প্রকার বুদ্ধির অতীত আত্মাকে জানিয়া ও আত্মা দ্বারা মনকে বশ করিয়া হে মহাবাহো, কামরূপ দুর্জ্জয় শত্রুকে সংহার কর। ৪৩

টিপ্পনী—যে ব্যক্তি হৃদয়স্থিত আত্মাকে জানে, মন তাহার বশে থাকে—ইন্দ্রিয়ের বশে থাকে না। যদি মন জয় করা যায়, তবে কাম কি করিতে পারে?

ওঁ তৎ সৎ

এই প্রকার শ্রীমদ্ভগবৎ গীতারূপী, উপনিষদ্ অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা-অন্তর্গত যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে কর্ম্মযোগ নামে তৃতীয় অধ্যায় পূর্ণ হইল।

তৃতীয় অধ্যায়ের ভাবার্থ

সংশয়

১—২

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান একবার সাংখ্য-জ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন, পরে কর্ম্মযোগের কথা বলিয়াছেন যে, যোগ-যুক্ত হইয়া কামনা-বর্জ্জন পূর্ব্বক কর্ম্ম কর, কর্ম্মযোগ বুদ্ধিকে অচল সমাধিতে স্থির করিতে পারে। এই প্রকার উপদেশ দিয়া স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণে জানাইতেছেন যে, স্থিতপ্রজ্ঞ ইন্দ্রিয় সকলকে বিষয় হইতে টানিয়া আনে। কচ্ছপ যেমন নিজের দেহের ভিতর সমস্ত অঙ্গ টানিয়া আনে, স্থিতপ্রজ্ঞও তেমনি ইন্দ্রিয়সমূহ বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া থাকে। এই প্রকারে একবার ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার দ্বারাই কর্ম্ম করিয়া যোগযুক্ত হইতে বলিয়াছেন, পরক্ষণেই আবার ইন্দ্রিয়সকল সংহরণ করিতে উপদেশ দিয়া যেন কর্ম্মত্যাগেরই আভাস দিতেছেন। ইহাতেই অর্জ্জুনের সংশয়ের উৎপত্তি। জ্ঞান ও কর্ম্মের পথের বিরোধ প্রাচীন এবং সংশয়ও প্রাচীন। সেই জন্য ভগবান অর্জ্জুনকে উপলক্ষ করিয়া এই সংশয় নিরসনপূর্ব্বক কর্ম্মযোগের সাধনা কি প্রকারে করিতে হয় তাহা বুঝাইতেছেন। অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, যদি

তুমি কর্ম্মযোগ অপেক্ষা সমত্ব বুদ্ধিকেই শ্রেষ্ঠ মনে কর, তবে ১ আমাকে কেন কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইতেছ? তুমি এমন একটা পথের কথা নিশ্চয় করিয়া বল, যাহাতে আমার ২ কল্যাণ হয়। অর্জ্জুন পথের অনুসন্ধান করিতেছেন। তিনি ব্রহ্ম-বিদ্যার্থী। কোন্ পথে গেলে তিনি নিশ্চয় গন্তব্য স্থানে পঁহুছিতে পারিবেন, সেই এক পথের সন্ধানই তিনি ভগবানের নিকট চাহেন।

পথের নির্দ্দেশ

৩—৮

দ্বিতীয় অধ্যায়ে দুইটী নিষ্ঠার কথা বলা হইয়াছে—জ্ঞানযোগে সাংখ্যীদিগের এবং কর্ম্মযোগে যোগীদিগের। ৩ মানুষ গতজন্মের কৃতকর্ম্মের ফল এই জন্মে ভোগ করিয়া থাকে। এ জন্মের কৃতকার্য্যের ফল কতক এই লোকেই পাইয়া থাকে, আর কতক আগামী জন্মের জন্য সঞ্চয় করে। কিন্তু যদি এই জন্মে কর্ম্ম মাত্র না করা যায় এবং গত জন্মের কর্ম্মের ফলই ভোগ করিয়া যাওয়া যায় তাহা হইলে আর নূতন কর্ম্ম সৃষ্টি করা হয় না। গত জন্মের কর্ম্মের ফল শেষ হওয়ায় জন্ম এবং বন্ধন মূলক নূতন কর্ম্ম না করার হেতু মোক্ষ প্রাপ্তি ঘটে। এই প্রকার যাহারা

বিচার করিয়া নৈষ্কর্ম্ম্যের লাভের জন্য কর্ম্মমাত্র ত্যাগ করার প্রয়াস করেন তাঁহারা ভুল করেন। কেন না কর্ম্ম না করিলে নৈষ্কর্ম্ম্য অনুভব করিতে পারা যায় না এবং সন্ন্যাস ৪ দ্বারাই অর্থাৎ কর্ম্মের বাহ্য ত্যাগ দ্বারাই সিদ্ধি পাওয়া যায় না। নৈষ্কর্ম্ম্য মানে নিষ্কর্ম্ম ভাব, নিষ্ক্রিয় আত্মস্বরূপে অবস্থিতি, মন, বাক্য ও শরীর দ্বারা কর্ম্ম না করা। এই প্রকার নিষ্কর্ম্মতার অনুভব, কর্ম্ম না করিয়া কেহ পাইতে পারে না। বাস্তবিক পক্ষে কেহ ক্ষণমাত্রও কর্ম্ম না করিয়া ৫ থাকিতে পারে না—প্রকৃতির গুণ প্রত্যেক ব্যক্তিকেই কর্ম্ম করায়। কিন্তু তবুও যে ব্যক্তি বাহ্যতঃ কর্ম্মত্যাগের আচরণ রাখে, একদিকে কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযত করিয়া অপর দিকে মনে ৬ মনে বিষয় ভোগ করে, সে ব্যক্তি মিথ্যাচারী। যে ব্যক্তি বাহ্যতঃ শরীরকে রোধ করিয়া রাখিয়াছে এবং মন দ্বারা অথবা সুযোগ পাইলে দেহদ্বারাও বিষয় উপভোগ করে সে মিথ্যাচারী। কিন্তু যে ইহার বিপরীত করে, অর্থাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্ম করে আর এদিকে মন সংযত ৭ করিয়া তাহাকে বিষয় ভোগ হইতে বিরত রাখে সেই শ্রেষ্ঠ গন্তব্য পথ চিনিয়াছে। অর্জ্জুন যে একপথের সন্ধান চাহিয়াছিলেন এই সপ্তম শ্লোকে সেই পথ প্রদর্শিত করিয়া ভগবান বলিতেছেন—"সেই হেতু তুমি আসক্তির বশীভূত

না হইয়া, মন সংযত করিয়া কর্ম্ম কর। কর্ম্ম ত তোমাকে ৮ করিতে হইবেই, কেননা দেহের ব্যাপারও কর্ম্মব্যতীত চলে না।"

যজ্ঞচক্রের

৯—১৬

কর্ম্ম করা আবশ্যক এবং মন সংযম পূর্ব্বক অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করাই মোক্ষের পথ—এই কথা এতাবৎ ভগবান স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন। কিন্তু অতঃপর আরো সহজ ভাবে কেমন করিয়া, কি ভাব মনে রাখিয়া কর্ম্ম করিতে হইবে সেই উপদেশ দিতেছেন। 'নিয়ত' অর্থাৎ সংযত কর্ম্ম বা অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করিতে হইবে। এক্ষণে নিয়ত কর্ম্ম কি তাহা বুঝাইতেছেন। কর্ম্ম করিতে হইবেই—কর্ম্ম না করিয়া উপায় নাই। শরীর যাত্রার জন্যও কর্ম্ম করিতেই হয়। তবে কি কর্ম্ম করিব? তদুত্তরে ভগবান বলিতেছেন—"যজ্ঞ কর্ম্ম কর।" পরোপকারার্থে, ঈশ্বরার্থে, ত্যাগার্থে কৃত কর্ম্ম যজ্ঞ কর্ম্ম। যজ্ঞার্থে ব্যতীত অন্য সমস্ত কর্ম্মানুষ্ঠানই বন্ধন-মূলক। অতএব হে কৌন্তেয়, যজ্ঞার্থে অথবা অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম কর। যজ্ঞার্থ কর্ম্মও যাহা অনাসক্তি-সহ অনুষ্ঠিত কর্ম্মও তাহাই।

যজ্ঞ-প্রবৃত্তি মানুষের হৃদয়ে স্বাভাবিক। এই যজ্ঞ-প্রবৃত্তি প্রজাপতি মানুষের হৃদয়ে দিয়া তাহাকে সৃষ্টি করিয়া এই বলিয়াছেন যে, ইহাই বৃদ্ধির কারণ হইবে ইহাই মানুষকে অভীষ্ট দিবে। যজ্ঞ-প্রবৃত্তি মানুষের হৃদয়ে জন্মের সহিত দিয়া ভগবান তাহাকে পুনরায় সেই যজ্ঞ-প্রবৃত্তির সাহায্যে তাঁহাকেই প্রাপ্ত হওয়ার পথ, চরম অভীষ্ট লাভের পথ করিয়া দিয়াছেন।

যজ্ঞের ফল দেবতারা দিয়া থাকেন। ভূতমাত্রেই দেবতা। যজ্ঞ দ্বারা দেবতা ভাবিত হইলে দেবতারা আমাদিগকে ভাবিবেন, এই রূপে আমরা পরম শ্রেয়ঃ পাইব। পৃথিবীতে যে সকল ইষ্টভোগ মানুষ লাভ করিয়া থাকে, পৃথিবীর অন্নজল পাইয়া যে দেহ সে পুষ্ট করিতেছে, সেই পাওয়ার মধ্যেও দেবতাদিগের হস্ত অর্থাৎ ত্যাগমূলক কর্ম্মের ফল বর্ত্তমান। মানুষের বাঁচিয়া থাকা, আহার সংগ্রহ, বস্ত্র সংগ্রহ প্রভৃতি নানা আবশ্যক মিটানের ভিতর কত অজ্ঞাত শক্তির, কত অজ্ঞাত প্রাণীর মঙ্গল কর্ম্ম বিদ্যমান তাহার সংখ্যা নাই। সে কার্য্য সাধারণতঃ চক্ষুর অন্তরালে হইতেছে বলিয়াই তাহার ব্যাপকতা কম নহে। মাঠে চাষ করায় ও ফসল উৎপাদন করায় মানুষের নিজের হাতের কার্য্য ব্যতীত কত যে কীটের সাহায্য আবশ্যক

তাহার সংখ্যা নাই। এই কার্য্যে কেঁচোর মত নগণ্য কীটের স্থানও নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। কীট-পতঙ্গাদিও আমাদের ইষ্ট সাধন করিতেছে। তাহারা আমাদের অন্নপানের সাহায্য করিতেছে, তাহারা আমাদিগকে ইষ্ট-ভোগ দিতেছে। যজ্ঞকর্ম্মের ফলস্বরূপ যে ইষ্টভোগ পাওয়া যাইতেছে, যে ব্যক্তি সেই ভোগ গ্রহণ করিয়া ভূত মাত্রকে ১২ প্রত্যর্পণ করে না সে ত চোর। সমষ্টির ত্যাগের ফল ভোগ করিয়া যে নিজে ত্যাগমূলক কর্ম্মে প্রবৃত্ত না হয় সেই চোর। কিন্তু যে যজ্ঞাবশিষ্ট ভোগ করে সে পাপমুক্ত হয়, ১৩ আর যে কেবল স্বার্থবশে দেহ পালন করে সে পাপী। ভূত মাত্রের সেবা দেব-সেবা। দেব-সেবা যে করে না সে পাপী। যে অন্নে দেহ পুষ্ট হয় তাহা যজ্ঞ বা ত্যাগমূলক কর্ম্ম সঞ্জাত। অন্ন হইতে ভূত উৎপন্ন, অন্ন বৃষ্টি হইতে ১৪ উৎপন্ন, বৃষ্টি যজ্ঞ হইতে অর্থাৎ ত্যাগমূলক কর্ম্ম হইতেই হয়। কর্ম্ম প্রকৃতিজাত, আবার প্রকৃতি ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন। ১৫ এই প্রকার সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্ম যজ্ঞ-কর্ম্মেই স্থিত রহিয়াছেন। প্রজাপতি ত্যাগ প্রবৃত্তি হৃদয়ে দিয়া মানুষ সৃষ্টি করিলেন, মানুষ ত্যাগমূলক কর্ম্ম অবলম্বনেই ব্রহ্মে পঁহুছিতে পারে। যজ্ঞকর্ম্ম সহ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া পুনরায় যজ্ঞদ্বারা [illegible] শেষ হওয়া—ইহাই যজ্ঞ-চক্র। যে ব্যক্তি ত্যাগ

অবলম্বন না করিয়া ভোগেই জীবন কাটায়, এই যজ্ঞ-চক্র অনুবর্ত্তন করে না, সে নিজের জীবন পাপে পূর্ণ করতঃ ১৬ ইন্দ্রিয় সুখে ডুবিয়া থাকে—বৃথাই তাহার জীবন।

কর্ম্মের শেষ

১৭—১৯

যজ্ঞার্থে কর্ম্ম করিতে হইবে—কিন্তু কত দিন? কর্ম্মের শেষ কোথায়? এতদুত্তরে ইহা জানান হইতেছে যে, যজ্ঞ-চক্র অনুবর্ত্তন আরম্ভ করিয়া চক্র সম্পূর্ণ করিলেই কর্ম্মের শেষ হইল, কর্ম্মের আবশ্যকতা ফুরাইল। যে ব্যক্তি আত্মরতি, আত্মাতেই তৃপ্ত থাকে, সন্তুষ্ট থাকে ১৭ তাহার কিছুই করার নাই। সে ব্যক্তির কাজ করা-না-করায় কোনই স্বার্থ নাই—ভূতমাত্রের সহিতও তাহার ১৮ স্বার্থের যোগ থাকে না।

কিন্তু যতদিন সেই অবস্থায় না পঁহুছিয়াছ ততদিন সঙ্গ-রহিত হইয়া নিরন্তর কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর। যে পুরুষ অনাসক্ত ১৯ হইয়া কর্ম্ম করে সে মোক্ষ পায়।

অনাসক্ত কর্ম্ম

যজ্ঞার্থে কর্ম্ম করিয়া সিদ্ধি পাওয়া যায়। জনকাদি ২০ তাহার উদাহরণ। তাঁহারা কর্ম্মদ্বারাই সিদ্ধি পাইয়াছেন,

লোক-শিক্ষার জন্য কর্ম্ম প্রয়োজন। জনকাদি লোক-রক্ষার্থে কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন, জনক ভূমি কর্ষণ করিয়াছেন। তিনি রাজা ছিলেন, তাঁহার অনেক সম্পদ্ ছিল। তিনি জ্ঞানের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি কর্ম্ম করিয়াই গিয়াছেন। জ্ঞানীরা যদি কর্ম্ম ত্যাগ করেন, তবে সমাজে তাহার প্রভাব অত্যন্ত অহিতকর হয়। জ্ঞানীরা যে আচরণ করেন সাধারণ ২১ লোকে তাহাই গ্রহণ করে।

জ্ঞানীরা যদি আচরণ দ্বারা প্রমাণ করেন যে, শ্রেষ্ঠ অবস্থায় পঁহুছিলে আর জীবিকার জন্য চেষ্টার বা সেবা-কর্ম্মের প্রয়োজন নাই, তাহা হইলে সেই আচরণের দিকে লোক আকৃষ্ট হইবে। লোককে কর্ম্মে প্রবৃত্ত রাখিতে হইলে জ্ঞানীকেও কর্ম্ম করিয়া যাইতে হইবে। সেই হেতু কর্ম্মের শেষ নাই। কর্ম্মের প্রয়োজন দেহ থাকিতে মিটে না। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—দেখ, আমার ত্রিলোকে করিবার কিছু নাই, এমন কিছুই নাই যাহা ২২ পাওয়ার যোগ্য অথচ আমি পাই নাই, তথাপি আমি কর্ম্মে প্রবৃত্ত রহিয়াছি। যদি আমি সর্ব্বদা কর্ম্ম না করি ২৩ তবে লোকে আমারই অনুসরণ করিবে।

কর্ম্মের অমোঘ নিয়ম সংসার-প্রবাহকে জীবন্ত

রাখিয়াছে। যদি এই কর্ম্মপ্রবাহে ব্যতিক্রম ঘটে, কর্ম্মের জন্যই কর্ম্ম করিতে হইবে এই ভাব যদি পরিত্যক্ত হয়, তাহা হইলে বিপর্য্যয় অবশ্যম্ভাবী। সে বিপর্য্যয় যেমন তেমন নয়, তাহা এমন যে তাহাতে সৃষ্টি উৎসন্ন যাইবে। ২৪ ভগবান্ নিজে যেখানে কর্ম্ম করিতেছেন সেখানে কর্ম্ম হইতে ছুটী কাহারও নাই। ভগবান্ বলিতেছেন যে, তিনি যদি কর্ম্ম না করেন তাহাহইলে এই লোক উৎসন্নে যাইবে এবং বর্ণ-সঙ্কর সৃষ্ট হইবে—অর্থাৎ লোক নিজ বর্ণে থাকিয়া কর্ত্তব্য বোধেই নিজ কর্ম্ম সম্পাদন না করিয়া লোভদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া যে কোনও কর্ম্মদ্বারা জীবিকা অর্জ্জনের চেষ্টা করিবে ; এক বর্ণের লোক অন্য বর্ণের জীবিকার জন্য ছুটিবে এবং এইরূপে বর্ণ-সঙ্করত্ব প্রাপ্ত হইবে। কর্ম্মের শৃঙ্খল হইতে মুক্তি নাই, জগৎ-ব্যাপারে কর্ম্ম অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। ধন, সম্পদ্, পুত্র, কন্যার জন্য যেমন অজ্ঞানীরা ২৫ আসক্ত হইয়া কর্ম্ম করে, জ্ঞানীরা তেমনিই অনাসক্ত হইয়া স্বার্থ-বুদ্ধিশূন্য হইয়া কর্ম্ম করিয়া যাইবে, জ্ঞানীর দৃষ্টি থাকিবে নিঃস্বার্থ লোক-সেবার দিকে। জ্ঞানী ব্যক্তি সমত্ববুদ্ধিতে অর্থাৎ লাভ-ক্ষতি, সিদ্ধি-অসিদ্ধির দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া ২৬ কল্যাণ কর্ম্মদ্বারা লোকের সেবা করিয়া যাইবে। কেহ আত্ম-রতি ও স্বার্থ-বুদ্ধি-শূন্য হইয়াছে বলিয়া যদি কর্ম্ম

না করে তবে সমূহ ক্ষতি হইবে। সমাজকে এই আঘাত দিতে নাই এবং অজ্ঞানী, কর্ম্মে আসক্ত ব্যক্তিদিগের বুদ্ধিভেদ উৎপন্ন করাইতে নাই। কর্ম্ম করার এই নির্দ্দেশের ভিতরে জীবিকার জন্য প্রত্যেকের নিজ বর্ণ-অনুযায়ী কর্ম্ম করার নির্দ্দেশও অভীপ্সিত রহিয়াছে। পরবর্ত্তী কয়েকটি শ্লোকদ্বারা ইহা আরও পরিষ্কার করা হইয়াছে।

গুণ-কর্ম্ম-বিভাগ তত্ত্ব

২৭-২৯

প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ-বশতঃ এই দৃশ্য জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রকৃতি গুণময়ী—সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তাহার তিনগুণ। এই তিন গুণই সমস্ত জগদ্ব্যাপার নিষ্পন্ন করিতেছে। পুরুষ বা জীবাত্মা দ্রষ্টামাত্র। প্রকৃতি নিজগুণবশতঃ সমস্ত কর্ম্ম করিলেও আত্মা (অকর্ত্তা এবং দ্রষ্টা হইয়াও) অহঙ্কার-বিমূঢ় হইয়া আমি করিতেছি—এই প্রকার মনে করে। সমস্ত কর্ম্ম প্রকৃতির গুণদ্বারা হইয়া থাকে, অহঙ্কারবিমূঢ় হইয়া মানুষ আমি কর্ত্তা এইপ্রকার মনে করে। মানুষের অকর্ত্তৃত্বভাব অনুভূতিতে গ্রহণ করা কঠিন। ঈশ্বর-কৃপা না হইলে এই অহং-বোধ নিঃশেষে যাইতে চাহে না। শুষ্ক জ্ঞানে প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব ও নিজের

২০

অকর্ত্তৃত্ব কল্পনা করা সহজ। কিন্তু উহাকে বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করা, আচরণে সত্য করিয়া তোলা জীবন-ব্যাপী সাধনার কর্ম্ম। বৃক্ষ যে ভাবে নিজের জীবনব্যাপার সম্পন্ন করিয়া চলিতেছে, নিজে ঠিক তেমনি চলিয়াছি, সমস্ত কর্ম্মই প্রকৃতি করাইতেছে ইহা অনুভব করা, নিজেকে বৃক্ষাদির ন্যায় অকর্ত্তা মনে করা কঠিন। এই কঠিন কার্য্য যে করিতে পারিয়াছে, যে গুণানুযায়ী কর্ম্ম-বিভাগ রহস্য অনুভব- ২ জ্ঞানে আত্মগত করিয়াছে, সে গুণ সকল গুণ বিষয়ে বর্ত্তায় এই রকম মনে করিয়া কর্ম্মে আসক্ত হয় না। গুণ ও কর্ম্মসম্বন্ধে যাহাদের তত্ত্বজ্ঞান হয় নাই তাহারা মোহিত ২ হইয়া গুণের কার্য্যে আসক্ত থাকে। তাহাদিগকে জ্ঞানীদের বিচলিত করা উচিত নহে। গুণানুযায়ী ২ কর্ম্ম করিতে করিতে আত্মার অকর্ত্তৃত্ব-বোধ ক্রমশঃ জাগ্রত হইয়া থাকে। তজ্জন্য ঈশ্বরকৃপা আবশ্যক। ঈশ্বরার্পিত-বুদ্ধিতে সমস্ত কর্ম্ম সম্পন্ন করাই এই সংস্কারসৃষ্টির সোপান। অধ্যাত্মচিত্তে, আমি ঈশ্বরাধীন এই বিশ্বাসে, ৩ সকল কর্ম্ম ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া, আসক্তি ও মমতা ত্যাগ করিয়া, শোক-রহিত হইয়া কর্ম্মোদ্যম করিতে থাকা চাই।

কর্ম্মযোগের মর্ম্মকথা

৩০-৩২

যাহারা একথা জানে যে, ভগবান্ যজ্ঞ-প্রবৃত্তি ও যজ্ঞ-চক্র সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহারা একথা মানে যে, ঈশ্বরের নিয়মাধীন হইয়া প্রকৃতিই কর্ম্ম করায়; যাহারা শ্রদ্ধা করিয়া, দ্বেষ ত্যাগ করিয়া এই নিয়মের অনুকূল আচরণ করে, তাহারা কর্ম্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। ইহার ৩১
বিপরীত আচরণ যাহারা করে তাহারা সর্ব্বজ্ঞানশূন্য মূঢ়, ও তাহারা নষ্ট হইয়াছে বলিয়া জানিও। ৩২

বর্ণধর্ম্মের তত্ত্ব।

৩৩-৩৫

প্রকৃতির প্রেরণায় মানুষ কর্ম্ম করে। জ্ঞানবানের কার্য্যের মূলেও প্রকৃতির প্রেরণা রহিয়াছে। প্রাণীগণ প্রকৃতির অনুসরণ করে, এখানে নিগ্রহ নিরর্থক। প্রকৃতি-জাত গুণকে পরিবর্ত্তিত করিয়া ঊর্দ্ধমুখী, সাত্ত্বিকতার অভিমুখী করাই মানুষের কর্ত্তব্য। কিন্তু সে কার্য্য কঠিন। ৩৩
নিগ্রহেও সকল সময় ফল পাওয়া যায় না। মানুষের রাগ ও দ্বেষ—এগুলিও প্রকৃতিজাত গুণ হইতেই উৎপন্ন। কিন্তু তাই বলিয়া উহাদের বশীভূত না হইয়া উহাদিগকে অতিক্রম করিতেই চেষ্টা করা দরকার। উহারা মানুষের শত্রু। ৩৪

আত্মা নিজে শুদ্ধস্বভাব। কিন্তু উহা অজ্ঞতার আবরণে মলিন থাকে। মানুষের কাজ ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়া আত্মাকে সাত্ত্বিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করা।

প্রকৃতিজাত গুণ মানুষকে আর একটী অতি নিগূঢ় নিয়মের বশীভূত করিয়াছে এবং মানুষের ঊর্দ্ধ গতির সহায়ক হইয়াছে। যে যে-বর্ণে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই বর্ণের কার্য্যই তাহার সহজাত। ইহাই তাহার স্বধর্ম্ম—লৌকিক ভাষায় ইহাই তাহার বর্ণ-ধর্ম্ম। নিজ সহজাত কর্ম্মের ধর্ম্মপালন করিয়া মানুষ স্বাভাবিক পথে মোক্ষ-মার্গগামী হইতে পারে। স্বাভাবিক ভাবে কাম-ক্রোধের ও লোভের বশীভূত না হওয়ার একটা পথ এই স্বধর্ম্ম অনুসরণ করা। যখন কর্ম্ম বলিয়াই কর্ম্ম করিতে হইবে, তখন তাহার মধ্যে ছোট-বড় ভেদ থাকিতে পারে না—এই নিয়ম মানিয়া সমাজে যে যাহার জন্মগত কাজ করিয়া গেলেই স্বাভাবিক উপায়ে অনাসক্তির গোড়া পত্তন হয়। সেই জন্যই নিজের বর্ণ-ধর্ম্ম অনুযায়ী আচরণ করিতে গিয়া যদি প্রাণান্তও হয় তাহাও ভাল, তবু পরের বর্ণ-ধর্ম্ম বা অপরের জীবিকার জন্য নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি যদি সুন্দর রূপেও অনুগমন করা যায়, তাহা করা সঙ্গত নয়।

যদি নিজের নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি অবলম্বন করিয়া যথেষ্ট

উপার্জ্জন না হয়, যদি তাহাতে পেট না চলে তবুও অপরের বৃত্তির দিকে লোলুপ হওয়া উচিত নয়। লোলুপতার ভাব ঈশ্বরার্পিত বুদ্ধিতে কর্ম্ম করার বিরোধী। অপরের বৃত্তি কোনও ক্রমেই গ্রহণ করা নয়, মরিয়া যাও তাহাও ভাল, তবু অপর বর্ণের বৃত্তি অবলম্বন করা নয়, ইহাতেই তথাকথিত জীবনসংগ্রামের (Struggle for Existence) ভ্রান্ত নিয়মের অস্বীকার রহিয়াছে। বর্ণ-ধর্ম্মের পালনে লোভ ও তজ্জাত অন্যান্য বৃত্তিগুলি সহজই সংযত থাকিতে পারে।

কামনাই ধর্ম্মাচরণের বিরোধী

মানুষের ভিতর ধর্ম্মাচরণের যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে, বর্ণানুযায়ী নিজ বৃত্তি গ্রহণের যে সহজাত সংস্কার আছে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া কাহার প্ররোচনায় ৩৬ লোকে পাপ আচরণ করে? মনে হয় যেন জোর করিয়াই করান হইতেছে; কাহার এই জোর?

কাম এবং ক্রোধ এবং অন্যান্য রিপুগণই পাপ আচরণ করায়। ইহারা রজোগুণ হইতে উৎপন্ন, ইহাদের ক্ষুধা ৩৭ মিটে না, ইহারা মহাপাপ, ইহারাই শত্রু। বলপূর্ব্বক স্বভাব-বিরুদ্ধ আচরণ করাইতে, এক বর্ণানুগত জীবিকা হইতে বর্ণান্তরের জীবিকা গ্রহণ করিতে কামনা, ক্রোধ,

লোভ আদিই প্ররোচিত করে। যেমন ধোঁয়া আগুন ঢাকিয়া রাখে, তেমনি এই সকল রিপু জ্ঞান আবৃত করিয়া ৩৮ রাখে। ইহারা নিত্য বৈরী, ইহাদিগকে কখনও তৃপ্ত করা ৩৯ যায় না। এই সকল কোথায় বাস করে? ইহারা ইন্দ্রিয়ে, মনে ও বুদ্ধিতে বাসা বাঁধিয়া আছে এবং ঐ সকল ৪০ স্থান হইতেই জ্ঞানকে মোহিত করে। ইন্দ্রিয়সকল তৃষ্ণাদ্বারা চালিত হয়, তাহাতে মন মলিন হয় এবং বুদ্ধি তদ্দ্বারা মলিনতা প্রাপ্ত হয়।

যে সদসৎ বিবেক দ্বারা মানুষ কর্ত্তব্য স্থির করে তাহাই যদি বাসনা দ্বারা কলুষিত হয়, তাহা হইলে উপায় কি? উপায় হইতেছে—ইন্দ্রিয় সকলকে বশীভূত করিয়া ৪১ এই সকল পাপ ত্যাগ করার পথ গ্রহণ করা।

ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন, মন অপেক্ষা বুদ্ধি এবং বুদ্ধি ৪২ অপেক্ষা আত্মা সূক্ষ্ম। এই বুদ্ধিরও পরপারে যিনি তাঁহাকে জানিয়া আত্মাদ্বারা মনকে বশ করিয়া কামনা ৪৩ জয় করিতে হইবে। দুই দিক্ হইতে কামনাকে জয় করা দরকার। এক ইন্দ্রিয়সংযমদ্বারা, আর অপর দিকে ঈশ্বরে নির্ভর করতঃ আত্মজ্ঞান লাভদ্বারা। এই দুই উপায় অবলম্বন করিলে অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করার পথ খুলিয়া যাইবে।

চতুর্থ অধ্যায়

জ্ঞান-কর্ম্ম-সন্ন্যাস যোগ

এই অধ্যায়ে তৃতীয় অধ্যায়ের [বিষয়ের] অধিকতর আলোচনা আছে। ইহাতে বিভিন্ন প্রকার কতকগুলি যজ্ঞের বর্ণনা আছে।

শ্রীভগবানুবাচ

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥ ১

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ! ॥ ২

অন্বয়। শ্রীভগবানুবাচ। অহং ইমং অব্যয়ং যোগং বিবস্বতে প্রোক্তবান্। বিবস্বান্ মনবে প্রাহ, মনুঃ ইক্ষ্বাকবে অব্রবীৎ। ১

অব্যয়ং—অবিনাশী যোগ। বিবস্বতে—সূর্য্যকে। বিবস্বান্—সূর্য্য। মনবে—মনুকে। ইক্ষ্বাকবে—ইক্ষ্বাকুকে। অব্রবীৎ—বলিয়াছিলেন।

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তম্ ইমং রাজর্ষয়ঃ বিদুঃ। হে পরন্তপ! ইহ স যোগঃ মহতা কালেন নষ্টঃ। ২

এবং—এইপ্রকার। পরম্পরা—একের পর অন্যদ্বারা। ইমং—ইহাকে, এই যোগকে। পরন্তপ—পর অর্থাৎ শত্রুকে যিনি তাপ দান করেন। মহতা—দীর্ঘ।

শ্রীভগবান্ বলিলেন—

এই অবিনাশী যোগ আমি সূর্য্যকে বলিয়াছিলাম। তিনি মনুকে এবং মনু ইক্ষ্বাকুকে বলিয়াছিলেন। ১

এইরূপে পরম্পরাপ্রাপ্ত যোগ রাজর্ষিরা জানিতেন সেই যোগ দীর্ঘ কাল নাশ পাইয়াছে ২

স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ ॥ ৩

অর্জ্জুন উবাচ

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্ বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥ ৪

অন্বয়। অদ্য ময়া স এব অয়ং পুরাতনঃ যোগঃ তে প্রোক্তঃ, ত্বং হি মে ভক্তঃ সখা চ অসি এতৎ চ উত্তমং রহস্যম্। ৩

ময়া—আমাকর্ত্তৃক। তে—তোমাকে। প্রোক্তঃ—বলা হইল। রহস্যম্—মর্ম্মকথা।

অর্জ্জুন উবাচ। ভবতঃ জন্ম অপরং, বিবস্বতঃ জন্ম পরং, ত্বম্ আদৌ প্রোক্তবান্ ইতি এতৎ কথং বিজানীয়াম্।

অপরং—পশ্চাতে। বিজানীয়াম্—জানিব।

সেই পুরাতন যোগ আমি আজ তোমাকে বলিতেছি, কেন না তুমি আমার ভক্ত, আর এই যোগও উত্তম মর্ম্মকথা। ৩

অর্জ্জুন বলিলেন—

তোমার জন্ম সম্প্রতি হইয়াছে, সূর্য্যের জন্ম পূর্ব্বেই হইয়াছিল, তাহা হইলে আমি কেমন করিয়া জানি যে তুমি, এই যোগ পূর্ব্বে বলিয়াছিলে? ৪

শ্রীভগবানুবাচ

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন !
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ! ॥ ৫
অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্ ।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৬

অন্বয়। শ্রীভগবানুবাচ। হে অর্জ্জুন, তব মে চ বহূনি জন্মানি ব্যতীতানি, অহং তানি সর্ব্বাণি বেদ, হে পরন্তপ, ত্বং ন বেত্থ। ৫

ব্যতীতানি—অতিক্রান্ত হইয়াছে। বেদ—জানি। ন বেত্থ—জাননা।

অজঃ সন্ অপি অব্যয়াত্মা ভূতানাম্ ঈশ্বরঃ সন্ অপি স্বাম্ প্রকৃতিম্ অধিষ্ঠায় আত্মমায়য়া সম্ভবামি। ৬

অজঃ—জন্মরহিত। অব্যয়াত্মা—অবিনাশী আত্মা। স্বাম্ প্রকৃতিং—আপন প্রকৃতিকে (বৈষ্ণবী মায়াকে)। অধিষ্ঠায়—বশীভূত করিয়া। আত্মমায়য়া—নিজের শক্তিবশে।

শ্রীভগবান্ বলিলেন—

আমার ও তোমার জন্ম তো অনেকবার হইয়া গিয়াছে। সে সকল আমি জানি, কিন্তু তুমি জান না। ৫

আমি জন্ম-রহিত ও অবিনাশী হইলেও ভূতমাত্রের ঈশ্বর। তাহা হইলেও আমার স্বভাবের আশ্রয় লইয়া আমার মায়ার বলে জন্ম ধারণ করিয়া থাকি। ৬

স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ ॥ ৩

অর্জ্জুন উবাচ

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্ বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥ ৪

অন্বয়। অদ্য ময়া স এব অয়ং পুরাতনঃ যোগঃ তে প্রোক্তঃ, ত্বং হি মে ভক্তঃ সখা চ অসি এতৎ চ উত্তমং রহস্যম্। ৩

ময়া—আমাকর্ত্তৃক। তে—তোমাকে। প্রোক্তঃ—বলা হইল। রহস্যম্—মর্ম্মকথা।

অর্জ্জুন উবাচ। ভবতঃ জন্ম অপরং, বিবস্বতঃ জন্ম পরং, ত্বম্ আদৌ প্রোক্তবান্ ইতি এতৎ কথং বিজানীয়াম্। ৪

অপরং—পশ্চাতে। বিজানীয়াম্—জানিব।

সেই পুরাতন যোগ আমি আজ তোমাকে বলিতেছি, কেন না তুমি আমার ভক্ত, আর এই যোগও উত্তম মর্ম্মকথা। ৩

অর্জ্জুন বলিলেন—

তোমার জন্ম সম্প্রতি হইয়াছে, সূর্য্যের জন্ম পূর্ব্বেই হইয়াছিল, তাহা হইলে আমি কেমন করিয়া জানি যে তুমি, এই যোগ পূর্ব্বে বলিয়াছিলে? ৪

শ্রীভগবানুবাচ

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন !
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ! ॥ ৫
অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্ ।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৬

অন্বয়। শ্রীভগবানুবাচ। হে অর্জ্জুন, তব মে চ বহূনি জন্মানি ব্যতীতানি, অহং তানি সর্ব্বাণি বেদ, হে পরন্তপ, ত্বং ন বেত্থ। ৫

ব্যতীতানি—অতিক্রান্ত হইয়াছে। বেদ—জানি। ন বেত্থ—জানন।

অজঃ সন্ অপি অব্যয়াত্মা ভূতানাম্ ঈশ্বরঃ সন্ অপি স্বাম্ প্রকৃতিম্ অধিষ্ঠায় আত্মমায়য়া সম্ভবামি। ৬

অজঃ—জন্মরহিত। অব্যয়াত্মা—অবিনাশী আত্মা। স্বাম্ প্রকৃতিং—আপন প্রকৃতিকে (বৈষ্ণবী মায়াকে)। অধিষ্ঠায়—বশীভূত করিয়া। আত্মমায়য়া—নিজের শক্তিবশে।

শ্রীভগবান্ বলিলেন—

আমার ও তোমার জন্ম তো অনেকবার হইয়া গিয়াছে। সে সকল আমি জানি, কিন্তু তুমি জান না। ৫

আমি জন্ম-রহিত ও অবিনাশী হইলেও ভূতমাত্রের ঈশ্বর। তাহা হইলেও আমার স্বভাবের আশ্রয় লইয়া আমার মায়ার বলে জন্ম ধারণ করিয়া থাকি। ৬

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভরতি ভারত !
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৭
পরিত্রাণায় সাধূনাং রিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভরামি যুগে যুগে ॥ ৮

অন্বয়। হে ভারত, যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি (তথা) অধর্ম্মস্য অভ্যুত্থানং (ভবতি) তদা অহং আত্মানং সৃজামি। ৭

সাধূনাং পরিত্রাণায় দুষ্কৃতাং বিনাশায় ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় চ যুগে যুগে সম্ভবামি। ৮

হে ভারত, যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি হয় এবং অধর্ম্ম প্রবল হয়, তখন তখনই আমি জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকি। ৭

সাধুদিগের রক্ষার জন্য আর দুষ্টদিগের নাশের জন্য এবং ধর্ম্মের পুনরুদ্ধারের জন্য যুগে যুগে আমি জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকি। ৮

টিপ্পনী—ইহাতে শ্রদ্ধাবানের আশ্বাস রহিয়াছে এবং সত্যের বা ধর্ম্মের অবিচলতার প্রতিজ্ঞা রহিয়াছে। এই জগতে জোয়ার-ভাটা হইয়া থাকে ; কিন্তু পরিণামে ধর্ম্মেরই জয় হয়। সাধুদিগের নাশ হয় না, কেন না সত্যের নাশ নাই। দুষ্টের নাশ হইবেই, কেন না অসত্যের অস্তিত্ব নাই। ইহা জানিয়া মানুষ নিজের কর্ত্তৃত্বের অভিমানে হিংসা করিবে না, কদাচার করিবে না। ঈশ্বরের অবোধ্য মায়া নিজের কাজ করিয়া যাইতেছে। এই যে অবতার ইহাই ঈশ্বরের জন্ম। বস্তুতঃ ঈশ্বরের জন্ম হইতে পারে না।

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন ॥ ৯
বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥ ১০

অন্বয়। হে অর্জ্জুন, এবং মে দিব্যং জন্ম কর্ম্ম চ তত্ত্বতঃ যো বেত্তি, সঃ দেহং ত্যক্ত্বা পুনর্জন্ম ন এতি, মাম্ এতি। ৯

তত্ত্বতঃ—যথাবৎ, ঠিক মত।

বীতরাগভয়ক্রোধাঃ মন্ময়াঃ মামুপাশ্রিতাঃ বহবঃ জ্ঞানতপসা পূতাঃ মদ্ভাবম্ আগতাঃ। ১০

মন্ময়াঃ—আমাতে ময় হইয়া। মামুপাশ্রিতাঃ—যাহারা আমাকে আশ্রয় করিয়াছে। পূতাঃ—পবিত্র।

এমনি করিয়া যে আমার দিব্য জন্ম ও কর্ম্মের রহস্য জানে, হে অর্জ্জুন, সে দেহত্যাগ করিয়া পুনরায় জন্ম পায় না, আমাকে পায়।৯

টিপ্পনী—যে মনুষ্যের এই দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে ঈশ্বর সত্যেরই জয় করাইবেন, সে ত সত্যকে ছাড়িতে পারে না। সে ধৈর্য্য রাখিয়া, দুঃখ সহ্য করিয়া মমতাশূন্য হইয়া থাকিয়া জন্ম মরণের ফের হইতে মুক্ত হইয়া, ঈশ্বরের ধ্যান করিয়া তাহাতেই লয় পায়।

সে রাগ ভয় ও ক্রোধ রহিত হইয়া আমার ধ্যানধারণ করিয়া আমারই আশ্রয় লইয়া জ্ঞানরূপী তপদ্বারা পবিত্র হইয়া আমার স্বরূপ পায়। ১০

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ! সর্বশঃ ॥ ১১
কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা ॥ ১২

অন্বয়। যে মাং যথা প্রপদ্যন্তে অহং তান্ তথা এব ভজামি। হে পার্থ, মনুষ্যাঃ সর্বশঃ মম বর্ত্ম অনুবর্ত্তন্তে। ১১

প্রপদ্যন্তে—আশ্রয় লয়। ভজামি—অনুগ্রহ করিয়া থাকি, ফল দান করিয়া থাকি। মম বর্ত্ম—আমার পথ, আমার নিয়ম। অনুবর্ত্তন্তে—অনুবর্ত্তনকরে, অবলম্বন করে।

ইহ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং কাঙ্ক্ষন্তঃ দেবতাঃ যজন্তে, মানুষে লোকে কর্ম্মজা সিদ্ধিঃ হি ক্ষিপ্রং ভবতি। ১২

যে যে পরিমাণে আমার আশ্রয় লইয়া থাকে তাহাকে সেই পরিমাণে অমি ফল দিয়া থাকি। হে পার্থ, ইচ্ছামত মানুষ আমার মার্গ অনুসরণ করিয়া থাকে, আমার শাসনের নীচে থাকে। ১১

টিপ্পনী—অর্থাৎ কেহ কোনও ঐশ নিয়মের লঙ্ঘন করিতে পারে না। যেমন বপন করিবে তেমন ফল পাইবে। ঈশ্বরের নিয়মের, কর্ম্মের নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। সকলেই সমান অর্থাৎ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী ন্যায় পাইয়া থাকে।

কর্ম্মের সিদ্ধি ইচ্ছা করিয়া মানুষ ইহলোকে দেবদিগকে পূজা করিয়া থাকে, এই হেতু সে তাহার কর্ম্মজনিত ফল শীঘ্রই মনুষ্য লোকেই পাইয়া থাকে। ১২

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্ ॥ ১৩
ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে ॥ ১৪

অন্বয়। ময়া গুণকর্ম্মবিভাগশঃ চাতুর্ব্বর্ণ্যং সৃষ্টং তস্য কর্ত্তারম্ অপি মাম্ অব্যয়ং অকর্ত্তারং বিদ্ধি। ১৩

ময়া—আমাকর্ত্তৃক। গুণকর্ম্মবিভাগশঃ—গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ অনুযায়ী। চাতুর্ব্বর্ণ্যং—চতুর্ব্বর্ণের নিয়ম ; ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বিভাগ।

কর্ম্মাণি মাং ন লিম্পন্তি, কর্ম্মফলে মে স্পৃহা ন ইতি যঃ মাম্ অভিজানাতি সঃ কর্ম্মভিঃ ন বধ্যতে। ১৪

ন লিম্পন্তি—লিপ্ত করে না, স্পর্শ করে না। স্পৃহা—ইচ্ছা, তৃষ্ণা।

টিপ্পনী—দেবতা অর্থে স্বর্গবাসী ইন্দ্র বরুণাদি ব্যক্তি নহে, দেবতা অর্থে ঈশ্বরের অংশরূপ শক্তি। এই অর্থে মানুষও দেবতা। বাষ্প বিদ্যুৎ ইত্যাদি মহতী শক্তিও দেবতা। তাহাদিগকে আরাধনা করিয়া ফল শীঘ্র এবং ইহলোকেই পাওয়া যায়, ইহাই আমরা দেখিয়া থাকি : সে ফল ক্ষণিক মাত্র। তাহাতে আত্মার সন্তোষ দেয় না, তবে আর মোক্ষ কেমন করিয়া দিবে ?

গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ করিয়া চারিবর্ণ আমি করিয়াছি। উহাদের কর্ত্তা হইলেও আমাকে তুমি অবিনাশী অকর্ত্তা বলিয়া জানিবে। ১৩

আমাকে কর্ম্ম স্পর্শ করে না; তাহার [কর্ম্মের] ফলেও আমার

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্ম্মৈব তস্মাৎ ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতম্॥ ১৫
কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্ জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥ ১৬

অন্বয়। পূর্ব্বৈঃ অপি মুমুক্ষুভিঃ এবং জ্ঞাত্বা কর্ম্ম কৃতম্। তস্মাৎ ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতং কর্ম্ম এব কুরু। ১৫

মুমুক্ষুভিঃ—মোক্ষার্থীদেরদ্বারা। এবং—এইপ্রকার। পূর্ব্বৈঃ—পূর্ব্বের লোকদের দ্বারা। পূর্ব্বতরং—পূর্ব্বকালের ন্যায়। কুরু—কর।

কিম্ কর্ম্ম কিম্ অকর্ম্ম ইতি অত্র কবয়ঃ অপি মোহিতাঃ, তৎ তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যৎ জ্ঞাত্বা অশুভাৎ মোক্ষ্যসে। ১৬

কবয়ঃ—কবিগণ, পণ্ডিতেরা, জ্ঞানী পুরুষেরা। মোহিতাঃ—মোহপ্রাপ্ত। তৎ—সেই হেতু। তে—তোমাকে। প্রবক্ষ্যামি—বলিতেছি।

লালসা নাই, এই প্রকারে যে ব্যক্তি আমাকে ভাল করিয়া জানে সে কর্ম্মের বন্ধনে পড়ে না। ১৪

টিপ্পনী—ইহাতে মনুষ্যের নিকট কর্ম্ম করিয়াও অকর্ম্মী রহিবার সর্ব্বোত্তম দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। ঈশ্বরই সকলের কর্ত্তা আমি নিমিত্ত মাত্র আছি, তবে [এইরূপ জ্ঞান জন্মিলে] আর কর্ত্তৃত্বের অভিমান কেমন করিয়া হইবে?

এই প্রকার জানিয়া পূর্ব্ব মুমুক্ষুরা কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন, তেমনি তুমিও পূর্ব্বীয়েরা সর্ব্বদা যে প্রকার করিয়া গিয়াছেন সেই প্রকার কর। ১৫

কর্ম্ম কি, অকর্ম্ম কি এই বিষয়ে জ্ঞানী পুরুষও মোহে পড়িয়া

কর্ম্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ ॥ ১৭
কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ ॥ ১৮

অন্বয়। হি কর্ম্মণঃ বোদ্ধব্যম্ অপি বিকর্ম্মণঃ হি বোদ্ধব্যম্ তথা অকর্ম্মণঃ চ বোদ্ধব্যম্ কর্ম্মণঃ গতিঃ গহনা। ১৭

বিকর্ম্মণঃ—নিষিদ্ধ কর্ম্ম সকলের। অকর্ম্মণঃ—কর্ম্মশূন্যতার। গহনা—দুজ্ঞের্য়।

যঃ কর্ম্মণি অকর্ম্ম পশ্যেৎ, যঃ অকর্ম্মণি কর্ম্ম চ (পশ্যেৎ) স মনুষ্যেষু বুদ্ধিমান্। সঃ যুক্তঃ, সঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ। ১৮

থাকেন। সেই কর্ম্ম আমি তোমাকে সঠিক বলিতেছি। ইহা জানিলে তুমি অশুভ হইতে বাঁচিবে। ১৬

কর্ম্ম, নিষিদ্ধ কর্ম্ম ও অকর্ম্ম ইহাদের ভেদ জানা চাই। কর্ম্মের গতি গূঢ়। ১৭

কর্ম্মকে যে অকর্ম্ম বলিয়া বোঝে ও অকর্ম্মকে যে কর্ম্ম বলিয়া বোঝে তাহাকে লোক-মধ্যে বুদ্ধিমান্ গণনা করা হয়; তিনি যোগী ও সম্পূর্ণ কর্ম্মকারী। ১৮

টিপ্পনী—কর্ম্ম করিয়াও যে কর্ত্তৃত্বের অভিমান রাখে না তাহার কর্ম্ম অকর্ম্ম এবং যে ব্যক্তি কর্ম্মকে বাহ্যতঃ ত্যাগ করিয়াও মনে আকাশ কুসুম রচনা করে তাহার অকর্ম্মই কর্ম্ম। যাহার পক্ষাঘাত হইয়াছে সে ইচ্ছাপূর্ব্বক (অভিমানপূর্ব্বক) যদি বিকল অঙ্গ

যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥ ১৯

অন্বয়। যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জ্জিতাঃ বুধাঃ তম্ জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং পণ্ডিতম্ আহুঃ। ১৯

হেলায় তাহা হইলেই উহা হেলিবে। এই পীড়া অঙ্গ হেলান রূপ ক্রিয়ার কর্ত্তা হইল। আত্মার গুণ অকর্ত্তার ন্যায়। যে ব্যক্তি মোহ-মুগ্ধ হইয়া নিজেকে কর্ত্তা মনে করে তাহার আত্মার যেন পক্ষাঘাত হইয়াছে ও সে অভিমানী হইয়া কর্ম্ম করে। এইরূপ যে কর্ম্মের গতি জানে, সেই বুদ্ধিমান্ যোগীকে কর্ত্তব্যপরায়ণ বলা যায়। "আমি করিতেছি" এইরূপ যাহারা মানে তাহারা কর্ম্ম-বিকর্ম্ম ভেদ ভুলিয়া যায় ও সাধনপথের ভাল-মন্দ বিচার করে না। আত্মার স্বাভাবিক গতি ঊর্দ্ধমুখী; এজন্য যখন মানুষ নীতিন্যায় ত্যাগ করে তখন তাহাতে অহঙ্কার আছে ইহা অবশ্যই বলা যায়। অভিমান-রহিত পুরুষের কর্ম্ম সহজেই সাত্ত্বিক হয়।

যাহার সর্ব্ব আরম্ভ কামনা ও সঙ্কল্পবর্জ্জিত তাহার কর্ম্ম জ্ঞানরূপ অগ্নিতে বলি দেওয়া হইয়াছে। এই রকম লোককে জ্ঞানীরা পণ্ডিত বলেন।

ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥ ২০

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ২১

অন্বয়। কর্ম্মফলাসঙ্গং ত্যক্ত্বা নিত্যতৃপ্তঃ নিরাশ্রয়ঃ (সন্) কর্ম্মণি অভিপ্রবৃত্তঃ অপি সঃ কিঞ্চিৎ এব [illegible]করোতি। ২০

কর্ম্মফলাসঙ্গং—কর্ম্মফলে আসক্তি। নিত্যতৃপ্তঃ—সর্ব্বদা সন্তুষ্ট। নিরাশ্রয়ঃ—আশ্রয়ের লালসাশূন্য।

নিরাশীঃ যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ, [illegible]কেবলং শারীরং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ কিল্বিষং ন আপ্নোতি। ২১

নিরাশীঃ—কামনারহিত, আশারহিত। যতচিত্তাত্মা—সংযত চিত্ত ও আত্মা [illegible]। পরিগ্রহঃ—সম্পত্তি-সঞ্চয় বা সংগ্রহ। শারীরং কর্ম্ম—শরীর দ্বারা যে [illegible] যায়। কিল্বিষং—পাপ।

যে কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়াছে, যে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট, যাহার কোনও [illegible]র লালসা নাই, সে কর্ম্মে ভাল রকম প্রবৃত্ত হইলেও কিছুই [illegible]তছে না এরূপ বলা যায়। ২০

টিপ্পনী—তাৎপর্য্য এই যে, তাহাকে কর্ম্মের বন্ধন ভোগ করিতে হয় না।

যে আশা-রহিত, যাহার মন নিজের বশীভূত, যে সংগ্রহ মাত্র [illegible] দিয়াছে, যে শরীর দ্বারা মাত্র কর্ম্ম করে, সে কর্ম্ম করিয়াও দোষ যুক্ত হয় না। ২১

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥ ২২

অন্বয়। যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ দ্বন্দ্বাতীতঃ বিমৎসরঃ সিদ্ধৌ অসিদ্ধৌ চ সমঃ কৃত্বা অপি ন নিবধ্যতে। ২২

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ—যাহা আপনা আপনি পাওয়া যায়, তাহাতে যে সন্তুষ্ট। দ্বন্দ্বাতীতঃ—শীত উষ্ণ, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্বের অতীত। বিমৎসরঃ—মৎসর অর্থে বৈর বুদ্ধি; যাহার শত্রুতার বুদ্ধি একেবারে লুপ্ত হইয়াছে, দ্বেষরহিত।

টিপ্পনী—অভিমান পূর্ব্বক কৃতকর্ম্ম মাত্র যথেষ্ট সাত্ত্বিক হইলেও বন্ধনকারী হয়। উহা যখন ঈশ্বরার্পিত বুদ্ধি হইতে অভিমান-শূন্য হয় তখন বন্ধন-রহিত হয়। যাহার অহং শূন্যতা পাইয়াছে, তাহার শরীর মাত্র কর্ম্ম করে। সুপ্ত মানুষের শরীর মাত্র করে একথা বলা যায়। কয়েদী বলপ্রয়োগের বশীভূত হইয়া অনিচ্ছায় লাঙ্গল চালায়, তাহার শরীরই কার্য্য করে। যে স্বেচ্ছায় ঈশ্বরের কয়েদী হয় তাহারও শরীর মাত্র কর্ম্ম করে। সে তখন নিজে [অহং] শূন্য হয়, প্রেরক ঈশ্বর।

যে সহজে প্রাপ্ত বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকে, যে সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত থাকে, যে দ্বেষরহিত এবং যে সফলতা নিষ্ফলতা বিষয়ে নির্ব্বিকার সে ব্যক্তি কর্ম্ম করিয়াও বন্ধনে পড়ে না। ২২

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥ ২৩

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ॥ ২৪

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥ ২৫

অন্বয়। গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ যজ্ঞায় কর্ম্ম আচরতঃ সমগ্রং প্রবিলীয়তে। ২৩

গতসঙ্গস্য—যাহার সঙ্গ বা আসক্তি নাই। মুক্ত—জীবন্মুক্ত। জ্ঞানাবস্থিত-চেতসঃ—যাহার চিত্ত জ্ঞানময়। সমগ্রং—কর্ম্মফল সহিত কর্ম্ম। প্রবিলীয়তে—লয়প্রাপ্ত হয়।

অর্পণং ব্রহ্ম, হবিঃ ব্রহ্ম, ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতং, ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা তেন ব্রহ্মৈব গন্তব্যং। ২৪

অর্পণং—যাহাদ্বারা আগুনে ঘি ঢালা হয়, হাতা। হবিঃ—ঘি। ব্রহ্মকর্ম্ম-সমাধিনা—ব্রহ্ম এবং কর্ম্ম এই দুইয়ের সমাধি, সমাধান বা মিল যিনি করিয়াছেন।

অপরে যোগিনঃ দৈবম্ এব যজ্ঞং পর্য্যুপাসতে, অপরে ব্রহ্মাগ্নৌ যজ্ঞং যজ্ঞেন এব উপজুহ্বতি। ২৫

উপজুহ্বতি—আহুতি দেয়।

যে আসক্তিরহিত, যাহার চিত্ত জ্ঞানময়, যে মুক্ত এবং যে যজ্ঞার্থেই কর্ম্ম করে, তাহার কর্ম্মমাত্র লয়প্রাপ্ত হয়। ২৩

(যজ্ঞে) অর্পণ [হাতা] ব্রহ্ম, হবনের বস্তু যে হবি তাহা ব্রহ্ম, ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে হবনকারী সেও ব্রহ্ম, এই প্রকার কর্ম্মের সহিত যে ব্রহ্মের মিল সাধন করে সে ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হয়। ২৪

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥ ২৬
সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥ ২৭

অন্বয়। অন্যে শ্রোত্রাদীনি ইন্দ্রিয়াণি সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি, অন্যে ইন্দ্রিয়াগ্নিষু শব্দাদীন্ বিষয়ান্ জুহ্বতি। ২৬

জুহ্বতি—হোমকরে।

অপরে সর্ব্বাণি ইন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চ জ্ঞানদীপিতে আত্মসংযম-যোগাগ্নৌ জুহ্বতি। ২৭

জ্ঞানদীপিতে—প্রজ্বলিত জ্ঞানে।

আর কতক যোগী দেবতাপূজনরূপ যজ্ঞ করিয়া থাকে এবং অপরে ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে যজ্ঞদ্বারা যজ্ঞকেই হোম করে। ২৫

আবার অপরে শ্রবণাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা সংযমরূপ যজ্ঞ করে এবং অপর কেহ শব্দাদি বিষয় ইন্দ্রিয়াগ্নিতে হোম করে। ২৬

টিপ্পনী—শ্রবণাদি ক্রিয়া ইত্যাদির সংযম করা এক এবং ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার করিয়াও সেই বিষয় সকল প্রভুপ্রীত্যর্থে ব্যবহার করা অন্য—যেমন ভজনাদি শ্রবণ। বস্তুতঃ উভয়েই এক।

আবার অন্যে সকল ইন্দ্রিয়-কর্ম্ম ও প্রাণ-কর্ম্মকে জ্ঞান দীপ জ্বালাইয়া আত্মসংযম রূপ যোগাগ্নিতে হোম করে।

টিপ্পনী—অর্থাৎ পরমাত্মায় তন্ময় হইয়া যায়।

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮
অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ॥ ২৯

অন্বয়। দ্রব্যযজ্ঞাঃ তপোযজ্ঞাঃ তথা অপরে যোগযজ্ঞাঃ স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ। ২৮

দ্রব্যযজ্ঞাঃ—যাহারা দ্রব্যাদি দান দ্বারা যজ্ঞ করেন। তপোযজ্ঞাঃ—যাহারা তপশ্চর্য্যা রূপ যজ্ঞ করেন। যোগযজ্ঞাঃ—যাহারা অষ্টাঙ্গ যোগ সাধনকারী। সংশিতব্রতাঃ—তীক্ষ্ণব্রতধারী।।

অপরে অপানে প্রাণং জুহ্বতি, প্রাণে অপানং তথা প্রাণাপানগতীঃ রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ। ২৯

এই প্রকারে কেহ যজ্ঞার্থে দ্রব্য দানকারী হয়, কেহ তপস্যাকারী হয়। কতক অষ্টাঙ্গ-যোগ সাধনকারী হয়, কতক স্বাধ্যায় ও জ্ঞানযজ্ঞ করে। ইহারা সকলে কঠিন ব্রতধারী প্রযত্নশীল যাজ্ঞিক। ২৮

অপরে প্রাণায়ামে তৎপর রহিয়া অপান দ্বারা প্রাণবায়ুকে হোম করে, প্রাণ-বায়ু দ্বারা অপানকে হোম করে, অথবা প্রাণ ও অপান উভয়কেই রুদ্ধ করে। ২৯

টিপ্পনী—প্রাণায়াম তিন প্রকার; রেচক, পূরক ও কুম্ভক। সংস্কৃতে প্রাণ বায়ুর অর্থ গুজরাটীর উণ্টা। এই প্রাণবায়ু ভিতর হইতে বাহিরে আসে। আমরা যাহা বাহির হইতে ভিতরে লই সে প্রাণবায়ু 'অক্সিজেন' নামে জানিবে।

অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি।
সর্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষপিতকল্মষাঃ ॥ ৩০

যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্।
নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম ! ॥ ৩১

অন্বয়। অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণেষু প্রাণান্ জুহ্বতি। এতে সর্ব্বে অপি যজ্ঞবিদঃ যজ্ঞক্ষপিতকল্মষাঃ। ৩০

নিয়তাহারাঃ—সংযতাহারী। যজ্ঞক্ষপিতকল্মষাঃ—যজ্ঞদ্বারা যাহাদের পাপ ক্ষয়িত হইয়াছে।

যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজঃ সনাতনং ব্রহ্ম যান্তি, হে কুরুসত্তম, অযজ্ঞস্য অয়ং লোকো নাস্তি অন্যঃ কুতঃ। ৩১

যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজঃ—যজ্ঞের অবশিষ্ট যে অন্ন থাকে তাহাই অমৃত, যাহারা সেই অমৃত ভোজন করে। সনাতনং—চিরন্তন।

আবার অন্যে আহারের সংযম করিয়া প্রাণদ্বারা প্রাণের হোম করে। যাহারা যজ্ঞদ্বারা নিজের পাপ ক্ষীণ করিয়াছে তাহারা সকলেই যজ্ঞ জানে। ৩০

হে কুরুসত্তম, যজ্ঞের শেষ অমৃত আহারকারী ব্যক্তি সনাতন ব্রহ্ম পায়, যজ্ঞ যাহারা করে না তাহাদের জন্য ইহলোকই নাই, পরলোক আর কি করিয়া থাকিবে? ৩১

এৱং বহুৱিধা যজ্ঞা ৱিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্ম্মজান্ ৱিদ্ধি তান্ সর্ৱানেৱং জ্ঞাত্ৱা ৱিমোক্ষ্যসে॥ ৩২

অন্বয়। ব্রহ্মণঃ মুখে এবং বহুবিধাঃ যজ্ঞাঃ বিততাঃ, তান্ সর্ব্বান্ কর্ম্মজান্ বিদ্ধি এবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে। ৩২

ব্রহ্মণঃ—বেদের। মুখে—দ্বারে। বিততাঃ—বিহিত হইয়াছে, বর্ণিত হইয়াছে। কর্ম্মজান্—কর্ম্মজনিত, কর্ম্মহইতে উৎপন্ন। বিমোক্ষ্যসে—বিমুক্ত হইবে।

এই প্রকার বেদে অনেক যজ্ঞের বর্ণনা আছে; উহারা কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন জানিও। এইরূপ জানিয়া তুমি মোক্ষ পাইবে। ৩২

টিপ্পনী—এখানে কর্ম্মের ব্যাপক অর্থ আছে। অর্থাৎ উহা শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক। এই প্রকার কর্ম্ম যজ্ঞ বিনা হইতে পারে না। এইরূপ জানা ও তদনুরূপ আচরণ করার নাম যজ্ঞ জানা। তাৎপর্য্য এই যে, মানুষ নিজের শরীর বুদ্ধি ও আত্মা প্রভুপ্রীত্যর্থে, লোকসেবার্থে যদি ব্যবহার না করে তবে চোর বলিয়া গণ্য হয় ও মোক্ষের উপযুক্ত হইতে পারে না। কেবল যে বুদ্ধি-শক্তির ব্যবহার করে এবং শরীর ও আত্মাকে চুরি করে সে পূরা যাজ্ঞিক নয়। এই শক্তিসকল একত্রিত না হইলে পরোপকারার্থে ব্যবহৃত হইতে পারে না। সেই হেতু আত্মশুদ্ধি বিনা লোক-সেবা অসম্ভব। সেবকের পক্ষে শরীর বুদ্ধি ও আত্মা এই তিন নীতি ভাল রকমে বিকশিত হওয়া দরকার।

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ !।
সর্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ ! জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৩৩
তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৩৪

অন্বয়। হে পরন্তপ, দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞঃ শ্রেয়ান্। হে পার্থ, সর্ব্বং অখিলং কর্ম্ম জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে। ৩৩

অখিলং—খিল রহিত, অবাধ।

তৎ প্রণিপাতেন, পরিপ্রশ্নেন সেবয়া চ বিদ্ধি, তত্ত্বদর্শিনঃ জ্ঞানিনঃ তে জ্ঞানং উপদেক্ষ্যন্তি। ৩৪

তৎ—সেই জ্ঞান। বিদ্ধি—জানিও। উপদেক্ষ্যন্তি—উপদেশ দিবেন।

হে পরন্তপ, দ্রব্য-যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞান-যজ্ঞ অধিক শ্রেষ্ঠ। কারণ হে পার্থ ! কর্ম্মমাত্র জ্ঞানেই পরাকাষ্ঠায় পঁহুছে।

টিপ্পনী—পরোপকারবৃত্তি হইতে দেওয়া বস্তু যদি জ্ঞান পূর্ব্বক না দেওয়া হয় তবে তাহা যে অনেকবার হানি করে ইহা কে না অনুভব করে ? সকল বৃত্তি হইতে উৎপন্ন সকল কর্ম্ম তখনই শোভা পায় যখন তাহার সহিত জ্ঞানের যোগ থাকে। তেমনি কর্ম্মমাত্রেরই পূর্ণাহুতি জ্ঞানেই হয়।

যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞ সেইরূপ জ্ঞানীদের সেবা করিয়া ও নম্রতাপূর্ব্বক বিবেকের কাছে পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিয়া উহা তুমি জানিবে। তাঁহারা তোমার জিজ্ঞাসা তৃপ্ত করিবেন। ৩৪

যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব !।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি॥ ৩৫

অন্বয়। হে পাণ্ডব, যৎ জ্ঞাত্বা পুনঃ এবং মোহং ন যাস্যসি যেন ভূতানি আত্মনি অথো ময়ি অশেষেণ দ্রক্ষ্যসি। ৩৫

টিপ্পনী—জ্ঞান পাইবার তিনটি সর্ত্ত—প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন, সেবা—এই যুগে খুব প্রণিধান করিবার যোগ্য। প্রণিপাত মানে নম্রতা, ভব্যতা ; পরিপ্রশ্ন মানে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা ; সেবা বিনা নম্রতা খোশামুদিতে পরিণত হইতে পারে। আবার জ্ঞান না খুঁজিলে পাওয়া সম্ভব নয়। সেই জন্য যতক্ষণ না বোঝা যায় ততক্ষণ গুরুর নিকট নম্রতা পূর্ব্বক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে। ইহাই জিজ্ঞাসার চিহ্ন। ইহাতে শ্রদ্ধা আবশ্যক। যাঁহার সম্বন্ধে শ্রদ্ধা না হইবে তাঁহার প্রতি সহৃদয় নম্রতা আসিবে না, তাঁহার সেবা আর কি করিয়া হইবে ?

এই জ্ঞান পাওয়ার পর—হে পাণ্ডব, তোমার আর এই মোহ থাকিবে না। সেই জ্ঞানদ্বারা তুমি ভূতমাত্রকে নিজ আত্মার মধ্যে এবং আমার মধ্যে দেখিবে। ৩৫

টিপ্পনী—"যথা পিণ্ডে তথা ব্রহ্মাণ্ডে" ইহার অর্থ—যাহার আত্মদর্শন হইয়াছে সে নিজের আত্মা ও অপরের আত্মার মধ্যে ভেদ দেখে না।

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ॥ ৩৬
যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন!।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ৩৭
ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ ৩৮

অন্বয়। সর্ব্বেভ্যঃ পাপেভ্যঃ অপি পাপকৃত্তমঃ চেৎ অসি জ্ঞানপ্লবেন এব সর্ব্বং বৃজিনং সন্তরিষ্যসি। ৩৬

জ্ঞানপ্লবেন—জ্ঞানকেই প্লব, নৌকা, করিয়া। বৃজিনং—পাপকে।

হে অর্জ্জুন, সমিদ্ধঃ অগ্নিঃ যথা এধাংসি ভস্মসাৎ কুরুতে, তথা জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে। ৩৭

সমিদ্ধঃ—প্রদীপ্ত, প্রজ্বলিত। এধাংসি—কাষ্ঠ সকল।

ইহ জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রং নহি বিদ্যতে, যোগসংসিদ্ধঃ স্বয়ম্ কালেন আত্মনি তৎ বিন্দতি। ৩৮

যোগসংসিদ্ধঃ—যোগসিদ্ধ পুরুষ, সমত্বপ্রাপ্ত পুরুষ। স্বয়ম্—নিজে নিজেই। তৎ—সেই জ্ঞান। বিন্দতি—লাভ করে।

সকল পাপীর ভিতর যদি তুমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাপী হও তথাপি জ্ঞানরূপী নৌকা দ্বারা সকল পাপই তুমি উত্তীর্ণ হইবে। ৩৬

হে অর্জ্জুন! যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি ইন্ধনকে ছাই করিয়া ফেলে তেমনি জ্ঞানরূপী অগ্নি সমস্ত কর্ম্ম ছাই করিয়া ফেলে। ৩৭

জ্ঞানের মত এই জগতে আর কিছুই পবিত্র নাই। যোগে বা সমত্বে পূর্ণ মনুষ্য কালক্রমে নিজে নিজেই সেই জ্ঞান লাভ করে। ৩৮

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯
অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥ ৪০
যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংচ্ছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়! ॥ ৪১

অন্বয়। শ্রদ্ধাবান্ তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ জ্ঞানং লভতে, জ্ঞানং লব্ধ্বা অচিরেণ পরাং শান্তিম্ অধিগচ্ছতি। ৩৯

পরাং শান্তিং—পরমশান্তি মানে মোক্ষ। অধিগচ্ছতি—পায়।

অজ্ঞঃ অশ্রদ্দধানঃ সংশয়াত্মা চ বিনশ্যতি। সংশয়াত্মনঃ অয়ং লোকো নাস্তি; ন পরঃ ন চ সুখম্ (অস্তি)। ৪০

অজ্ঞঃ—গুরুর উপদেশ আদিতে যে জ্ঞান পায় নাই। অশ্রদ্দধানঃ—যাহার শ্রদ্ধা নাই। সংশয়াত্মা—সংশয়াকুলিত ব্যক্তি। বিনশ্যতি—নাশপ্রাপ্ত হয়।

হে ধনঞ্জয়! যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং, জ্ঞানসংচ্ছিন্নসংশয়ং আত্মবন্তং কর্ম্মাণি ন নিবধ্নন্তি। ৪১

যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং—যে যোগদ্বারা কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে, অর্থাৎ ফলাসক্তি যুক্ত কর্ম্মত্যাগ করিয়াছে। জ্ঞান-সংচ্ছিন্ন-সংশয়ং—জ্ঞানদ্বারা যাহার সংশয় দূর হইয়াছে। আত্মবন্তং—যে আত্মদর্শী তাহাকে।

শ্রদ্ধাবান্ ঈশ্বরপরায়ণ জিতেন্দ্রিয় পুরুষ জ্ঞান পায়, এবং এই জ্ঞান যে পাইয়াছে সে শীঘ্রই শান্তিলাভ করে। ৩৯

যে অজ্ঞান ও শ্রদ্ধা-রহিত হইয়া সংশয়-পরায়ণ হয় তাহার নাশ হয়। সংশয়ীর পক্ষে ইহলোকও নাই, পরলোকও নাই। তাহার কোথাও সুখ নাই ৪০

যে ব্যক্তি সমত্বরূপী যোগ দ্বারা কর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্মফল ত্যাগ

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ! ॥ ৪২

অন্বয়। তস্মাৎ হে ভারত, আত্মনঃ হৃৎস্থং অজ্ঞানসম্ভূতং এনং সংশয়ং জ্ঞানাসিনা ছিত্ত্বা যোগম্ আতিষ্ঠ, উত্তিষ্ঠ। ৪২

-সাধন কর। সংশয়ং—নিজের স্বরূপ বিষয়ে সংশয়।

করিয়াছে এবং জ্ঞানদ্বারা সংশয় নাশ করিয়াছে, সেই আত্মদর্শীকে হে অর্জ্জুন, কর্ম্ম বন্ধন করে না। ৪১

অতএব হে অর্জ্জুন, হৃদয়স্থ অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন সংশয়কে আত্মজ্ঞানরূপী তরবারির দ্বারা নাশ করিয়া যোগ অর্থাৎ সমত্ব ধারণ করিয়া দাঁড়াও। ৪২

ওঁ তৎসৎ

এইপ্রকারে শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতারূপী উপনিষদে অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যান্তর্গত যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে জ্ঞান-কর্ম্ম-সন্ন্যাস যোগ নামক চতুর্থ অধ্যায় পূর্ণ হইল।

চতুর্থ অধ্যায়ের ভাবার্থ

কর্ম্মযোগ নূতন নহে

১—৫

তৃতীয় অধ্যায়ে কর্ম্মযোগের সম্পর্কে অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করিয়া মোক্ষ প্রাপ্তির বিষয়ে যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, উহা কিছু নূতন জিনিষ নহে। ভগবান্ বলিতেছেন যে, তিনি এই যোগের কথা বিবস্বান্‌কে বলিয়াছিলেন এবং ১ মনু ইক্ষ্বাকু পরম্পরা ক্রমে রাজর্ষিরা জানিয়াছিলেন। কিন্তু কালক্রমে এই অনাসক্তি যোগ বা কর্ম্মযোগের জ্ঞান ২ অন্তর্হিত হইয়াছে। সেই জ্ঞান পুনরায় ভগবান্ অর্জ্জুনকে ৩ দিতেছেন। অর্জ্জুন তাঁহার ভক্ত এবং সখা। আর এই জ্ঞানও দেওয়ার মত জিনিষ।

অর্জ্জুন বলেন যে, একথা কেমন করিয়া সম্ভব যে শ্রীকৃষ্ণ ৪ বিবস্বান্‌কে এই যোগের কথা বলিয়াছিলেন। বিবস্বান্ সেই কোন্ যুগের লোক, আর শ্রীকৃষ্ণ ত সেদিনের লোক। অর্জ্জুনের এই প্রশ্নের আশ্রয়ে শ্রীভগবান্ নিজ স্বরূপ ব্যক্ত ৫ করেন। তিনি বলেন যে, তিনি আজিকার নহেন, তিনি সনাতন। তিনি বহুবার জন্ম লইয়াছেন, অর্জ্জুনও তেমনি

অনেকবার জন্ম লইয়াছেন। কিন্তু ভগবানের পূর্ব্ব জন্মের সমস্তই স্মৃতিতে আছে, অর্জ্জুনের সে কথা স্মরণ নাই।

ধর্ম্ম স্থাপনার্থে ভগবানের দেহ গ্রহণ

৬—৯

ভগবান্ অতঃপর যে প্রয়োজনে নর-দেহ গ্রহণ করিয়া ধর্ম্ম-স্থাপন করেন তাহার বর্ণনা করেন। তিনি অজ, অব্যয় ও ঈশ্বর হইয়াও নিজেরই মায়াতে জন্ম লন। ৬ তাহার হেতু হইতেছে ধর্ম্ম-সংস্থাপন। ধর্ম্ম-জগতে উত্থান ও পতন চলিতেছে, কিন্তু পরিণামে ধর্ম্মেরই জয় হয়। যখন মানুষের বিচার মলিন হয়, যখন লোকমধ্যে যোগ-প্রভাব ৭ শিথিল হয়, যখন অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয় তখনই তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সাধুদের পরিত্রাণের জন্য, দুষ্কৃতকারীদের ৮ বিনাশের জন্য, ও ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে ভগবান্ মনুষ্যদেহ ধারণ করিতেছেন। এক্ষণেও ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত বলিয়া তাঁহার আবির্ভাব। অনাসক্ত হইয়া ঈশ্বরার্পিত বুদ্ধিতেই কর্ম্ম করা যে মনুষ্য-ধর্ম্ম এই জ্ঞান ৯ মলিন হইয়াছে বলিয়াই ভগবান্ দেহধারণ করিয়া ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থে কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান

৯

ভগবান্ বলিতেছেন যে, যে-ব্যক্তি তাঁহার জন্ম ও কর্ম্মের তত্ত্ব জানে সে মোক্ষ পায়। ইহার তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে, ভগবান্ ধর্ম্ম-স্থাপনার্থেই দেহ গ্রহণ করেন ইহা—যে অনুভব করে তাহার ধর্ম্মে বিশ্বাস হয়। যে জানে ধর্ম্ম-স্থাপনার্থে ভগবানের জন্ম হয়, সে জানে সত্যেরই জয় হয়। অধর্ম্ম ও অসত্য কখনও জয়ী হইতে পারে না, এই বিশ্বাসে সে সত্যেরই আশ্রয় লয়। যে ভগবানের কর্ম্মের কথা জানে সেও নিয়ত অনাসক্ত হইয়াই কর্ম্ম করিতে প্রণোদিত হয়। তৃতীয় অধ্যায়ে ভগবান্ স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়াছেন যে, তিনি জগৎ-ব্যাপার নিষ্পন্ন করিয়াও অনাসক্ত আছেন। তাঁহার অপ্রাপ্য বা প্রাপ্তব্য কিছুই নাই, তবুও তিনি কর্ম্ম করিয়া যাইতেছেন। ভগবানের কর্ম্ম-তত্ত্ব ইহাই। ইহা যে জানে অর্থাৎ জানিয়া তদনুরূপ আচরণ করে সেই মোক্ষ পায়।

কর্ম্মযোগের ভিত্তি—ঐশ নিয়ম

১০—১৫

ঈশ্বরার্পিত বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিয়াই মোক্ষ লাভ হয়। পূর্ব্ব-ক[illegible]নেক তপস্বী অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধ ত্যাগ করিয়া ১০

ভগবানে তন্ময় হইয়া তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া তাঁহারই ভাব অর্থাৎ মুক্তি পাইয়াছেন। যাঁহারা মোক্ষ পাইয়াছেন ও যাঁহারা পান নাই—সে উভয়ের সম্বন্ধেই একথা বলা যায় যে, ১১ ভগবান্‌কে যে যে ভাবে ভজনা করিয়াছে সে সেই ভাবেই তাঁহাকে পাইয়াছে। যে যতটুকু সমর্পণ করে সে ততটুকু মাত্র তাঁহাকে লাভ করে। ইহাই ঐশ নিয়ম এবং এই নিয়মের অধীন মানুষকে হইতেই হইবে। মনুষ্যগণ ভগবানের বর্ত্ম সর্ব্বশঃ অনুবর্ত্তন করে; অর্থাৎ তাঁহার নিয়মের শাসনাধীন থাকে।

তাঁহারই নিয়ম-বশে যাহারা জগতে ব্যবহারিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে চায়, তাহারা উপযুক্ত শক্তির সেবা দ্বারা তাহা পাইয়া থাকে। কর্ম্মের সিদ্ধির আকাঙ্ক্ষা করিয়া যাহারা কর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহারা দেবতা যজন করে, অর্থাৎ যে ১২ শক্তির দ্বারা কার্য্য সিদ্ধ হয় তাহার যজন বা সেবা করিয়া থাকে—এবং ইহলোকেই ক্ষিপ্র বা শীঘ্রই কর্ম্মজা সিদ্ধি পাইয়া থাকে। যেমন কেহ বা বিজ্ঞান-চর্চ্চা করিয়া বৈজ্ঞানিক হয়, কেহ বা শিল্পের চর্চ্চা করিয়া কারু-বিদ্যায় পারদর্শী হয়, কিন্তু তাহাতে মানুষের আত্মার সন্তোষ নাই। আত্মা ঐটুকু পাইয়া তৃপ্ত হইতে পারে না।

মানুষের তৃপ্তি কেবল ঐশ নিয়ম অনুবর্ত্তনে [illegible]

সকল নিয়মের মধ্যে চাতুর্ব্বর্ণ্যের নিয়ম অন্যতম। ভগবান্ই মানুষের মোক্ষার্থে চাতুর্ব্বর্ণ্যের নিয়ম সৃষ্টি করিয়াছেন, উহা ১৩ গুণ ও কর্ম্ম অনুযায়ী। এই সকল নিয়ম-সৃষ্টিরূপ কর্ম্ম ঈশ্বরকে স্পর্শ করে না এবং ইহাতে এই অভিপ্রায়ই রহিয়াছে যে, ঐশ নিয়মের অনুসরণ করিয়া, যথা চাতুর্ব্বর্ণ্যের নিয়ম মান্য করিয়া, কর্ম্ম করিলে মানুষও কর্ম্মদ্বারা বদ্ধ হয় না।

ভগবানের কর্ম্মফলে স্পৃহা নাই। সেই জন্য কর্ম্মফল দ্বারা তিনি বদ্ধ নহেন। কর্ম্মফলে স্পৃহা না রাখিয়া কর্ম্ম ১৪ করিলে মানুষও বদ্ধ হইবে না। পুর্ব্বের মনীষীরা এই সব জানিয়াই এতদনুরূপ আচরণ করিয়া গিয়াছেন। অর্জ্জুনেরও ১৫ এইমত আচরণ করা উচিত, নিস্পৃহ হইয়া কর্ম্ম করা উচিত।

কর্ম্ম অকর্ম্ম ভেদ জ্ঞান

১৬—১৮

নিস্পৃহ হইয়া কাজ করিতে ইচ্ছা করিলেই যে করা যায়, এমনতর সহজ জিনিষ উহা নহে। জ্ঞান আবশ্যক। জ্ঞানীর অনুষ্ঠিত কর্ম্ম, স্পৃহাশূন্য, আসক্তিশূন্য হইলেও উহা বন্ধন ও দুঃখেরই হেতু হইতে পারে। সেই জন্য কর্ম্ম অকর্ম্মের জ্ঞান থাকা চাই। কি করা উচিত এ বিষয়ে

পণ্ডিতেরাও মোহিত অর্থাৎ ভ্রান্ত হন। সেই হেতু ১৬
ভগবান্ কর্ম্ম ও অকর্ম্ম কাহাকে বলে তাহা বুঝাইতেছেন।
যে ব্যক্তি কর্ম্মকে অকর্ম্ম বলিয়া দেখে, যে দেখে যে অনা- ১৭
সক্তির সহিত অনুষ্ঠিত কর্ম্মই অকর্ম্ম—সেই ঠিক দেখে। যে
দেখে যে যাহা বাহ্যতঃ কর্ম্মশূন্যতা বস্তুতঃ তাহাই কর্ম্ম, ১৮
মনে মনে কাজ চলিতেছে অথচ কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল নিরুদ্ধ
আছে এবং ইহাতে কর্ম্মই করা হইতেছে—সেই ঠিক দেখে।

জ্ঞানে অধিষ্ঠিত অনাসক্ত কর্ম্মই করণীয়; উহাই যজ্ঞ

১৯—২৩

এক্ষণে পাঁচটী শ্লোক দ্বারা অনাসক্তি যোগের মূলমন্ত্র পুনরায় ব্যক্ত হইয়াছে। জ্ঞান না হইলে অনাসক্ত হওয়া সম্ভবে না। যে জ্ঞানের আগুনে স্বার্থ-বোধ নাশ করিয়াছে, যে স্বার্থযুক্ত কর্ম্ম ভস্ম করিয়াছে, এবং সেই হেতু যাহার সমস্ত কর্ম্ম-কামনা সঙ্কল্প-বর্জ্জিত সেই ব্যক্তিই পণ্ডিত। কামনা সঙ্কল্প-বর্জ্জিত, কর্ম্ম-জ্ঞানপূতও হওয়া চাই। জ্ঞানাগ্নি-দগ্ধ ও কামনাশূন্য—এই উভয় গুণযুক্ত কর্ম্মই করণীয়। কর্ম্মফলে যাহার আসক্তি লোপ পাইয়াছে, অর্থাৎ কর্ম্মের ফল যাহাই হউক, কর্ত্তব্য বাছিয়া লইয়া, কর্ম্ম

স্থির করিয়া যে নিরুদ্বেগে কর্ম্ম করিয়া যাইতে থাকে, কি হইবে না হইবে এই ভাবনা যাহার নাই, সে ব্যক্তি যে কর্ম্ম করে তাহার কোনটাতেই সে কর্ম্ম করিতেছে—একথা বলা যায় না। মন যখন কামনাশূন্য হয় তখনই কর্ম্ম লোপ পায়।

২০ মন হইতে যে ব্যক্তি কর্ম্ম ফলের কামনা দূর করিয়া দিয়াছে তাহার স্বাভাবিক সন্তোষ উপস্থিত হয়। সে ঈশ্বরকেই আশ্রয় করে, অন্য কোনও আশ্রয় জানে না ; এই অবস্থায় সে যে সকল কর্ম্ম করে তাহা বন্ধনমূলক নহে, তাহা অন্য শ্রেণীর কর্ম্ম, তাহা মোক্ষের নিমিত্ত কর্ম্ম, তাহা করিলেও তবু কর্ম্ম করা হয় না।

২১ যে কর্ম্মফলের আশা ত্যাগ করিয়াছে, যে মন বশীভূত করিয়াছে, যে সর্ব্বপ্রকার ঐহিক সম্পদ্ ত্যাগ করিয়াছে, যাহার কাহারও সহিত বৈর-ভাব নাই, সে ব্যক্তির কর্ম্ম কেবল শরীর দ্বারাই সম্পন্ন হয়, লালসা বা অভিমান-বুদ্ধি তাহাতে থাকে না। এইরূপে কর্ম্ম করে বলিয়া তাহার পাপও হয় না।

২২ যে ব্যক্তি আকাঙ্ক্ষার দ্বারা প্রলুব্ধ না হইয়া যাহা স্বাভাবিক পথে পাওয়া গিয়াছে, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকে, যাহার সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্ব নাই, যাহার স্বভাব দ্বেষশূন্য হইয়াছে,

যাহার মনের সমতা এমন যে, সিদ্ধি বা অসিদ্ধি উভয়েতেই তুল্য নির্ব্বিকার, সে ব্যক্তি কর্ম্ম করিয়াও বদ্ধ হয় না— বা তাহার কর্ম্ম করা হয় না বলা যায়।

২৩ যে ব্যক্তি আসক্তি ত্যাগ করিয়াছে, যে মুক্ত, যাহার চিত্ত জ্ঞানময় সে ব্যক্তি যে কর্ম্ম করে তাহাই যজ্ঞ এবং এই কর্ম্ম-যজ্ঞ নিষ্পন্ন করিয়া তাহার সমস্ত কর্ম্ম লয়প্রাপ্ত হয়।

যজ্ঞকর্ম্ম নানাপ্রকার

২৪—৩২

যজ্ঞার্থ কর্ম্ম নানা ভাবে নানা প্রকারে হইতে পারে। তাহারই কতক বর্ণনা এখানে আছে।

যে অনাসক্ত-বুদ্ধিতে যজ্ঞার্থ কর্ম্ম করে, সে কর্ম্মের ২৪ প্রত্যেক অঙ্গের মধ্যেই ব্রহ্মকে দেখে। যজ্ঞের হাতা ব্রহ্ম, যজ্ঞের ঘৃত ব্রহ্ম, অগ্নি ব্রহ্ম, হবনকারী ব্রহ্ম, এইরূপে সর্ব্বকর্ম্মে সে ব্রহ্ম দেখিয়া ব্রহ্মের সহিত কর্ম্মের মিলন দেখিয়া ও সর্ব্ব দ্রব্যই ব্রহ্ম জানিয়া মোক্ষ পায়।

কেহ দেবতা পূজার দ্বারা যজ্ঞ করে, কেহ বা যজ্ঞ-কর্ম্মকেই ব্রহ্মে অর্পণ করিয়া যজ্ঞ করিয়া ফেলে, কেহ ইন্দ্রিয়-২৫ সকলকে বিষয় হইতে নিবৃত্তি রাখার যজ্ঞ করে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের স্পর্শ হইতে বা ইন্দ্রিয়-ভোগ হইতে বিরত

থাকে। কেহ বা বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের যোগ করিয়াই ২৬
যজ্ঞ করে, অর্থাৎ যজ্ঞার্থেই ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার করে। কেহ
বা জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালাইয়া, আত্মসংযম-আগুনে, সমস্ত কর্ম্মই ২৭
ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া তাঁহাতে তন্ময় হইয়া যাওয়ার যজ্ঞ
করে। কেহ বা দান করে, কেহ তপস্যা করে, কেহ ধ্যান-নিরত ২৮
হয়, কেহ বা স্বাধ্যায়-রূপ জ্ঞান-যজ্ঞ করে। এই সকলই
যজ্ঞ এবং ইহার অনুষ্ঠানকারীদিগকে কঠিন-ব্রত যাজ্ঞিক বলা
যায়। কেহ বা প্রাণায়াম করে, তাহাতে কেহ অপান, কেহ ২৯
প্রাণ, আবার কেহ প্রাণ অপান উভয় বায়ুই রুদ্ধ করে।
কেহ আহারের সংযম করে এবং আহার্য্য বস্তু হইতে দেহকে ৩০
বঞ্চিত করিয়া যজ্ঞ করে। ইহারা সকলেই যজ্ঞবিদ্। ৩১
ইহারা যজ্ঞদ্বারা পাপক্ষয় করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। যে
ব্যক্তি যজ্ঞ করে না, সে ব্যক্তি স্বার্থেই সমস্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠান
করে, তাহার ইহলোকই নাই, পরলোক আর কি থাকিবে?
বেদেও এই রকম অনেক যজ্ঞের বর্ণনা আছে। সে
সকল যজ্ঞই কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন। অনাসক্ত কর্ম্ম করিয়া ৩২
মোক্ষলাভ হয়।

কেবল মাত্র কায়িক, বাচিক ও মানসিক কর্ম্মের
যথাযথ একত্রীভূত অনুষ্ঠান দ্বারাই পুরাপুরি যাজ্ঞিক হওয়া
যায়।

জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ—তদনুষ্ঠানের উপায়

৩৩—৩৭

দ্রব্যময় যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞান যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। কর্ম্মমাত্রই জ্ঞান ৩৩ দ্বারা পরাকাষ্ঠা লাভ করে। জ্ঞান-বিচ্যুত কর্ম্ম অনর্থকর। জ্ঞানের ভিতর দিয়াই কর্ম্মের পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটে। জিজ্ঞাসু হইয়া গুরুর নিকট পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিয়া গুরুকে বিনয় ও ৩৪ শ্রদ্ধার সহিত সেবা করিয়া এই জ্ঞান পাওয়া যায়। জ্ঞানীরা জিজ্ঞাসুর জ্ঞান-পিপাসা তৃপ্ত করিয়া থাকেন। এই প্রকার জ্ঞান পাইলে মোহ দূর হইবে এবং সমস্ত ভূতকে নিজের মধ্যে ৩৫ এবং অবশেষে ঈশ্বরের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

যদি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাপী কেহ এই পথ লয় তবে ৩৬ সেও জ্ঞানের প্রভাবে মুক্তি পাইবে। নৌকার সাহায্যে যেমন নদী পার হওয়া যায়, তেমনি জ্ঞান-নৌকার সাহায্যে পাপ-নদী পার হওয়া যায়;

জ্ঞানের শক্তি এমন যে, ইহা সমস্ত কর্ম্ম ভস্ম করিয়া ফেলে, প্রজ্বলিত আগুনে কাঠ ফেলিয়া দিলে যেমন কাঠ ৩৭ পুড়িয়া ছাই হয়, জ্ঞানের আগুনে তেমনি সমস্ত কর্ম্ম ভস্ম হইয়া যায়।

জ্ঞানীর অবস্থা

৩৮—৪২

জ্ঞানের মত পবিত্র আর কিছুই নাই। সমত্ব-বুদ্ধিযুক্ত ৩৮ পুরুষের হৃদয়ে এই জ্ঞান আপনা আপনি দেখা দেয়। শ্রদ্ধা ও নির্ভর-পরায়ণতা এই জ্ঞানের পৈঠা। জ্ঞান হইতে ৩৯ শান্তি আসে। যে ব্যক্তি অজ্ঞ ও সংশয়-পরায়ণ এবং যাহার শ্রদ্ধাও নাই, তাহার জ্ঞান পাওয়ার পথও নাই। সে ৪০ নষ্ট পায় ও ইহলোক পরলোক খোয়ায়।

অপর দিকে যে ব্যক্তি সমত্ব-বুদ্ধির আশ্রয়ে কর্ম্মত্যাগ ৪১ করিয়াছে, জ্ঞানোদয়ে যাহার সংশয়ের অবসান হইয়াছে, এই প্রকার আত্মদর্শী পুরুষ কর্ম্ম দ্বারা বদ্ধ হয় না। কর্ম্মকে শুভফল-প্রসূ বা মোক্ষ-দায়ক করার জন্য অনুষ্ঠাতাকে যুগপৎ যোগ-সংন্যস্ত ও জ্ঞানের দ্বারা ছিন্ন-সংশয় হইতে হইবে। অনাসক্তি ও জ্ঞান অঙ্গাঙ্গী-ভাবে যুক্ত, একের অভাবে অপরের বিদ্যমানতা নাই। তেমনি শ্রদ্ধা যেমন জ্ঞান পাওয়ার সহায়ক, সংশয় সেই প্রকার জ্ঞান-প্রাপ্তির বিরোধী। সেই হেতু নিজের হৃদয়ে যে অজ্ঞান-সম্ভূত সংশয় রহিয়াছে উহাকে জ্ঞান-তরবারী দ্বারা ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া ও ৪২ সমত্ব-বুদ্ধিতে অনাসক্ত হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া অর্থাৎ কর্ম্ম যোগের সাধনা অবলম্বন করা উচিত।

পঞ্চম অধ্যায়

কর্ম্ম-সন্ন্যাস যোগ

এই অধ্যায়ে কর্ম্মযোগ বিনা কর্ম্ম-সন্ন্যাস হয়ই না এবং বস্তুতঃ উভয়ে একই ইহা দেখানো হইয়াছে।

অর্জ্জুন উবাচ

সংন্যাসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণ! পুনর্যোগঞ্চ শংসসি।
যচ্ছে য় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্ ॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ

সংন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্মসংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে ॥ ২

অন্বয়। অর্জ্জুন উবাচ। হে কৃষ্ণ, কর্ম্মণাং সংন্যাসং পুনঃ যোগং চ শংসসি। এতয়োঃ যৎ শ্রেয়ঃ তদেকং মে সুনিশ্চিতং ব্রূহি। ১

কর্ম্মণাং সন্ন্যাসং—কর্ম্মত্যাগ। যোগং—কর্ম্মযোগ।

শ্রীভগবানুবাচ। সংন্যাসঃ কর্ম্মযোগঃ চ উভৌ নিঃশ্রেয়সকরৌ, তয়োঃ তু কর্ম্মসংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে। ২

নিঃশ্রেয়সকরৌ—মোক্ষদানকারী।

অর্জ্জুন বলিলেন,—

হে কৃষ্ণ তুমি কর্ম্মত্যাগেরও স্তুতি করিতেছে, আবার কর্ম্ম-যোগেরও স্তুতি করিতেছ, এই উভয়ের মধ্যে যেটি শ্রেয়স্কর তাহা আমাকে সোজাসুজি নিশ্চয় করিয়া বল। ১

শ্রীভগবান্ বলিলেন—

কর্ম্মের ত্যাগ ও যোগ উভয়েই মোক্ষ-দায়ক, তন্মধ্যে কর্ম্ম-সন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগ উচ্চ। ২

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসংন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো! সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে॥ ৩
সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্॥ ৪

অন্বয়। যঃ ন দ্বেষ্টি, ন কাঙ্ক্ষতি স নিত্যসংন্যাসী জ্ঞেয়ঃ, হি হে মহাবাহো! নির্দ্বন্দ্বঃ সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে। ৩

নিত্যসংন্যাসী—সদাই সন্ন্যাসী, কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও সন্ন্যাসী। নির্দ্বন্দ্বঃ—রাগদ্বেষ সুখদুঃখের দ্বন্দ্ব যাহাতে নাই।

সাংখ্যযোগৌ পৃথক্ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ, একমপি সম্যক্ আস্থিতঃ উভয়োঃ ফলং বিন্দতে। ৪

বালাঃ—বালকেরা, অজ্ঞানীরা। আস্থিতঃ—প্রতিষ্ঠিত। বিন্দতে—লাভ করে।

যে মানুষ দ্বেষ করে না ও ইচ্ছা করে না তাহাকে সদা সন্ন্যাসী জানিও। যে সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত সে সহজেই বন্ধন হইতে ছাড়া পায়। ৩

টিপ্পনী—তাৎপর্য্য এই যে, কর্ম্মের ত্যাগ সন্ন্যাসের নিজস্ব লক্ষণ নয়, পরন্তু দ্বন্দ্বাতীত হওয়াই উহার লক্ষণ। কেহ কর্ম্ম করিয়াও সন্ন্যাসী হয়, অপরে কর্ম্ম না করিয়াও মিথ্যাচারী হয়। (অধ্যায় ৩, শ্লোক ৬ দেখ)

সাংখ্য ও যোগ, জ্ঞান ও কর্ম্ম—ইহারা ভিন্ন, অজ্ঞানীরা এ কথা বলে, পণ্ডিতেরা বলেন না। একটিতে ভাল রকমে স্থির থাকিলে উভয়ের ফল মিলিবে। ৪

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্ যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৫

সংন্যাসস্তু মহাবাহো! দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম নচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৬

অন্বয়। সাংখ্যৈঃ যৎ স্থানং প্রাপ্যতে তৎ যোগৈঃ অপি গম্যতে। সাংখ্যং যোগঞ্চ যঃ একং পশ্যতি স পশ্যতি। ৫

সাংখ্যৈঃ—জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসিগণকর্ত্তৃক। গম্যতে—পাওয়া যায়।

হে মহাবাহো, অযোগতঃ সংন্যাসঃ দুঃখম্ আপ্তুম্। যোগযুক্তঃ মুনিঃ ন চিরেণ ব্রহ্ম অধিচ্ছতি। ৬

অযোগতঃ—যোগ বা কর্ম্মযোগ ব্যতীত। দুঃখম্ আপ্তুং—দুঃখহেতু পাইতে অশক্য। ব্রহ্ম অধিগচ্ছতি—ব্রহ্মকে পায়, অপরোক্ষ ঈশ্বরকে জানিতে পারে।

টিপ্পনী—জ্ঞানযোগী লোক-সংগ্রহরূপী কর্ম্মযোগের বিশেষ ফল সঙ্কল্প-মাত্রই পাইয়া থাকে। কর্ম্মযোগী নিজের অনাসক্তির জন্য বাহ্য কর্ম্ম করিয়াও জ্ঞানযোগীর শান্তি সহজেই পায়।

যে স্থান সন্ন্যাস-মার্গী পাইয়া থাকে তাহাই যোগীও পাইয়া থাকে। যে সাংখ্য ও যোগকে একরূপ দেখে সেই সত্য দেখে। ৫

হে মহাবাহো, কর্ম্মযোগ বিনা কর্ম্মত্যাগ কষ্টসাধ্য। সমত্ব-যুক্ত মুনি শীঘ্রই মোক্ষ পাইয়া থাকেন। ৬

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৭
নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ॥ ৮
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্নন্নুন্মিষন্ নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্

অন্বয়। যোগযুক্তঃ বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয় সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে। ৭

সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা—সর্ব্বভূতে যিনি নিজ আত্মাকে দেখেন।

তত্ত্ববিৎ যুক্তঃ পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্ অশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্নন্ উন্মিষন্ নিমিষন্ অপি ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্তে ইতি ধারয়ন্ নৈব কিঞ্চিৎ করোমি ইতি মন্যেত। ৮—৯

যুক্তঃ—সমত্ববুদ্ধিযুক্ত যোগী। তত্ত্ববিৎ—তত্ত্বজ্ঞ। মন্যেত—মনে করে।

যাহার যোগ সাধ্য, যে হৃদয় বিশুদ্ধ করিয়াছে, এবং যে মন ও ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছে ও যে ভূতমাত্রকেই নিজের মত দেখে—এই রকম মানুষ কর্ম্ম করিয়াও তাহাতে অলিপ্ত রহে। ৭

দেখিয়া, শুনিয়া, স্পর্শ করিয়া, ঘ্রাণ করিয়া, খাইয়া, চলিয়া, শুইয়া, শ্বাস লইয়া, বলিয়া, ত্যাগ করিয়া, গ্রহণ করিয়া, চক্ষু খুলিয়া, বন্ধ করিয়া কেবল ইন্দ্রিয় নিজের কার্য্য করিতেছে—এই রকম ভাবনা রাখিয়া তত্ত্বজ্ঞ যোগী জানেন যে "আমি কিছুই করিতেছি না"। ৮-৯

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥ ১০
কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ॥ ১১

অন্বয়। যঃ ব্রহ্মণি আধায় সঙ্গং ত্যক্ত্বা কর্ম্মাণি করোতি সঃ অম্ভসা পদ্মপত্রম্ ইব পাপেন ন লিপ্যতে। ১০

আধায়—সমর্পণ করিয়া।

যোগিনঃ সঙ্গং ত্যক্ত্বা আত্মশুদ্ধয়ে কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ অপি কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি। ১১

টিপ্পনী—যতক্ষণ অভিমান আছে ততক্ষণ এই অলিপ্ত স্থিতি আসে না। সেই জন্য বিষয়াসক্ত মনুষ্য—বিষয় আমি ভোগ করিতেছি-না ইন্দ্রিয় নিজের কার্য্য করিতেছে, এ কথা বলিয়া পার পায় না। এই রকম কদর্থ যে করে সে গীতাও বোঝে না, ধর্ম্মও জানে না। এই বিষয় পরবর্ত্তী শ্লোক স্পষ্ট করিতেছে।

যে মনুষ্য কর্ম্মকে ব্রহ্মে অর্পণ করিয়া আসক্তি ত্যাগ করিয়া থাকে সে যেমন জলে স্থিত পদ্ম অলিপ্ত থাকে তেমনি পাপ হইতে অলিপ্ত থাকে। ১০

শরীর মন ও বুদ্ধি দ্বারা এবং কেবল ইন্দ্রিয় দ্বারা যোগিজন আসক্তি-রহিত হইয়া আত্মশুদ্ধির জন্য কর্ম্ম করেন। ১১

যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥ ১২
সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্ ॥ ১৩

অন্বয়। যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা নৈষ্ঠিকীং শান্তিম্ আপ্নোতি, অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তঃ নিবধ্যতে। ১২

নৈষ্ঠিকীং—আত্যন্তিক। কামকারেণ—কামনা-প্রেরিত হইয়া। কার অর্থ করণ।

বশী দেহী সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্য নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্ নবদ্বারে পুরে সুখং আস্তে। ১৩

বশী—জিতেন্দ্রিয়, সংযমী। দেহী—পুরুষ। নৈব কুর্ব্বন্—না করিয়া। ন কারয়ন্—না করাইয়া। নবদ্বারপুরে—নয়দরজা যুক্ত গৃহে।

সমতাবান্ কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া পরম শান্তি পান, অস্থির-চিত্ত ব্যক্তিরা কামনাযুক্ত হইয়া ফলে জড়িত হয় ও বন্ধনে রহে। ১২

সংযমী পুরুষ মনদ্বারা সমস্ত কর্ম্মত্যাগ করিয়া নবদ্বারযুক্ত নগররূপী শরীরে থাকিয়াও কোনো কর্ম্ম না করিয়া ও না করাইয়া সুখে থাকে। ১৩

টিপ্পনী—দুই নাক, দুই কান, দুই চক্ষু, দুই মল-দ্বার, এক মুখ ইহারা শরীরের নয়টি মুখ্য দ্বার। বাকী ত চামড়ায় অসংখ্য ছিদ্রযুক্ত দরজা মাত্র। এই দরজার চৌকিদার যদি এই দ্বারে

ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥ ১৪

অন্বয়। লোকস্য প্রভুঃ কর্ত্তৃত্বং ন সৃজতি, কর্ম্মাণি ন, কর্ম্মফলসংযোগং ন, স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে। ১৪

প্রভুঃ—ঈশ্বর। কর্ম্মফলসংযোগং—কর্ম্মের সহিত ফলের যোগ। স্বভাবঃ প্রকৃতি, মায়া। প্রবর্ত্ততে—প্রবৃত্ত হয় (কর্ম্মে)।

যাতায়াত করিবার অধিকারীদিগকে যাতায়াত করিতে দিয়া নিজধর্ম্ম পালন করে তবে তাহার সম্বন্ধে বলা যায় যে, সে এই যাতায়াত সত্ত্বেও তাহার ভাগীদার নয় সাক্ষী মাত্র; তাহাতেই সে না-করে, না-করায়।

জগতের প্রভু কর্ত্তৃত্ব সৃষ্টি করেন নাই, কর্ম্মও সৃষ্টি করেন নাই, কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের যোগও সাধন করেন নাই। প্রকৃতিই এই সকল করে। ১৪

টিপ্পনী—ঈশ্বর কর্ত্তা নহেন। কর্ম্মের নিয়ম অবিচলিত ও অনিবার্য্য। যে যেমন সে তেমন ফল পায়। ইহাতে ঈশ্বরের মহা দয়া রহিয়াছে, তাঁহার ন্যায় রহিয়াছে। শুদ্ধ ন্যায়ই শুদ্ধ দয়া। ন্যায়ের বিরোধী দয়া ত দয়া নহেই, উহা ক্রূরতা। কিন্তু মানুষ ত্রিকালদর্শী নহে। সেইজন্য তাহার পক্ষে দয়া অথবা ক্ষমাই ন্যায়। সে নিরন্তর নিজে ন্যায়ের পাত্র হইয়া ক্ষমার যাচক। সে অপরের প্রতি আচরণে, ন্যায় ক্ষমার দ্বারাই পূরণ করিতে পারে।

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥ ১৫
জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্ জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্॥ ১৬

অন্বয়। বিভুঃ কস্যচিৎ পাপং ন আদত্তে, সুকৃতং চ ন এব, অজ্ঞানেন জ্ঞানং আবৃতং তেন জন্তবঃ মুহ্যন্তি। ১৫

বিভুঃ—ঈশ্বর। ন আদত্তে—গ্রহণ করেন না। জন্তবঃ—প্রাণিগণ। মুহ্যন্তি—মোহযুক্ত হয়; ভ্রান্ত হয়।

যেষাং তু তৎ অজ্ঞানম্ আত্মনঃজ্ঞানেন নাশিতম্ তেষাং তৎ আদিত্যবৎ জ্ঞানং পরং প্রকাশয়তি। ১৬

যেষাং—যাহাদের। আত্মনঃ জ্ঞানেন—আত্ম-জ্ঞান দ্বারা। আদিত্যবৎ—সূর্য্যের ন্যায়। পরং—পরমতত্ত্বকে, পরমপুরুষকে।

ক্ষমার গুণ বিকশিত হইলেই পরিণামে অকর্ত্তা বা যোগী অথবা সমতাবান্ হইয়া সে ধর্ম্মে কুশল হইতে পারে।

ঈশ্বর কাহারও পাপ অথবা পুণ্যের দায়িত্ব লন না। অজ্ঞান দ্বারা জ্ঞান আবৃত থাকে এবং তাহাতেই লোক মোহে ডুবিয়া যায়। ১৫

টিপ্পনী—অজ্ঞান হইতে, "আমি করিতেছি" এই বৃত্তি হইতে, মনুষ্য নিজেকে কর্ম্মবন্ধনে বাঁধে। তথাপি ভাল মন্দের ফল ঈশ্বরে আরোপ করে—ইহাই মোহ জাল।

কিন্তু যাহাদের অজ্ঞান আত্মজ্ঞান দ্বারা নষ্ট হইয়াছে তাহাদের সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশময় জ্ঞান পরম তত্ত্বের দর্শন করায় ১৬

তদ্‌বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ ॥ ১৭
বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ১৮

অন্বয়। জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ তদ্‌বুদ্ধয়ঃ তদাত্মানঃ তন্নিষ্ঠাঃ তৎপরায়ণাঃ অপুনরাবৃত্তিং গচ্ছন্তি। ১৭

জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ—জ্ঞানদ্বারা যাহাদের পাপ ধুইয়া গিয়াছে। তদ্‌বুদ্ধয়ঃ—যাহারা বুদ্ধি ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া রাখিয়াছে। তদাত্মানঃ—ঈশ্বরকেই আপন মনে করে, তন্ময়। তন্নিষ্ঠাঃ—তাঁহাতেই যাহাদের নিষ্ঠা বা স্থিতি। তৎপরায়ণাঃ—ঈশ্বরই যাহাদের পরম আশ্রয়। অপুনরাবৃত্তি—পুনরায় না আসা, অর্থাৎ মোক্ষ। গচ্ছন্তি—পায়।

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে, গবি, হস্তিনি, শুনি, শ্বপাকে চ এব পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ। ১৮

শুনি—কুকুরের প্রতি। শ্বপাকে—চণ্ডালের প্রতি

জ্ঞান দ্বারা যাহাদের পাপ ধুইয়া গিয়াছে, যাহারা ঈশ্বরের ধ্যান ধারণা করে, তন্ময় হয়, তাহাতে স্থির রহে, তাঁহাকেই সর্ব্বস্ব মানে, তাহারা মোক্ষ পায়। ১৭

বিদ্বান্ ও বিনয়বান্ ব্রাহ্মণের প্রতি, গাভী, হস্তী, কুক্কুরের প্রতি এবং কুক্কুর-খাদক মানুষের [চণ্ডাল] প্রতি জ্ঞানীরা সমদৃষ্টি রাখেন। ১৮

টিপ্পনী—অর্থাৎ সকলকে আবশ্যকতা অনুরূপ সেবা করে।

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥ ১৯
ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ॥ ২০

অন্বয়। যেষাং মনঃ সাম্যে স্থিতং তৈঃ ইহ এব সর্গঃ জিতঃ। হি ব্রহ্মসমং নির্দ্দোষং তস্মাৎ তে ব্রহ্মণি স্থিতাঃ। ১৯

সাম্যে—সমবুদ্ধিতে। তৈঃ—তাহাদের দ্বারা। ইহ—এই লোকেই। সর্গঃ—সংসার।

স্থিরবুদ্ধিঃ অসংমূঢ়ঃ ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ প্রিয়ং প্রাপ্য ন প্রহৃষ্যেৎ অপ্রিয়ং প্রাপ্য ন উদ্বিজেৎ চ। ২০

স্থিরবুদ্ধিঃ—যাহার বুদ্ধি স্থির হইয়াছে। অসংমূঢ়ঃ—যাহার মোহ নাই। ব্রহ্মবিদ্—যে ব্রহ্মকে জানে। ন উদ্বিজেৎ—বিষণ্ণ হয় না।

ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালে সমভাব রাখার মানে ব্রাহ্মণকে যদি সাপে কাটে, তবে তাহার দংশন স্থান যেমন জ্ঞানী প্রেমভাব হইতে চুষিয়া বিষ মুখে লইবার চেষ্টা করিবে, তেমনি চণ্ডালের প্রতিও ঐ অবস্থায় ঐরূপ ব্যবহার করিবে

যাহাদের মন সমত্বে স্থির হইয়াছে তাহারা এই দেহেই সংসার জয় করিয়াছে। ব্রহ্ম নিষ্কলঙ্ক ও সমভাবী, এই হেতু তাহারাও ব্রহ্মে স্থির হইয়া থাকে। ১৯

টিপ্পনী—মানুষ যেমন ও যাহার চিন্তা করে তেমনই হইয়া থাকে। তাই সমত্বের চিন্তা করিয়া নির্দ্দোষ হইয়া সমত্বের মূর্ত্তি স্বরূপ নির্দ্দোষ ব্রহ্মকে পায়।

যাহার বুদ্ধি স্থির হইয়াছে, যাহার মোহ নষ্ট হইয়াছে, যে

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে॥ ২১
যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ! ন তেষু রমতে বুধঃ॥ ২২

অন্বয়। বাহ্যস্পর্শেষু অসক্তাত্মা আত্মনি যৎ সুখং বিন্দতি সঃ ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা অক্ষয়ং সুখং অশ্নুতে। ২১

বাহ্যস্পর্শেষু—ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে। অসক্তাত্মা—যে অনাসক্ত। আত্মনি—অন্তঃকরণে। বিন্দতি—পায়।

হে কৌন্তেয়, যে ভোগাঃ সংস্পর্শজাঃ তে দুঃখযোনয়ঃ আদ্যন্তবন্তঃ এব, তেষু বুধঃ ন রমতে। ২২

সংস্পর্শজাঃ—বিষয়জাত। দুঃখযোনয়ঃ—দুঃখের কারণভূত। ন রমতে—রত হয় না।

ব্রহ্মকে জানে ও ব্রহ্ম-পরায়ণ থাকে, সে প্রিয় প্রাপ্ত হইয়া সুখী ও অপ্রিয় পাইয়া নিজেকে দুঃখী মনে করে না। ২০

যাহার বাহ্য বিষয়ে আসক্তি নাই, এমন পুরুষ অন্তরেই যে আনন্দ ভোগ করে সেই অক্ষয় আনন্দ উক্ত ব্রহ্ম-পরায়ণ পুরুষ অনুভব করে। ২১

টিপ্পনী—যে অন্তর্মুখ হইয়াছে, সেই ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার পায় ও সেই পরম আনন্দ পায়। বিষয় হইতে নিবৃত্ত থাকিয়া কর্ম্ম করা ও ব্রহ্ম-সমাধিতে রমণ করা এই দুই ভিন্ন বস্তু নহে—একই বস্তুকে দেখার দুই বিভিন্ন দৃষ্টি, যেমন একটা টাকার দুই পিঠ।

বিষয়জনিত ভোগ অবশ্যই দুঃখের কারণ হয়। হে কৌন্তেয়, উহা আদি ও অন্তবান্। বুদ্ধিমান্ মানুষ ইহাতে রত হয় না। ২২

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ॥ ২৩
যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি॥ ২৪

অন্বয়। শরীরবিমোক্ষণাৎ প্রাক্ ইহ এব কামক্রোধোদ্ভবং বেগং সোঢ়ুং যঃ শক্নোতি সঃ নরঃ যুক্তঃ, সঃ সুখী। ২৩

শরীরবিমোক্ষণাৎ—দেহপাতের। প্রাক্—পূর্ব্বে। ইহ এব—এই দেহেই।

যঃ অন্তঃসুখঃ অন্তরারামঃ তথা যঃ অন্তর্জ্যোতিঃ স এব ব্রহ্মভূতঃ যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং অধিগচ্ছতি। ২৪

অন্তঃসুখঃ—যাহার অন্তরেই আনন্দ। অন্তরারামঃ—অন্তরেই যাহার ক্রীড়া; শান্তি যাহার অন্তরে। অন্তর্জ্যোতিঃ—যাহার অন্তরেই জ্ঞানের জ্যোতি রহিয়াছে। ব্রহ্মনির্ব্বাণং—ব্রহ্মে লয় পাওয়া।

দেহান্তের পূর্ব্বে যে ব্যক্তি এই দেহেই কাম ও ক্রোধের বেগ সহ্য করিবার শক্তি পায় সেই মনুষ্য সমত্ব পাইয়াছে, সে সুখী। ২৩

টিপ্পনী—মৃত শরীরে যেমন ইচ্ছা ও দ্বেষ হয় না, সুখ দুঃখ হয় না, তেমনি জীবিতাবস্থায়ও মৃতের সমান, জড়ভরতের ন্যায় দেহাতীত যে হইতে পারে সে এই জগৎ জয় করিয়াছে, সে প্রকৃত সুখ জানিয়াছে।

যাহার অন্তরে আনন্দ আছে, যাহার অন্তরে শান্তি আছে, যাহার অন্তর্জ্ঞান অবশ্যই হইয়াছে, সেই ব্রহ্মরূপ প্রাপ্ত যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণ পায়। ২৪

লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥ ২৫
কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্॥ ২৬

অন্বয়। ক্ষীণকল্মষাঃ ছিন্নদ্বৈধাঃ যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ঋষয়ঃ ব্রহ্মনির্ব্বাণং লভন্তে। ২৫

ক্ষীণকল্মষাঃ—বিগতপাপ। ছিন্নদ্বৈধাঃ—যাহাদের সংশয় দূর হইয়াছে।

বিদিতাত্মনাং কামক্রোধবিযুক্তানাং যতচেতসাম্ যতীনাম্ অভিতঃ ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে। ২৬

বিদিতাত্মনাং—যাহারা নিজেকে জানিয়াছে তাহাদের। যতচেতসাং—যাহাদের চিত্ত সংযত তাহাদের। অভিতঃ—চারিদিকে, সর্ব্বত্র।

যাহার পাপ নাশ হইয়াছে, যাহার শঙ্কাসকল শান্ত হইয়াছে, যাহার মনের উপর দখল হইয়াছে ও যে প্রাণীমাত্রের হিতেই নিযুক্ত থাকে এমন ঋষি ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। ২৫

যে নিজেকে দেখে, যে কাম ক্রোধ জয় করিয়াছে, যে মনকে বশ করিয়াছে এমন যতীর পক্ষে ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ সর্ব্বত্র। ২৬

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥ ২৭
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥ ২৮

অন্বয়। বাহ্যান্ স্পর্শান্ বহিঃ কৃত্বা, চক্ষুঃ চ ভ্রুবোঃ অন্তরে এব (কৃত্বা), নাসাভ্যন্তরচারিণৌ প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা, যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিঃ বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধঃ যঃ মুনিঃ মোক্ষপরায়ণঃ, সঃ সদা মুক্ত এব। ২৭—২৮

স্পর্শান্—বিষয়ভোগ সকল। বহিঃ কৃত্বা—বহিষ্কার করিয়া। যতেন্দ্রিয়-মনোবুদ্ধিঃ—যাহার ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি সংযত। মোক্ষপরায়ণঃ—যিনি মোক্ষই পরম গতি বলিয়া জানিয়াছেন।

বাহিরের বিষয় ভোগ বহিষ্কার করিয়া, দৃষ্টি ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে স্থির রাখিয়া, নাসিকাপথে যাতায়াতকারী প্রাণ ও অপান বায়ুর গতি এক সমান রাখিয়া, ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি বশ করিয়া, ইচ্ছা ভয় ও ক্রোধ রহিত হইয়া যে মুনি মোক্ষপরায়ণ থাকে সে সদাই মুক্ত। ২৭—২৮

টিপ্পনী—প্রাণবায়ু ভিতর হইতে বাহির হয়, অপান বায়ু বাহির হইতে ভিতরে যায়। এই শ্লোকে প্রাণায়ামাদি যৌগিক ক্রিয়ার সমর্থন আছে। প্রাণায়ামাদি ত বাহ্য ক্রিয়া, আর তাহার প্রভাব শরীরের স্বাস্থ্য রাখার ও পরমাত্মার বাস করিবার যোগ্য মন্দির গঠন করিবার প্রয়োজনের দ্বারা পরিমিত। ভোগী যে প্রয়োজন সামান্য ব্যায়ামাদি দ্বারা মিটায়, সেই প্রয়োজন যোগী প্রাণায়ামাদি দ্বারা মিটায়। ভোগীর ব্যায়ামাদি তাহার ইন্দ্রিয়

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্ ।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥ ২৯

অন্বয় । যজ্ঞতপসাং ভোক্তারং সর্ব্বলোকমহেশ্বরং সর্ব্বভূতানাং সুহৃদং মাং জ্ঞাত্বা শান্তিম্ ঋচ্ছতি । ২৯

ঋচ্ছতি—পায় ।

উত্তেজিত করার সাহায্য করে। প্রাণায়ামাদি যোগীর শরীর নীরোগ ও কঠিন করিয়া ও ইন্দ্রিয় সকল শান্ত রাখার সাহায্য করে। আজকাল প্রাণায়ামাদি বিধি কম লোকেই জানে। আবার তাহার মধ্যে খুব কম লোকেই তাহার সদ্ব্যবহার করে। যাহার ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির উপর অন্ততঃ প্রাথমিক বিজয়লাভ হইয়াছে, যাহার মোক্ষের উৎকট ইচ্ছা হইয়াছে, আর যে রাগ দ্বেষ জয় করিয়া ভয় ত্যাগ করিয়াছে, তাহার পক্ষে প্রাণায়ামাদি উপযোগী ও সাহায্যকারী। অন্তঃশৌচ বিনা প্রাণায়ামাদি বন্ধনের এক সাধন হইয়া মানুষকে মোহকূপের খুব নীচে লইয়া যাইতে পারে ; লইয়া যায়, এমন অনেকে অনুভব করিয়াছেন। সেইজন্য যোগীন্দ্র পতঞ্জলি যম-নিয়মকে প্রথম স্থান দিয়া উহার সাধকের জন্যই মোক্ষ-মার্গে প্রাণায়ামাদি সহায়ক গণ্য করিয়াছেন।

যম পাঁচ প্রকার, অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ। নিয়ম পাঁচ প্রকার, শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান।

যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা, সমস্ত লোকের মহেশ্বর এবং ভূত-

মাত্রের হিতকারী এমন আমাকে জানিয়া (উক্ত মুনি) শান্তি পায়। ২৯

টিপ্পনী—কেহ যেন মনে না করেন যে এই শ্লোক, এই অধ্যায়ের চৌদ্দ, পনের ও ঐরূপ অন্যান্য শ্লোকের বিরোধী। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ বলিয়া কর্ত্তা অকর্ত্তা, ভোক্তা অভোক্তা—যাহা বল তিনি তাহাই এবং তাহা নহেন। তিনি অবর্ণনীয়। তিনি মনুষ্যের ভাষার অতীত। সেই হেতু তাঁহাতে পরস্পরবিরোধী গুণ ও শক্তি আরোপ করিয়া মানুষ তাঁহার দর্শনের আশা রাখে।

ওঁ তৎসৎ

এই প্রকারে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতারূপী উপনিষদ্ অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যান্তর্গত যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে কর্ম্মসন্ন্যাস যোগ নামে পঞ্চম অধ্যায় পূর্ণ হইল।

পঞ্চম অধ্যায়ের ভাবার্থ

সাংখ্য ও যোগের মধ্যে ঐক্য

১—৭

কর্ম্ম করার ও জ্ঞানী হওয়ার জন্য উপদেশ আলো ও ছায়ার ন্যায় অর্জ্জুনের হৃদয়ের উপর ক্রীড়া করিতেছে। ভগবান একবার জ্ঞানের প্রশংসা করিতেছেন, আবার অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করিতে বলিতেছেন। এখনো দ্বন্দ্ব মিটিল না। এই দুইয়ের মধ্যে—জ্ঞান ও কর্ম্মের পথের মধ্যে যাহা শ্রেয় সেই পথের নির্দ্দেশ ভগবানের নিকট অর্জ্জুন চাহিতেছেন। এই প্রশ্নের উত্তরে অনাসক্ত কর্ম্মই যে কর্ম্ম-সন্ন্যাস সেই কথা সকল দিক হইতে এই অধ্যায়ে পরিস্কার করা হইয়াছে। আসক্তি-রহিত, ইন্দ্রিয়-বিকার-শূন্য জ্ঞানে অনুষ্ঠিত কর্ম্মই কর্ম্ম-সন্ন্যাস।

ভগবান্ বলিলেন—কর্ম্ম এবং সন্ন্যাস পৃথক হইলেও উভয় পথেই মোক্ষ পাওয়া যায়। উভয়ের মধ্যে কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ আছে। উভয় পথের পথিককেই নিত্য সন্ন্যাসী হইতে হইবে। অর্থাৎ সর্ব্বভূতে বৈর-ভাব ত্যাগ করিয়া ফলাকাঙ্ক্ষা ও সর্ব্বপ্রকার সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্ব ত্যাগ করিতে হইবে।

জ্ঞানযোগ দ্বারা যে ফল পাওয়া যায় কর্ম্মযোগ দ্বারাও ৫
সেই ফল পাওয়া যায়। কর্ম্ম-যোগী কর্ম্ম করিয়া সেবা করেন
ও তজ্জনিত শান্তি লাভ করেন। জ্ঞান-যোগী নিজের
ভিতরেই শান্ত হইয়া উঠেন এবং সঙ্কল্প-মাত্র দ্বারাই লোক-
সেবার কর্ম্ম সাধিত করেন। কিন্তু কর্ম্ম করাই চাই। কর্ম্ম
না করিলে কর্ম্ম-সন্ন্যাস উপস্থিত হইতে পারে না। ৬

সমত্ব-বুদ্ধি-যুক্ত কর্ম্ম করিয়াও অকর্ত্তা

কর্ম্ম করিলেই বদ্ধ হইতে হইবে এই ভয়টা একেবারে
ফাঁকা। যাহার সমত্ব বুদ্ধি হইয়াছে, ইন্দ্রিয় বশীভূত হইয়াছে, ৭
আত্মজয় করা হইয়াছে, যে সর্ব্বভূতের মধ্যে নিজেকেই দেখে
তাহার পক্ষে কর্ম্মের বন্ধন নাই।

সমত্ব-প্রাপ্ত অনাসক্ত যোগী সকল কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াও ৮
নির্ব্বিকারে অনুভব করে যে, সে কিছুই করিতেছে না। ৯
তাহার দেখা-শোনা, খাওয়া-পড়া সব কাজই চলে, তবু সে
মনে এই ভাবে যে, এই সকল ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার ইন্দ্রিয়েরা
সম্পন্ন করিতেছে, সে অর্থাৎ তাহার আত্মা উহাতে নির্লিপ্ত,
নির্ব্বিকার। এই ভাবে স্থিত হইতে হইলে সম্পূর্ণ
ঈশ্বরার্পিত বুদ্ধি জাগ্রত হওয়া চাই—নিজেকে নিঃশেষে
লোপ করা চাই। এমন যাহার মনের ভাব, সেই ত কাজ ১০

করিয়া নির্লিপ্ত থাকিতে পারে; যেমন পদ্ম থাকে জলেই ভাসিয়া, অথচ সে জলে অলিপ্ত। এইরূপ মুনি কেবল দেহ ১১ মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় দ্বারাই কাজ করায়—নিজেকে অসম্পৃক্ত রাখে। আত্মা কর্ম্ম করে না, দ্রষ্টা মাত্র। আত্মার সান্নিধ্য হেতু এই সকল ক্রিয়া প্রকৃতি-চালিত হইয়া ইন্দ্রিয়-সকল সম্পাদন করিতেছে। সমত্ব-বুদ্ধিতে কর্ম্ম করার ফলে ১২ চিত্ত-শুদ্ধি ঘটে। যোগযুক্ত ব্যক্তি শান্তি পায়। ফলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি কামনার বাঁধনে বাঁধা পড়ে। যে ব্যক্তি সংযমী, যে অনাসক্ত সে সমস্ত কর্ম্ম মনে মনে ত্যাগ করিয়া এই নব-দ্বার- ১৩ যুক্ত দেহ-পুরে সাক্ষী-স্বরূপ বাস করে। দ্বার-পথে যাহারা যাতায়াত করিবার তাহারা করে, ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের যোগ যাহা হইবার তাহা হয়, ইন্দ্রিয়গণ নিজ কার্য্য করিয়া যায়।

কর্তৃত্ব-বোধ অজ্ঞান সঞ্জাত—ঈশ্বর দত্ত নহে

১৪—১৫

ঈশ্বর মানুষের জন্য কর্তৃত্ব সৃষ্টি করেন নাই, আর কর্ম্ম ১৪ ফলও সৃষ্টি করেন নাই। যে যেমন কর্ম্ম করে সে তেমন ফল পাইবে এই ঐশ নিয়ম কার্য্য করিয়া যাইতেছে। ঈশ্বর পাপ বা পুণ্যের জন্য দায়ী নহেন, ঐ সকল আপনা-আপনি ১৫ জাগতিক নিয়ম বশতঃ বর্ত্তায়। জ্ঞান বা আত্মার শুদ্ধ স্বরূপ

অজ্ঞান দ্বারা আবৃত বলিয়াই লোকে মোহগ্রস্ত হইয়া নিজেকে কর্ত্তা মনে করে ও ব্যাকুল হয়, আবার ভাল-মন্দের জন্য ঈশ্বরকে দায়ী করে।

জ্ঞানোদয়ে কর্তৃত্ব যায়—কর্ম্মে সম-বুদ্ধি আসে

১৬—১৯

যে ব্যক্তি জ্ঞানদ্বারা অজ্ঞান নাশ করিতে পারে, তাহার ১৬ ঈশ্বর-বোধ সূর্য্য-প্রভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। তখন সে সকলি ঈশ্বরময় দেখে ও তাঁহাতেই তন্ময় হয়। তাহার ১৭ সম-বুদ্ধি জাগ্রত হয়। সে সকল জীবে ঈশ্বর দেখে। ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল, গরু বা হাতী বা কুকুরের ভিতর যিনি আছেন ১৮ তাঁহাকে দেখিয়া সে সকলের সহিত যথাযথ ব্যবহার করে।

অসম-বুদ্ধি তত্ত্বজ্ঞানের বাধা। অসমবুদ্ধির বাধা লয়-প্রাপ্ত হইলে জ্ঞানোদয় হয়। এই সমত্ব বুদ্ধিই সাধককে ব্রহ্মবোধে ১৯ স্থির করে।

জ্ঞানোদয়ে ইন্দ্রিয় ভোগে বিরতি আসে কিন্তু কর্ম্ম থাকে

২০—২৩

জ্ঞানোদয় হইলে সে তখন আর ইন্দ্রিয়ের অভিঘাতে ২০ পীড়িত হয় না—প্রিয় অপ্রিয় পাইয়া আর বিচলিত হয় না,

বুদ্ধি স্থির করিয়া ব্রহ্মতেই বাস করে। সে বাহ্যবিষয়ে আসক্তি-রহিত হইয়া ব্রহ্মানন্দ বা অক্ষয় আনন্দ অনুভব ২১ করে। ইন্দ্রিয়-জনিত ভোগ ক্ষণস্থায়ী জানিয়া সেই ভোগে ২২ আর তাহার রতি থাকে না। ইন্দ্রিয় জয় করার পূর্ণতায় ২৩ মানুষ জড়বৎ ইন্দ্রিয়-পীড়া সহ্য করে। যেমন মৃতদেহে কাম-ক্রোধাদির উদ্বেগ নাই তেমনি যে ব্যক্তি জীবিত অবস্থায় কর্ম্ম করিয়াও মৃতের মত নিরুদ্বেগ হইতে পারে সেই ব্যক্তি সমত্ব কি তাহা জানিয়াছে।

জ্ঞানোদয়ে ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ লাভ হয় কর্ম্ম থাকিয়া যায়

২৪—২৯

ইন্দ্রিয় ভোগের প্রতি আসক্তির অভাব হইলেই সত্যকার সুখের আস্বাদ পাওয়া যায়। মন তখন বাহিরের রস বর্জ্জন ২৪ করে, অন্তরের রস আস্বাদ করে। যে ব্যক্তির অন্তরেই আনন্দ শান্তি ও জ্যোতি রহিয়াছে সে ব্রহ্মভূত হয়, সে ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ পায়। তাহার পাপ দূর হয়, তাহার সংশয় অপগত হয়। সে সংযতাত্মা হইয়া সর্ব্বভূত-হিতে রত হয়। কাম-ক্রোধ-বিরহিত সংযতাত্মা যতীর জন্য ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ যেখানে ২৫ সেখানে পড়িয়া আছে। উহা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক, ২৬ সহজলভ্য।

বিষয়ের ভোগ হইতে দূরে থাকিয়া যম-নিয়মাদি সাধন করার পর প্রাণায়ামাদি দ্বারা ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি শান্ত হয়। ২৭
ইচ্ছা-ভয়াদি হইতে মুক্ত হওয়ায় মুনি সর্ব্বদা মুক্তির আনন্দ অনুভব করে। ২৮ সে ঈশ্বরকেই সকল যজ্ঞের ভোক্তা সুহৃদ্ ও প্রভু জানিয়া শান্তি পায়, তাহার অহং-এর বোঝা মাথা হইতে নামিয়া যায়। ২৯

ষষ্ঠ অধ্যায়

ধ্যানযোগ

এই অধ্যায়ে যোগসাধনার অর্থাৎ সমত্ব পাওয়ার কতকগুলি সাধন দেখান হইয়াছে।

শ্রীভগবানুবাচ

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সংন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ॥ ১

অন্বয়। শ্রীভগবানুবাচ। যঃ কর্ম্মফলম্ অনাশ্রিতঃ কার্য্যং কর্ম্ম করোতি সঃ সন্ন্যাসী চ যোগী চ, ন নিরগ্নিঃ ন চ অক্রিয়ঃ। ১

অনাশ্রিতঃ—আশ্রয় না করিয়া, বাসনা না করিয়া। নিরগ্নিঃ—যে কর্ম্মের অঙ্গভূত বা কর্ম্মের সাধন অগ্নি ত্যাগ করিয়াছে। অক্রিয়ঃ—যে সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে।

শ্রীভগবান্ বলিলেন—

কর্ম্মফলের আশ্রয় না লইয়া যে ব্যক্তি বিহিত কর্ম্ম করে সে সন্ন্যাসী—সে যোগী; যে অগ্নি এবং অন্য অন্য ক্রিয়ামাত্র ত্যাগ করিয়া বসিয়া থাকে সে নয়। ১

টিপ্পনী—অগ্নি অর্থাৎ সাধন মাত্র। যখন অগ্নির দ্বারাই হোম হইত তখন অগ্নির আবশ্যকতা ছিল। এই যুগে যদি মনে কর চরকাই সেবার সাধন, তবে তাহা ত্যাগ করিলে সন্ন্যাসী হওয়া যায় না।

যং সংন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব !
ন হ্যসংন্যস্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন ॥ ২
আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে ।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ ৩

অন্বয়। হে পাণ্ডব, যং সংন্যাসমিতি প্রাহুঃ তং যোগং বিদ্ধি, হি অসংন্যস্ত-সংকল্পঃ কশ্চন যোগী ন ভবতি। ২

বিদ্ধি—জানিও। অসংন্যস্তসংকল্পঃ—যাহার সঙ্কল্প ন্যস্ত বা পরিত্যক্ত হয় নাই। কশ্চন—কখনও কেহ।

যোগম্ আরুরুক্ষোঃ মুনেঃ কর্ম্ম কারণম্ উচ্যতে যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণম্ উচ্যতে। ৩

আরুরুক্ষোঃ—আরোহণ করিতে ইচ্ছুক, সাধন করিতে ইচ্ছুক। কারণম্—সাধন। শমঃ—শান্তি।

হে পাণ্ডব, যাহাকে সন্ন্যাস বলে তাহাকেই তুমি যোগ বলিয়া জানিবে। যিনি মনের সঙ্কল্প ত্যাগ করেন নাই, তিনি কদাপি যোগী হইতে পারেন না। ২

যোগ-সাধনকারীর জন্য কর্ম্ম ই সাধন। যাহার উহা সাধিত হইয়াছে তাহার শান্তিই সাধন। ৩

টিপ্পনী—যাহার আত্মশুদ্ধি হইয়াছে, যে সমত্বের সাধন করিয়াছে তাহার আত্মদর্শন সহজ। ইহার অর্থ এমন নয় যে, যোগারূঢ়ের লোক-সংগ্রহের জন্যও কর্ম্ম করার আবশ্যকতা থাকে না। লোক-

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।

সর্বসংকল্পসংন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে॥ ৪

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।

আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥ ৫

অন্বয়। যদা হি ন ইন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মসু অনুষজ্জতে তদা সর্ব্বসংকল্পসংন্যাসী যোগারূঢ়ঃ উচ্যতে। ৪

অনুষজ্জতে—আসক্ত হয়। সর্ব্বসংকল্পসংন্যাসী—সমস্ত ভোগ ও বাসনা বিষয়ক সঙ্কল্পত্যাগী। যোগারূঢ়ঃ—যোগে অধিষ্ঠিত।

আত্মনা আত্মানম্ উদ্ধরেৎ, নতু আত্মানম্ অবসাদয়েৎ, আত্মা হি এব আত্মনঃ বন্ধুঃ আত্মা এব আত্মনঃ রিপুঃ। ৫

ন অবসাদয়েৎ—অধোগতি করাইবে না।

সংগ্রহ বিনা সে বাঁচিতেই পারে না। অর্থাৎ সেবা-কর্ম্ম করা তাহার সহজ। সে দেখাইবার জন্য কিছুই করে না। অধ্যায় ৩—৪র্থ শ্লোক, অধ্যায় ৫—২ শ্লোক তুলনা কর।

যখন মানুষ ইন্দ্রিয়ের বিষয় ও কর্ম্মে আসক্ত হয় না ও সকল সঙ্কল্প ত্যাগ করে তখন তাহাকে যোগারূঢ় বলা যায়। ৪

আত্মাদ্বারাই মানুষ আত্মাকে উদ্ধার করিবে, তাহার অধোগতি করিবে না। আত্মাই আত্মার বন্ধু ও আত্মাই আত্মার শত্রু।

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥ ৬
জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥ ৭
জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ ৮

অন্বয়। যেন আত্মনা এব আত্মা জিতঃ তস্য আত্মা আত্মনঃ বন্ধুঃ, অনাত্মনঃ তু আত্মা এব শত্রুবৎ শত্রুত্বে বর্ত্ততে। ৬

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু, তথা মানাপমানয়োঃ পরমাত্মা সমাহিতঃ। ৭

জিতাত্মনঃ—যে নিজের মন জয় করিয়াছে (তাহার)। প্রশান্তস্য—যে অন্তঃকরণ শান্ত করিয়াছে (তাহার)। সমাহিতঃ—আত্মনিষ্ঠ।

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা, কূটস্থঃ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ যোগী যুক্তঃ ইতি উচ্যতে। ৮

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা—যাহার আত্মা অর্থাৎ যে জ্ঞান ও বিজ্ঞানে তৃপ্ত হইয়াছে। কূটস্থঃ—অবিচল। সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ—লোষ্ট, অশ্ম ও কাঞ্চন; মাটি, পাথর ও সোনা যাহার নিকট সমান।

তাহারই আত্মা তাহার বন্ধু যে নিজের বলে মনকে জয় করিয়াছে। যে আত্মা জয় করে নাই সে নিজের প্রতি শত্রুর ন্যায় ব্যবহার করে। ৬

যে নিজের মন জয় করিয়াছে, ও যে সম্পূর্ণ শান্ত হইয়াছে তাহার আত্মা শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখ ও মান-অপমানে এক রকম থাকে। ৭

যে জ্ঞান ও অনুভবে তৃপ্ত হইয়াছে, যে অবিচল, যে ইন্দ্রিয়-জয়ী

সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে ॥ ৯
যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥ ১০

অন্বয়। সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু সাধুষু পাপেষু চ অপি সমবুদ্ধিঃ বিশিষ্যতে। ৯

সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু—সুহৃৎ + মিত্র + অরি + উদাসীন + মধ্যস্থ + দ্বেষ্য + বন্ধুষু।

যতচিত্তাত্মা নিরাশীঃ অপরিগ্রহঃ একাকী রহসি স্থিতঃ যোগী আত্মানং সততং যুঞ্জীত। ১০

যতচিত্তাত্মা—যাহার মন ও আত্মা সংযত। নিরাশীঃ—আকাঙ্ক্ষাশূন্য। অপরিগ্রহঃ—পরিগ্রহ বা সঞ্চয় শূন্য। রহসি—একান্তে।

ও যে মাটী পাথর ও সোনা সমান দেখে—এই রূপ ঈশ্বর-পরায়ণ মনুষ্যকে যোগী বলে। ৮

হিতেচ্ছু, মিত্র, শত্রু, নিষ্পক্ষপাতী, উভয়ের হিতকামী, দ্বেষ্য, বন্ধু, সাধু ও পাপী—এ সকলের সম্বন্ধে যে সমানভাব রাখে সে শ্রেষ্ঠ। ৯

চিত্ত স্থির করিয়া বাসনা ও সংগ্রহ ত্যাগ করিয়া একাকী একান্তে থাকিয়া যোগী নিরন্তর আত্মাকে পরমাত্মার সহিত যুক্ত করে। ১০

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্ ॥ ১১
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥ ১২
সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥ ১৩
প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥ ১৪

অন্বয়। শুচৌ দেশে নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্ আত্মনঃ স্থিরং আসনং প্রতিষ্ঠাপ্য, তত্র আসনে উপবিশ্য মনঃ একাগ্রং কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ আত্মবিশুদ্ধয়ে যোগং যুঞ্জ্যাৎ। ১১—১২

শুচৌ দেশে—পবিত্রস্থানে। ন অতি উচ্ছ্রিতং—বেশী উচ্চ নয়। প্রতিষ্ঠাপ্য—স্থাপন করিয়া। উপবিশ্য—বসিয়া। আত্মবিশুদ্ধয়ে—আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত।

কায়শিরোগ্রীবং সমম্ অচলম্ ধারয়ন্ স্থিরঃ (সন্) দিশঃ চ অনবলোকয়ন্ স্বং নাসিকাগ্রং সংপ্রেক্ষ্য প্রশান্তাত্মা বিগতভীঃ ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তঃ মৎপরঃ যুক্তঃ আসীত। ১৩—১৪

সংপ্রেক্ষ্য—দৃষ্টি রাখিয়া। বিগতভীঃ—ভয়শূন্য হইয়া।

পবিত্র এবং বেশী উচু নয়, বেশী নীচুও নয় এমন স্থানে, দর্ভ, মৃগচর্ম্ম ও বস্ত্র উপর্য্যুপরি রাখিয়া নিজের জন্য স্থির আসন করিয়া একাগ্রমনে বসিয়া চিত্ত ও ইন্দ্রিয় সকল বশ করিয়া আত্মশুদ্ধির জন্য যোগ সাধনা করিবে। ১১-১২

কায়া গ্রীবা ও মাথা সমরেখায় অচল রাখিয়া, স্থির থাকিয়া,

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥ ১৫
নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন! ॥ ১৬

অন্বয়। এবং নিয়তমানসঃ যোগী সদা আত্মানং যুঞ্জন্ মৎসংস্থাং নির্ব্বাণপরমাং শান্তিং অধিগচ্ছতি। ১৫

মৎসংস্থাং—আমার অধীন, আমার প্রাপ্তিতে যাহা পাওয়া যাইবে। নির্ব্বাণ-পরমাং—যাহাতে নির্ব্বাণই পরমপ্রাপ্তি। অধিগচ্ছতি—পায়।

হে অর্জ্জুন, অত্যশ্নতঃ যোগঃ ন অস্তি, একান্তং অনশ্নতঃ চ ন, অতিস্বপ্নশীলস্য চ ন, জাগ্রতঃ চ এব ন। ১৬

অত্যশ্নতঃ—অতি-আহারীর। অতিস্বপ্নশীলস্য—অতিনিদ্রালু ব্যক্তির।

এদিকে সেদিকে না দেখিয়া, নসিকাগ্রে দৃষ্টি রাখিয়া, পূর্ণ শান্তিতে ভয় রহিত হইয়া, ব্রহ্মচর্য্যে দৃঢ় হইয়া, মন সংযত করিয়া ও আমাতে পরায়ণ হইয়া যোগী আমার ধ্যান-ধারণ করিতে বসিবে। ১৩—১৪

টিপ্পনী—নাসিকাগ্রের মানে দুই ভ্রূর মধ্যস্থ স্থান। অধ্যায় ৫—২৭ শ্লোক দেখ। ব্রহ্মচারী ব্রত মানে কেবল বীর্য্যসংগ্রহ নয় পরন্তু ব্রহ্মকে পাওয়ার জন্য আবশ্যকীয় অহিংসাদি সমস্ত ব্রত।

এই প্রকারে যাহার মন নিয়মের ভিতর আছে এমন যোগী পরমাত্মার সহিত আত্মার যোগ সাধন করে ও আমার প্রাপ্তিতে প্রাপ্তব্য মোক্ষরূপ পরম শান্তি পায়। ১৫

হে অর্জ্জুন, এই সমত্বরূপ যোগ অতি-আহারী পায় না, তেমনি

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥ ১৭
যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিঃস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ॥ ১৮
যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ ॥ ১৯

অন্বয়। যুক্তাহারবিহারস্য, কর্ম্মসু যুক্তচেষ্টস্য, যুক্তস্বপ্নাববোধস্য, যোগঃ দুঃখহা ভবতি। ১৭

দুঃখহা—দুঃখনাশকারী।

যদা বিনিয়তং চিত্তং আত্মনি এব অবতিষ্ঠতে, সর্ব্বকামেভ্যঃ নিঃস্পৃহঃ তদা যুক্তঃ ইতি উচ্যতে। ১৮

বিনিয়তং—বিশেষরূপে নিয়মাধীন। অবতিষ্ঠতে—নিশ্চল থাকে।

যতচিত্তস্য আত্মনঃ যোগং যুঞ্জতঃ যোগিনঃ নিবাতস্থঃ দীপঃ যথা ন ইঙ্গতে সা উপমা স্মৃতা। ১৯

যতচিত্তস্য—স্থিরচিত্ত (ব্যক্তির)। আত্মনঃ যোগং যুঞ্জতঃ—আত্মার সহিত পরমাত্মার যোগ সাধন করিতে যত্নশীল।

উহা অতি-উপবাসী, অত্যন্ত নিদ্রালু বা অত্যন্ত জাগরণশীলের মিলে না। ১৬

যে ব্যক্তি আহার-বিহারে, অন্য কর্ম্মে, নিদ্রা-জাগরণে পরিমিত তাহার যোগ দুঃখ-ভঞ্জনকারী হয়। ১৭

প্রকৃষ্টরূপ নিয়মাধীন মন যখন আত্মা সম্বন্ধে স্থির থাকে, যখন মনুষ্য কামনামাত্রেই নিস্পৃহ হইয়া পড়ে তখন তাহাকে যোগী বলে। ১৮

যে স্থির-চিত্ত যোগী আত্মাকে পরমাত্মার সহিত যুক্ত করিতে

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥ ২০
সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্ বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥ ২১
যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ ২২
তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্বিণ্ণচেতসা ॥ ২৩

অন্বয়। যোগসেবয়া নিরুদ্ধং চিত্তং যত্র উপরমতে, যত্র চ আত্মানম্ আত্মনা পশ্যন্ আত্মনি এব তুষ্যতি, ২০

যত্র বুদ্ধিঃ অতীন্দ্রিয়ম্ বুদ্ধিগ্রাহ্যম্ আত্যন্তিকং যৎ সুখং তৎ বেত্তি, চ (যত্র) স্থিতঃ এব অয়ং তত্ত্বতঃ ন চলতি, ২১

যং লব্ধ্বা অপরং লাভং ততঃ অধিকং ন মন্যতে, যস্মিন্ স্থিতঃ গুরুণা অপি দুঃখেন ন বিচাল্যতে, ২২

তং দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্ বিদ্যাৎ। অনির্বিণ্ণচেতসা সঃ যোগঃ নিশ্চয়েন যোক্তব্যঃ। ২৩

উপরমতে—বিষয় হইতে নিবৃত্ত হয়, শান্তি পায়। অতীন্দ্রিয়ম্—ইন্দ্রিয়াতীত। তত্ত্বতঃ—আত্মস্বরূপ হইতে, মূলবস্তু হইতে। অনির্বিণ্ণচেতসা - নির্বেদ রহিত চিত্তে, (নির্বেদ—প্রযত্নশিথিলতা) শিথিলতা ত্যাগ করিয়া।

প্রযত্নশীল তাহার স্থিতি বায়ু-রহিত স্থানে নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় বলা যায়। ১৯

যোগাভ্যাসদ্বারা বশীভূত মন যে শান্তি পায়, আত্মাদ্বারা আত্ম-

সংকল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ॥ ২৪
শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥ ২৫

অন্বয়। সংকল্পপ্রভবান্ সর্ব্বান্ কামান্ অশেষতঃ ত্যক্ত্বা, মনসা এব ইন্দ্রিয়গ্রামং সমন্ততঃ বিনিয়ম্য, ধৃতিগৃহীতয়া বুদ্ধ্যা শনৈঃ শনৈঃ উপরমেৎ। মনঃ আত্মসংস্থং কৃত্বা কিঞ্চিদপি ন চিন্তয়েৎ। ২৪—২৫

সমন্ততঃ—সকলদিক্ হইতে। বিনিয়ম্য—ভাল করিয়া সংযত করিয়া। ধৃতি-গৃহীতয়া—ধৈর্য্য যুক্ত, অচল। উপরমেৎ—শান্ত হইবে। আত্মসংস্থং—আত্মাতে নিবিষ্ট।

লক্ষ্যকারী আত্মায় যে সন্তোষ পায় এবং ইন্দ্রিয়াতীত অথচ বুদ্ধি-গ্রাহ্য যে অনন্ত সুখের অনুভব পায়, যেখানে অবস্থিত হইয়া মানুষ মূল বস্তু হইতে বিচলিত হয় না আর যাহা পাইয়া তদপেক্ষা কোনো লাভও অধিক মানে না, ও যাহাতে স্থির থাকিয়া মহাদুঃখেও বিচলিত হয় না, সেই দুঃখ-সঙ্গ-রহিত স্থিতির নাম যোগীর স্থিতি জানিবে। এই যোগ শিথিলতা ত্যাগ করিয়া ও দৃঢ়তা পূর্ব্বক সাধনের যোগ্য। ২০—২১—২২—২৩

সঙ্কল্প হইতে উৎপন্ন সকল কামনা সম্পূর্ণ ভাবে ত্যাগ করিয়া, মন দ্বারা ইন্দ্রিয় সমূহকে সকল দিক্ হইতে ভাল করিয়া নিয়মাধীনে আনিয়া, অচল বুদ্ধির দ্বারা যোগী ধীরে ধীরে শান্ত হয় ও মনকে আত্মাতে নিবিষ্ট করিয়া অন্য কিছুই বিচার করে না। ২৪—২৫

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥ ২৬
প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥ ২৭
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥ ২৮

অন্বয়। যতঃ যতঃ চঞ্চলং অস্থিরং মনঃ নিশ্চরতি ততস্ততঃ নিয়ম্য এতৎ আত্মনি এব বশং নয়েৎ। ২৬

নিশ্চরতি—চলিয়া যায়, পালায়।

প্রশান্তমনসং শান্তরজসং ব্রহ্মভূতং অকল্মষম্ এনং যোগিনম্ উত্তমম্ সুখম্ উপৈতি হি। ২৭

শান্তরজসং—যাহার রজঃ (এবং তমঃ) গুণ শান্ত হইয়াছে, যাহার বিকারের উপশম হইয়াছে। অকল্মষম্—নিষ্পাপ।

এবং সদা আত্মানং যুঞ্জন্ বিগতকল্মষঃ যোগী সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শম্ অত্যন্তম্ সুখম্ অশ্নুতে। ২৮

আত্মানং যুঞ্জন্—আত্মার সহিত যোগযুক্ত হইয়া।

যেখানে যেখানে চঞ্চল ও অস্থির মন পলায়ন করে সেই সেই স্থান হইতে (যোগী) তাহাকে সংযত করিয়া নিজের বশে আনে। ২৬

যাহার মন সব রকমে শান্ত হইয়াছে, যাহার বিকারের উপশম হইয়াছে, এই প্রকার ব্রহ্মময় নিষ্পাপ যোগী অবশ্যই উত্তম সুখ পান। ২৭

আত্মার সহিত নিরন্তর যুক্ত হইয়া, পাপ-রহিত হইয়া এই যোগী সহজেই ব্রহ্ম-প্রাপ্তিরূপ অনন্ত সুখ অনুভব করে। ২৮

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥ ২৯
যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ৩০
সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥ ৩১

অন্বয়। যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শন আত্মানং সর্ব্বভূতস্থং ঈক্ষতে, সর্ব্বভূতানি চ আত্মনি (ঈক্ষতে)। ২৯

ঈক্ষতে—দেখে।

যঃ সর্ব্বত্র মাং পশ্যতি, ময়ি চ সর্ব্বং পশ্যতি, তস্য অহং ন প্রণশ্যামি, স চ মে ন প্রণশ্যতি। ৩০

ন প্রণশ্যামি—দৃষ্টির বহির্ভূত হই না।

একত্বম্ আস্থিতঃ যঃ সর্ব্বভূতস্থিতং মাং ভজতি স যোগী সর্ব্বথাবর্ত্তমানঃ অপি ময়ি বর্ত্ততে। ৩১

একত্বম্ আস্থিতঃ—(ঈশ্বরের সহিত) ঐকত্বে স্থিত হইয়া, ঈশ্বরে লীন হইয়া।

সকল সমত্ব-প্রাপ্ত যোগী নিজেকে ভূতমাত্রে ও ভূতমাত্রকে নিজের ভিতর দেখে। ২৯

যে আমাকে সর্ব্বত্র দেখে ও সকলকে আমাতেই দেখিতে পায়, সে আমার দৃষ্টির সম্মুখ হইতে দূর হয় না। এবং আমিও তাহার দৃষ্টির বহির্ভূত হই না। ৩০

আমাতে লীন হইয়া যে যোগী ভূত মাত্রে অবস্থিত আমার ভজনা করে, সে যেমন ইচ্ছা বর্ত্তমান থাকিলেও আমাতেই থাকে। ৩১

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন !
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥ ৩২

অর্জ্জুন উবাচ

যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন !
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্ ॥ ৩৩

অন্বয়। হে অর্জ্জুন, যঃ সর্ব্বত্র আত্মৌপম্যেন, সুখং বা যদি বা দুঃখং সমং পশ্যতি স যোগী পরমো মতঃ। ৩২

আত্মৌপম্যেন—নিজের মত। সর্ব্বথা—সর্ব্বত্র, যেখানে সেখানে।

অর্জ্জুন উবাচ। হে মধুসূদন, অয়ং যঃ যোগঃ ত্বয়া সাম্যেন প্রোক্তঃ চঞ্চলত্বাৎ এতস্য স্থিরাং স্থিতিং ন পশ্যামি। ৩৩

সাম্যেন—সমত্ব প্রাপ্তির। চঞ্চলত্বাৎ—(মনের) চঞ্চলতাবশতঃ। স্থিরাং স্থিতিম্—স্থিরতা।

টিপ্পনী—'নিজ' যে পর্য্যন্ত আছে, সে পর্য্যন্ত ত পরমাত্মাও পর। যখন 'নিজ' শেষ হয়,—শূন্য হয়, তখনি মানুষ এক পরমাত্মাকে সর্ব্বত্র দেখিতে পায়। অধ্যায় ১৩—২৩ শ্লোকের টীকা দেখ।

হে অর্জ্জুন যে ব্যক্তি নিজের ন্যায় সকলকে দেখে এবং সুখ ও দুঃখ উভয়কেই সমান বলিয়া জানে সেই যোগীকে শ্রেষ্ঠ বলা যায়। ৩২

অর্জ্জুন বলিলেন—

হে মধুসূদন, এই (সমত্বরূপী) যোগ যাহা তুমি বলিলে মনের চঞ্চলতার জন্য আমি তাহার স্থিরতা দেখিতে পাইতেছি না। ৩৩

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ ! প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্ ।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ॥ ৩৪

শ্রীভগবানুবাচ

অসংশয়ং মহাবাহো ! মনো দুর্নিগ্রহং চলম্ ।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় ! বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥ ৩৫

অন্বয়। হে কৃষ্ণ, মনঃ হি চঞ্চলং প্রমাথি বলবৎ দৃঢ়ম্, অহং তস্য নিগ্রহং বায়োরিব সুদুষ্করং মন্যে। ৩৪

শ্রীভগবানুবাচ। হে মহাবাহো, মনঃ অসংশয়ং দুর্নিগ্রহং চলম্ তু হে কৌন্তেয়, অভ্যাসেন বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে। ৩৫

গৃহ্যতে—নিগৃহীত, বশীভূত করা যায়।

যে হেতু হে কৃষ্ণ, মন চঞ্চল, মনুষ্যকে জোর করিয়া ফেলিয়া দেয় এবং উহা অত্যন্ত বলবান্। যেমন বায়ুকে দমাইয়া রাখা খুব কঠিন তেমনি মনকে বশ করাও কঠিন কাজ বলিয়া মনে করি। ৩৪

শ্রীভগবান্ বলিলেন—

হে মহাবাহো ! এ কথা সত্য যে, মন চঞ্চল বলিয়া উহাকে বশ করা কঠিন। কিন্তু হে কৌন্তেয় ! অভ্যাস এবং বৈরাগ্যদ্বারা উহাকে বশীভূত করা যায়। ৩৫

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।

বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ ॥ ৩৬

অর্জ্জুন উবাচ

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।

অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ! গচ্ছতি ॥৩৭

কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।

অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো! বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি ॥ ৩৮

অন্বয়। অসংযতাত্মনা যোগঃ দুষ্প্রাপঃ ইতি মে মতিঃ বশ্যাত্মনা যততা তু উপায়তঃ অবাপ্তুম্ শক্যঃ। ৩৬

যততঃ—যত্নশীল। উপায়তঃ—উপায় দ্বারা।

অর্জ্জুন উবাচ। হে কৃষ্ণ, শ্রদ্ধয়া উপেতঃ অযতিঃ যোগাৎ চলিতমানসঃ যোগসংসিদ্ধিম্ অবাপ্য, কাং গতিং গচ্ছতি? ৩৭

হে মহাবাহো, অপ্রতিষ্ঠঃ ব্রহ্মণঃ পথি বিমূঢ়ঃ ছিন্নাভ্রমিব উভয়বিভ্রষ্টঃ ন নশ্যতি কচ্চিৎ? ৩৮

অপ্রতিষ্ঠঃ—যোগভ্রষ্ট। বিমূঢ়ঃ—মোহগ্রস্ত, ভ্রান্ত। ছিন্নাভ্রমিব—ছিন্ন অভ্র, মেঘের ন্যায়।

আমার এই মত যে, যাহার মন নিজের বশে নাই তাহার পক্ষে যোগসাধন খুব কঠিন। কিন্তু যাহার মন নিজের বশে ও যে যত্নশীল সে উপায়দ্বারা উহা সাধন করিতে পারে। ৩৬

অর্জ্জুন বলিলেন—

হে কৃষ্ণ, যে শ্রদ্ধাশীল থাকিয়া যত্ন কম করার জন্য যোগভ্রষ্ট হয় সে সফলতা না পাইলেও কোন্ গতি প্রাপ্ত হয়? ৩৭

হে মহাবাহো, যোগভ্রষ্ট হইয়া ব্রহ্মমার্গ ভুলিয়া গেলে, খণ্ড মেঘের মত উভয় ভ্রষ্ট হইয়া সে নাশ পায় না তো? ৩৮

এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ! ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে ॥ ৩৯

শ্রীভগবানুবাচ

পার্থ ! নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে ।
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত ! গচ্ছতি ॥ ৪০

অন্বয় । হে কৃষ্ণ, মে এতৎ সংশয়ং অশেষতঃ ছেত্তুম্ অর্হসি । হি অস্য সংশয়স্য ছেত্তা ত্বদন্যঃ ন উপপদ্যতে । ৩৯

ছেত্তুম্—অপনয়ন, দূর করিতে । উপপদ্যতে—হয় ।

শ্রীভগবান্ উবাচ । হে পার্থ, তস্য বিনাশঃ এব ন ইহ ন অমুত্র বিদ্যতে, হি হে তাত, কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং ন গচ্ছতি । ৪০

হে কৃষ্ণ, আমার এই সংশয় তুমিই দূর করিবার যোগ্য, তোমাকে ছাড়া আর কাহাকেও এই সংশয় দূর করিবার যোগ্য পাওয়া যাইবে না । ৩৯

শ্রীভগবান্ বলিলেন—

হে পার্থ ! ইহলোকে বা পরলোকে এই প্রকার লোকের নাশ হয় না । হে তাত ! কল্যাণমার্গ যে জানিয়াছে, কদাপি তাহার দুর্গতি হয় না । ৪০

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥৪১
অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্ল্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্॥ ৪২
তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ! ॥ ৪৩

অন্বয়। যোগভ্রষ্টঃ পুণ্যকৃতাং লোকান্ প্রাপ্য, শাশ্বতীঃ সমাঃ উষিত্বা, শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে অভিজায়তে। ৪১

শাশ্বতীঃ সমাঃ—দীর্ঘকাল। সমা—সংবৎসর। উষিত্বা—বাস করিয়া।

অথবা ধীমতাং যোগিনামেব কুলে ভবতি, ঈদৃশং যৎ জন্ম এতৎ হি লোকে দুর্লভতরং। ৪২

হে কুরুনন্দন, তত্র তং পৌর্ব্বদেহিকং বুদ্ধিসংযোগং লভতে। ততঃ চ ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ যততে। ৪৩

পৌর্ব্বদেহিকম্—পূর্ব্ব দেহের, জন্মের। বুদ্ধিসংযোগং—বুদ্ধি সংস্কার, ব্রহ্ম বিষয়ে বুদ্ধি।

পুণ্যশালী লোকে যে স্থান পায় তাহাই পাইয়া সেখানে দীর্ঘকাল থাকিয়া যোগভ্রষ্ট মনুষ্য পবিত্র ও সাধনশীলের গৃহে জন্ম লয়। ৪১

অথবা জ্ঞানবান্ যোগীর কুলেই সে জন্ম লয়। সংসারে এই প্রকার জন্ম অবশ্য খুব দুর্লভ। ৪২

হে কুরুনন্দন, সেখানে সে তাহার পূর্ব্বজন্মের বুদ্ধি-সংস্কার পায় ও তথা হইতে মোক্ষের জন্য আরও অগ্রসর হয়। ৪৩

পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে॥ ৪৪
প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্॥ ৪৫
তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন!॥৪৬

অন্বয়। সঃ অবশঃ অপি তেন এব পূর্ব্বাভ্যাসেন হ্রিয়তে। যোগস্য জিজ্ঞাসুঃ অপি শব্দব্রহ্ম অতিবর্ত্ততে। ৪৪

হ্রিয়তে—আকৃষ্ট হয়।

প্রযত্নাৎ তু যতমানঃ সংশুদ্ধকিল্বিষঃ যোগী অনেকজন্মসংসিদ্ধঃ ততঃ পরাং গতিং যাতি। ৪৫

প্রযত্নাৎ—অধিক উৎসাহের সহিত। যতমানঃ—সচেষ্ট।

যোগী তপস্বিভ্যঃ অপি অধিকঃ, জ্ঞানিভ্যঃ অপি অধিকঃ, কর্ম্মিভ্যশ্চ অধিকঃ মতঃ, তস্মাৎ হে অর্জ্জুন, ত্বং যোগী ভব। ৪৬

অধিক—শ্রেষ্ঠ।

সেই পূর্ব্ব অভ্যাসের জন্য সে অবশ্যই যোগের দিকে আকৃষ্ট হয়। যোগের জিজ্ঞাসু হইলেই সকাম বৈদিক কর্ম্মকারীদিগের অবস্থা সে উল্লঙ্ঘন করিয়া যায়। ৪৪

আরও উৎসাহের সহিত চেষ্টা করিলে যোগী পাপমুক্ত হইয়া অনেক জন্মে বিশুদ্ধ হইয়া পরম গতি পায়। ৪৫

তপস্বী অপেক্ষা যোগী অধিক। জ্ঞানী অপেক্ষাও তাহাকে

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥৪৭

অন্বয়। সর্ব্বেষাং যোগিনাম্ অপি যঃ মদ্গতেন অন্তরাত্মনা শ্রদ্ধাবান্ মাং ভজতে সঃ মে যুক্ততমঃ মতঃ। ৪৭

অধিক বলা যায়; তেমনি কর্ম্মকাণ্ডী অপেক্ষাও সে অধিক। এই হেতু হে অর্জ্জুন, তুমি যোগী হও। ৪৬

টিপ্পনী—এখানে তপস্বীর তপস্যা ফলেচ্ছাযুক্ত, জ্ঞানী মানে অনুভবজ্ঞানী নয়।

সমস্ত যোগীর ভিতরেও যে আমাতে মন যুক্ত করিয়া আমাকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভজন করে উহাকে আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগী বলিয়া জানি।

ওঁ তৎসৎ

এই প্রকারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপী উপনিষদ্ অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যান্তর্গত যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে ধ্যানযোগ নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের ভাবার্থ

ধ্যানযোগ

জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কর্ম্ম করার যে সকল সাধন আছে, ধ্যান বা চিত্ত-বৃত্তি-নিরোধ তাহার অন্যতম।

কামনা ত্যাগ না করিলে সন্ন্যাসী বা যোগী হওয়া যায় না।

১-২

সাধারণতঃ ভাষায় সন্ন্যাসী বা যোগী তাহাদিগকেই বলে যাহারা কর্ম্মত্যাগ করিয়াছে। কর্ম্মত্যাগ সন্ন্যাস বা যোগের লক্ষণ নহে। যে ব্যক্তি কর্ম্মফলের আশ্রয় রাখে না, যাহা করণীয় তাহা করিয়া যায় সেই সন্ন্যাসী ও সেই যোগী। যে ব্যক্তি সাধন-পথে কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে, যে নিরগ্নি হইয়াছে, অথবা যে অক্রিয় হইয়াছে সে সন্ন্যাসীও নয়—সে যোগীও নয়। যে কামনা ত্যাগ করিতে পারে নাই সে যোগী হইতে পারে না।

(margin: ১, ২)

যোগের সাধন কর্ম্ম

৩—৪

যোগী হইতে হইলে সাধনরূপে কর্ম্ম গ্রহণ করিতেই হইবে। নিষ্কাম কর্ম্ম করিয়া যখন কেহ যোগযুক্ত হয়

(margin: ৩)

তখন সে যে শান্তি পায় তাহাই তাহাকে কর্ম্মে নিয়োজিত করে

কামনা ত্যাগের শক্তি আত্মার মধ্যেই আছে

৫—৬

কামনা-সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করার যে সাধনা, তাহার জন্যও ভিতর হইতেই শক্তি সংগ্রহ ও ব্যবহার আবশ্যক। নিজের ভিতর হইতেই, আত্মাদ্বারাই আত্মার মোহ আবরণ অপসৃত করিয়া সংযমাধীন হইয়া আত্মহিত করা যায়। যে আত্ম-জয় করিয়াছে তাহার আত্মা তাহার মিত্র, আর যে আত্মজয়ী নহে তাহার আত্মা তাহার শত্রু।

যোগী সমদৃষ্টি লাভ করে

৭ – ৯

যে আত্ম-জয় করিয়া প্রশান্ত হইয়াছে, যাহার আত্মা-জ্ঞান ও বিজ্ঞানে তৃপ্ত, যে নিজ সঙ্কল্পে অচল ও সংযতেন্দ্রিয় সে সমদৃষ্টি লাভ করে। তাহার নিকট শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখ, মান-অপমান, মাটির ঢেলা, পাথর, সোনা ইত্যাদি সকলই সমান। সে শত্রু ও মিত্রকে, সাধুকে ও পাপীকে সমান প্রেমের চক্ষে দেখে এবং সেই হেতু এই অবস্থা এক শ্রেষ্ঠ অবস্থা।

যোগের জন্য ধ্যান এক সাধন

১০—১৫

অনাসক্ত হইয়া কর্ম্মকরার প্রয়াসের ভিতর যে আত্ম-জয়ের আবশ্যকতা রহিয়াছে, তজ্জন্য চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদন আবশ্যক। যাহার চিত্ত একাগ্র হইয়াছে সে ১০ বাসনা ও সঞ্চয়ের ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া একাকী একান্তে পরমাত্মার সহিত আত্মার যোগ সাধন করে। এই চিত্তের একাগ্রতা ধ্যানদ্বারা লভ্য। ধ্যানের জন্য শান্ত সংযত মনে স্থির আসনে বসিবে। তজ্জন্য পবিত্র স্থানে, বেশী উচু-নীচু ১১ নয় এমন সমতল ভূমিতে, কুশ, মৃগচর্ম্ম ও বস্ত্র পরপর ১২ রাখিয়া আসন প্রস্তুত করিবে এবং আত্ম-শুদ্ধির জন্য যোগ সাধনা করিবে। শরীর সোজা রাখা চাই, আর দৃষ্টি ১৩ নাসিকাগ্রে রাখাই ধ্যানের রীতি। এমনি অবস্থায় বসিয়া ১৪ প্রশান্ত ও নির্ভীক মনে ব্রহ্মচর্য্য পালন করতঃ যম-নিয়মাদির অনুষ্ঠান করিয়া ঈশ্বরে মন অর্পণ করিয়া ধ্যান করিবে। চিত্তের একাগ্রতা লাভের ফলে সংযতাত্মা যোগীর হৃদয়ে ১৫ যে শান্তি আসে তাহা দ্বারাই মোক্ষ লাভ হয়।

যোগী কেবল ধ্যানস্থ থাকিবে না—কর্ম্ম করিবে

১৬—১৭

কিন্তু ধ্যানস্থ হইয়া চিত্ত একাগ্র করিবে বলিয়া যোগ সাধনের মানে একই আসনে সকল সময় নিশ্চল হইয়া বসিয়া থাকা নহে। আসনস্থ হওয়া যোগের সহায়ক, কিন্তু ১৬ দৈহিক ক্রিয়াগুলি যথাযথ নিষ্পন্ন করা চাই। পরিমিত ১৭ আহার, পরিমিত নিদ্রা ও পরিমিত কর্ম্ম-প্রচেষ্টার দ্বারাই দুঃখান্তকারী যোগ প্রাপ্তব্য।

যোগীর নিশ্চল স্থিতি

১৮—২৩

উপযুক্ত কর্ম্ম-প্রচেষ্টা ও ধ্যানাদি দ্বারা যখন যোগী ১৮ স্বপ্রতিষ্ঠ হয় তখন তাহার মন সমস্ত কামনা-মুক্ত হয়। নির্ব্বাত দীপের ন্যায় যোগীর মন অচঞ্চল থাকে। তখন ১৯ আত্মা নিজের ভিতর হইতেই সন্তোষ পায়, ইন্দ্রিয়াতীত ২০ অথচ বুদ্ধিগ্রাহ্য একপ্রকার তীব্র সুখ অনুভব করে। এই অবস্থায় প্রধান লক্ষ্য যে আত্মজ্ঞান, তাহা হইতে সাধক ২১ কিছুতেই বিচলিত হয় না। অন্য কোনও কিছু পাওয়ার ২২ আকাঙ্ক্ষা মাত্র তাহার থাকে না, গুরু দুঃখও তাহাকে

বিচলিত করিতে পারে না। এই দুঃখ-রহিত স্থিতিই যোগ। প্রযত্নশীল হইলে এই স্থিতি, এই যোগ নিশ্চয়ই পাওয়া যায়। ২৩

যোগীর মানসিক অবস্থা

২৪—২৬

অচল বুদ্ধির আশ্রয়ে যোগী ধীরে ধীরে মনকে শাঁস্ত করিবে। এজন্য সঙ্কল্প হইতে উৎপন্ন সমস্ত কামনা ত্যাগ ২৪ করিতে হইবে, মনদ্বারা সকল ইন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া ২৫ নিয়মাধীন করিবে, বশীভূত করিবে। যেখানে যেখানে চঞ্চল মন পলায়ন করে, সেই সেই স্থান হইতে তাহাকে ২৬ আনিয়া আত্মার ভিতর নিবদ্ধ করা চাই।

যোগারূঢ় সর্ব্বভূতে নিজেকে ও ঈশ্বরকে দেখে

২৭—৩২

যাহার মন শান্ত হইয়াছে, তাহার অবশ্যই রজঃ ও ২৭ তমোগুণ হইতে উৎপন্ন বিকার নিবৃত্ত হইয়াছে। প্রশান্ত-চিত্ত যোগীর হৃদয়ে আনন্দ উপস্থিত হয়, সে নিষ্পাপ হয়, ২৮ সে ব্রহ্মময় হয়। তাহার ভিতর এমন সাম্য-বোধ উপস্থিত হয় যে, সকল প্রাণীকে সে নিজের মধ্যে ও নিজেকে সকল ২৯ প্রাণীর মধ্যে দেখে। আর এই অবস্থায় সে সর্ব্বদাই ঈশ্বরের সহিত যোগ-যুক্ত, তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে থাকে। ৩০

সে কখনও নিজে ঈশ্বরের দৃষ্টির বহির্ভূত হয় না। ঈশ্বরকেও দৃষ্টির বহির্ভূত করে না। এমনিভাবে যে ঈশ্বরে লীন হয় সে যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন সর্ব্বদা ঈশ্বরেই অবস্থিত থাকে। সুখ-দুঃখ যাহার কাছে সমান, যে সকলকেই নিজের মত দেখে সেই ত শ্রেষ্ঠ যোগী।

যোগস্থ হওয়া কঠিন উহা অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা লভ্য

৩৩—৩৬

যোগ-যুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া বড়ই কঠিন। অর্জ্জুন বলেন যে, মন যেমন চঞ্চল তাহাতে তাহাকে বশীভূত করা আর বাতাসকে চাপিয়া রাখা সমানই কঠিন। কিন্তু তাহা হইলেও ভগবানের এই আশ্বাস রহিয়াছে যে, অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা যোগ লাভ করা যায়। অসংযত হইলে অবশ্য কোনই আশা নাই। কিন্তু যদি সংযত হইয়া যত্ন করা যায় তাহা হইলে আশা আছে।

যোগ হইতে ভ্রষ্ট হইলেও পুনর্ব্বার শ্রেষ্ঠ জন্ম হয়

৩৭—৪৭

অর্জ্জুন প্রশ্ন করেন— যে ব্যক্তি শ্রদ্ধার সহিত চেষ্টা করে অথচ মন স্থির করিতে পারে না এবং যোগীর অবস্থা না

পাইয়াই দেহ ত্যাগ করে তাহার কি প্রকার গতি হয়। তাহার কি ইহ পরকাল নষ্ট হইয়া যায়? তিনি এই সংশয় ৩৮ ভগবান্‌কে কৃপা করিয়া দূর করিতে বলেন। ৩৯

এই আশঙ্কার উত্তরে ভগবানের স্পষ্ট আশ্বাস রহিয়াছে যে, কল্যাণকারীর কল্যাণ-কর্ম্মের জন্য কখনও দুর্গতি হয় না। ৪০

যে যোগপ্রাপ্তির চেষ্টা করিতে করিতে বিফল হইয়া মরিয়া গিয়াছে, সে দীর্ঘকাল পুণ্যলোক ভোগ করিয়া পৃথিবীতে আসিয়া পবিত্র ও সাধকদিগের কুলে, অথবা ৪১ যোগীদিগের গৃহেই জন্ম লয়। পৃথিবীতে ইহাই শ্রেষ্ঠ জন্ম। ৪২ সেইখানে আপনা-আপনিই পূর্ব্বজন্মের বুদ্ধি-সংস্কার তাহার ভিতর দেখা দেয় ও সে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হয়। বিনা ৪৩ চেষ্টাতে প্রকৃতিবশেই সে যোগের পথে আকৃষ্ট হয়, আর ৪৪ যদি চেষ্টা করে তবে পাপমুক্ত হইয়া অনেক জন্মে মোক্ষ ৪৫ পায়।

যোগের অবস্থা শ্রেষ্ঠ অবস্থা। কোনও কাম্য বস্তু ৪৬ লাভের জন্য যে তপস্যা করে, যে শুষ্কজ্ঞানে জ্ঞানী হয়, অথবা যে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডে ডুবিয়া থাকে, তাহাদের অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ। আবার যে ব্যক্তি যোগী ও ভগবদ্ভক্ত সে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও ঈশ্বরের সহিত নিকটতম ৪৭ যোগে যুক্ত।

সপ্তম অধ্যায়

জ্ঞান-বিজ্ঞান যোগ

এই অধ্যায়ে ঈশ্বরতত্ত্ব ও ঈশ্বর-ভক্তি কি তাহা বোঝান আরম্ভ হইয়াছে।

শ্রীভগবানুবাচ

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ! যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু॥ ১
জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্‌জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্‌জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে॥ ২

অন্বয়। শ্রীভগবান্ উবাচ। হে পার্থ, ময়ি আসক্তমনাঃ মদাশ্রয়ঃ যোগং যুঞ্জন্ অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তৎ শৃণু। ১

মদাশ্রয়ঃ—আমাকে আশ্রয় করিয়া। যুঞ্জন্– অভ্যাস করিয়া।

সবিজ্ঞানম্ ইদং জ্ঞানম্ অহং তে অশেষতঃ বক্ষ্যামি, যৎ জ্ঞাত্বা ইহ ভূয়ঃ অন্যৎ জ্ঞাতব্যং ন অবশিষ্যতে। ২

সবিজ্ঞানম্—বিজ্ঞান বা অনুভব যুক্ত। অশেষতঃ—পূর্ণরূপে। ভূয়ঃ—পুনরায়।

শ্রীভগবান্ বলিলেন—

হে পার্থ, আমাতে মন নিবিষ্ট করিয়া ও আমার আশ্রয় লইয়া নিশ্চয়পূর্ব্বক ও সম্পূর্ণরূপে আমাকে কেমন করিয়া জানিবে তাহা শোন। ১

অনুভবযুক্ত এই জ্ঞান আমি তোমাকে পূর্ণরূপে বলিতেছি ইহা জানিলে ইহলোকে আর জানার কিছু থাকে না। ২

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥ ৩

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৪

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো ! যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ৫

অন্বয়। মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ সিদ্ধয়ে যততি। যততাং সিদ্ধানাং কশ্চিৎ মাং তত্ত্বতঃ বেত্তি। ৩

ভূমিঃ আপঃ অনলঃ বায়ুঃ খং মনঃ বুদ্ধিঃ অহঙ্কার এব চ ইতি অষ্টধা ভিন্না মে প্রকৃতিঃ। ৪

হে মহাবাহো, ইয়ং তু অপরা, ইতঃ অন্যাং জীবভূতাং মে পরাং প্রকৃতিং বিদ্ধি, যয়া ইদং জগৎ ধার্য্যতে। ৫

অপরা—নিকৃষ্ট। পরা—প্রকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ।

হাজারো লোকের মধ্যে কদাচিৎ কেহ সিদ্ধির জন্য প্রযত্ন করে। প্রযত্নকারী সিদ্ধদের মধ্যেও কদাচিৎ কেহ আমাকে বাস্তবিক রীতিতে জানে। ৩

পৃথিবী জল অগ্নি বায়ু আকাশ মন বুদ্ধি এবং অহঙ্কার এই আট প্রকার আমার প্রকৃতি। ৪

টিপ্পনী—এই আট তত্ত্ব-যুক্ত স্বরূপ—ক্ষেত্র বা ক্ষর পুরুষ। (অধ্যায় ১৩ শ্লোক ৫, অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৬ দেখ।)

ইহাকে অপরাপ্রকৃতি বলে। ইহা হইতে উচ্চ পরাপ্রকৃতি, উহা জীবরূপ। হে মহাবাহো, এই জগৎ উহার আশ্রয়ে চলিতেছে। ৫

এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ ৬
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়!
ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥ ৭
রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয়! প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥ ৮

অন্বয়। সর্ব্বাণি ভূতানি এতদ্‌যোনীনি ইতি উপধারয়, অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ তথা প্রলয়ঃ। ৬

এতদ্‌যোনীনি—ইহা যোনি বা উৎপত্তি যাহাদের। উপধারয়—জানিও কৃৎস্ন—সকল।

হে ধনঞ্জয়, মত্তঃ পরতরং অন্যৎ কিঞ্চিৎ নাস্তি, সূত্রে মণিগণা ইব ময়ি ইদং সর্ব্বং প্রোতম্‌। ৭

পরতরং—শ্রেষ্ঠ। প্রোতং—গ্রথিত।

হে কৌন্তেয়, অহং অপ্সু রসঃ, শশিসূর্য্যয়োঃ প্রভা, সর্ব্ববেদেষু প্রণবঃ, খে শব্দঃ, নৃষু পৌরুষম্‌ অস্মি। ৮

প্রণবঃ—ওঙ্কার। খে—আকাশে। নৃষু—পুরুষের।

তুমি ভূতমাত্রের উৎপত্তির কারণ এই উভয়কে জানিও। সারা জগতের উৎপত্তি ও লয়ের কারণ আমি। ৬

হে ধনঞ্জয়, আমা অপেক্ষা উচ্চ আর কিছু নাই। যেমন সূত্রে মণিগণ গাঁথা থাকে তেমনি এই সকল আমাতে গ্রথিত। ৭

হে কৌন্তেয়, জলে আমিই রস, সূর্য্য চন্দ্রে আমিই তেজ, সর্ব্ববেদে আমিই ওঙ্কার, আকাশে আমিই শব্দ ও আমিই পুরুষের পরাক্রম। ৮

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু॥ ৯
বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ! সনাতনম্।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্॥ ১০
বলং বলবতামস্মি কামরাগবিবর্জ্জিতম্।
ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ!॥ ১১

অন্বয়। পৃথিব্যাং চ পুণ্যঃ গন্ধঃ বিভাবসৌ চ তেজঃ অস্মি, সর্ব্বভূতেষু জীবনং তপস্বিষু চ তপঃ অস্মি। ৯

পৃথিব্যাং গন্ধঃ—পৃথিবীর গুণগন্ধ। বিভাবসৌ—আগুনে।

হে পার্থ, মাং সর্ব্বভূতানাং সনাতনং বীজং বিদ্ধি। (অহং) বুদ্ধিমতাং বুদ্ধিঃ অস্মি, অহং তেজস্বিনাং তেজঃ (অস্মি)। ১০

সনাতনং—আদিকাল হইতে বর্ত্তমান। বীজ—সজাতীয় কার্য্যোৎপাদন-সমর্থ দ্রব্য।

(অহং) বলবতাং কামরাগবিবর্জ্জিতং বলং, হে ভরতর্ষভ, ভূতেষু (অহং) ধর্ম্মাবিরুদ্ধঃ কামঃ অস্মি। ১১

পৃথিবীতে আমিই সুগন্ধ, অগ্নিতে আমিই তেজ, প্রাণিমাত্রে আমিই জীবন, তপস্বীর আমিই তপ। ৯

হে পার্থ, সকল জীবের সনাতন বীজ বলিয়া আমাকে জানিও। বুদ্ধিমানের বুদ্ধি আমি, তেজস্বীর তেজ আমি। ১০

বলবানের কাম ও রাগবর্জ্জিত বল আমি এবং হে ভরতর্ষভ, প্রাণীদের মধ্যে ধর্ম্মের অবিরোধী কাম আমিই। ১১

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি॥ ১২
ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥১৩
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ ১৪

অন্বয়। যে চ এব সাত্ত্বিকাঃ ভাবাঃ যে রাজসাঃ (যে) চ তামসাঃ তান্ মত্তঃ এব বিদ্ধি, অহং তেষু ন, তে তু ময়ি। ১২

এভিঃ ত্রিভিঃ গুণময়ৈঃ ভাবৈঃ ইদং সর্ব্বং জগৎ মোহিতং, এভ্যঃ পরং অব্যয়ম্ মাম্ ন অভিজানাতি। ১৩

এষা গুণময়ী মম দৈবী মায়া হি দুরত্যয়া; যে মাম্ এব প্রপদ্যন্তে তে এতাং মায়াং তরন্তি। ১৪

দুরত্যয়া—দুরতিক্রমণীয়, দুস্তর। প্রপদ্যন্তে—ভজনা করে।

যে যে সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক ভাব আছে তাহা আমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে জানিবে। কিন্তু আমি তাহাতে আছি এমন নয়, তাহারাই আমাতে আছে। ১২

টিপ্পনী—এই ভাবের উপর পরমাত্মা নির্ভর করেন না, কিন্তু এই ভাব তাঁহার উপর নির্ভর করে। তাঁহার আশ্রয়ে আছে এবং তাঁহার বশে আছে।

এই ত্রিগুণময় ভাবদ্বারা সকল জগৎ মোহিত রহিয়াছে এবং সেইজন্য উহা হইতে উচ্চ ও ভিন্ন আমাকে—অবিনাশী আমাকে, উহা জানে না। ১৩

এই আমার ত্রিগুণময়-দৈবীমায়া উত্তীর্ণ হওয়া মুস্কিল। কিন্তু যাহারা আমারই শরণ লয় তাহারা এই মায়া উত্তীর্ণ হয়। ১৪

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥ ১৫
চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন !
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ! ॥১৬
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥ ১৭

অন্বয়। দুষ্কৃতিনঃ মূঢ়াঃ নরাধমাঃ মাং ন প্রপদ্যন্তে। (তে) আসুরং ভাবম্ আশ্রিতাঃ মায়য়া অপহৃতজ্ঞানাঃ। ১৫

হে ভরতর্ষভ, হে অর্জ্জুন, চতুর্ব্বিধাঃ সুকৃতিনো জনাঃ মাং প্রপদ্যন্তে, (তে) আর্ত্তঃ জিজ্ঞাসুঃ অর্থার্থী জ্ঞানী চ। ১৬

তেষাং নিত্যযুক্তঃ একভক্তিঃ জ্ঞানী বিশিষ্যতে, অহং হি জ্ঞানিনঃ অত্যর্থং প্রিয়ঃ, স চ মম প্রিয়ঃ। ১৭

বিশিষ্যতে—শ্রেষ্ঠ।

দুরাচারী, মূঢ়, অধম মনুষ্য আমার শরণ লয় না। তাহারা আসুরী ভাবযুক্ত। মায়াদ্বারা তাহাদের জ্ঞান অপহৃত। ১৫

হে অর্জ্জুন, চারি প্রকার সদাচারী মনুষ্য আমাকে ভজনা করে, দুঃখী, জিজ্ঞাসু, কিছু পাওয়ার ইচ্ছুক অথবা জ্ঞানী। ১৬

তাহাদের মধ্যে যে নিত্য সমভাবী একের ভজনকারী সেই জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ। আমি জ্ঞানীর অত্যন্ত প্রিয় এবং জ্ঞানী আমার প্রিয় ১৭

উদারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্ ॥১৮
বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥ ১৯
কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥ ২০

অন্বয়। এতে সর্বে এব উদারাঃ জ্ঞানী তু মে আত্মা এব মতম্। হি যুক্তাত্মা সঃ অনুত্তমাং গতিং মামেব আস্থিতঃ। ১৮

বহূনাং জন্মনাং অন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে, বাসুদেবঃ সর্বম্ ইতি (যঃ জানাতি) স মহাত্মা সুদুর্লভঃ। ১৯

তৈঃ তৈঃ কামৈঃ হৃতজ্ঞানাঃ স্বয়া প্রকৃত্যা নিয়তাঃ তং তং নিয়মম্ আস্থায় অন্যদেবতাঃ প্রপদ্যন্তে। ২০

তৈঃ তৈঃ—সেই সেই; পুত্রবিত্তাদি বিষয়ের (কামনাদ্বারা)। আস্থায়—স্বীকার করিয়া, আশ্রয় করিয়া।

ইহারা সকলেই উত্তম ভক্ত, কিন্তু জ্ঞানী আমার আত্মতুল্য, এই আমার মত—যেহেতু আমাকে পাওয়া ছাড়া আর উচ্চতর গতি নাই ইহা জানিয়া সেই যোগী আমারই আশ্রয় লয়। ১৮

অনেক জন্মের পর জ্ঞানী আমাকে পায়। সকলই বাসুদেবময় এই প্রকার জানে এমন মহাত্মা বড় দুর্লভ। ১৯

অনেক কামনাদ্বারা যাহাদের জ্ঞান অপহৃত হইয়াছে এমন লোকেরা নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন বিধির আশ্রয় লইয়া অন্য দেবতার শরণ লয়। ২০

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥ ২১
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্॥২২
অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি॥ ২৩

অন্বয়। যঃ যঃ ভক্তঃ যাং যাং তনুং শ্রদ্ধয়া অর্চ্চিতুম্ ইচ্ছতি তস্য তস্য তামেব শ্রদ্ধাং অহং অচলাং বিদধামি। ২১

তনুং—স্বরূপ, মূর্ত্তি। বিদধামি—করি।

তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ স তস্যাঃ আরাধনম্ চ ততঃ ময়া এব বিহিতান্ তান্ কামান্ হি লভতে। ২২

ঈহতে—করে।

তেষাম্ অল্পমেধসাম্ তৎ ফলং তু অন্তবৎ ভবতি। দেবযজঃ দেবান্ যান্তি মদ্ভক্তাঃ অপি মাং যান্তি। ২৩

অল্পমেধসাম্—অল্পবুদ্ধি। অন্তবৎ—বিনাশী। দেবযজঃ—দেবতা যজন-কারী।

যে যে ব্যক্তি যে যে স্বরূপে ভক্তিশ্রদ্ধাপূর্ব্বক পূজা করিতে ইচ্ছা করে সেই সেই স্বরূপে সেই শ্রদ্ধা আমি দৃঢ় করি। ২১

শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সেই সেই স্বরূপের সে আরাধনা করে ও তদ্দারা আমার নির্ম্মিত ও তাহার ঈপ্সিত কামনা পূরণ করে। ২২

সেই অল্প-বুদ্ধি লোকসকল যে ফল পায় তাহা নাশবন্ত হয়।

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।

পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ ॥ ২৪

নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।

মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥ ২৫

অন্বয়। মম অব্যয়ম্ অনুত্তমম্ পরং ভাবম্ অজানন্তঃ অবুদ্ধয়ঃ অব্যক্তং মাম্ ব্যক্তিম্ আপন্নং মন্যন্তে। ২৪

ব্যক্তিম্ আপন্নম্—মূর্তিপ্রাপ্ত, ইন্দ্রিয়গম্য।

যোগমায়াসমাবৃতঃ অহং সর্ব্বস্য ন প্রকাশঃ, মূঢ়ঃ অয়ং লোকঃ অজং অব্যয়ং মাং ন অভিজানাতি। ২৫

দেবতা-ভজনকারী দেবতা পায়, আমাকে ভজনকারী আমাকে পায়। ২৩

আমার পরম, অবিনাশী ও অনুপম স্বরূপ না জানিয়া বুদ্ধিহীন লোকেরা ইন্দ্রিয়াতীত আমাকে ইন্দ্রিয়গম্য মনে করে। ২৪

আমার যোগমায়ায় আবৃত আমি, সকলের নিকট প্রকট নহি। এই মূঢ় জগৎ অজন্ম ও অব্যয় আমাকে ভালরূপে জানে না। ২৫

টিপ্পনী—জগৎ সৃষ্টি করিবার শক্তি ধারণ করিয়াও অলিপ্ত হওয়ায় পরমাত্মার অদৃশ্য থাকার যে ভাব তাহাই তাঁহার যোগমায়া।

বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন !
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মান্তু বেদ ন কশ্চন ॥ ২৬
ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত !
সর্ব্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ! ॥ ২৭
যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্ ।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ২৮

অন্বয়। হে অর্জ্জুন, অহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি ভবিষ্যাণি চ ভূতানি বেদ। মাং তু কশ্চন ন বেদ। ২৬

হে ভারত, হে পরন্তপ, ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন সর্ব্বভূতানি সর্গে সম্মোহং যান্তি। ২৭

যেষাং পুণ্যকর্ম্মণাম্ জনানাং তু পাপং অন্তর্গতং, তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তাঃ দৃঢ়ব্রতাঃ মাং ভজন্তে। ২৮

হে অর্জ্জুন, গত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ ভূত সকল আমি জানি তবুও আমাকে কেহ জানে না। ২৬

হে ভারত, হে পরন্তপ! ইচ্ছাদ্বেষ-উৎপন্ন সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বের মোহে পড়িয়া প্রাণিমাত্র এই জগতে মূর্চ্ছিত থাকে। ২৭

কিন্তু যে সদাচারী লোকদিগের পাপের অন্ত হইয়াছে ও যাহারা দ্বন্দ্ব মোহ হইতে মুক্তি পাইয়াছে সেই দৃঢ়ব্রত ব্যক্তিরা আমার ভজনা করে। ২৮

জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলম্ ॥২৯
সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ ॥ ৩০

অন্বয়। মাম্ আশ্রিত্য জরামরণমোক্ষায় যে যতন্তি তে তৎ ব্রহ্ম, কৃৎস্নম্ অধ্যাত্মম্, অখিলং কর্ম্ম চ বিদুঃ। ২৯

যে চ সাধিভূতাধিদৈবং সাধিযজ্ঞং মাং বিদুঃ, তে যুক্তচেতসঃ প্রয়াণকালে অপি চ মাং বিদুঃ। ৩০

যাহারা আমার আশ্রয় লইয়া জরা ও মরণ হইতে মুক্ত হওয়ার উদ্যোগ করে তাহারা পূর্ণব্রহ্ম অধ্যাত্ম ও অখিল কর্ম্মকে জানে। ২৯

অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞযুক্ত আমাকে যাহারা জানে তাহারা সমত্ব পাইয়া আমাকে মরণ সময়েও দেখিতে পায়। ৩০

টিপ্পনী—অধিভূতাদির অর্থ অষ্টম অধ্যায়ে পাওয়া যাইবে। এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, এই সংসারে ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুই নাই, এবং সমস্ত কর্ম্মের কর্ত্তা ও ভোক্তা তিনিই—এই কথা জানিয়া মৃত্যু সময় শান্ত হইয়া ঈশ্বরেই যে তন্ময় থাকে, ও ঐ সময় কোনও বাসনা যাহার হয় না সেই ঈশ্বরকে জানিয়াছে, আর সেই মোক্ষ পাইয়াছে।

ॐ তৎসৎ

এই প্রকারে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতারূপী উপনিষদ্ অর্থাৎ ব্রহ্ম বিদ্যান্তর্গত যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে জ্ঞান-বিজ্ঞান যোগ নামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত হইল

সপ্তম অধ্যায়ের ভাবার্থ

জ্ঞান বিজ্ঞান যোগ

প্রথম ছয় অধ্যায়ে কর্ম্ম কি এবং কর্ম্মযোগের সাধন কি তাহা বোঝান হইয়াছে। উহাতে পুনঃ পুনঃ ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণের অনুরোধ রহিয়াছে। এক্ষণে ঈশ্বর-বোধ সুস্পষ্ট করার শিক্ষা এই অধ্যায় হইতে দেওয়া হইতেছে।

ঈশ্বর তত্ত্ব কি

১—৩

অন্য সমস্ত আসক্তি ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের আশ্রয় লইয়া ১ তাঁহার ভজনা করিতে করিতে যে রূপে তিনি দেখা দিবেন এক্ষণে তাহাই বলা হইতেছে। এই জ্ঞান এমন যে ইহা ২ পাইলে অন্য কিছুই আর জানার বাকী থাকে না। এই জ্ঞান কদাচিৎ কেহ সত্য আগ্রহ ভরে পাইতে চায়। যাহারা পাওয়ার প্রযত্নে সিদ্ধ হইয়াছে বলা যায়, তাহাদের মধ্যেও ৩ কদাচিৎ কেহ ভগবান্‌কে জানে।

ঈশ্বরই প্রকৃতি-পুরুষ রূপে জগৎ স্রষ্টা

মহাভূত পাঁচটী—ভূমি, অপ্, অনল, বায়ু, খ অথবা ৪ ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম। ইহাদের সহিত মন বুদ্ধি

অহঙ্কার এই তিন পদার্থ যুক্ত হইয়া যে আট পদার্থ হয় তাহাকে ঈশ্বরের প্রকৃতি বলে। (প্রকৃতিতে মোট ২৩টী পদার্থ আছে, এখানে দশ ইন্দ্রিয় ও পাঁচ তন্মাত্রের উল্লেখ নাই, পরে আছে।) এইগুলি প্রকৃাত ও প্রকৃতির বিকার-জাত। এগুলি অপরা। এতদ্ব্যতীত জগৎব্যাপারের মূলে ঈশ্বরের পরা প্রকৃতি বা পুরুষভাব রহিয়াছে। এই পরা-প্রকৃতি জীবভূত। ইহাই জগৎকে ধারণ করিয়া আছে। ভূতমাত্র এই প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে উৎপন্ন। ঈশ্বরই সকল জগতের প্রভব ও প্রলয়ের কারণ এবং তিনিই প্রকৃতি পুরুষ রূপে এই দৃশ্যমান জগতে পরিবর্ত্তিত হইয়া আছেন।

ঈশ্বর সর্ব্ব প্রবিষ্ট সর্ব্বগুণ ও সর্ব্ব ভাব

৭—১২

সমস্ত জগৎ ঈশ্বর-সৃষ্ট হইয়া ঈশ্বরকেই অবলম্বন করিয়া আছে। যেমন মণি সকল সূত্রকে অবলম্বন করিয়া থাকে তেমনি যাহা কিছু সৃষ্ট আছে তাহা ঈশ্বরকেই অবলম্বন করিয়া আছে। তিনি সর্ব্ব ব্যাপ্ত। তিনি সর্ব্বগুণময়, তিনিই জলের রস, চন্দ্র সূর্য্যের তেজ তিনি, তিনিই সর্ব্বশব্দ, সর্ব্বধ্বনি এবং সর্ব্ব পৌরুষ। পৃথিবীর গন্ধ, অগ্নির দাহিকা শক্তি তিনিই। তিনিই তপস্বীর তপ, [illegible]

বুদ্ধি, তেজস্বীর তেজ। বলবানের কাম-রাগশূন্য বল ১০
তিনিই, আবার ধর্ম্ম-সম্মত কামও তিনি। ঈশ্বরই সর্ব্ব ১১
প্রাণীর প্রাণ এবং সর্ব্বভূতের সৃষ্টির আদি বীজ।

ঈশ্বর হইতে সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণময়ী প্রকৃতির সৃষ্টি। ১২
সত্ত্ব-রজাদি ভাব ঈশ্বরকেই আশ্রয় করিয়া আছে। তিনি
কাহারও আশ্রয় করিয়া নাই।

জীব মায়ায় মোহিত

১৩—১৫

ঈশ্বরের সৃজন-শক্তি মায়া। এই শক্তিতে সত্ত্ব, রজঃ
ও তমঃ তিন গুণের অসামঞ্জস্য উপস্থিত হওয়ায় অব্যক্ত
জগৎ ব্যক্ত হয়। জীব এই তিন গুণময় মায়ায় বদ্ধ হইয়া ১৩
ঈশ্বর ও জীবে ভেদ দেখে, প্রকৃতির গুণের অতীত যে ঈশ্বর,
তাহা দেখিতে পায় না। এই মায়া উত্তীর্ণ হইয়া ঈশ্বরকে
স্ব-স্বরূপে দেখা কঠিন, যে ব্যক্তি ঈশ্বরের শরণ লয় সেই ১৪
এই মায়া উত্তীর্ণ হওয়ার ভেদ-বুদ্ধি দূর করার আশা রাখে।
অন্তরস্থ আসুরী প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া মূঢ় ব্যক্তিরা
ঈশ্বরের শরণ লইতে বিরত থাকে। মায়ায় তাহাদের জ্ঞান ১৫
অপহৃত, তাহারা প্রকৃতি-পরায়ণ হয়।

জ্ঞানী মায়া উত্তীর্ণ হয়—জ্ঞানী ভক্ত-শ্রেষ্ঠ

১৬—১৯

যাহারা ভগবানের শরণাপন্ন হয় তাহাদের মধ্যে কেহ বা দুঃখার্ত্ত হইয়া তাঁহার নিকট আইসে, কেহ বা জিজ্ঞাসু ১ হইয়া, কেহ বা কিছু পাওয়ার জন্য, আবার কেহ বা জ্ঞানের সাধনায় আইসে। ইহাদের মধ্যে যে জ্ঞানী, যে একনিষ্ঠ ১ ভক্তি ঈশ্বরে রাখে, যে নিত্য সমবুদ্ধি-যুক্ত সেই ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। জ্ঞানী ভক্ত ঈশ্বরের আত্মতুল্য, ঈশ্বরের সহিত এক। ঈশ্বরের সহিত সে যোগ-যুক্ত হইয়া থাকে। ১ ঈশ্বরের সহিত একাত্ম বোধ করে এমন জ্ঞানী দুর্লভ। ১ অনেক জন্মের পর জ্ঞানী, ঈশ্বর সর্ব্বময় এইরূপ দেখে।

অল্পদৃষ্টি অজ্ঞানী ঈশ্বরকে স্বল্প ভাবে দেখিয়া পূজা করে

২০—২৪

অজ্ঞানী কামনাসক্ত ব্যক্তিরা নিজ নিজ কল্পনা অনুযায়ী ২০ দেবতা গড়িয়া লয় ও তাহার শরণ লয়। এই প্রকার অন্য দেবতাদিতে শরণ লওয়ার মধ্যেও একটা অতিমানুষিক, বা দৈব শক্তির স্বীকৃতি রহিয়াছে। ইহা অবলম্বন করিয়া মানুষ উর্দ্ধগতি লাভ করিবে—ইহাই ভগবানের অভিপ্রেত। রুচি অনুযায়ী বিবিধ দেবতার শরণ যাহারা লয়

তাহারা ঐ সকল দেবতাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত পূজা করিতে ইচ্ছা করে। ভগবান্ সেই শ্রদ্ধাকে দৃঢ় করেন। ২১
যাহারা কাম্য ফল আকাঙ্ক্ষা করিয়া দৈব শক্তির আরাধনা করে, তাহারা সেই কাম্য লাভ করে—ইহাই ঐশী ব্যবস্থা। কিন্তু অল্পে সন্তুষ্ট ব্যক্তিদের কাম্য ফল শীঘ্রই শেষ হয়। ২২
যাহারা ভগবান্‌কে পাইতে চায় তাহারা তাঁহাকে পায়, যাহারা অন্য দেবতায় বা দ্রব্যে সন্তুষ্ট তাহারা তাহাই পায়। ২৩
যাহারা অজ্ঞান তাহারাই অব্যক্ত ভগবানে ব্যক্তিত্ব আরোপ করিয়া পূজা করে। তাহারা ঈশ্বর যে পরম অব্যয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ২৪ ও অত্যুত্তম এই ভাবে জানে না।

ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ—পাপ গত হইলে ঈশ্বরভজন দৃঢ় হয়

২৫—২৮

ঈশ্বর স্রষ্টা হইয়াও অপ্রকাশ। যে মায়া সমস্ত প্রকাশের ২৫ মধ্যে ঈশ্বরকেই অপ্রকাশ রাখিয়াছে তাহা তাঁহার যোগমায়া। লোকসমূহ এই যোগমায়ার দ্বারা আবৃত ২৬ রহিয়াছে। তাহারা ঈশ্বরকে জানে না। ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ আর মানুষ অজ্ঞ। সেইজন্যই ইচ্ছা-দ্বেষাদি দ্বন্দ্ব দ্বারা মানুষ ২৭ মোহিত হইয়া থাকে। ঈশ্বরানুগ্রহে যাহাদের পাপ ও ২৮

অজ্ঞান নাশ হইয়াছে, দ্বন্দ্ব নিবৃত্ত হইয়াছে তাহারা দৃঢ়ব্রত হইয়া তাঁহার ভজনা করে।

ঈশ্বর আশ্রয়েই লোকে জানিতে পারে যে ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম ও কর্ম্ম কি

২৯—৩০

যাহারা ঈশ্বরের আশ্রয় লইয়া তাঁহার ভজনা করে, তাঁহার আশ্রয়ে মুক্ত হইতে ইচ্ছা রাখে তাহারা ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম ও কর্ম্ম কি তাহা জানে। দেহরূপে, জীবরূপ ও পরমাত্মা রূপে যাহারা ঈশ্বরকে মৃত্যু সময়েও অনুভূতিতে রাখিতে পারে, তাহারাই মোক্ষ পায় .

অষ্টম অধ্যায়

অক্ষর ব্রহ্মযোগ

এই অধ্যায়ে ঈশ্বরতত্ত্ব বিশেষরূপে বুঝান হইয়াছে।

অর্জ্জুন উবাচ

কিং তদ্‌ ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম্ম পুরুষোত্তম !
অধিভূতং চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥ ১
অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্‌ মধুসূদন ?
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ ॥ ২

অন্বয়। অর্জ্জুন উবাচ। হে পুরুষোত্তম, তৎ ব্রহ্ম কিং? অধ্যাত্মম্‌ কিং? কর্ম্ম কিম্‌? কিং অধিভূতং প্রোক্তম্‌? কিং চ অধিদৈবং উচ্যতে? ১

হে মধুসূদন, অস্মিন্‌ দেহে অধিযজ্ঞঃ কঃ? অত্র কথং? নিয়তাত্মভিঃ প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়ঃ অসি? ২

অর্জ্জুন বলিলেন—

হে পুরুষোত্তম এই ব্রহ্মের স্বরূপ কি? অধ্যাত্ম কি? কর্ম্ম কি? অধিভূত কাহাকে বলে? অধিদৈব কাহাকে বলা হয়? ১

হে মধুসূদন, এই দেহে অধিযজ্ঞ কি এবং কেমন ভাবে আছে ও সংযমী তাহাকে মরণসময়ে কেমন করিয়া জানিতে পারে? ২

শ্রীভগবানুবাচ

অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ ॥ ৩
অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাংবর ! ॥ ৪

অন্বয়। শ্রীভগবান্ উবাচ। পরমং অক্ষরং ব্রহ্ম, স্বভাবঃ অধ্যাত্মম্ উচ্যতে, ভূত-ভাবোদ্ভবকরঃ বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ। ৩

স্বভাবঃ—আত্মার ভাব। বিসর্গঃ—সৃষ্টি।

অধিভূতম্ ক্ষরঃ ভাবঃ, পুরুষঃ চ অধিদৈবতম্। হে দেহভৃতাং বর, অত্র দেহে অহমেব অধিযজ্ঞঃ। ৪

অধিভূতম্—প্রাণিগণের ভোগের জন্য যাহা উৎপন্ন হয়। ক্ষরঃ—নাশবস্তু। পুরুষঃ—পুরে যে বাস করে। অধিযজ্ঞঃ—সকল যজ্ঞের উপর কর্ত্তা যিনি তিনি, বিষ্ণু। দেহদ্বারা নিষ্পাদিত হইয়া থাকে এই জন্য যজ্ঞ দেহে থাকে, অর্থাৎ লিঙ্গ শরীর আশ্রয় করিয়া থাকে সুতরাং যজ্ঞাভিমানিনী দেবতাও দেহে থাকেন।

শ্রীভগবান্ বলিলেন—

যিনি সর্ব্বোত্তম, অবিনাশী তিনি ব্রহ্ম, প্রাণিমাত্রে স্বসত্তায় যিনি থাকেন তিনি অধ্যাত্ম ও প্রাণিমাত্র উৎপন্ন করার যে সৃষ্টি-ব্যাপার উহাকেই কর্ম্ম বলে। ৩

অধিভূত আমার নাশবস্তু স্বরূপ, অধিদৈবত উহাতে নিবাসী আমার জীবস্বরূপ এবং হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, অধিযজ্ঞ এই দেহে স্থিত ও যজ্ঞদ্বারা শুদ্ধ জীবস্বরূপ। ৪

টিপ্পনী—অর্থাৎ অব্যক্ত ব্রহ্ম হইতে আরম্ভ করিয়া নাশবস্তু

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥ ৫
যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয়! সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥ ৬
তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্॥ ৭

অন্বয়। অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ কলেবরং মুক্ত্বা যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি অত্র সংশয়ঃ ন অস্তি। ৫

হে কৌন্তেয়, সদা তদ্ভাবভাবিতঃ যং যং বাপি ভাবং স্মরন্ কলেবরং ত্যজতি অন্তে তম্ তম্ এব এতি। ৬

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মাম্ অনুস্মর যুধ্য চ, ময়ি অর্পিতমনোবুদ্ধিঃ অসংশয়ং মাম্ এব এষ্যসি। ৭

এষ্যসি—পাইবে।

দৃশ্য পদার্থ মাত্র পরমাত্মাই বটে ও সমস্তই তাঁহার কৃতি। তবে আর মানুষ নিজের কর্তৃত্বের অভিমান না রাখিয়া পরমাত্মার দাস রূপে সকলই তাঁহাকেই কেননা সমর্পণ করিবে?

অন্তকালে আমাকেই স্মরণ করিতে করিতে যে দেহ-ত্যাগ করে সে আমার স্বরূপ পায়, তাহাতে কোনো সংশয় নাই। ৫

অথবা হে কৌন্তেয়, নিত্য যে যে স্বরূপের ধ্যান মানুষ ধারণ করে সেই সেই স্বরূপকে অন্তকালেও স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করে, ও সেই হেতু সেই সেই স্বরূপ পায়। ৬

এই হেতু সর্বদা আমার স্মরণ কর ও যুদ্ধ করিতে থাক। এইরূপে আমাতে মন ও বুদ্ধি রাখিলে আমাকে অবশ্য পাইবে। ৭

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্॥ ৮

কবিং পুরাণমনুশাসিতার-
মণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপ-
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥ ৯

প্রয়াণকালে মনসাচলেন
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥ ১০

অন্বয়। হে পার্থ, অভ্যাসযোগযুক্তেন নান্যগামিনা চেতসা অনুচিন্তয়ন্ দিব্যং পরমং পুরুষং যাতি। ৮

অনুচিন্তয়ন্—একধ্যানী থাকিয়া।

যঃ প্রয়াণকালে অচলেন মনসা ভক্ত্যা যুক্তঃ যোগবলেন চ ভ্রুবোঃ মধ্যে সম্যক্ এব প্রাণম্ আবেশ্য, কবিং, পুরাণং, অনুশাসিতারং, অণোঃ অণীয়াংসম্, সর্বস্য ধাতারম্, অচিন্ত্যরূপম্, আদিত্যবর্ণং, তমসঃ পরস্তাৎ অনুস্মরেৎ স তং পরং দিব্যং পুরুষম্ উপৈতি। ৯-১০

প্রয়াণকালে—মৃত্যুকালে। কবিং—সর্বজ্ঞ। অনুশাসিতা—নিয়ন্তা। অণোঃ অণীয়াংসম্—সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম। ধাতা—পালনকারী।

হে পার্থ, চিত্ত অভ্যাসদ্বারা স্থির করিয়া অন্য কোথাও দৌড়াইতে না দিয়া যে একধ্যানী থাকে, সে দিব্য পরম পুরুষ প্রাপ্ত হয়। ৮

যে ব্যক্তি মরণকালে অচল মনে ভক্তিমান্ হইয়া যোগবলে

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তৎতে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥১১
সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ॥ ১২
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥১৩

অন্বয়। বেদবিদঃ যৎ অক্ষরং বদন্তি বীতরাগাঃ যতয়ঃ যৎ বিশন্তি, যৎ ইচ্ছন্তঃ ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তৎ পদং তে সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে। ১১

বীতরাগঃ—যাহার 'রাগ' নষ্ট হইয়াছে, জ্ঞানপ্রাপ্ত। পদং—গন্তব্য স্থান। সংগ্রহেণ—সংক্ষেপে।

সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনঃ হৃদি নিরুধ্য মূর্দ্ধ্নি আত্মনঃ প্রাণম্ আধায় যোগধারণাম্ আস্থিতঃ, ওঁ ইতি একাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মাম্ অনুস্মরন্ যঃ প্রযাতি স পরমাং গতিং যাতি। ১২-১৩

ব্যাহরন্—উচ্চারণ করিতে করিতে।

ভ্রূযুগলের মধ্যে উত্তমরূপে প্রাণকে স্থাপিত করিয়া, সর্ব্বজ্ঞ, পুরাতন নিয়ন্তা, সূক্ষ্মতম, সকলের পালনকারী, অচিন্ত্য, সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, অজ্ঞানরূপী অন্ধকারের অতীত স্বরূপকে ঠিক স্মরণ করে সে দিব্য পুরুষকে পায়। ৯—১০

যাঁহাকে বেদজ্ঞেরা অক্ষর নামে বর্ণন করে, যাঁহাতে বীতরাগী মুনিরা প্রবেশ করে ও যাঁহাকে পাওয়ার ইচ্ছায় লোকেরা ব্রহ্মচর্য্য পালন করে সেই পদের কথা সংক্ষেপে আমি তোমায় কহিব। ১১

ইন্দ্রিয়ের সকল দ্বার রুদ্ধ করিয়া, মনকে হৃদয়ে স্থির করিয়া,

ভূতগ্রামঃ স এৱায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽৱশঃ পার্থ! প্রভৱত্যহরাগমে ॥ ১৯

পরস্তস্মাত্তু ভাৱোঽন্যোঽৱ্যক্তোঽৱ্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন ৱিনশ্যতি ॥ ২০

অৱ্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিৱর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ২১

অন্বয়। হে পার্থ, সঃ এব অয়ং ভূতগ্রামঃ ভূত্বা ভূত্বা অবশঃ (সন্) রাত্র্যাগমে প্রলীয়তে অহরাগমে প্রভবতি। ১৯

তস্মাৎ অব্যক্তাৎ পরঃ তু অন্যঃ যঃ অব্যক্তঃ সনাতনঃ ভাবঃ সঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু অপি ন বিনশ্যতি। ২০

অব্যক্তঃ অক্ষরঃ ইতি উক্তঃ, তং পরমাং গতিং আহুঃ। যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তৎ মম পরমং ধাম। ২১

খুব অল্পই সত্তা আছে। উৎপত্তি ও নাশের জুড়ি সাথে সাথেই চলিতেছে।

হে পার্থ! এই প্রাণী সমুদায় এই প্রকারে উৎপন্ন হইয়া রাত্র্যাগমে বিবশ হইয়া লয় পায় ও দিবস আরম্ভে উৎপন্ন হয়। ১৯

এই অব্যক্তের পর এইরূপ দ্বিতীয় সনাতন অব্যক্ত ভাব আছে। সকল প্রাণীর নাশ হইলেও এই সনাতন অব্যক্তভাব নাশ হয় না। ২০

যাহাকে অব্যক্ত অক্ষর (অবিনাশী) বলা যায়, তাহাকেই পরমগতি বলা হয়। যাহাকে পাইয়া আর পুনর্জন্ম হয় না তাহাই আমার পরম ধাম। ২১

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ! ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্॥ ২২
যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ।
প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ!॥ ২৩
অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ॥ ২৪

অন্বয়। হে পার্থ, সঃ পরঃ পুরুষঃ অনন্যয়া ভক্ত্যা লভ্যঃ, ভূতানি যস্য অন্তঃস্থানি, যেন ইদং সর্ব্বং ততম্। ২২

হে ভরতর্ষভ, যোগিনঃ যত্র কালে প্রযাতাঃ আবৃত্তিম্ অনাবৃত্তিং চ যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি। ২৩

ষণ্মাসাঃ উত্তরায়ণম্, শুক্লঃ, অহঃ, অগ্নিঃ, জ্যোতিঃ; তত্র প্রযাতাঃ জনাঃ ব্রহ্মবিদঃ ব্রহ্ম গচ্ছন্তি। ২৪

হে পার্থ, এই উত্তম পুরুষের দর্শন অনন্যভক্তি দ্বারা হয়। ইহাতেই ভূতমাত্র রহিয়াছে এবং এইসকল তাহার দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া আছে। ২২

যে কালে মরণ হইলে যোগীরা মোক্ষ পায় ও যে কালে মরণ হইলে তাহাদের পুনর্জন্ম হয় সেইকাল হে ভরতর্ষভ, আমি তোমাকে বলিতেছি। ২৩

উত্তরায়ণের ছয়মাসের শুক্ল পক্ষে দিবসে যখন অগ্নির জ্বালা জ্বলিতে থাকে তখন যাহার মরণ হয় সে ব্রহ্মকে জানিয়া ব্রহ্ম পায়। ২৪

ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।

তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে॥ ২৫

অন্বয়। ষণ্মাসাঃ দক্ষিণায়ণম্, কৃষ্ণঃ, রাত্রিঃ, তথা ধূমঃ তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতিঃ প্রাপ্য যোগী নিবর্ত্ততে। ২৫

দক্ষিণায়ণের ছয়মাসের কৃষ্ণপক্ষে রাত্রি যখন ধূমে ব্যাপ্ত থাকে সেই সময় যাহার মরণ হয় সে চন্দ্রলোক পাইয়া পুনর্জন্ম লাভ করে। ২৫

টিপ্পনী—উপরের দুই শ্লোক আমি পুরা বুঝিতে পারি নাই। উহার শব্দার্থ গীতার শিক্ষার সহিত মিল খায় না। সেই শিক্ষানুসারে যে ভক্তিমান্, যে সেবা-মার্গ অনুসরণ করে ও যাহার জ্ঞান হইয়াছে সে যখন হয় মরুক, তবুও সে মোক্ষই পায়। উহা হইতে এই শ্লোকের শব্দার্থ বিরোধী। উহার ভাবার্থ অবশ্য এরূপ বাহির করা যায় যে, যে ব্যক্তি যজ্ঞ করে অর্থাৎ পরোপকারেই যে জীবন যাপন করে, যাহার জ্ঞান লাভ হইয়াছে, যে ব্রহ্মবিদ্ অর্থাৎ জ্ঞানী, মৃত্যুসময়েও যদি তাহার এই স্থিতি থাকে, তবে সে মোক্ষ পায়। ইহা হইতে বিপরীত—যে ব্যক্তি যজ্ঞ করে না, যাহার জ্ঞান নাই, যে ভক্তি কি তাহা জানে না, সে চন্দ্রলোকে অর্থাৎ ক্ষণিক লোক পাইয়া পরে ভবচক্রে ঘুরিতে থাকে। চন্দ্রের জ্যোতি নাই।

শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ॥ ২৬
নৈতে সৃতী পার্থ! জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জ্জুন!॥ ২৭

অন্বয়। জগতঃ এতে শুক্লকৃষ্ণে গতী শাশ্বতে মতে, একয়া অনাবৃত্তিং যাতি, অন্যয়া পুনঃ আবর্ত্ততে। ২৬

হে পার্থ, এতে সৃতী জানন্ কশ্চন যোগী ন মুহ্যতি, তস্মাৎ হে অর্জ্জুন, সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভব। ২৭

জগতে জ্ঞান ও অজ্ঞানের এই দুই পূর্ব্বপ্রচলিত মার্গ আছে বলিয়া স্বীকার করা হয়। এক অর্থাৎ জ্ঞানমার্গে মনুষ্য মোক্ষ পায় ও অন্যে অর্থাৎ অজ্ঞানমার্গে পুনর্জন্ম পায়। ২৬

হে পার্থ, এই দুই মার্গ যাহারা জানে এমন কোনও যোগী মুগ্ধ হয় না। সেইহেতু হে অর্জ্জুন, তুমি সর্ব্বকালেই যোগযুক্ত থাক। ২৭

টিপ্পনী—দুই মার্গ যে জানে ও সমভাব রাখিয়া আঁধার বা অজ্ঞানের মার্গ না লয় সে মোহে পড়ে না, ইহাই অর্থ।

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব
দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।
অত্যেতি তৎ সর্ব্বমিদং বিদিত্বা
যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্॥ ২৮

অন্বয়। ইদং বিদিত্বা বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু দানেষু চ এব যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্ যোগী তৎ সর্ব্বম্ অত্যেতি, আদ্যং পরং স্থানম্ চ উপৈতি। ২৮

অত্যেতি—অতীত হইয়া যায়।

এই বিষয় জানিয়া পরে বেদ যজ্ঞ তপ ও দানে যে পুণ্যফল আছে বলা যায়, সে সকল লঙ্ঘন করিয়া যোগী উত্তম আদিস্থান পায়। ২৮

টিপ্পনী—অর্থাৎ যাঁহাতে জ্ঞান ভক্তি ও সেবা কর্ম্ম সমানভাবে মিলিত হইয়াছে তাঁহার সমস্ত পুণ্যের ফল পাওয়া হইয়াছে, কেবল ইহাই নহে, তাঁহার পরম মোক্ষ পদও প্রাপ্তি হইয়াছে।

ওঁ তৎসৎ

এই প্রকারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপী উপনিষদ্ অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যান্তর্গত যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে অক্ষর-ব্রহ্ম যোগ নামে অষ্টম অধ্যায় পূর্ণ হইল।

অষ্টম অধ্যায়ের ভাবার্থ

ঈশ্বরতত্ত্ব ও মৃত্যুকালের জন্য মানসিক স্থিতির বর্ণনা

ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম ও কর্ম্ম কি

১—৪

সপ্তম অধ্যায়ের অন্তে দুইটি শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, যাহারা ব্রহ্ম অধ্যাত্ম ও কর্ম্ম কি তাহা জানে তাহারা মৃত্যু সময়েও ঈশ্বরকে দেখিতে পায়। এক্ষণে এই ভাব আরো পরিষ্কার করিয়া মৃত্যু সময় কোন অবস্থায় থাকিলে ঈশ্বরকে পাওয়া যাইবে তাহা বিবৃত করা হইয়াছে। মৃত্যু সময় ব্রহ্মলাভের অর্থ যে, আজীবন ব্রহ্ম সাধনা করা তাহা স্পষ্ট করিয়া পরে তাহার রীতি এই অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে।

সপ্তমের শেষে বলা হইয়াছে "প্রয়াণকালেঽপিচ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ"। এই প্রয়াণপথে ত সকলেই বর্ত্তমান মুহূর্ত্তেই পথিক হইয়া আছে। সেই হেতু প্রয়াণকালের জন্য যে আয়োজন দরকার তাহাই এই অধ্যায়ের বিশেষ বর্ণনীয়। 'কিংতদ্ ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মম্' ইত্যাদি প্রশ্নে অষ্টম অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম ও কর্ম্ম, অধিভূত, অধিদেব ও অধিযজ্ঞ কি—এই সমুদয়ের উত্তর এক এক শব্দে দিয়া শেষ যে প্রশ্ন "প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি

নিয়তাত্মভিঃ” তাহারই উত্তর সমস্ত অধ্যায়ে ব্যাপ্ত রহিয়াছে ; এই অধ্যায় মানুষের পৃথিবীতে বাসকাল, জন্মমৃত্যুর ব্যবধান কাল, কত ক্ষুদ্র তাহা দেখাইয়া অনন্ত জীবনের আস্বাদের জন্য প্রেরণা দিতেছে।

এই অধ্যায়ে গীতার মূলমন্ত্র বারে বারে উদাত্ত স্বরে ধ্বনিয়া উঠিয়াছে “তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ” (৭) “তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জ্জুন।” (২৭)

“সর্ব্বদা ঈশ্বরের স্মরণ কর ও যুদ্ধ কর, সর্ব্বদা ঈশ্বরের সহিত যোগে যুক্ত হইয়া বা সমত্ব বুদ্ধির যোগে যুক্ত হইয়া থাক।”

যিনি সর্ব্বোত্তম ও অবিনাশী তিনিই ব্রহ্ম, প্রাণীর ৩ ভিতর নিজ সত্তায় যিনি থাকেন, তিনি অধ্যাত্ম ও সৃষ্টি কর্ম্মই কর্ম্ম। ঈশ্বরের নাশবন্ত স্বরূপ অধিভূত, জীবভূত ৪ স্বরূপ অধিদৈবত, এবং যজ্ঞদ্বারা শুদ্ধ জীবাত্মা বা পরমাত্মা অধিযজ্ঞ।

মৃত্যুকালে ঈশ্বর স্মরণ

৫—৭

যে ব্যক্তি মৃত্যুকালে ঈশ্বর স্মরণ করিতে করিতে ৫ দেহত্যাগ করে সেই ঈশ্বরকে পায়। যে যে-ভাব স্মরণ ৬

করিতে করিতে মৃত্যুলাভ করে সে সেই স্বরূপ পায়। কিন্তু মৃত্যুকাল প্রতি মুহূর্ত্তেই উপস্থিত হইতে পারে। সাধনা না থাকিলে মৃত্যুকালে ঈশ্বর স্মরণ সম্ভব নয়। এই ৭ জন্য যে সাধনা চাই তাহাতে সর্ব্ব সময়ই ঈশ্বর সাধকের অনুভূতির ভিতর থাকেন। ঈশ্বরকে জানার জন্য, তাঁহার সহিত এক হওয়ার জন্য যুদ্ধ করিয়া যাইতে হইবে। এক মুহূর্ত্তও এই যুদ্ধ হইতে বিরত হইলে চলিবে না। কারণ যে কোনো অতর্কিত মুহূর্ত্তে মৃত্যু আসিয়া অপ্রস্তুত দেখিতে পারে।

মৃত্যুকালে ঈশ্বর প্রাপ্তির সাধনা

৮—১৬

অভ্যাস-যোগযুক্ত হইয়া একাগ্রচিত্তে ঈশ্বর-চিন্তা ৮ করিতে করিতে সাধক তাঁহার দেখা পায়। যে ব্যক্তি ৯ ধ্যানস্থ হইয়া ঈশ্বরকে স্রষ্টা, পুরাতন, নিয়ন্তা, সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম, ১০ সকলের ধাতা ও সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশক বলিয়া জানে ও ১১ ভক্তিযুক্ত অবস্থায় মৃত্যুকালে ঈশ্বরকে স্মরণ করে সে তাঁহাকে পায়। ব্রহ্মচারীরা যাঁহাকে পাওয়ার জন্য ব্রহ্মচর্য্য ১২ পালন করে, ইন্দ্রিয়দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে স্মরণ করিয়া ১৩ দেহত্যাগ করিয়া তাঁহাকে পাওয়া যায়।

যে ব্যক্তি নিরন্তর ঈশ্বরে যুক্ত থাকে সে সহজেই ১৪

তাঁহাকে পায় আর জন্ম লইতে হয় না। অন্য সকল ১৫
অবস্থাতেই পুনর্জন্ম প্রাপ্তি ঘটে, কেবল ঈশ্বরলাভে পুনর্জন্ম ১৬
হয় না।

জীব ক্ষণিকে উৎপন্ন হইয়া লয় পাইতেছে

১৭—২১

মানুষের জীবন বুদ্বুদের ন্যায় ক্ষণিক। মানুষের হাজার ১৭
যুগ ব্রহ্মার একদিন। এই ভাব মনে রাখা চাই যে, ১৮
ব্রহ্মার দিনে সৃষ্টি ও রাত্রিতে প্রলয়। সৃষ্টিতে অব্যক্ত হইতে ১৯
ব্যক্ত হয়, প্রলয়ে ব্যক্ত হইতে অব্যক্ত হয়। প্রলয়াতীত ২০
সনাতন এক অব্যক্ত ভাব আছে যাহা প্রলয়েও নাশ
পায় না। সেই ভাবই পরম গতি। তাঁহাকে পাইলে আর
পুনর্জন্ম নাই। ২১

ঈশ্বর লাভের উপায়—সর্ব্বদা যোগযুক্ত থাকা

২২—২৮

ভূতগণ যাঁহার ভিতর রহিয়াছে, যাঁহাদ্বারা এই জগৎ
ব্যাপ্ত তিনি অনন্যভক্তিদ্বারাই প্রাপ্তব্য। ২২

শুক্লপক্ষে উত্তরায়ণে যাহারা যায়—সেই পক্ষে মৃত্যু ২৩
পায় তাহারা পুনরাবর্ত্তন করে না। যাহারা কৃষ্ণ পক্ষে
দক্ষিণায়নে যায় তাহারা চন্দ্র লোক পাইয়া পুনরায় জন্ম লয়। ২৪
এই যাতায়াতের পথ শাশ্বত। ইহা জানিলে মোহমুক্ত ২৫

হওয়া যায়। অতএব হে অর্জ্জুন, সর্ব্বদা যোগযুক্ত ২৬
থাকিও।

বেদে যজ্ঞে ও দানে যে পুণ্য ফল আছে তাহাও অতিক্রম ২৭
করিয়া যিনি যোগী তিনি পরম পদ প্রাপ্ত হন। ২৮

নবম অধ্যায়

রাজবিদ্যা-রাজগুহ্য-যোগ

ইহাতে ভক্তির মহিমা গীত হইয়াছে।

শ্রীভগবানুবাচ।

ইদন্তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥১
রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্ ॥ ২

অন্বয়। শ্রীভগবান্ উবাচ। অনসূয়বে তে ইদং তু গুহ্যতম্ বিজ্ঞানসহিতং জ্ঞানং বক্ষ্যামি যৎজ্ঞাত্বা অশুভাৎ মোক্ষ্যসে। ১

অনসূয়বে—দ্বেষরহিত।

ইদং রাজবিদ্যা, রাজগুহ্যং, পবিত্রম্, প্রত্যক্ষাবগমং, ধর্ম্ম্যং, কর্ত্তুং সুসুখম্, অব্যয়ম্। ২

রাজবিদ্যা—বিদ্যার রাজা। রাজগুহ্যং—রহস্যের রাজা। প্রত্যক্ষাবগমং—অনুভবে প্রত্যক্ষ। কর্ত্তুং সুসুখম্—আচরণ করিতে সুখদায়ক।

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—

তুমি দ্বেষ-রহিত বলিয়া তোমাকে আমি গুহ্য হইতে গুহ্য অনুভব-যুক্ত জ্ঞান দিব যাহা জানিলে তুমি অকল্যাণ হইতে বাঁচিবে। ১

ইহা বিদ্যার রাজা, গূঢ় বস্তুদেরও রাজা। এই বিদ্যা পবিত্র, উত্তম, প্রত্যক্ষ অনুভবে আসার যোগ্য, ধর্ম্মসঙ্গত, সহজে আচরণীয় ও অবিনাশী। ২

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ !
অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ॥ ৩
ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥ ৪
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ ৫

অন্বয়। হে পরন্তপ, অস্য ধর্ম্মস্য অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষাঃ মাং অপ্রাপ্য মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি নিবর্ত্তন্তে। ৩

অশ্রদ্দধান—অশ্রদ্ধাপরায়ণ।

অব্যক্তমূর্ত্তিনা ময়া ইদং সর্ব্বং জগৎ এবং মৎস্থানি সর্ব্বভূতাণি, অহং চ তেষু ন অবস্থিতঃ। ৪

ততং—ব্যাপ্ত। মৎস্থানি—আমাতে বা আমার আশ্রয়ে স্থিত।

ভূতানি চ ন মৎস্থানি, মে ঐশ্বরং যোগং পশ্য, (অহং) ভূতভৃৎ ভূতস্থঃ ন, মম আত্মা ভূতভাবনঃ চ। ৫

ভূতভৃৎ—ভূতদিগের পালনকারী। ভূতভাবনঃ—ভূতের (প্রাণিগণের) উৎপত্তির হেতু।

হে পরন্তপ, এই ধর্ম্মে যাহার শ্রদ্ধা নাই, এই রূপ লোক আমাকে না পাইয়া মৃত্যুময় সংসারমার্গে পুনঃ পুনঃ পড়িয়া যায়। ৩.

আমার অব্যক্ত স্বরূপ দ্বারা সারা জগৎ পূর্ণ রহিয়াছে, আমাতে—আমার আশ্রয়ে—সকল প্রাণী রহিয়াছে, আমি তাহাদের আশ্রয়ে নাই। ৪

তাহা হইলেও প্রাণীসকল আমাতে নাই ইহাও বলা যায়।

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্বত্রগো মহান্।
তথা সর্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥ ৬

অন্বয়। যথা সর্ব্বত্রগঃ মহান্ বায়ুঃ নিত্যং আকাশস্থিতঃ তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানি ইতি উপধারয়। ৬

আকাশস্থিতঃ—আকাশে আছে অথচ তাহার সহিত নির্লিপ্ত। উপধারয়—জানিও।

আমার এই যোগবল তুমি দেখ। আমি জীবদিগের পালনকারী, তাহা হইলেও আমি তাহাদিগের মধ্যে নাই। কিন্তু আমি তাহাদের উৎপত্তির কারণ। ৫

টিপ্পনী—আমাতে সকল জীব আছে ও নাই। তাহাদের মধ্যে আমি আছি ও নাই। ইহা ঈশ্বরের যোগবল, তাঁহার মায়া, তাঁহার চমৎকার। ঈশ্বরের বর্ণন ভগবান্‌কে মনুষ্যের ভাষাতেই করিতে হয়। অর্থাৎ অনেক প্রকার ভাষা প্রয়োগ করিয়া তাহার সন্তোষ হয়। সকলই ঈশ্বরময়। এইজন্য সকলই তাঁহাতে রহিয়াছে। তিনি অলিপ্ত। সাধারণ ভাবে কর্ত্তা নহেন। সেই হেতু তাঁহাতে জীব নাই এ কথা বলা যায়। আর যাহারা তাঁহার ভক্ত তাহাদের মধ্যে তিনিত আছেনই। যে নাস্তিক তাহার মধ্যে, তাহার দৃষ্টিতে তিনি নাই এবং ইহা যদি তাঁহার চমৎকারিত্বই না হয় তবে ইহাকে কি বলিবে?

যেমন সকল স্থানে বিচরণকারী মহান্ বায়ু নিত্য আকাশের

সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় ! প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্ ॥ ৭
প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥৮
ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় !
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মসু ॥ ৯

অন্বয়। হে কৌন্তেয়, সর্ব্বভূতানি কল্পক্ষয়ে মামিকাং প্রকৃতিং যান্তি কল্পাদৌ পুনঃ অহং তানি বিসৃজামি। ৭

স্বাং প্রকৃতিং অবষ্টভ্য প্রকৃতের্বশাৎ অবশং ইমং কৃৎস্নং ভূতগ্রামং পুনঃ পুনঃ বিসৃজামি। ৮

অবষ্টভ্য—বশীভূত করিয়া ; অবলম্বন করিয়া।

হে ধনঞ্জয়, তেষু কর্ম্মসু উদাসীনবৎ অসক্তং আসীনম্ মাং তানি কর্ম্মাণি ন চ নিবধ্নন্তি। ৯

মধ্যেই রহিয়াছে তেমনি সকল প্রাণী আমার মধ্যেই রহিয়াছে এইরূপ জানিও। ৬

হে কৌন্তেয়, সকল প্রাণী কল্পের অন্তে আমার প্রকৃতিতে লয় পায় এবং কল্পের আরম্ভ হইলে আমি পুনরায় তাহাদিগকে রচনা করি। ৭

আমার মায়াকে অবলম্বন করিয়া আমি এই প্রকৃতির প্রভাবের অধীন থাকিয়া প্রাণী সমুদয় বারংবার উৎপন্ন করিয়া থাকি। ৮

হে ধনঞ্জয়, এই কর্ম্ম আমাকে বন্ধন করে না—যেহেতু আমি

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয়! জগদ্ বিপরিবর্ত্ততে॥ ১০

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ ১১

অন্বয়। প্রকৃতিঃ ময়া অধ্যক্ষেণ সচরাচরম্ সূয়তে। হে কৌন্তেয়, অনেন হেতুনা জগৎ বিপরিবর্ত্ততে। ১০

মম ভূতমহেশ্বরং পরং ভাবম্ অজানন্তো মূঢ়াঃ মানুষীং তনুম্ আশ্রিতম্ মাং অবজানন্তি। ১১

ভূতমহেশ্বরং—সর্ব্বভূতের মহেশ্বররূপ। অবজানন্তি—অবজ্ঞা করে।

তাহাদের সম্বন্ধে উদাসীনের ন্যায় এবং আসক্তিরহিত হইয়া থাকি। ৯

আমার অধিকারের বশীভূত হইয়া প্রকৃতি স্থাবর ও জঙ্গম জগৎ উৎপন্ন করে, আর এই কারণে হে কৌন্তেয়, জগৎ চক্রের ন্যায় ঘুরিতেছে। ১০

প্রাণীমাত্রের মহেশ্বর-রূপ আমার ভাব না জানিয়া মূর্খ লোকেরা মনুষ্যরূপধারণকারী আমাকে অবজ্ঞা করে। ১১

টিপ্পনী—যে হেতু যাহারা ঈশ্বরের সত্তা মানে না তাহারা দেহস্থ অন্তর্য্যামীকে জানিতে পায় না ও তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া জড়বাদী রহিয়া যায়।

মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥ ১২
মহাত্মানস্তু মাং পার্থ! দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥ ১৩
সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥ ১৪

অন্বয়। মোঘাশাঃ মোঘকর্ম্মাণঃ মোঘজ্ঞানাঃ বিচেতসঃ মোহিনীং রাক্ষসীং আসুরীং চ প্রকৃতিম্ এব শ্রিতাঃ। ১২

মোঘ—ব্যর্থ। মোঘজ্ঞানাঃ—ব্যর্থজ্ঞানযুক্ত। শ্রিতাঃ—আশ্রয় লয়।

হে পার্থ, দৈবীং প্রকৃতিং আশ্রিতাঃ মহাত্মানঃ মাং ভূতাদিং অব্যয়ং জ্ঞাত্বা অনন্যমনসো ভজন্তি। ১৩

দৃঢ়ব্রতাঃ যতন্তঃ মাং সততং কীর্ত্তয়ন্তঃ ভক্ত্যা মাং নমস্যন্তঃ চ নিত্যযুক্তাঃ উপাসতে। ১৪

ব্যর্থ আশাযুক্ত ব্যর্থকর্ম্মকারী ও ব্যর্থজ্ঞানযুক্ত মূঢ়লোকেরা, মোহযুক্ত করিয়া রাখে এমন রাক্ষসী ও আসুরী প্রকৃতির আশ্রয় লয়। ১২

হে পার্থ, উহার বিপরীত মহাত্মাগণ দৈবী প্রকৃতির আশ্রয় লইয়া প্রাণীদিগের আদি কারণ এবং অবিনাশী আমাকে একনিষ্ঠার সহিত ভজনা করে। ১৩

দৃঢ়নিশ্চয়, প্রযত্নকারী তাহারা নিরন্তর আমার কীর্ত্তন করে।

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১৫
অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্ ॥ ১৬
পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ ॥ ১৭

অন্বয়। অন্যে অপি চ একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ মাং জ্ঞানযজ্ঞেন যজন্তঃ উপাসতে। ১৫

একত্বেন—অদ্বৈতরূপে। পৃথক্ত্বেন—দ্বৈতরূপে। বিশ্বতোমুখম্—সর্ব্বাত্মক, বহুরূপে।

অহং ক্রতুঃ, অহং যজ্ঞঃ, অহং স্বধা, অহং ঔষধম্, অহং মন্ত্রঃ, অহমেব আজ্যং, অহম্ অগ্নিঃ, অহমেব হুতম্। ১৬

ক্রতুঃ—যজ্ঞের সঙ্কল্প। হুতম্—হোমক্রিয়া।

অহম্ অস্য জগতঃ পিতা মাতা ধাতা পিতামহঃ বেদ্যং পবিত্রম্ ওঙ্কারঃ ঋক্ সাম যজুঃ এব চ। ১৭

আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক নমস্কার করে ও নিত্য ধ্যানযুক্ত হইয়া আমার উপাসনা করে। ১৪

আবার কেহ অদ্বৈতরূপে ও দ্বৈতরূপে ও বহুরূপে সর্ব্বত্র অবস্থিত আমাকে জ্ঞানদ্বারা উপাসনা করে। ১৫

আমি যজ্ঞের সঙ্কল্প, আমি যজ্ঞ, আমি যজ্ঞদ্বারা পিতাদিগের অবলম্বন, আমি যজ্ঞের বনস্পতি, আমি মন্ত্র, আমি আহুতি, আমি অগ্নি এবং আমিই হবন দ্রব্য। ১৬

আমি এই জগতের পিতা, আমি মাতা, আমি ধারণকারী,

গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥ ১৮
তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্লাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন! ॥ ১৯
ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥ ২০

অন্বয়। (অহং) গতিঃ ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং অব্যয়ং বীজম্। ১৮

অহং তপামি অহং বর্ষং নিগৃহ্লামি উৎসৃজামি চ, হে অর্জ্জুন, অহং এব অমৃতং মৃত্যুঃ চ, সৎ অসৎ চ। ১৯

ত্রৈবিদ্যাঃ সোমপাঃ পূতপাপাঃ যজ্ঞৈঃ মাং ইষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে তে পুণ্যং সুরেন্দ্রলোকম্ আসাদ্য দিবি দিব্যান্ দেবভোগান্ অশ্নন্তি। ২০

ত্রৈবিদ্যাঃ—ঋক্ যজুঃ সাম এই তিন বেদ অনুযায়ী কর্ম্মকারীরা। আসাদ্য—পাইয়া।

আমি জানার যোগ্য, আমি পবিত্র ওঙ্কার, ঋক্ সাম ও যজুর্ব্বেদও আমিই। ১৭

আমি গতি, পোষক, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, আশ্রয়, হিতৈষী, উৎপত্তি, নাশ, স্থিতি, ভাণ্ডার ও অব্যয় বীজও আমি। ১৮

আমি উত্তাপ দিই, বর্ষণও আমি আটকাইয়া রাখি এবং দিয়া থাকি; আমি অমরতা, আমি মৃত্যু এবং হে অর্জ্জুন—সৎ ও অসৎও আমি। ১৯

ত্রিবেদ অনুযায়ী কার্য্যকারীরা সোমরস পান করিয়া, পাপ-

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥ ২১

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥২২

অন্বয়। তে তং বিশালং স্বর্গলোকং ভুক্ত্বা ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি; এবং ত্রয়ীধর্ম্মম্ অনুপ্রপন্নাঃ কামকামাঃ গতাগতং লভন্তে। ২১

গতাগতং—গমনাগমন, জন্মমৃত্যু।

যে জনাঃ অনন্যাঃ চিন্তয়ন্তঃ মাং পর্য্যুপাসতে অহং তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহামি। ২২

রহিত হইয়া, যজ্ঞদ্বারা আমাকে পূজা করিয়া স্বর্গ চায়। তাহারা পবিত্র দেবলোক পাইয়া স্বর্গে দিব্যভোগ করিয়া থাকে। ২০

টিপ্পনী—বৈদিক ক্রিয়া সকল ফল-প্রাপ্তির জন্যই হয় বলিয়া ও উহাতে কোনও অঙ্গে সোমপান হইত বলিয়া এখানে উল্লেখ হইয়াছে। এই সকল ক্রিয়া কি ছিল, সোমরস কি তাহা আজ বস্তুতঃ কেহ বলিতে পারে না।

এই বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করিয়া তাহাদের পুণ্য ক্ষীণ হইলে পরে মৃত্যুলোকে প্রবেশ করে। এই প্রকার ত্রিবেদানুযায়ী কর্ম্মকারীরা, ফল-ইচ্ছাকারীরা, জন্ম-মৃত্যুর ফেরে পড়িয়া থাকে। ২১

যে লোক অনন্যভাবে আমাকে চিন্তা করিতে করিতে আমায়

যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয়! যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥২৩
অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥ ২৪

অন্বয়। হে কৌন্তেয়, যে অপি ভক্তাঃ অন্যদেবতাঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ যজন্তে তে অপি অবিধিপূর্ব্বকং মামেব যজন্তি। ২৩

অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুঃ এব চ, তে তু মাং তত্ত্বেন ন অভিজানন্তি অতঃ চ্যবন্তি। ২৪

চ্যবন্তি—পতিত হয়।

ভজনা করে সেই নিত্য আমাতে রত ব্যক্তির যোগক্ষেমের ভার আমিই বহন করি। ২২

টিপ্পনী—এই রকম যোগী চিনিবার তিনটি সুন্দর লক্ষণ আছে—সমত্ব, কর্ম্ম-কুশলতা ও অনন্য-ভক্তি। এই তিন একে অপরের মধ্যে ওতঃপ্রোতভাবে থাকা চাই। ভক্তি বিনা সমত্ব পাওয়া যায় না, সমত্ব বিনা ভক্তি পাওয়া যায় না ও কর্ম্মকুশলতা বিনা ভক্তি ও সমত্ব আভাসমাত্র হওয়ার ভয় আছে। যোগ মানে অপ্রাপ্ত বস্তু প্রাপ্ত হওয়া ও ক্ষেম মানে প্রাপ্ত বস্তু রাখা।

আরও হে কৌন্তেয়, যাহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অন্য দেবতার ভজনা করে তাহারাও, ভাল বিধি অনুসারে না হইলেও, আমাকেই ভজনা করে। ২৩

টিপ্পনী—'বিধি বিনা' মানে অজ্ঞতাবশতঃ আমাকে এক নিরঞ্জন নিরাকার না জানিয়া।

আমিই সকল যজ্ঞের ভোগের কর্ত্তা। এইরূপ আমাকে সত্যস্বরূপে জানে না বলিয়া তাহারা পতিত হয়। ২৪

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্ ॥২৫
পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥ ২৬

অন্বয়। দেবব্রতাঃ দেবান্ যান্তি, পিতৃব্রতাঃ পিতৄন্ যান্তি, ভূতেজ্যাঃ ভূতানি যান্তি, মদ্‌যাজিনঃ অপি মাং যান্তি। ২৫

ভূতেজ্যাঃ—ভূতপূজকেরা।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যঃ ভক্ত্যা মে প্রযচ্ছতি প্রযতাত্মনঃ ভক্ত্যুপহৃতং তৎ অহং অশ্নামি। ২৬

দেবতা-পূজকেরা দেবলোক পায়, পিতৃপূজাকারীরা পিতৃলোক পায়, ভূতপ্রেতাদি পূজকেরা সেই লোক পায় ও আমার ভজনকারীরা আমাকে পায়। ২৫

পত্র পুষ্প ফল ও জল যে আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক অর্পণ করে সেই প্রযত্নশীলের ভক্তি-পূর্ব্বক অর্পিত বস্তু আমি সেবন করিয়া থাকি। ২৬

টিপ্পনী—তাৎপর্য্য এই যে, ঈশ্বরপ্রীত্যর্থে যাহা কিছু সেবা ভাব হইতে দেওয়া হয় [ঈশ্বর] তাহা স্বীকার [করেন]। সেই সেই প্রাণীতে স্থিত অন্তর্য্যামিরূপে ভগবান্‌ই [তাহা] গ্রহণ করিয়া থাকেন।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয়! তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥ ২৭
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সংন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥ ২৮
সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥২৯

অন্বয়। হে কৌন্তেয়, যৎ করোষি, যৎ অশ্নাসি, যৎ জুহোষি, যৎ দদাসি, যৎ তপস্যসি, তৎ মদর্পণং কুরুষ। ২৭

এবং শুভাশুভফলৈঃ কর্ম্মবন্ধনৈঃ মোক্ষ্যসে, সংন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তঃ মাম্ উপৈষ্যসি। ২৮

অহং সর্ব্বভূতেষু সমঃ, মে দ্বেষ্যঃ ন অস্তি, প্রিয়ো ন (অস্তি), যে তু মাং ভক্ত্যা ভজন্তি তে ময়ি, অহমপি চ তেষু। ২৯

সেই হেতু হে কৌন্তেয়, যাহা কর, যাহা খাও, যাহা হবনের সময় দিয়া হোম কর, যাহা দানে দাও, যাহা তপ কর সে সকল আমাকে অর্পণ কর। ২৭

তাহা হইলে তুমি শুভাশুভ ফল-দানকারী কর্ম্ম-বন্ধন হইতে মুক্তি পাইবে এবং ফলত্যাগরূপী সমত্ব পাইয়া জন্মমরণ হইতে মুক্ত হইয়া আমাকেই পাইবে। ২৮

সকল প্রাণীর মধ্যেই আমি সমভাবে আছি। আমার কেহ অপ্রিয় বা প্রিয় নাই। যাহারা আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক ভাজন

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ ॥ ৩০
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয়! প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥৩১

অন্বয়। সুদুরাচারঃ অপি চেৎ অনন্যভাক্ মাং ভজতে সঃ সাধুরেব মন্তব্যঃ, হি সঃ সম্যগ্ ব্যবসিতঃ। ৩০

সম্যগ্ ব্যবসিতঃ—যাহার সঙ্কল্প সাধু।

(সঃ) ক্ষিপ্রং ধর্ম্মাত্মা ভবতি, শশ্বৎ শান্তিং নিগচ্ছতি, হে কৌন্তেয়, প্রতিজানীহি মে ভক্তঃ ন প্রণশ্যতি। ৩১

শশ্বৎ—নিত্য, চিরন্তন।

করে তাহারা আমার মধ্যে আছে আমিও তাহাদের মধ্যে আছি। ২৯

খুব দুরাচারীও যদি আমাকে অনন্যভাবে ভজনা করে তবে সে সাধু হইয়াছে বলিয়া মানিবে। যে হেতু এখন উহার সাধু-সঙ্কল্প হইয়াছে। ৩০

টিপ্পনী—যেহেতু অনন্যভক্তি দুরাচারকে শান্ত করিয়া দেয়।

সে শীঘ্রই ধর্ম্মাত্মা হইয়া যায় ও নিরন্তর শান্তি পায়। হে কৌন্তেয়, তুমি নিশ্চয় জানিও আমার ভক্ত কখনো নাশ পায় না। ৩১

মাং হি পার্থ ! ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥ ৩২
কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ॥৩৩
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥ ৩৪

অন্বয়। হে পার্থ, যে অপি পাপযোনয়ঃ স্যুঃ, (যে অপি) স্ত্রিয়ঃ বৈশ্যাঃ তথা শূদ্রাঃ তে অপি মাং হি ব্যপাশ্রিত্য পরাং গতিং যান্তি। ৩২

কিং পুনঃ পুণ্যাঃ ভক্তাঃ ব্রাহ্মণাঃ তথা রাজর্ষয়ঃ ? ইমং অনিত্যং অসুখং লোকং প্রাপ্য মাং ভজস্ব। ৩৩

মন্মনাঃ মদ্ভক্তঃ মদ্‌যাজী ভব, মাং নমস্কুরু, এবং মৎপরায়ণঃ আত্মানং যুক্ত্বা মামেব এষ্যসি। ৩৪

এষ্যসি—পাইবে।

অধিকন্তু হে পার্থ, যে পাপ-যোনি সে এবং স্ত্রী, বৈশ্য অথবা শূদ্র যে আমার আশ্রয় লয় সে পরম গতি পায়। ৩২

তাহা হইলে আমার ভক্ত, পুণ্যবান্ ব্রাহ্মণ ও রাজর্ষিদের কথা আর বলিবার কি আছে ? অর্থাৎ এই অনিত্য ও সুখ-শূন্য লোকে জন্মিয়া তুমি আমাকে ভজনা কর। ৩৩

আমাতে মন রাখ, আমার ভক্ত হও, আমার নিমিত্ত যজ্ঞ কর,

আমাকে নমস্কার কর অর্থাৎ আমাতে পরায়ণ হইয়া আত্মাকে আমার সহিত যুক্ত করিলে আমাকেই পাইবে। ৩৪

ওঁ তৎসৎ

এই প্রকারে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতারূপী উপনিষদে অর্থাৎ ব্রহ্ম-বিদ্যান্তর্গত যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে রাজবিদ্যা রাজগুহ্য-যোগ নামক নবম অধ্যায় পূর্ণ হইল।

নবম অধ্যায়ের ভাবার্থ

শ্রদ্ধার সহিত ঈশ্বর তত্ত্ব জানা চাই

১-৩

যে জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বর লাভ হইবে তাহার জন্য প্রাথমিক আবশ্যক হইতেছে শ্রদ্ধা। নবম অধ্যায়ের সূচনাতেই সেই জন্য দ্বেষ-রহিত বলিয়া অর্জ্জুনকে অধিকারী জানিয়া ভগবান্ ঈশ্বর-তত্ত্ব বুঝাইতেছেন, অনুভব-সিদ্ধ পরম গোপনীয় ১ কল্যাণকারী জ্ঞান দিতেছেন। এই অধ্যাত্ম বিদ্যাই রাজবিদ্যা এবং রাজগুহ্য বিদ্যা, অর্থাৎ ইহা বিদ্যার রাজা—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ২ বিদ্যা, অথচ সর্ব্বাপেক্ষা গুপ্ত বিদ্যা। ইহা পবিত্র, ধর্ম্মসঙ্গত। ইহা আচরণে সহজ এবং ইহা অব্যয়। এই জ্ঞানের প্রতি অশ্রদ্ধাপরায়ণেরা পুনঃ পুনঃ দুঃখময় সংসার ভোগ করে। ৩

ঈশ্বর অব্যক্ত হইয়াও জগতে ব্যক্ত হইয়া আছেন

সৃষ্টিতত্ত্ব

৪-১০

সারা জগৎ অব্যক্তের ব্যক্তরূপে পূর্ণ। সমস্ত জীব ঈশ্বরে আছে কিন্তু ঈশ্বর সম্পূর্ণভাবে জীবে নাই। জীবগণ যে ঈশ্বরেই রহিয়াছে, তাঁহার সহিত এক হইয়া আছে একথা বলা যায় না। ঈশ্বর স্রষ্টা ও পালনকারী কিন্তু তিনিই ভূতস্থ, তিনিই ভূত একথা বলা যায় না। ৫

বায়ু যেমন সর্ব্বব্যাপ্ত, ঈশ্বরও তেমনি সর্ব্বব্যাপ্ত। ৬
সকল জীবই কল্পান্তে ঈশ্বরে লীন হয়, আবার কল্পারম্ভে সৃষ্ট ৭
হয়। ঈশ্বর নিজ প্রকৃতির সহায়তায় পুনঃ পুনঃ সচরাচর ৮
জগৎ সৃষ্টি করিতেছেন। কিন্তু এই কর্ম্ম ঈশ্বরকে লিপ্ত
করে না। কেননা তিনি অনাসক্ত হইয়া উদাসীনের ন্যায় ৯
এই সৃষ্টি-ব্যাপার সম্পন্ন করেন। প্রকৃতিই ঈশ্বরের
বশীভূত হইয়া সৃষ্টি করিতেছে, আর এই রকমে সৃষ্টি ও ১০
প্রলয়ের পর্য্যায় চলিতেছে।

অবিশ্বাসীরা অবজ্ঞা করে ও দুঃখ পায়

১১—১২

ঈশ্বর মনুষ্য দেহ ধারণ করেন। যাহারা মূঢ় তাহারা ১১
ইহা জানে না এবং অবজ্ঞা করে, তাহাদের প্রকৃতি আসুরী,
তাহাদের আশা ব্যর্থ, কর্ম্ম ব্যর্থ এবং জ্ঞানও ব্যর্থ। ১২

জ্ঞানীরা ঈশ্বরকে যে ভাবে জানে

১৩—১৯

জ্ঞানীরা দৈবী প্রকৃতির প্রেরণায় জগৎ-কারণ ঈশ্বরে ১৩
একনিষ্ঠ ভক্তি রাখে। তাহারা স্থির কর্ত্তব্য জ্ঞানে সযত্নে ১৪
সংকীর্ত্তন করে। নিত্য ধ্যানে ঈশ্বরের উপাসনা করে।
কেহ বা জ্ঞান-যজ্ঞে ঈশ্বরের উপাসনা করে। একমাত্র ১৫

ঈশ্বরই আছেন, অন্য কিছু নাই, এই ভাবে, অথবা ঈশ্বর ও জীব এই দুই আছে, অথবা ঈশ্বর ও বহু জীব আছে—এই রকমে তাঁহার উপাসনা করে। ইহাই জ্ঞান-যজ্ঞ। ১৬ তাহারা জানে যে, ঈশ্বরই যজ্ঞ, তিনিই যজ্ঞের উপকরণ, তিনিই মন্ত্র, তিনিই হবন, তিনিই হুত—এই জানিয়া তাহারা যজ্ঞ করে। তাহারা জানে যে, ঈশ্বরই জগতের পিতা মাতা ধাতা পিতামহ, তিনিই জ্ঞাতব্য, তিনি বেদ। ১৭ তিনিই নানারূপে রহিয়াছেন। জীব ও জগতের তিনিই পোষণ-কর্ত্তা, সাক্ষী, আশ্রয়, উৎপত্তি ও লয় এবং তিনিই ১৮ অব্যয় বীজ। প্রকৃতির এই জগৎ-লীলার মূলে তিনিই। তিনিই জন্ম, তিনিই মৃত্যু, তিনিই সৎ, তিনিই অসৎ ১৯

বেদবাদীরা অচিরস্থায়ী সুখ পায়
ভক্তেরা চিরস্থায়ী সুখ পায়

২০—২২

যাহারা বেদবাদী, তাহারা স্বর্গ কামনা করে এবং ২০ কামনার প্রাপ্তিতে বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করিয়া পুণ্য ক্ষয়ে মর্ত্ত্যলোকে আইসে। কাম্য-কর্ম্ম এইপ্রকারে জন্ম-মৃত্যুর গতায়াত দিয়া থাকে। কিন্তু যাহারা অনন্যপরায়ণ ২১ হইয়া ঈশ্বরের উপাসনা করে, যাহাদের কাম্য কিছুই নাই,

যাহারা নিত্য ঈশ্বরে যোগযুক্ত, তাহাদের যাহা প্রয়োজন ২২
তাহা ঈশ্বর নিজে মিটাইয়া দিয়া থাকেন। যোগীদের
একান্ত নির্ভরতার উৎস ভগবান্ স্বয়ং।

ভক্তের পূজা ঈশ্বরই গ্রহণ করেন

২৩—২৬

যেসকল ভক্ত শ্রদ্ধার সহিত অন্য দেবতার পূজা ২৩
করে তাহারাও ঈশ্বরেরই পূজা করে। ঈশ্বরই সকল যজ্ঞের ২৪
ভোক্তা ও প্রভু। যাহারা অন্য দেবতার পূজা করে তাহারা
দেবলোক পায়, আবার যাহারা ভূত-পূজা করে তাহারা
ভূতলোক পায়। ঈশ্বরকে যজন করিয়া ঈশ্বরকেই পায়। ২৫
ঈশ্বর উদ্দেশ্যে যে দ্রব্যই অর্পিত হউক না কেন, তাহা তাঁহার ২৬
নিকট পঁহুছে।

সর্ব্বস্ব ঈশ্বরে অর্পণ করা চাই

২৭—৩৪

যাহাই করা হউক, জীবন-যাত্রার ব্যাপারের সমস্তটা ২৭
পুরাপুরি ঈশ্বরকেই নিবেদন করা ভক্তের কাজ। যাহা করা
যায়, যাহা খাওয়া যায়, যে যজ্ঞ, দান, তপস্যা করা যায়—
সে সকলই ঈশ্বরে অর্পণ করিতে হয়। ঈশ্বরে অর্পণ দ্বারাই ২৮
ঐ সকল কর্ম্ম শুভ ও অশুভ ফল শূন্য হইবে। এই

উপায়ে ভক্ত ঈশ্বরের সহিত কামনা-ত্যাগ-রূপী যোগে যুক্ত হইয়া বিমুক্ত হইবে ও ঈশ্বরকে পাইবে।

ঈশ্বর সমদৃষ্টি ; যে তাঁহাকে ভক্তি করে, সেই ভক্তের ২৯ ভিতর তিনি এবং তাঁহার ভিতরও ভক্ত। যদি কেহ পাপীও হয় তবু সে অনন্যভক্তির প্রসাদে পাপ-মুক্ত হয় ৩০ ও সাধু হইয়া যায়। সে চিরশান্তি পায়। ভক্তের ৩১ বিনাশ নাই।

স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্র বা ব্রাহ্মণ বা রাজর্ষি এক সেই পরম ৩২ আশ্রয় অবলম্বন করিয়া মুক্তি পায়। এই অনিত্য ও দুঃখময় সংসারে ঈশ্বরকেই ভজনা করা একমাত্র কাজ। ৩৩

ঈশ্বরেই মন রাখ, ভক্তি রাখ, ঈশ্বরের নিমিত্ত যজ্ঞ কর, ঈশ্বরে পরায়ণ হও। এমনি করিয়া ঈশ্বরে সম্পূর্ণ ৩৪ আত্মযোগ করিলে ঈশ্বরকেই পাইবে।

দশম অধ্যায়

বিভূতি যোগ

সাত, আট ও নয় অধ্যায়ে ভক্তি ইত্যাদি নিরূপণ করিয়া পরে ভগবান্ ভক্তের জন্য নিজের অনন্ত বিভূতির যৎকিঞ্চিৎ দর্শন কারাইতেছেন।

শ্রীভগবানুবাচ

ভূয় এব মহাবাহো ! শৃণু মে পরমং বচঃ।
যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ॥ ১
ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্বশঃ ॥ ২

অন্বয়। শ্রীভগবান্ উবাচ। হে মহাবাহো, ভূয়ঃ এব মে পরমং বচঃ শৃণু, যৎ প্রীয়মাণায় তে অহং হিতকাম্যয়া বক্ষ্যামি। ১

সুরগণাঃ মে প্রভবং ন বিদুঃ, মহর্ষয়ঃ চ ন, হি অহং দেবানাং মহর্ষীণাং চ সর্ব্বশঃ আদিঃ। ২

শ্রীভগবান্ বলিলেন—

হে মহাবাহো, পুনরায় আমার পরম বচন শোন। ইহা আমি তোমা সদৃশ প্রিয়জনের হিতের জন্য বলিব। ১

দেবতা ও মহর্ষিরা আমার উৎপত্তি জানে না—যেহেতু আমিই দেবগণের ও মহর্ষিগণের সর্ব্বপ্রকারে আদি কারণ। ২

যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্ ।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্ত্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩
বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ ।
সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেব চ ॥ ৪
অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ ॥ ৫

অন্বয় । যঃ মাং অনাদিং অজং লোকমহেশ্বরং চ বেত্তি সঃ মর্ত্ত্যেষু অসংমূঢ়ঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে । ৩

অসংমূঢ়ঃ—বিজ্ঞ, জ্ঞানী ।

বুদ্ধিঃ জ্ঞানং অসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ সুখং দুঃখং ভবঃ অভাবঃ ভয়ং অভয়ং এব চ অহিংসা সমতা তুষ্টিঃ তপঃ দানং যশঃ অযশঃ ভূতানাং পৃথগ্বিধাঃ ভাবাঃ মত্তঃ এব ভবন্তি । ৪-৫

ভবঃ—উৎপত্তি, জন্ম । অভাবঃ—বিনাশ, মৃত্যু ।

মৃত্যুলোকে বাস করিয়া যে জ্ঞানী আমাকে লোকের মহেশ্বর অজন্ম ও অনাদিরূপে জানে সে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয় । ৩

বুদ্ধি, জ্ঞান, অমূঢ়তা, ক্ষমা, সত্য, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, শান্তি, সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু, ভয় ও অভয়, অহিংসা, সমতা, সন্তোষ, তপ, দান, যশ, অপযশ প্রাণীদের এই সকল বিভিন্নভাব আমা হইতে উৎপন্ন হয় । ৪—৫

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥৬
এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোঽবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭
অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥ ৮

অন্বয়। সপ্ত মহর্ষয়ঃ, পূর্ব্বে চত্বারঃ, তথা মনবঃ, মদ্ভাবাঃ মানসাঃ জাতাঃ, লোকে ইমাঃ যেষাং প্রজাঃ। ৬

মম এতাং বিভূতিং যোগং চ যঃ তত্ত্বতঃ বেত্তি সঃ অবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে ; অত্র সংশয়ঃ ন। ৭

অহং সর্ব্বস্য প্রভবঃ ; মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে ইতি মত্বা বুধাঃ ভাবসমন্বিতাঃ মাং ভজন্তে। ৮

সপ্তর্ষি, তাহার পূর্ব্বে সনকাদি চার ও (চৌদ্দ) মনু আমার স্বরূপ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তাহা হইতে এই লোক উৎপন্ন হইয়াছে। ৬

আমার এই বিভূতি ও শক্তি যে যথার্থ জানে সে অবিচল সমতা পায়—এ বিষয়ে সংশয় নাই। ৭

আমি সকল উৎপত্তির কারণ ও সমস্তই আমা হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে—এই প্রকার জানিয়া জ্ঞানীরা ভাবপূর্ব্বক আমাকে ভজনা করে। ৮

মচ্চিত্তা মদ্‌গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্‌।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥ ৯
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্‌।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ ১০
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥ ১১

অন্বয়। মচ্চিত্তাঃ মদ্গতপ্রাণাঃ মাং পরস্পরং বোধয়ন্তঃ নিত্যং কথয়ন্তঃ চ তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ। ৯

সততযুক্তানাং প্রীতিপূর্ব্বকং ভজতাং তেষাং তং বুদ্ধিযোগং দদামি, যেন তে মাং উপযান্তি। ১০

তেষাং অনুকম্পার্থং এব আত্মভাবস্থঃ অহং ভাস্বতা জ্ঞানদীপেন অজ্ঞানজং তমঃ নাশয়ামি। ১১

আমাতে যাহারা চিত্ত গ্রথিত করিয়াছে, আমাকে যাহারা প্রাণ অর্পণ করিয়াছে তাহারা আমাকেই নিত্য কীর্ত্তন করিয়া সন্তোষে ও আনন্দে থাকে। ৯

এমনি যাহারা আমাতে তন্ময় ও আমাকে প্রেমপূর্ব্বক ভজনাকারী তাহাদিগকে আমি জ্ঞান দিয়া থাকি। তাহাতে তাহারা আমাকে পায়। ১০

তাহাদের উপর দয়াযুক্ত হইয়া, হৃদয়বাসী আমি, জ্ঞানরূপী প্রকাশময় দীপে তাহাদের অজ্ঞানরূপী অন্ধকার নাশ করিয়া থাকি। ১১

অর্জ্জুন উবাচ

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্ ॥ ১২
আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে ॥ ১৩
সর্ব্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব!
ন হি তে ভগবন্! ব্যক্তিং বিদুর্দ্দেবা ন দানবাঃ ॥ ১৪

অন্বয়। অর্জ্জুন উবাচ। ভবান্ পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পরমং পবিত্রম্; সর্ব্বে ঋষয়ঃ দেবর্ষিঃ নারদঃ তথা অসিতঃ দেবলঃ ব্যাসঃ চ ত্বাং শাশ্বতং দিব্যং পুরুষং আদিদেবং অজং বিভুং আহুঃ, স্বয়ং চ এব মে ব্রবীষি। ১২-১৩

শাশ্বতং—চিরস্থায়ী, অবিনাশী।

হে কেশব, মাং যৎ বদসি এতৎ সর্ব্বং ঋতং মন্যে; হে ভগবন্, তে ব্যক্তিং ন দেবাঃ ন (চ) দানবাঃ বিদুঃ। ১৪

ঋতং—সত্য। ব্যক্তিং—স্বরূপ।

অর্জ্জুন বলিলেন—

হে ভগবন্, তুমি পরম ব্রহ্ম, পরম ধার্ম্মিক, পরম পবিত্র। সকল ঋষি, দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল ও ব্যাস তোমাকে অবিনাশী, দিব্যপুরুষ, আদিদেব, অজন্ম ঈশ্বরস্বরূপ বলিয়াছেন ও তুমি নিজেও উহাই বলিলে। ১২—১৩

হে কেশব, তুমি যাহা বলিলে তাহা আমি সত্য বলিয়া মানি। হে ভগবন্, তোমার স্বরূপ দেব ও দানবগণ জানে না। ১৪

স্বয়মেৱাত্মনাত্মানং ৱেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম !
ভূতভাৱন ! ভূতেশ ! দেৱদেৱ ! জগৎপতে ! ॥ ১৫
ৱক্তুমর্হস্যশেষেণ দিৱ্যা হ্যাত্মৱিভূতয়ঃ ।
যাভির্ৱিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ৱ্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥১৬
কথং ৱিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্ ।
কেষু কেষু চ ভাৱেষু চিন্ত্যোঽসি ভগৱন্ ! ময়া ॥১৭

অন্বয়। হে পুরুষোত্তম, হে ভূতভাবন, হে ভূতেশ, হে দেবদেব, হে জগৎপতে, ত্বং স্বয়ম্ এব আত্মনা আত্মানং বেত্থ। ১৫

বেত্থ—জান।

ত্বং যাভিঃ বিভূতিভিঃ ইমান্ লোকান্ ব্যাপ্য তিষ্ঠসি, দিব্যাঃ আত্মবিভূতয়ঃ হি অশেষেণ বক্তুম্ অর্হসি। ১৬

হে যোগিন্, অহং কথং ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্ বিদ্যাম্? হে ভগবন্, কেষু [কেষু] ভাবেষু চ ময়া চিন্ত্যঃ অসি? ১৭

পরিচিন্তয়ন্—চিন্তা করিতে করিতে। বিদ্যাম্—জানিব।

হে পুরুষোত্তম, হে জীবগণের পিতা, হে জীবেশ্বর, হে দেব-দেব, হে জগতের স্বামী তুমি নিজেই নিজের দ্বারা নিজেকে জান। ১৫

যে বিভূতি দ্বারা তুমি এই লোক ব্যাপ্ত করিয়া আছ তোমার সেই দিব্যবিভূতির কথা সম্পূর্ণরূপে আমাকে তোমার বলিতে হইবে। ১৬

হে যোগিন্, নিত্য চিন্তা করিতে করিতে তোমাকে কি ভাবে জানিব? হে ভগবন্, কি কিরূপে তোমাকে চিন্তা করিব? ১৭

রিস্তরেণাত্মনো যোগং রিভূতিঞ্চ জনার্দ্দন !
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্ ॥ ১৮

শ্রীভগবানুবাচ

হন্ত তে ! কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মরিভূতয়ঃ ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ ! নাস্ত্যন্তো রিস্তরস্য মে ॥ ১৯

অহমাত্মা গুড়াকেশ ! সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এর চ ॥ ২০

অন্বয়। হে জনার্দ্দন, আত্মনঃ যোগং বিভূতিং চ বিস্তরেণ ভূয়ঃ কথয়; হি অমৃতং শৃণ্বতঃ মে তৃপ্তিঃ ন অস্তি। ১৮

শ্রীভগবান্ উবাচ: হন্ত, হে কুরুশ্রেষ্ঠ, প্রাধান্যতঃ দিব্যাঃ আত্মবিভূতয়ঃ তে কথয়িষ্যামি; মে বিস্তরস্য হি অন্তঃ ন অস্তি। ১৯

হে গুড়াকেশ, অহম্ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ আত্মা, অহম্ এব ভূতানাং আদিঃ মধ্যং অন্তঃ চ। ২০

হে জনার্দ্দন, তোমার শক্তি ও তোমার ঐশ্বর্য্য আমার নিকট বিস্তার-পূর্ব্বক পুনর্ব্বার বর্ণন কর। তোমার অমৃতময় বাণী শুনিয়া তৃপ্তি হইতেছে না। ১৮

শ্রীভগবান্ বলিলেন—

হে কুরু-শ্রেষ্ঠ, ভাল, আমি আমার প্রধান প্রধান দিব্য বিভূতি তোমাকে বলিব। উহার বিস্তারের অন্তই নাই। ১৯

হে গুড়াকেশ, আমি সকল প্রাণীর হৃদয়স্থিত আত্মা। আমি ভূতমাত্রের আদি মধ্য ও অন্ত। ২০

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।
মরীচির্ম্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥ ২১
বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা ॥ ২২
রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্ ॥ ২৩

অন্বয়। অহং আদিত্যানাং বিষ্ণুঃ, জ্যোতিষাং অংশুমান্ রবিঃ, মরুতাং মরীচিঃ অস্মি, অহং নক্ষত্রাণাং শশী। ২১

অংশুমান্—দীপ্তিশালী।

বেদানাং সামবেদঃ অস্মি, দেবানাং বাসবঃ অস্মি, ইন্দ্রিয়াণাং চ মনঃ অস্মি, ভূতানাং চেতনা অস্মি। ২২

রুদ্রাণাং শঙ্করঃ যক্ষরক্ষসাং চ বিত্তেশঃ অস্মি, বসূনাম্ পাবকঃ অস্মি, অহং শিখরিণাং চ মেরুঃ (অস্মি)। ২৩

শিখরিণাম্—পর্ব্বতগণের মধ্যে।

আদিত্যদের মধ্যে আমি বিষ্ণু। জ্যোতির মধ্যে আমি ঝলকিত সূর্য্য। বায়ুর মধ্যে আমি মরীচি ও নক্ষত্রের মধ্যে আমি চন্দ্র। ২১

আমি বেদের ভিতর সামবেদ, আমি দেবতাদিগের মধ্যে ইন্দ্র। আমি ইন্দ্রিয়ের ভিতরে মন ও আমি প্রাণীদিগের ভিতরে চেতনা। ২২

রুদ্রের মধ্যে আমি শঙ্কর, যক্ষ ও রাক্ষসের মধ্যে আমি কুবের। বসুদিগের মধ্যে আমি অগ্নি, পর্ব্বতের মধ্যে আমি মেরু। ২৩

পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ! বৃহস্পতিম্।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ ॥ ২৪
মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥ ২৫
অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ।
গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ ॥ ২৬

অন্বয়। হে পার্থ, মাং পুরোধসাং মুখ্যং বৃহস্পতিং চ বিদ্ধি ; অহং সেনানীনাং স্কন্দঃ, সরসাং সাগরঃ অস্মি। ২৪

স্কন্দঃ—কার্ত্তিকেয়, দেবসেনাপতি।

অহং মহর্ষীণাং ভৃগুঃ (অস্মি), গিরাম্ একং অক্ষরং অস্মি, যজ্ঞানাং জপযজ্ঞঃ অস্মি, স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ (অস্মি)। ২৫

গিরাং—বাক্যসমূহের মধ্যে। একং অক্ষরম্—ওঙ্কার।

(অহং) সর্ব্ববৃক্ষাণাং অশ্বত্থঃ, দেবর্ষীণাং চ নারদঃ, গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ, সিদ্ধানাং কপিলঃ মুনিঃ। ২৬

হে পার্থ, পুরোহিতদিগের মধ্যে মুখ্য বৃহস্পতি বলিয়া আমাকে জানিও। সেনাপতিদিগের মধ্যে কার্ত্তিক আমি ও সরোবরের মধ্যে সাগর আমি। ২৪

মহর্ষিদিগের মধ্যে ভৃগু, বাক্যের মধ্যে একাক্ষরী 'ওঁ', যজ্ঞের মধ্যে জপযজ্ঞ ও স্থাবরের মধ্যে আমি হিমালয়। ২৫

সকল বৃক্ষের মধ্যে আমি অশ্বত্থ। দেবর্ষিদের মধ্যে আমি নারদ; গন্ধর্ব্বদিগের মধ্যে আমি চিত্ররথ ও সিদ্ধদিগের মধ্যে আমি কপিলমুনি। ২৬

উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্॥ ২৭
আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্।
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ॥ ২৮
অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্।
পিতৄণামর্য্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্॥ ২৯

অন্বয়। অশ্বানাং মাং অমৃতোদ্ভবং উচ্চৈঃশ্রবসং, গজেন্দ্রাণাং ঐরাবতং, নরাণাং চ নরাধিপং বিদ্ধি। ২৭

আয়ুধানাং অহং বজ্রং, ধেনূনাং কামধুক্ অস্মি, প্রজনঃ কন্দর্পঃ অস্মি চ, সর্পাণাং বাসুকিঃ অস্মি। ২৮

নাগানাং অনন্তঃ অস্মি, যাদসাং চ অহং বরুণঃ, পিতৄণাং চ অর্য্যমা অস্মি, সংযমতাং অহং যমঃ। ২৯

সংযমতাং—নিয়ামক, দণ্ডদাতাগণের মধ্যে।

অশ্বদিগের মধ্যে অমৃত হইতে উৎপন্ন উচ্চৈঃশ্রবা বলিয়া আমাকে জানিও, হস্তীর মধ্যে আমি ঐরাবত ও মানুষের মধ্যে আমি রাজা। ২৭

অস্ত্রের মধ্যে আমি বজ্র, গাভীদিগের মধ্যে আমি কামধেনু, প্রজা-উৎপত্তির কারণ আমি কামদেব, সর্পদিগের মধ্যে আমি বাসুকি। ২৮

নাগদিগের মধ্যে আমি শেষনাগ, জলচরদিগের মধ্যে আমি বরুণ, পিতৃদিগের মধ্যে আমি অর্য্যমা ও দণ্ডদাতাদিগের মধ্যে আমি যম। ২৯

প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্ ।
মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্ ॥ ৩০
পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্ ।
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী ॥ ৩১

অন্বয়। দৈত্যানাং প্রহ্লাদঃ অস্মি, কলয়তাং চ অহং কালঃ (অস্মি), অহং মৃগাণাং চ মৃগেন্দ্রঃ, পক্ষিণাং চ বৈনতেয়ঃ (অস্মি)। ৩০

কলয়তাং—কলন অর্থাৎ গণনাকারীদিগের মধ্যে। মৃগেন্দ্রঃ—সিংহ। বৈনতেয়ঃ—গরুড।

পবতাং পবনঃ অস্মি, শস্ত্রভৃতাং অহং রামঃ, ঝষাণাং চ মকরঃ অস্মি, স্রোতসাং জাহ্নবী অস্মি। ৩১

পবতাং—পাবনকারীদিগের মধ্যে। ঝষাণাং—মৎস্যদিগের মধ্যে। স্রোতসাং—নদীদিগের মধ্যে।

দৈত্যদিগের মধ্যে আমি প্রহ্লাদ, গণনাকারীদিগের মধ্যে আমি কাল, পশুদিগের মধ্যে আমি সিংহ, পক্ষীদিগের মধ্যে আমি গরুড়। ৩০

পাবনকারীদিগের মধ্যে আমি পবন, শস্ত্রধারীদিগের মধ্যে আমি পরশুরাম, মৎস্যদিগের মধ্যে আমি মকর মৎস্য, নদীদিগের মধ্যে আমি গঙ্গা। ৩১

সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যঞ্চৈবাহমর্জ্জুন !।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্ ॥ ৩২
অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ।
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ ॥ ৩৩
মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্।
কীর্ত্তিঃ শ্রীর্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্ম্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা ॥৩৪

অন্বয়। হে অর্জ্জুন, সর্গাণাং আদিঃ অন্তঃ মধ্যং চ অহম্ এব। অহং বিদ্যানাং অধ্যাত্মবিদ্যা, প্রবদতাং বাদঃ। ৩২

সর্গাণাং—সৃষ্টি সমূহের। প্রবদতাং—বিবাদকারী (তার্কিক) দিগের।

অক্ষরাণাং অকারঃ অস্মি, সামাসিকস্য চ দ্বন্দ্বঃ; অহম্ এব অক্ষয়ঃ কালঃ, অহং বিশ্বতোমুখঃ ধাতা। ৩৩

বিশ্বতোমুখঃ—সর্ব্বব্যাপী। ধাতা—ধারণকর্ত্তা।

অহং সর্ব্বহরঃ মৃত্যুঃ, ভবিষ্যতাং চ উদ্ভবঃ, নারীণাং (মধ্যে) কীর্ত্তিঃ শ্রীঃ বাক্ স্মৃতিঃ মেধাঃ ধৃতিঃ ক্ষমা চ। ৩৪

হে অর্জ্জুন, আমি সৃষ্টির আদি, অন্ত ও মধ্য, বিদ্যার মধ্যে আমি অধ্যাত্মবিদ্যা ও বিবাদকারীদের মধ্যে আমি বাদ। ৩২

অক্ষরের মধ্যে আমি অকার, সমাসের মধ্যে আমি দ্বন্দ্ব, আমি অবিনাশী কাল ও সর্ব্বব্যাপী ধারণ-কর্ত্তাও আমি। ৩৩

সকল-হরণকারী মৃত্যু আমি। ভবিষ্যতে উৎপন্ন হওয়ার উৎপত্তিকারণ আমি ও নারীজাতির নামের মধ্যে কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, বাণী, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা আমি। ৩৪

বৃহৎ সাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ ॥ ৩৫
দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্ ॥ ৩৬

অন্বয়। অহং সাম্নাং বৃহৎসাম, ছন্দসাং গায়ত্রী তথা মাসানাং অহং মার্গশীর্ষঃ, ঋতূনাং কুসুমাকরঃ। ৩৫

কুসুমাকরঃ—বসন্তকাল।

অহং ছলয়তাং দ্যূতম্, তেজস্বিনাং তেজঃ অস্মি, অহং জয়ঃ অস্মি, ব্যবসায়ঃ অস্মি, অহং সত্ত্ববতাং সত্ত্বং (অস্মি)। ৩৬

সামগণের ভিতর আমিই বৃহৎসাম, ছন্দের ভিতর আমি গায়ত্রী ছন্দ, মাসের মধ্যে আমি মার্গশীর্ষ, ঋতুদিগের মধ্যে আমি বসন্ত। ৩৫

ছলনাকারীদিগের মধ্যে আমি দ্যূত, প্রতাপবানের মধ্যে আমি প্রভাব, আমি জয়, আমি নিশ্চয়, সাত্ত্বিক ভাবযুক্তদের মধ্যে আমি সত্ত্ব। ৩৬

টিপ্পনী—ছলনাকারীদিগের মধ্যে আমি দ্যূত এ কথা বলায় ভয় পাইবার আবশ্যকতা নাই। এখানে ভাল-মন্দের নির্ণয় নাই, পরন্তু যাহা কিছু আছে ঈশ্বরের আজ্ঞা বিনা নাই ইহাই বুঝাইয়া দেওয়ার ভাব উহাতে আছে। ইহাতে সকলই তাঁহার বশ—এই জানিয়া কপটীও আপন অভিমান ত্যাগ করিয়া ছলনা ত্যাগ করিবে।

বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনাঃ কবিঃ ॥ ৩৭
দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্ ॥ ৩৮
যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন!।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্ ॥ ৩৯

অন্বয়। অহং বৃষ্ণীনাং বাসুদেবঃ, পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ, মুনীনাং অপি ব্যাসঃ, কবীনাং উশনাঃ কবিঃ অস্মি। ৩৭

অহং দময়তাং দণ্ডঃ অস্মি, জিগীষতাং নীতিঃ অস্মি, গুহ্যানাং মৌনং এব (অস্মি), জ্ঞানবতাং চ জ্ঞানং অস্মি। ৩৮

দময়তাং—শাসনকর্তৃগণের। জিগীষতাং—জয়েচ্ছুদিগের।

হে অর্জ্জুন, যৎ চ অপি সর্ব্বভূতানাং বীজম্ তৎ অহম্। চরাচরং ভূতং যৎ স্যাৎ তৎ ময়া বিনা ন অস্তি। ৩৯

বীজম্—উৎপত্তির কারণ।

বৃষ্ণিদিগের মধ্যে আমি বাসুদেব, পাণ্ডবদিগের মধ্যে আমি ধনঞ্জয়। মুনিদিগের মধ্যে আমি ব্যাস ও কবিদিগের মধ্যে উশনা। ৩৭

রাজকার্য্যকারীদের (শাসক) আমি দণ্ড, জয়-ইচ্ছুকদিগের আমি নীতি, গুহ্যবাক্যের মধ্যে আমি মৌন ও জ্ঞানবানের মধ্যে আমি জ্ঞান। ৩৮

হে অর্জ্জুন, সকল প্রাণীর উৎপত্তির কারণ আমি, যাহা কিছু স্থাবর জঙ্গম আছে তাহা আমা ছাড়া নাই। ৩৯

নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ ।
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া ॥ ৪০
যদ্‌যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা ।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥ ৪১
অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন ।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ ৪২

অন্বয়। হে পরন্তপ, মম দিব্যানাং বিভূতীনাং অন্তঃ ন অস্তি ; এষঃ তু বিভূতেঃ বিস্তরঃ ময়া উদ্দেশতঃ প্রোক্তঃ। ৪০

উদ্দেশতঃ—সঙ্ক্ষেপে ; দৃষ্টান্তস্বরূপ।

যৎ যৎ বিভূতিমৎ শ্রীমৎ ঊর্জ্জিতং এব বা (অস্তি) তৎ তৎ এব ত্বম্ মম তেজোঽংশসম্ভবম্ অবগচ্ছ। ৪১

ঊর্জ্জিতং—প্রভাবসম্পন্ন। অবগচ্ছ—জানিবে, অবগত হইবে।

অথবা, হে অর্জ্জুন, তব এতেন বহুনা জ্ঞাতেন কিম্? অহম্ একাংশেন ইদং কৃৎস্নং জগৎ বিষ্টভ্য স্থিতঃ। ৪২

কৃৎস্নং—সমগ্র। বিষ্টভ্য—ধারণ করিয়া।

হে পরন্তপ, আমার দিব্য বিভূতির অন্তই নাই। বিভূতির বিস্তার আমি কেবল দৃষ্টান্তরূপেই বলিলাম। ৪০

যে কেহ বিভূতিমান্ লক্ষ্মীবান্ অথবা প্রভাবশালী আছে তাহারা আমার তেজ ও অংশ হইতে হইয়াছে জানিবে। ৪১

অথবা হে অর্জ্জুন, ইহা বিস্তার-পূর্ব্বক জানিয়া তোমার কি

হইবে? আমার এক অংশমাত্র দ্বারা এই সমুদয় জগৎ আমি ধারণ করিয়া আছি। ৪২

ওঁ তৎসৎ

এই প্রকারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপী উপনিষদে অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যান্তর্গত যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে বিভূতি যোগ নামে দশম অধ্যায় পূর্ণ হইল।

দশম অধ্যায়ের ভাবার্থ

সমত্ব বুদ্ধি পাওয়া বা যোগযুক্ত হওয়া যে চরম-কাম্য, ঈশ্বরের অনন্ত বিভূতির স্মরণে সেই কাম্যপ্রাপ্তির সাহায্য হয়। দশম অধ্যায়ে ভগবান্ নিজের বিভূতির কথা বলিতেছেন এবং কিছু বিভূতির পরিচয় দিয়া জানাইতেছেন যে, এই বিভূতি অনন্ত—ইহার শেষ নাই।

দশম অধ্যায়ের কেন্দ্রীভূত ভাব রহিয়াছে অর্জ্জুনের একটী প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে। সে প্রশ্ন এই—হে ঈশ্বর, হে যোগিন্, তোমায় কিভাবে চিন্তা করিব? চিন্তা করিতে করিতে তোমায় কিভাবে জানিব?

যাহারা ঈশ্বরে তন্ময়, যাহারা তদ্গত-প্রাণ, তাহারা সেই তন্ময়তার দ্বারা নিজের অন্তরে জ্ঞানের দীপ জ্বালাইয়া লয়, সেই আলোকে তাহারা সব জানে, সব পায়, তাহারা ঈশ্বরে লয় হওয়ার সন্ধান দেখে। এই ভক্তি উদ্দীপিত ও গভীর করার জন্য ভগবান্ অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে নিজের বিভূতির বিষয় বর্ণনা করিয়া জানাইতেছেন যে, প্রত্যেক সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ, বিভূতিমান্ ও প্রতাপশালী আছে, তাহাই তাঁহার তেজ ও অংশ সম্ভূত ও সে সকলের মধ্যেই তাঁহাকে দেখিতে হইবে। জলে,

স্থলে, বৃক্ষে, শৈলে, পশুতে, পক্ষীতে, দেব-দানবে তাঁহাকে দেখিতে হইবে।

ঈশ্বর হইতেই সর্ব্বপ্রকার ভাব—ঈশ্বরই ভক্তকে জ্ঞান দিয়া থাকেন।

১—১১

অর্জ্জুনের হিতের জন্য ঈশ্বর পুনরায় পরম বাক্য ১ বলিতেছেন। ঈশ্বরের উদ্ভব কেহ জানে না, কেননা যে ২ দেবতা ও ঋষিরা সব জানেন, ঈশ্বর তাঁহাদেরও সৃষ্টিকর্ত্তা। যে একথা জানিয়া রাখে ও আচরণে প্রকট করে, যে ৩ ঈশ্বরকে অজ, অনাদি ও লোক-মহেশ্বর মানে তাহার মোহ দূর হয়।

ঈশ্বরই সকল প্রকার ভাল-মন্দ ভাব মানুষের হৃদয়ে দিয়াছেন, বুদ্ধি জ্ঞান অমূঢ়তা ক্ষমা সত্য দম শম সুখ-দুঃখ ৪ ভয়-অভয় অহিংসা সমতা তুষ্টি তপস্যা দান যশ অযশ ৫ এ সমস্তই ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন। ঈশ্বরই মানুষের আদি। ৬ ঈশ্বরকে অজ, সমস্ত গুণ ও অপগুণের উৎস, সর্ব্বস্রষ্টা বলিয়া জানিলে, তাঁহার শক্তি ও ঐশ্বর্য্যের কথা হৃদয়ঙ্গম করিলে মানুষ অবিচল সমতা পাইতে পারে। ৭

ভক্তেরা তাঁহাকে সকলের উদ্ভব-কারণ জানিয়া তাঁহাকে ৮ ভজনা করে। যাহারা ঈশ্বরার্পিতপ্রাণ হইয়াছে তাহারা ৯

তাঁহার কথা কীর্ত্তনেই সন্তোষ পায়। ঈশ্বরের সহিত সতত যোগে যুক্ত ভক্তকে ঈশ্বরই জ্ঞান দেন, অন্তে তাহারা ঈশ্বরই ১০ প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বরই কৃপা করিয়া ভক্তের হৃদয়ে জ্ঞানদীপ জ্বালাইয়া দেন, তাহার অজ্ঞান অন্ধকার নষ্ট করিয়া দেন। ১১

অর্জ্জুনের জিজ্ঞাসা—কি ভাবে ঈশ্বরকে ভাবিবেন

১২—১৮

হে ঈশ্বর, তুমিই পরম ব্রহ্ম, পরম পবিত্র, শাশ্বত পুরুষ। ১২ দেবর্ষি নারদাদি ঋষিরা তোমার স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে, তুমি অবিনাশী দিব্য আদি অজন্মা পুরুষ, তুমিও তাহাই ১৩ বলিলে। তুমি নিজেই নিজেকে জান। তুমি কৃপা করিয়া ১৪ নিজের ঐশ্বর্য্যের বা বিভূতির কথা বল। তুমিই ত তোমার বিভূতি দ্বারা এই সর্ব্বলোকে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছ। ১৫

তোমায় কি ভাবে চিন্তা করিব? হে অরূপ, তোমায় ১৬ কোন অপরূপ রূপে দেখিব? নিত্য তোমায় চিত্ত ভরিয়া ১৭ ধ্যান করিতে করিতে কি ভাবে তোমায় জানিব? ১৮

ভগবানের বিভূতি

১৯—৪০

অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ বলিলেন যে, তাঁহার ১৯ বিভূতির অন্ত নাই, তবুও প্রধান প্রধান বিভূতির উল্লেখ

করিতেছেন। ভগবান্ বলিতেছেন—তিনি সর্ব্বপ্রাণীর আত্মা এবং প্রাণীদিগের জন্ম জীবন ও মৃত্যু। ২০

আদিত্যের মধ্যে বিষ্ণু, জ্যোতির মধ্যে সূর্য্য, বায়ুর ২১ মধ্যে মরীচি, নক্ষত্রের মধ্যে চন্দ্র, বেদমধ্যে সামবেদ, দেবতার মধ্যে ইন্দ্র, এবং ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মন, প্রাণীর মধ্যে ২২ চেতনা। রুদ্রদের মধ্যে শঙ্কর, যক্ষদের মধ্যে কুবের, বসুর ২৩ মধ্যে অগ্নি, পর্ব্বত-মধ্যে মেরু, পুরোহিতদিগের মধ্যে বৃহস্পতি, সেনাপতির মধ্যে কার্ত্তিক, সরোবরমধ্যে সাগর। ২৪ মহর্ষিদের মধ্যে ভৃগু, বাক্য-মধ্যে ওঙ্কার, যজ্ঞে জপ-যজ্ঞ, ২৫ স্থাবরে হিমালয়। সর্ব্ববৃক্ষে অশ্বত্থ, দেবর্ষি-মধ্যে নারদ, ২৬ গন্ধর্ব্বে চিত্ররথ, সিদ্ধদের মধ্যে কপিলমুনি। অশ্বের মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবা, গজেন্দ্রের মধ্যে ঐরাবত, মানুষের মধ্যে নৃপতি। ২৭ অস্ত্রের মধ্যে বজ্র, ধেনুর মধ্যে কামধেনু, প্রজননে কামদেব, ২৮ সর্পে বাসুকী। নাগের মধ্যে শেষনাগ, জলচরে বরুণ, ২৯ পিতৃ-মধ্যে অর্য্যমা, দণ্ডদাতার মধ্যে যম। দৈত্য-মধ্যে প্রহ্লাদ, গণনাকারী মধ্যে কাল, মৃগের মধ্যে মৃগেন্দ্র, পক্ষী ৩০ মধ্যে গরুড়, পাবনকারী মধ্যে পবন, অস্ত্রধারী মধ্যে পরশু- ৩১ রাম, মৎস্যে মকর ও নদী-মধ্যে জাহ্নবী—সৃষ্টির আদি অন্ত ও মধ্য, বিদ্যায় অধ্যাত্মবিদ্যা, বিবাদকারীর মধ্যে বাদ, ৩২ অক্ষরের মধ্যে অকার, সমাসে দ্বন্দ্ব, অবিনাশী কাল ও সর্ব্ব- ৩৩

ধারণকারী সর্ব্বহর মৃত্যু, ভবিষ্যতের উদ্ভব ও নারী-মধ্যে ৩৪
কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, বাণী, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, ক্ষমা। সামগানে বৃহৎ-
সাম, ছন্দে গায়ত্রী, মাসে মাঘ, ঋতুদের মধ্যে বসন্ত। ৩৫
ছলনাকারীর দ্যূত, প্রতাপীর প্রতাপ, তিনি জয়, তিনি ৩৬
নিশ্চয়, তিনি সাত্ত্বিকভাব, বৃষ্ণিকুলে বাসুদেব, পাণ্ডুদের ৩৭
ধনঞ্জয়, মুনিমধ্যে ব্যাস, কবিদিগের মধ্যে উশনা। শাসক-
দের দণ্ড, জয়েচ্ছুর নীতি, গুহ্যমধ্যে মৌন, জ্ঞানবানের ৩৮
জ্ঞান। তিনি সকল প্রাণীর উৎপত্তির কারণ, স্থাবর জঙ্গম ৩৯
সকলই তিনি। তাঁহার বিভূতির অন্ত নাই। সংক্ষেপতঃ ৪০
এইগুলি বলিলেন।

বিভুতি-বর্ণনের উপসংহার

৪১—৪২

অতঃপর ভগবান্ দুইটী শ্লোকে বিভূতি-সম্বন্ধে সব কথার
সারকথা বলেন, যে যাহা কিছু বিভূতিমান্, লক্ষ্মীবান্ ও ৪১
প্রতাপশালী, তাহা ঈশ্বর হইতেই হইয়াছে, তাঁহারই অংশ
জানিবে। অথবা বিস্তার করিয়া ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যের কথা
আর কতই বা বলা হইবে, ঈশ্বর এক অংশদ্বারা এই সমুদয় ৪২
জগৎ ধারণ করিয়া আছেন।

একাদশ অধ্যায়

বিশ্বরূপদর্শন যোগ

এই অধ্যায়ে ভগবান্ নিজের বিরাট স্বরূপ অর্জ্জুনকে দেখাই-তেছেন। ভক্তের এই অধ্যায় অতি প্রিয়। ইহাতে যুক্তি নাই কেবল কাব্য আছে। এই অধ্যায় পাঠ করিতে মানুষ ক্লান্ত হয় না।

অর্জ্জুন উবাচ

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্।
যৎ ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম॥ ১
ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ! মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্॥ ২

অন্বয়। অর্জ্জুন উবাচ। ত্বয়া মদনুগ্রহায় যৎ অধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্ পরমং গুহ্যং বচঃ উক্তং তেন মম অয়ং মোহঃ বিগতঃ। ১

অধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্—অধ্যাত্মবিষয়ক। গুহ্য—গোপনীয়।

ভূতানাং ভবাপ্যয়ৌ ময়া ত্বত্তঃ বিস্তরশঃ শ্রুতৌ, হে কমলপত্রাক্ষ, অব্যয়ং মাহাত্ম্যম্ অপি চ। ২

ভবাপ্যয়ৌ—উৎপত্তি ও বিনাশ। ত্বত্তঃ—তোমার নিকট হইতে।

অর্জ্জুন বলিলেন—

তুমি আমার উপর কৃপা করিয়া এই আধ্যাত্মিক পরম রহস্য বলিলে। যে বাক্য তুমি আমাকে বলিলে তাহাতে আমার মোহ দূর হইয়াছে। ১

প্রাণীদিগের উৎপত্তি ও নাশ বিষয়ে তোমার নিকট হইতে আমি বিস্তারপূর্ব্বক শুনিয়াছি। হে কমল-পত্রাক্ষ, তোমার অবিনাশী মাহাত্ম্য তোমার নিকট শুনিয়াছি। ২

এবমেতদ্ যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর !।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম !॥ ৩
মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো !
যোগেশ্বর ! ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্ ॥ ৪

শ্রীভগবানুবাচ

পশ্য মে পার্থ ! রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ॥ ৫

অন্বয়। হে পরমেশ্বর, ত্বং যথা আত্মানং আত্থ এতৎ এবম্, হে পুরুষোত্তম, তে ঐশ্বরং রূপং দ্রষ্টুম্ ইচ্ছামি। ৩

আত্থ—বলিলে।

হে প্রভো, যদি তৎ ময়া দ্রষ্টুং শক্যং ইতি মন্যসে ততঃ হে যোগেশ্বর, ত্বম্ অব্যয়ম্ আত্মানং মে দর্শয়। ৪

মন্যসে—মনে কর।

শ্রীভগবান্ উবাচ। হে পার্থ, মে শতশঃ অথ সহস্রশঃ রূপাণি পশ্য, (যানি) নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ। ৫

হে পরমেশ্বর, তুমি যেমন নিজ পরিচয় দিতেছ তাহা সেই মতই বটে। হে পুরুষোত্তম, তোমার ঐশ রূপ দর্শন করিবার আমার ইচ্ছা হইয়াছে। ৩

হে প্রভু, উহা দর্শন করিতে আমাকে তুমি যদি পারগ মনে কর, তবে হে যোগেশ্বর, সেই অব্যয়রূপ দর্শন করাও। ৪

শ্রীভগবান্ বলিলেন—

আমার শত শত ও হাজার হাজার রূপ দেখ। উহা নানা প্রকারের দিব্য বিভিন্ন বর্ণ ও আকৃতিবিশিষ্ট। ৫

পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা !
বহূন্যদৃষ্টপূর্ব্বাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি ভারত ! ॥ ৬
ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ ! যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥ ৭
ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা ।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ । ॥ ৮

অন্বয়। হে ভারত, আদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রান্ অশ্বিনৌ তথা মরুতঃ পশ্য। বহূনি অদৃষ্টপূর্ব্বাণি আশ্চর্য্যাণি পশ্য। ৬

হে গুড়াকেশ, ইহ মম দেহে একস্থং কৃৎস্নং সচরাচরং জগৎ যৎ চ অন্যৎ দ্রষ্টুম্ ইচ্ছসি অদ্য পশ্য। ৭

অনেন স্বচক্ষুষা মাং দ্রষ্টুং তু নৈব শক্যসে, তে দিব্যং চক্ষুঃ দদামি, মে ঐশ্বরং যোগং পশ্য। ৮

হে ভারত, আদিত্য, বসু, রুদ্র, দুই অশ্বিন ও মরুতকে দেখ। পূর্ব্বে দেখ নাই এমন বহু আশ্চর্য্য তুমি দেখ। ৬

হে গুড়াকেশ, এইখানে আমার শরীরে এক রূপে স্থিত সকল স্থাবর ও জঙ্গম জগৎ ও অন্য যাহা কিছু দেখিতে ইচ্ছা কর তাহা আজ দেখ। ৭

তোমার এই চর্ম্মচক্ষুদ্বারা তুমি আমাকে দেখিতে পারিবে না। সেইজন্য আমি [তোমাকে] দিব্য চক্ষু দিতেছি। তুমি আমার ঐশ্বরিক যোগ দেখ। ৮

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্! মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্ ॥ ৯

অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্ ॥ ১০

দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
সর্বাশ্চর্য্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১১

অন্বয়। সঞ্জয় উবাচ। হে রাজন্, মহাযোগেশ্বরঃ হরিঃ এবম্ উক্ত্বা ততঃ পার্থায় পরমং ঐশ্বরং রূপং দর্শয়ামাস— ৯

অনেকবক্ত্রনয়নং অনেকাদ্ভুতদর্শনং অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধং, ১০

দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনং সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবম্ অনন্তং বিশ্বতোমুখম্। ১১

সঞ্জয় বলিলেন—

হে রাজন্, যোগেশ্বর কৃষ্ণ এই কথা বলিয়া পার্থকে নিজের পরম ঐশ রূপ দেখাইলেন। ৯

উহা অনেক মুখ ও চক্ষু-যুক্ত, অনেক অদ্ভুত দর্শন, অনেক দিব্য আভরণযুক্ত, অনেক দিব্য উদ্যত অস্ত্রযুক্ত। ১০

তাঁহার অনেক দিব্য মালা ও বস্ত্র ধারণ করা ছিল, তাহাতে দিব্য সুগন্ধী প্রলেপ ছিল। এই প্রকারে তিনি সকল রকমে, আশ্চর্য্যময় অনন্ত ও সর্ব্বব্যাপী দেবতা ছিলেন। ১১

দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ॥ ১২
তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা॥ ১৩
ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত॥ ১৪

অন্বয়। যদি দিবি সূর্য্য সহস্রস্য ভাঃ যুগপৎ উত্থিতা ভবেৎ তদা সা তস্য মহাত্মনঃ ভাসঃ সদৃশী স্যাৎ। ১২

তদা তত্র দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবঃ অনেকধা প্রবিভক্তং কৃৎস্নং জগৎ একস্থং অপশ্যৎ। ১৩

ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টঃ হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ দেবং শিরসা প্রণম্য কৃতাঞ্জলিঃ অভাষত। ১৪

আকাশে যদি হাজার সূর্য্যের তেজ এক সাথে প্রকাশিত হইয়া উঠে, তবে সেই তেজ কদাচিৎ সে মহাত্মার তেজের সমান হইতে পারে। ১২

সেখানে দেবাদিদেবের শরীরে পাণ্ডব অনেক প্রকারে বিভক্ত সারা জগত একরূপে স্থিত দেখিলেন। ১৩

পরে আশ্চর্য্যান্বিত ও রোমাঞ্চিত হইয়া ধনঞ্জয় মাথা নত করিয়া হাত জোড় করিয়া এই প্রকার বলিলেন। ১৪

অর্জ্জুন উবাচ

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব! দেহে
সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ-
মৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্॥ ১৫

অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর! বিশ্বরূপম্॥ ১৬

অন্বয়। অর্জ্জুন উবাচ। হে দেব, তব দেহে সর্ব্বান্ দেবান্ তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্, কমলাসনস্থং ঈশং ব্রহ্মাণম্, সর্ব্বান্ ঋষীন্, দিব্যান্ উরগাংশ্চ পশ্যামি। ১৫

অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং অনন্তরূপম্ ত্বাং সর্ব্বতঃ পশ্যামি। তব অন্তং ন, মধ্যং ন, পুনঃ আদিং ন পশ্যামি, হে বিশ্বেশ্বর, বিশ্বরূপম্ (পশ্যামি)। ১৬

অর্জ্জুন বলিলেন—

হে দেব, তোমার দেহমধ্যে আমি দেবতাদিগকে, বিভিন্ন প্রকার সকল প্রাণীর সমষ্টিকে, কমলাসনে বিরাজিত ঈশ্বর ব্রহ্মাকে সকল ঋষি ও দিব্য সর্পদিগকে দেখিতেছি। ১৫

তোমাকে আমি অনেক বাহু উদর মুখ ও নেত্রযুক্ত, অনন্ত রূপযুক্ত দেখিতেছি, তোমার অন্ত নাই, মধ্য নাই, তোমার আদি নাই, হে বিশ্বেশ্বর, তোমার বিশ্বরূপ আমি দর্শন করিতেছি। ১৬

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ
তেজোরাশিং সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তম্ ।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্-
দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্ ॥ ১৭
ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্ ।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা
সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে ॥ ১৮

অন্বয় । কিরীটিনং গদিনং চক্রিণং তেজোরাশিং সর্ব্বতোদীপ্তিমন্তং দুর্নিরীক্ষ্যং অপ্রমেয়ম্ দীপ্তানলার্কদ্যুতিম্ ত্বাং সমন্তাৎ পশ্যামি । ১৭

অপ্রমেয়—অমাপ, যাহা পরিমাপ করা যায় না । সমন্তাৎ—সকল দিকে ।

ত্বম্ বেদিতব্যং পরমম্ অক্ষরং, ত্বম্ অস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং, ত্বং অব্যয়ঃ শাশ্বত-ধর্ম্মগোপ্তা, ত্বং সনাতনঃ পুরুষঃ মে মতঃ । ১৮

মুকুটধারী, গদাধারী, চক্রধারী, তেজঃপুঞ্জ, সর্ব্বত্র উজ্জ্বল জ্যোতি-যুক্ত আবার দুর্নিরীক্ষ্য, অমাপ [অপ্রমেয়] প্রজ্জ্বলিত অগ্নি অথবা সূর্য্যের ন্যায় সকল দিকে দীপ্ত তোমাকে আমি দেখিতেছি । ১৭

তোমাকে আমি জ্ঞাতব্য পরম অক্ষর রূপ, এই জগতের অন্তিম আধার, সনাতন ধর্ম্মের অবিনাশী রক্ষক ও সনাতন পুরুষ বলিয়া মানি । ১৮

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্য-
মনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্॥ ১৯

দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি
ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ।
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদম্
লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্!॥ ২০

অন্বয়। অনাদিমধ্যান্তম্ অনন্তবীর্য্যম্ অনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং স্বতেজসা ইদং বিশ্বং তপন্তং ত্বাং পশ্যামি। ১৯

দ্যাবাপৃথিব্যোঃ ইদং অন্তরং ত্বয়া একেন হি ব্যাপ্তং, (তথা) সর্ব্বাঃ দিশশ্চ; হে মহাত্মন্, তব ইদম্ অদ্ভুতং উগ্রং রূপং দৃষ্ট্বা লোকত্রয়ং প্রব্যথিতম্। ২০

দ্যাবাপৃথিব্যোঃ—(দ্যৌ) আকাশ ও পৃথিবীর। প্রব্যথিতম্—ব্যথিত, কম্পমান।

যাহার আদি মধ্য ও অন্ত নাই, যাহার শক্তি অনন্ত, যাহার অনন্ত বাহু, যাহার সূর্য্য চন্দ্ররূপ চক্ষু, যাহার মুখ প্রজ্জ্বলিত অগ্নির ন্যায় ও যিনি নিজের তেজে এই জগতকে তাপিত করিতেছেন—এই প্রকার তোমাকে আমি দেখিতেছি। ১৯

আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থ অন্তর ও সকল দিকে তুমি একাই ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছ। হে মহাত্মন্, তোমার এই অদ্ভুত উগ্র রূপ দেখিয়া তিন লোক থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। ২০

অমী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘা বিশন্তি
কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ
স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ॥ ২১
রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা
বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘা
বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্বে॥ ২২

অন্বয়। সুরসঙ্ঘাঃ ত্বাং হি বিশন্তি, কেচিৎ ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ঃ গৃণন্তি। মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ স্বস্তি ইত্যুক্ত্বা পুষ্কলাভিঃ স্তুতিভিঃ ত্বাং স্তুবন্তি। ২১

সুরসঙ্ঘাঃ—দেবতার সঙ্ঘ। প্রাঞ্জলয়ঃ—কৃতাঞ্জলি। গৃণন্তি—স্তুতি করিতেছে। পুষ্কলাভিঃ—প্রচুর।

রুদ্রাদিত্যাঃ, বসবঃ যে চ সাধ্যাঃ, বিশ্বে, অশ্বিনৌ, মরুতঃ, উষ্মপাঃ চ গন্ধর্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘাঃ সর্ব্বে বিস্মিতা এব ত্বাং বীক্ষন্তে। ২২

রুদ্র, আদিত্য, বসু, সত্য, বিশ্ব, মরুৎ—ইহারা সকলে গণদেবতা। উষ্মপাঃ—উষ্মপায়ী পিতৃগণ। গন্ধর্ব—দেবগায়ক। বীক্ষন্তে—দেখিতেছে।

আর এই দেবতার সঙ্ঘ তোমাতে প্রবেশ করিতেছে। ভয়-ভীত হইয়া কতজন হাত জোড় করিয়া তোমার স্তুতি করিতেছে। মহর্ষিরা ও সিদ্ধেরা সমুদয় "(জগতের) কল্যাণ হউক"—এই বলিয়া অনেক প্রকারে তোমার স্তুতি করিতেছেন। ২১

রুদ্র, আদিত্য, বসু, সাধ্য, বিশ্বদেব, অশ্বিনীকুমার, মরুৎ,

রূপং মহৎ তে বহুবক্ত্রনেত্রং
মহাবাহো ! বহুবাহূরুপাদম্ ।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং
দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্ ॥ ২৩
নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং
ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্ ।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা
ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো ! ॥ ২৪

অন্বয়। হে মহাবাহো, তে বহুবক্ত্রনেত্রং বহু বাহূরুপাদং বহূদরং বহুদ্রংষ্ট্রা-করালং মহৎ রূপং দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাঃ তথা অহং। ২৩

হে বিষ্ণো, নভঃস্পৃশং দীপ্তং অনেকবর্ণং ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রং ত্বাং দৃষ্ট্বা প্রব্যথিতান্তরাত্মা ধৃতিং শমং চ ন বিন্দামি। ২৪

ন বিন্দামি—লাভ করিতে পারিতেছি না।

উষ্মপায়ী পিতৃগণ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অসুর ও সিদ্ধগণের সঙ্ঘ, এ সকলে বিস্মিত হইয়া তোমাকে দেখিতেছে। ২২

হে মহাবাহো, অনেক মুখ ও অনেক চক্ষুযুক্ত, অনেক বাহু, অনেক উরু ও পদ-যুক্ত, অনেক উদরযুক্ত, অনেক দাঁতের জন্য বিকট দর্শন, বিশাল রূপ দেখিয়া লোক ব্যাকুল হইয়া গিয়াছে, আমিও ব্যাকুল হইয়াছি। ২৩

আকাশ-স্পর্শকারী দীপ্তিমান্ অনেক বর্ণযুক্ত, ব্যাদিত মুখযুক্ত

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি
দৃষ্টৈ্বব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম
প্রসীদ দেবেশ ! জগন্নিবাস ! ॥ ২৫

অন্বয়। কালানলসন্নিভানি দ্রংষ্ট্রাকরালানি তে মুখানি চ দৃষ্ট্বা এব দিশঃ ন জানে ন চ শর্ম্ম লভে, হে দেবেশ, জগন্নিবাস, প্রসীদ। ২৫

শর্ম্ম—শান্তি। প্রসীদ—প্রসন্ন হও।

ও বিশাল তেজঃপূর্ণ চক্ষুযুক্ত তোমাকে দেখিয়া হে বিষ্ণু, আমার অন্তর ব্যাকুল হইয়াছে ও ধৈর্য্য ও শান্তি রাখিতে পারিতেছি না। ২৪

প্রলয়কালে অগ্নির সমান ও বিকট দন্তযুক্ত তোমার মুখ দেখিয়া আমার দিক ভুল হইতেছে, শান্তি পাইতেছি না, হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস ! প্রসন্ন হও ২৫

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ
সর্বে সহৈবাবনিপালসঙ্ঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ
সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ॥ ২৬
বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি
দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্ বিলগ্না দশনান্তরেষু
সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ॥ ২৭

অন্বয়। অবনিপালসঙ্ঘৈঃ সহ ধৃতরাষ্ট্রস্য অমী সর্বে এব পুত্রাঃ তথা চ ভীষ্মঃ দ্রোণঃ অসৌ সূতপুত্রশ্চ অস্মদীয়ৈঃ যোধমুখ্যৈঃ সহ ত্বাং (বিশন্তি); ত্বরমাণাঃ তে দ্রংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি বক্ত্রাণি বিশন্তি। কেচিৎ চূর্ণিতৈঃ উত্তমাঙ্গৈঃ দশনান্তরেষু বিলগ্নাঃ সংদৃশ্যন্তে। ২৬-২৭

অমী—এই সমস্ত।

সকল রাজার সঙ্ঘ সহিত ধৃতরাষ্ট্রের এই পুত্রগণ, ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য, এই সূত-পুত্র কর্ণ আর আমাদের মুখ্য যোদ্ধাগণ করাল দন্তযুক্ত তোমার ভয়ানক মুখে বেগে প্রবেশ করিতেছে। কতজনের মাথা চূর্ণ হইয়া তোমার দন্তের মধ্যে লগ্ন দেখা যাইতেছে। ২৬—২৭

যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ

সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।

তথা তবামী নরলোকবীরা

বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিবিজ্বলন্তি ॥ ২৮

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা

বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।

তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা-

স্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥ ২৯

অন্বয়। যথা নদীনাং বহবঃ অম্বুবেগাঃ সমুদ্রম্ এব অভিমুখাঃ দ্রবন্তি তথা তব অভিবিজ্বলন্তি বক্ত্রাণি অমী নরলোকবীরাঃ বিশন্তি। ২৮

যথা পতঙ্গাঃ নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ প্রদীপ্তং জ্বলনং বিশন্তি তথা তব বক্ত্রাণি অপি লোকাঃ নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ বিশন্তি। ২৯

যেমন নদীর বৃহৎ প্রবাহ সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হয় তেমনি তোমার জ্বলন্ত মুখে এই লোক-নায়কগণ প্রবেশ করিতেছে। ২৮

যেমন পতঙ্গ সকল নিজের নাশের জন্য বর্দ্ধিত-বেগে প্রজ্বলিত দীপে ঝাঁপ দেয় তেমনি তোমার মুখে সকল লোক বর্দ্ধিত-বেগে প্রবেশ করিতেছে। ২৯

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তা-
ল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো ! ॥ ৩০

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো
নমোঽস্তু তে দেববর ! প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং
ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্ ॥ ৩১

অন্বয়। সমন্তাৎ সমগ্রান্ লোকান্ গ্রসমানঃ জ্বলদ্ভিঃ বদনৈঃ লেলিহ্যসে। হে বিষ্ণো, তব উগ্রাঃ ভাসঃ সমগ্রং জগৎ তেজোভিঃ আপূর্য্য প্রতপন্তি। ৩০

লেলিহ্যসে—লেহন করিতেছ।

উগ্ররূপঃ কঃ ভবান্ মে আখ্যাহি, হে দেববর, তে নমঃ অস্তু, প্রসীদ। আদ্যং ভবন্তং বিজ্ঞাতুম্ ইচ্ছামি, তব প্রবৃত্তিং হি ন জানামি। ৩১

সমস্ত লোক সমস্ত দিক্ হইতে গ্রাস করিবার জন্য তুমি তোমার প্রজ্বলিত মুখে লেহন করিতেছ। হে সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণু! তোমার উগ্র প্রকাশ সকল জগৎকে তেজ-দ্বারা পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে ও তপ্ত করিয়া রাখিয়াছে। ৩০

উগ্ররূপ তুমি কে আমাকে বল। হে দেববর, তুমি প্রসন্ন হও। তুমি যে আদি কারণ—উহাই জানিতে ইচ্ছা করি। তোমার প্রবৃত্তি আমি জানি না। ৩১

শ্রীভগবানুবাচ

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্বে
যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥ ৩২

তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব
জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্! ॥ ৩৩

অন্বয়। শ্রীভগবান্ উবাচ। অহম্ লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ কালঃ. ইহ লোকান্ সমাহর্ত্তুম্ প্রবৃত্তঃ অস্মি। প্রত্যনীকেষু যে যোধাঃ অবস্থিতাঃ সর্ব্বে ত্বাং ঋতে অপি ন ভবিষ্যন্তি। ৩২

অনীকেষু—সেনায়। প্রত্যনীকেষু—প্রত্যেক সেনায়, দলে। ত্বাং ঋতে—তোমাকে বাদ দিলেও। ন ভবিষ্যন্তি—রক্ষা পাইবে না।

তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ, যশঃ লভস্ব, শত্রূন্ জিত্বা সমৃদ্ধং রাজ্য ভুঙ্ক্ষ্ব। ময়া এব এতে পূর্ব্বম্ এব নিহতাঃ। হে সব্যসাচিন্, নিমিত্তমাত্রং ভব। ৩৩

শ্রীভগবান্ বলিলেন—

আমি লোক-নাশকারী বৃদ্ধি-প্রাপ্ত কাল। লোক নাশ করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি। প্রত্যেক সেনাতে এই যে সকল যোদ্ধা আসিয়াছে তাহাদের ভিতর তুমি যুদ্ধ না করিলেও কেহ রহিবে না। ৩২

অতএব তুমি দাঁড়াও, কীর্ত্তিলাভ কর, ধন-ধান্যে ভরা রাজ্য

দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ
কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্‌।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা
যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্‌॥ ৩৪

সঞ্জয়উবাচ

এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য
কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী।
নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং
সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য॥ ৩৫

অন্বয়। দ্রোণং চ ভীষ্মং চ জয়দ্রথং চ কর্ণং তথা অন্যান্‌ যোধবীরান্‌ অপি ময়া হতান্‌ ত্বং জহি, মা ব্যথিষ্ঠাঃ, যুধ্যস্ব, রণে সপত্নান্‌ জেতা অসি। ৩৪

ত্বং জহি—তুমি হনন কর, মার। মা ব্যথিষ্ঠাঃ—ভীত হইও না।

সঞ্জয় উবাচ। কেশবস্য এতৎ বচনং শ্রুত্বা কৃতাঞ্জলিঃ বেপমানঃ ভূয়ঃ নমস্কৃত্য তথা ভীতভীতঃ এব প্রণম্য (চ) স কিরীটী কৃষ্ণং সগদ্গদং আহ। ৩৫

ভূয়ঃ—পুনঃপুনঃ। বেপমানঃ—কাঁপিতে কাঁপিতে। কিরীটী—অর্জ্জুন।

ভোগ কর। এই সকলকে আমি পূর্ব্ব হইতেই মারিয়াছি। হে সব্যসাচী, তুমি কেবল নিমিত্তমাত্র হও। ৩৩

দ্রোণ ভীষ্ম জয়দ্রথ কর্ণ ও অন্য যোদ্ধাগণকে আমি মারিয়াছি। সেই হেতু তুমি হনন কর। ভীত হইও না। যুদ্ধ কর, শত্রুকে রণে তোমায় জয় করিতে হইবে। ৩৪

সঞ্জয় বলিলেন—

কেশবের এই বচন শুনিয়া হাত জোড় করিয়া কাঁপিতে

অর্জ্জুনউবাচ

স্থানে হৃষীকেশ ! তব প্রকীর্ত্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
সর্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ ॥ ৩৬

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্ মহাত্মন্ !
গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত ! দেবেশ ! জগন্নিবাস !
ত্বমক্ষরং সদসৎ তৎ পরং যৎ ॥ ৩৭

অন্বয়। অর্জ্জুন উবাচ। হে হৃষীকেশ, তব প্রকীর্ত্ত্যা জগৎ প্রহৃষ্যতি অনুরজ্যতে চ (তৎ) স্থানে। রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি সর্বে সিদ্ধসঙ্ঘাঃ চ নমস্যন্তি। ৩৬

প্রকীর্ত্ত্যা—গুণকীর্ত্তনে। তৎ স্থানে—তাহা উপযুক্তই। দিশঃ দ্রবন্তি—দিকে দিকে পলায়।

হে মহাত্মন্, কস্মাৎ ন নমেরন্ তে ব্রহ্মণঃ অপি গরীয়সে আদিকর্ত্রে চ। হে অনন্ত, হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, ত্বং অক্ষরং সৎ অসৎ, তৎ পরং যৎ। ৩৭

কাঁপিতে বারম্বার নমস্কার করিয়া ভয়ে ভয়ে প্রণাম করিয়া মুকুটধারী অর্জ্জুন কৃষ্ণের প্রতি গদ্‌গদ কণ্ঠে এই প্রকার বলিলেন। ৩৫

অর্জ্জুন বলিলেন—

হে হৃষীকেশ ! তোমার কীর্ত্তনে জগৎ হর্ষ পায় ও তোমার সম্বন্ধে অনুরাগ উৎপন্ন হয়,—ইহা যোগ্যই বটে। ভয়-ভীত রাক্ষস এদিক ওদিক পলায়ন করে ও সকল সিদ্ধের সমষ্টি তোমাকে নমস্কার করে। ৩৬

হে মহাত্মন্, তোমাকে তাহারা কেন না নমস্কার করিবে ?

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ !॥ ৩৮

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে॥ ৩৯

অন্বয়। ত্বং আদিদেবঃ, পুরাণঃ পুরুষঃ, ত্বম্ অস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং। (ত্বং) বেত্তা বেদ্যঞ্চ পরং ধাম চ অসি। হে অনন্তরূপ, ত্বয়া বিশ্বম্ ততং। ৩৮

বায়ুঃ যমঃ অগ্নিঃ বরুণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিঃ প্রপিতামহশ্চ ত্বং। তে সহস্রকৃত্বঃ নমঃ অস্তু পুনঃ চ নমঃ ভূয়ঃ অপি তে নমঃ। ৩৯

তুমি ব্রহ্ম হইতেও শ্রেষ্ঠ আদি কর্ত্তা। হে অনন্ত, হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস! তুমি অক্ষর, সৎ, অসৎ ও তাহার পর যে তাহাও তুমি। ৩৭

তুমি আদিদেব। তুমি পুরাণপুরুষ। তুমিই এই বিশ্বের পরম আশ্রয়স্থান। তুমি সকল জান ও জানিবার যোগ্য। তুমি পরম ধাম। হে অনন্তরূপ, এই জগতে তুমি ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছ। ৩৮

বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, প্রজাপতি, প্রপিতামহ তুমি তোমায় সহস্র বার নমস্কার, পুনরায় তোমায় নমস্কার। ৩৯

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব !।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ॥ ৪০

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ ! হে যাদব ! হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি॥ ৪১
যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি
বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত ! তৎসমক্ষং
তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্॥ ৪২

অন্বয়। হে সর্ব্ব, তে পুরস্তাৎ নমঃ পৃষ্ঠতঃ নমঃ সর্ব্বতঃ এব নমঃ অস্তু। ত্বম্ অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমঃ ত্বং সর্ব্বং সমাপ্নোষি, ততঃ সর্ব্বঃ অসি। ৪০

সখা ইতি মত্বা তব ইদং মহিমানং অজানতা হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখে, ইতি ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বা অপি প্রসভং যৎ উক্তং বিহারশয্যাসনভোজনেষু একঃ অথবা তৎসমক্ষং অপি অবহাসার্থং যৎ অসৎকৃতঃ অসি, অপ্রমেয়মং ত্বাম্ অহম্ হে অচ্যুত, তৎ ক্ষাময়ে। ৪১-৪২

ক্ষাময়ে—ক্ষমা করাইতেছি, চাহিতেছি।

হে সর্ব্ব ! তোমাকে সম্মুখ পশ্চাৎ ও সকল দিক্ হইতে নমস্কার। তোমার বীর্য্য অনন্ত, তোমার শক্তি অপার, তুমিই সকল ধারণ করিয়া আছ, সেই হেতু তুমিই সর্ব্ব। ৪০

মিত্র মনে করিয়া ও তোমার মহিমা না জানিয়া, হে কৃষ্ণ,

পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো
লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাবঃ ॥ ৪৩
তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ।
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব! সোঢ়ুম্ ॥ ৪৪

অন্বয়। ত্বং চরাচরস্য লোকস্য পিতা অসি, ত্বম্ অস্য পূজ্যঃ গরীয়ান্ গুরুঃ চ অসি। ত্বৎসমঃ ন অন্যঃ অস্তি, অভ্যধিকঃ কুতঃ। (ত্বম্) লোকত্রয়ে অপি অপ্রতিমপ্রভাবঃ। ৪৩

তস্মাৎ কায়ং প্রণিধায় প্রণম্য ঈড্যম্ ঈশং ত্বাং অহং প্রসাদয়ে। হে দেব, পিতা ইব পুত্রস্য, সখা ইব সখ্যুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায় (মে) সোঢ়ুম্ অর্হসি। ৪৪

সোঢ়ুম্—সহ্য করিতে।

হে যাদব, হে সখা, এই প্রকার বলা আমার ভুল বা প্রেম বা অবিবেক বশতঃ হইয়াছে। বিনোদন করিবার জন্য খেলিতে শুইতে বসিতে বা খাইতে, অর্থাৎ সঙ্গবশতঃ তোমার যে কিছু অপমান হইয়াছে তাহা ক্ষমা করিবার জন্য তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি। ৪১—৪২

স্থাবর জঙ্গম জগতের তুমি পিতা। তুমি তাহার পূজ্য ও শ্রেষ্ঠ। তোমার সমান কেহ নাই। তবে আর তোমা অপেক্ষা অধিক কোথা হইতে হইবে। ত্রিলোকে তোমার সামর্থ্যের জোড়া নাই। ৪৩

সেই হেতু সাষ্টাঙ্গ নমস্কার করিয়া, পূজ্য ঈশ্বর, তোমাকে

অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব ! রূপং
প্রসীদ দেবেশ ! জগন্নিবাস ! ॥ ৪৫

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত-
মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন
সহস্রবাহো ! ভব বিশ্বমূর্ত্তে ! ॥ ৪৬

অন্বয়। অদৃষ্টপূর্ব্বং রূপং দৃষ্ট্বা হৃষিতঃ অস্মি, ভয়েন মে মনঃ প্রব্যথিতং চ, হে দেব, মে তৎ রূপম্ এব দর্শয়, হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, প্রসীদ। ৪৫

তদেব—পূর্ব্বের।

অহং ত্বাং তথৈব কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তং দ্রষ্টুম্ ইচ্ছামি। হে সহস্রবাহো, বিশ্বমূর্ত্তে, তেনৈব চতুর্ভুজেন রূপেণ ভব। ৪৬

প্রসন্ন হওয়ার জন্য প্রার্থনা করিতেছি। হে দেব, যেমন পিতা পুত্রকে, সখা সখাকে সহ্য করে, তেমনি তুমি আমার প্রিয় বলিয়া আমার কল্যাণার্থে আমাকে সহ্য করার যোগ্য। ৪৪

অদৃষ্ট-পূর্ব্ব তোমার রূপ দেখিয়া আমার রোমাঞ্চ হইয়াছে, ভয়ে আমার মন ব্যাকুল হইয়াছে। অতএব হে দেব, তোমার পূর্ব্বের রূপ দেখাও। হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস! তুমি প্রসন্ন হও। ৪৫

পূর্ব্বের ন্যায় তোমার,—মুকুট-গদা-চক্রধারীর—দর্শন চাই। হে সহস্রবাহু, হে বিশ্বমূর্ত্তি, তোমার চতুর্ভুজ রূপ ধারণ কর। ৪৬

শ্রীভগবানুবাচ

ময়া প্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদং
রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং
যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্ ॥ ৪৭

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈ-
র্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
এবংরূপঃ শক্য অহং নৃলোকে
দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর ! ॥ ৪৮

অন্বয়। শ্রীভগবান্ উবাচ। হে অর্জ্জুন, প্রসন্নেন ময়া আত্মযোগাৎ তব ইদং পরং তেজোময়ং অনন্তং আদ্যং বিশ্বং রূপম্ দর্শিতম্ যৎ ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্। ৪৭

আত্মযোগাৎ—নিজের শক্তির দ্বারা।

হে কুরুপ্রবীর, ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈঃ ন দানৈঃ ন চ ক্রিয়াভিঃ ন উগ্রৈঃ তপোভিঃ এবংরূপঃ অহং নৃলোকে ত্বদন্যেন কেনাপি দ্রষ্টুং শক্যঃ। ৪৮

শ্রীভগবান্ বলিলেন—

হে অর্জ্জুন, তোমার উপর প্রসন্ন হইয়া তোমাকে আমি আমার শক্তি দ্বারা আমার তেজোময় বিশ্বব্যাপী, অনন্ত, পরম, আদিরূপ দেখাইয়াছি, উহা তুমি ছাড়া আর কেহ পূর্ব্বে দেখে নাই। ৪৭

হে কুরুপ্রবীর, বেদাভ্যাস, যজ্ঞ, অন্য শাস্ত্রের অধ্যয়ন, দান,

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো
দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্মমেদম্।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং
তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥ ৪৯

সঞ্জয় উবাচ

ইত্যর্জ্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা
স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং
ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা ॥ ৫০

অন্বয়। মম ঈদৃক্ ঘোরং ইদং রূপং দৃষ্ট্বা তে ব্যথা মা, মা চ বিমূঢ়ভাবঃ। ত্বং পুনঃ ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ মে ইদং তদেব রূপং প্রপশ্য। ৪৯

সঞ্জয় উবাচ। বাসুদেবঃ ইতি অর্জ্জুনং উক্ত্বা তথা স্বকং রূপং ভূয়ঃ দর্শয়ামাস, পুনশ্চ সৌম্যবপুঃ ভূত্বা মহাত্মা ভীতম্ এনম্ আশ্বাসয়ামাস। ৫০

ক্রিয়া ও উগ্রতপ দ্বারা, তোমা ব্যতীত অন্য কেহ আমার এই রূপ দেখিতে সমর্থ নহে। ৪৮

আমার এই বিকট রূপ দেখিয়া তুমি ভীত হইও না, মোহ-মূঢ় হইও না। ভয় ত্যাগ করিয়া শান্তচিত্ত হও ও আমার এই পরিচিত রূপ পুনরায় দেখ। ৪৯

সঞ্জয় বলিলেন—

বাসুদেব অর্জ্জুনকে এই প্রকার বলিয়া নিজের রূপ পুনরায়

অর্জ্জুন উবাচ

দৃষ্টে্বদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন !।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ ৫১

শ্রীভগবানুবাচ

সুদুর্দ্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৫২

অন্বয়। অর্জ্জুন উবাচ। হে জনার্দ্দন, তব ইদং সৌম্যং মানুষং রূপং দৃষ্ট্বা ইদানীং (অহং) সচেতাঃ সংবৃত্তঃ প্রকৃতিং গতঃ অস্মি। ৫১

শ্রীভগবান্ উবাচ। মম যৎ ইদং রূপং দৃষ্টবান্ অসি (তৎ) সুদুর্দ্দর্শম্। দেবাঃ অপি নিত্যম্ অস্য রূপস্য দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ। ৫২

দেখাইলেন। ও পুনরায় শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভয়-ভীত অর্জ্জুনকে সেই মহাত্মা আশ্বাস দিলেন। ৫০

অর্জ্জুন বলিলেন—

হে জনার্দ্দন, এই তোমার সৌম্য মনুষ্যরূপ দেখিয়া এক্ষণে আমি শান্ত হইলাম ও প্রকৃতিস্থ হইলাম। ৫১

শ্রীভগবান্ বলিলেন—

আমার যে রূপ তুমি দেখিলে তাহা দর্শন করা বহু দুর্লভ। দেবতারাও সেইরূপ দেখিতে আগ্রহান্বিত। ৫২

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥ ৫৩
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন!
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ! ॥ ৫৪
মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব! ॥ ৫৫

অন্বয়। (ত্বং) মাং যথা দৃষ্টবান্ অসি এবংবিধঃ অহং ন বেদৈঃ ন তপসা ন দানেন ন চ ইজ্যয়া দ্রষ্টুং শক্যঃ। ৫৩

হে অর্জ্জুন, হে পরন্তপ, এবংবিধঃ অহং জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং তত্ত্বেন চ প্রবেষ্টুং অনন্যয়া ভক্ত্যা (এব) তু শক্যঃ। ৫৪

হে পাণ্ডব, যঃ মৎকর্ম্মকৃৎ মৎপরমঃ মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু (চ) নির্ব্বৈরঃ স মাম্ এতি। ৫৫

আমাকে তুমি যেমন দর্শন করিলে বেদ, তপস্যা, দান ও যজ্ঞ দ্বারা ঐ রূপ দর্শন হইতে পারে না। ৫৩

কিন্তু হে অর্জ্জুন, হে পরন্তপ, আমার সম্বন্ধে এমন জ্ঞান, এই রকম আমাকে দর্শন ও আমাতে বাস্তবিক প্রবেশ কেবল অনন্য-ভক্তি দ্বারাই সম্ভব হয়। ৫৪

হে পাণ্ডব, যে, সমস্ত কর্ম্ম আমাকে সমর্পণ করে, আমাতে

পরায়ণ থাকে, আমার ভক্ত হয়, আসক্তি ত্যাগ করে ও প্রাণিমাত্র সম্বন্ধেই দ্বেষ-রহিত হইয়া থাকে সেই আমাকে পায়। ৫৫

ওঁ তৎসৎ

এই প্রকারে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতারূপী উপনিষদে অর্থাৎ ব্রহ্ম-বিদ্যান্তর্গত যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে বিশ্বরূপদর্শন যোগ নামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

একাদশ অধ্যায়ের ভাবার্থ

সপ্তম অষ্টম নবম দশম অধ্যায় পরম্পরায় ভগবান্ সৃষ্টি-তত্ত্ব ও জীবের সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ, ঈশ্বরপ্রাপ্তির উপায় ও ভক্তির কথা নানা ভাবে বলিয়াছেন। দশমে নিজ বিভূতির বর্ণনা অর্জ্জুনের নিকট করিয়াছেন। অতঃপর অর্জ্জুনের সেই বিভূতিময় বিশ্বরূপ দর্শনের আকাঙ্ক্ষা একাদশ অধ্যায়ে মিটাইতেছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকটী অধ্যায়েও ভগবান্ অনন্যভক্তি দ্বারা ঈশ্বর যে লভ্য তাহা বলিয়াছেন—

যথা—

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ॥

৭ম অঃ, ২৮ শ্লোক

তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্॥

৮ম অঃ, ৭ শ্লোক

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ! নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥

৮ম অঃ, ১৪ শ্লোক

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥

৯ম অঃ, ২২ শ্লোক

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয়! তৎ কুরুষ মদর্পণম্ ॥

৯ম অঃ, ২৭ শ্লোক

অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥

৯ম অঃ, ৩৩, ৩৪ শ্লোক

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥

১০ম অঃ, ১০, ১১ শ্লোক

একাদশ অধ্যায়েও অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়া শেষ দুই শ্লোকে তেমনি অনন্যভক্তির আশ্রয় লওয়ার জন্যই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন!
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ! ॥
মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব! ॥

১১ অঃ, ৫৪, ৫৫ শ্লোক

অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ দেখিবার ইচ্ছা

১—৪

অর্জ্জুন বলিলেন যে, ভগবান্ তাহাকে যে অধ্যাত্ম জ্ঞান দিলেন তাহাতে তাহার মোহ দূর হইয়াছে। প্রাণীদিগের সৃষ্টি ও লয় ও ঈশ্বরের মাহাত্ম্যও অর্জ্জুন শুনিয়াছেন। এক্ষণে ঈশ্বরের পুরুষোত্তম রূপ দেখিবার ইচ্ছা হইয়াছে। যদি ভগবান্ অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপে দেখিতে সমর্থ মনে করেন তবে যেন ঈশ্বর সেই রূপ দেখান। ১ ২ ৩ ৪

ভগবানের দেখা দিতে সম্মতি

৫—৮

অতঃপর ভগবান্ বলিতেছেন—হে অর্জ্জুন, আমার অসংখ্য রূপ দেখ। আমার ভিতরে আদিত্যাদিকে ত দেখিবেই তাহা ভিন্ন অনেক অদৃষ্ট-পূর্ব্ব বস্তুও দেখিবে। আমার এই দেহের মধ্যে সমস্ত জগৎ দেখ। তোমার নিজের চক্ষুতে এই রূপ দেখা সম্ভব নয় বলিয়া তোমাকে দিব্য দৃষ্টি দিতেছি, তুমি দেখ। ৫ ৬ ৭ ৮

অর্জ্জুন-দৃষ্ট রূপ

৯—১৪

ঈশ্বর নিজের রূপ দেখাইলে অর্জ্জুন তাঁহার দিব্য মাল্য-গন্ধ-অনুলেপন-যুক্ত অনন্ত সর্ব্বব্যাপী মূর্ত্তি দেখিলেন। ৯ ১০ ১১

সে মূর্ত্তি সহস্র সূর্য্যপ্রভায় উজ্জ্বল এবং সেই দেহের ১২
মধ্যে সকল জগৎ দেখা যাইতেছিল। অর্জ্জুন বিস্ময়াবিষ্ট ১৩
হইয়া ঈশ্বরের স্তুতি করিতে লাগিলেন। ১৪

অর্জ্জুনের স্তুতি

১৫—৩১

হে দেব, তোমার মধ্যে ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত
জীবকেই দেখিতে পাইতেছি। তোমার এই বপুর আদি মধ্য ১৫
ও অন্ত নাই। তোমার অসংখ্য বাহু উদর মুখ ও নেত্র-যুক্ত ১৬
অনন্ত রূপ দেখিতেছি। ঐ দেহেই তোমার গদা-চক্র-মুকুট-
ধারী রূপ সূর্য্যের ন্যায় আলোকে উজ্জ্বল দেখিতেছি। ১৭
এই রূপ দেখিয়া তোমায় জগতের অন্তিম আধার, ধর্ম্মের
রক্ষক, সনাতন অক্ষর পুরুষ বলিয়া বুঝিতেছি। ১৮

তোমার শক্তি অনন্ত। কোথায় তোমার আরম্ভ আর
কোথায়ই বা তোমার মধ্য ও অন্ত। চন্দ্র সূর্য্য যেন তোমার ১৯
চক্ষু, তুমি নিজের তাপে এই জগৎকে তাপিত করিতেছ।
তুমি দিক্‌সকল পূর্ণ করিয়া রহিয়াছ এবং তোমার প্রভাবে ২০
ত্রিলোক কম্পমান। তোমার মধ্যে দেবতারা প্রবেশ করি-
তেছে। আবার মহর্ষিরা যুক্ত-করে তোমার স্তুতি করিতেছে। ২১
গন্ধর্ব্ব যক্ষাদি রুদ্রাদিত্যাদি তোমার মধ্যে থাকিয়াও ২২
তোমাকেই বিস্মিত হইয়া দেখিতেছে। তোমার ঐ বিশ্বময় ২৩

বিরাট বহুবাহুদর রূপ দেখিয়া আমারই মত বিশ্বলোক ব্যাকুল হইয়াছে। গগনস্পর্শী, ব্যাদিতমুখ, বিশালনেত্র ২৪ তোমায় দেখিয়া আমার ধৈর্য্য ও শান্তির বিচ্যুতি হইতেছে। আবার দেখিতেছি, তোমার কালানল-সন্নিভ বিশাল মুখ ও দশন। আমার শান্তি নষ্ট হইল, আমার দিক্‌ভুল হইতেছে। ২৫ হে দেবেশ তুমি প্রসন্ন হও। আমি দেখিতেছি তোমার ঐ মুখ-গহ্বরে সসৈন্য দুর্য্যোধন এবং আমাদের পক্ষীয় যোদ্ধৃবর্গ ২৬ প্রবেশ করিতেছে। কেহ বা প্রবেশ কালে চূর্ণিত-মস্তক ২৭ হইয়া দাঁতের মধ্যে লগ্ন হইয়া রহিয়াছে। নদী যেমন বেগে ২৮ সমুদ্রে ধাবিত হয়, তেমনি বেগে ইহারা সকলে তোমার প্রজ্বলিত মুখে প্রবেশ করিতেছে। জ্বলন্ত প্রদীপে যেমন ২৯ পতঙ্গ প্রবেশ করে, উহারা তেমনি তোমার মুখমধ্যে প্রবেশ করিতেছে।

প্রজ্বলিত অগ্নিমুখ লইয়া যেন তুমি সমস্ত লোক গ্রাস ৩০ করিয়া ফেলিতেছ। তোমার প্রভায় সকল জগৎ তেজঃপূর্ণ ও তপ্ত। তোমার অভিপ্রায় কি জানি না। কিন্তু কে তুমি ৩১ এই উগ্ররূপে অবস্থিত? তুমি প্রসন্ন হও, ও তোমার আদি কারণ কে তাহাই আমাকে বল।

বিশ্বগ্রাসীরূপে ভগবান্

৩২—৩৪

ভগবান্ 'কাল' হইয়া বিশ্বগ্রাসী রূপে দেখা দিয়াছেন। ভগবান্ বলিতেছেন যে, তিনি লোকক্ষয়কারী কাল। লোক- ৩২ ক্ষয় করিবার জন্য এইরূপে তিনি দেখা দিয়াছেন। সমবেত যোদ্ধাগণের মধ্যে সকলেই কাল-দ্বারা গ্রসিত হইব। হে অর্জ্জুন, তুমি এক্ষণে যুদ্ধ কর, জয়ী হও ও পৃথিবী ভোগ ৩৩ কর। ভীষ্ম কর্ণ দ্রোণাদি সমবেত সকল যোদ্ধাই মৃত ৩৪ হইয়াছে জানিও—আমিই মারিয়াছি। তুমি কেবল নিমিত্ত-মাত্র হও।

অর্জ্জুনের স্তুতি ও স্বরূপ গ্রহণ করার অনুনয়

৩৫—৪৬

কেশবের বাক্য শুনিয়া অর্জ্জুন যুক্তকরে গদ্‌গদকণ্ঠে ৩৫ ভীত হইয়া বলিলেন—তোমার কীর্ত্তনে জগতের আনন্দ। আর যাহারা দুষ্কৃতকারী তাহারা ভয়ে পলায়ন করে। তুমিই সর্ব্বোত্তম, তোমাকে সকলেই নমস্কার করে। তুমি ৩৬ অক্ষর, তুমি সৎ বস্তু ও তুমিই অসৎ বস্তু এবং তাহার অতীত যদি কিছু থাকে তবে তুমি তাহাই। তুমি আদি দেব, ৩৭ তুমি পুরাণপুরুষ, তুমিই বিশ্বের আশ্রয়, তুমি অনন্তরূপে ৩৮ জগতে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছ। তুমিই বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, ৩৯

চন্দ্র, প্রজাপতি প্রপিতামহ। তোমাকে বার বার নমস্কার।
তোমায় নমস্কার, সম্মুখে পশ্চাতে সকল দিকে তোমায় ৪০
নমস্কার। তুমি সর্ব্বেশ্বর ও সকল ধারণ করিয়া আছ। তুমি
আমায় ক্ষমা কর, না জানিয়া তোমায়—হে কৃষ্ণ, হে যাদব, ৪১
হে সখা বলিয়া ডাকিয়াছি ও তদনুরূপ ব্যবহার করিয়াছি, ৪২
সে অজ্ঞতাজাত অপরাধ ক্ষমা কর। তুমি সকল জগতের ৪৩
পিতা, তোমায় অষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া নিবেদন করি, ৪৪
আমার অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমাকে সহ্য কর।

অদৃষ্ট-পূর্ব্ব তোমার রূপ দেখিয়া ভয়ে আমার মন ব্যথিত ৪৫
হইয়া উঠিয়াছে, এক্ষণে তোমার এই বিশ্বরূপ সংবৃত করিয়া ৪৬
তোমার গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তিতে দেখা দাও।

শ্রীভগবান্ বলিলেন, কেবল ভক্তিদ্বারাই তাঁহার দর্শন লাভ করা যায়, আর কোনও ক্রমেই যায় না

৪৭—৫৫

ভগবান্ বলিলেন—তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াই আত্ম- ৪৭
যোগে আমার তেজোময় বিশ্বব্যাপী আদিরূপ তোমাকে
দেখাইয়াছি। যতই উগ্র তপস্যা করুক না কেন, যজ্ঞ দান
বা শাস্ত্রাধ্যয়ন করুক না কেন, এই রূপে কেহ আমাকে ৪৮

পায় না। তোমার এক্ষণে ভয় দূর হউক, শান্ত হইয়া আমার ৪৯
পরিচিত রূপ দেখ। ভগবান্ অতঃপর নিজের পরিচিত
মূর্ত্তি দেখাইলেন ও পুনরায় শান্ত রূপ গ্রহণ করিয়া ৫০
আশ্বাস দিলেন। অর্জ্জুন তাহাতে শান্ত ও প্রকৃতিস্থ ৫১
হইলেন। ভগবান্ বলিলেন—তাঁহার এই রূপ দেবতাদেরও ৫২
দেখা ঘটে না। আর বেদ তপস্যা দান ও যজ্ঞ দ্বারাও উহা ৫৩
দেখা যায় না। হে অর্জ্জুন, কেবল মাত্র অনন্য-ভক্তিদ্বারাই
আমাকে এই ভাবে জানা যায় ও এই ভাবে দর্শন করা ৫৪
যায়। যে ব্যক্তি সমস্ত কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ করে, আমাতে
নির্ভর রাখে ও আমার ভক্ত হয়, আসক্তি ও দ্বেষ ত্যাগ ৫৫
করে সেই আমাকে পায়।

দ্বাদশ অধ্যায়

ভক্তিযোগ

পুরুষোত্তমের দর্শন অনন্যভক্তি হইতেই হয়; ইহা ভগবান্ বলার পর ভক্তির স্বরূপ ত সাম্‌নে আসাই চাই। এই দ্বাদশ অধ্যায় সকলের কণ্ঠস্থ করিয়া রাখা চাই। ইহা খুব ছোট অধ্যায়ের অন্যতম। ইহাতে বর্ণিত ভক্তের লক্ষণ নিত্য মনন করার যোগ্য।

অর্জ্জুন উবাচ

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ॥ ১

অন্বয়। অর্জ্জুন উবাচ। এবং যে ভক্তাঃ সততযুক্তাঃ ত্বাং পর্য্যুপাসতে যে চ অপি অক্ষরং অব্যক্তং (পর্য্যুপাসতে) তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ? ১

অর্জ্জুন বলিলেন—

এই প্রকারে যে ভক্ত তোমার নিরন্তর ধ্যান-ধারণ করতঃ তোমার উপাসনা করে ও যাহারা তোমার অবিনাশী অব্যক্ত স্বরূপের ধ্যান করে তাহাদের মধ্যে কোন্ যোগী শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য? ১

শ্রীভগবানুবাচ

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥ ২

যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥ ৩

সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্রসমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ৪

অন্বয়। শ্রীভগবান্ উবাচ। যে নিত্যযুক্তাঃ ময়ি মনঃ আবেশ্য পরয়া শ্রদ্ধয়া উপেতাঃ মাং উপাসতে তে যুক্ততমাঃ মে মতাঃ। ২

ইন্দ্রিয়গ্রামং সংনিয়ম্য সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ ধ্রুবং অচলং কূটস্থং অচিন্ত্যং সর্ব্বত্রগং অব্যক্তং অনির্দ্দেশ্যম্ অক্ষরং যে পর্য্যুপাসতে তে সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ তু মাম্ এব প্রাপ্নুবন্তি। ৩—৪

শ্রীভগবান্ বলিলেন—

নিত্য ধ্যান করতঃ আমাতে মন নিবিষ্ট করিয়া যে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আমাকে উপাসনা করে তাহাকে আমি শ্রেষ্ঠ যোগী বলিয়া গণ্য করি। ২

সকল ইন্দ্রিয় বশে রাখিয়া, সর্ব্বত্র সমত্ব পালন করিয়া যাহারা দৃঢ়, অচল, ধীর, অচিন্ত্য, সর্ব্বব্যাপী, অব্যক্ত, অবর্ণনীয়, অবিনাশী স্বরূপের উপাসনা করে তাহারা সকল প্রাণীর হিতে নিবিষ্ট হইয়া আমাকেই পায়। ৩—৪

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্ ।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥ ৫

অন্বয়। তেষাম্ অব্যক্তাসক্তচেতসাং ক্লেশঃ অধিকতরঃ, হি অব্যক্তা গতিঃ দেহবদ্ভিঃ দুঃখং অবাপ্যতে। ৫

যাহাদের চিত্ত অব্যক্তে আসক্ত তাহাদের কষ্ট অধিক। অব্যক্তগতি দেহধারী কষ্ট দ্বারাই পাইয়া থাকে। ৫

টিপ্পনী—দেহধারী মনুষ্য অমূর্ত্ত স্বরূপের মাত্র কল্পনাই করিতে পারে, কিন্তু তাহার নিকট অমূর্ত্ত স্বরূপের জন্য একটিও নিশ্চয়াত্মক শব্দ নাই। সেইজন্য তাহাকে নিষেধাত্মক 'নেতি' শব্দদ্বারাই সন্তোষ পাইতে হয়। এই হেতু মূর্ত্তি-পূজা-নিষেধকারীও সূক্ষ্ম রীতিতে দেখিলে মূর্ত্তি-পূজকই বটে। পুস্তকের পূজা করা, মন্দিরে যাইয়া পূজা করা, একই দিকে মুখ রাখিয়া পূজা করা, এ সকল সাকার পূজার লক্ষণ। তথাপি সাকারের পরপারে নিরাকার অচিন্ত্যস্বরূপ আছেন, এইরূপ সকলে বুঝিতে পারিলে তবে ছুটি। ভক্তির পরাকাষ্ঠা এই যে, ভক্ত ভগবানে বিলীন হইয়া যায় ও অন্তে এক অদ্বিতীয় অরূপ ভগবান্‌ই থাকেন। সাকার দ্বারা এই স্থিতিতে সহজে পৌছানো যায়। সেইজন্য নিরাকারে একেবারে সিধা পহুঁছিবার মার্গ কষ্টসাধ্য বলা হইয়াছে।

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ ৬
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ! ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥ ৭
ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় ।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥ ৮

অন্বয় । যে তু, হে পার্থ, মৎপরাঃ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য অনন্যেন এব যোগেন মাং ধ্যায়ন্তঃ উপাসতে ময়ি আবেশিতচেতসাং তেষাং অহং মৃত্যুসংসার-সাগরাৎ ন চিরাৎ সমুদ্ধর্ত্তা ভবামি। ৬—৭

ময়ি এব মনঃ আধৎস্ব, ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়, অতঃ ঊর্দ্ধং ময়ি এব নিবসিষ্যসি সংশয়ঃ ন । ৮

আধৎস্ব—যুক্ত কর । অতঃ ঊর্দ্ধং—এই জন্মের পর ।

কিন্তু হে পার্থ, যাহারা আমাতে পরায়ণ থাকিয়া, সকল কর্ম্ম আমাকে সমর্পণ করিয়া একনিষ্ঠার সহিত আমার ধ্যান করিয়া [আমাকে] উপাসনা করে ও আমাতে যাহাদের চিত্ত গ্রথিত, তাহাদিগকে মৃত্যুরূপী সংসার সাগর হইতে আমি অচিরে ত্রাণ করি । ৬—৭

তোমার মন আমাতে যুক্ত কর, তোমার বুদ্ধি আমাতে রাখো, তাহা হইলে ইহার (এই জন্মের) পর নিঃসংশয়ে আমাকে পাইবে । ৮

অথ চিত্তং সমধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্ ।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ! ॥ ৯
অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব ।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥ ১০

অন্বয়। হে ধনঞ্জয়, অথ ময়ি চিত্তং স্থিরং সমাধাতুং ন শক্নোষি, ততঃ অভ্যাসযোগেন মাম্ আপ্তুম্ ইচ্ছ। ৯

অভ্যাসে অপি অসমর্থঃ অসি মৎকর্ম্মপরমঃ ভব, মদর্থম্ কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ অপি সিদ্ধিম্ অবাপ্স্যসি। ১০

যদি তুমি আমাতে তোমার মন স্থির করিতে অসমর্থ হও, তবে হে ধনঞ্জয়, অভ্যাস-যোগদ্বারা আমাকে পাওয়ার ইচ্ছা রাখ। ৯

যদি অভ্যাস রাখিতেও তুমি অসমর্থ হও, তবে কর্ম্মমাত্র আমাকে অর্পণ কর। এবং এই রকমে আমার নিমিত্ত কর্ম্ম করিতে করিতেই তুমি মোক্ষ পাইবে। ১০

টিপ্পনী—অভ্যাস অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি-নিরোধের সাধনা, জ্ঞান অর্থাৎ শ্রবণ মননাদি, ধ্যান অর্থাৎ উপাসনা। ইহাতে পরিণামে যদি কর্ম্মফল ত্যাগ দেখা না দেয়, তবে অভ্যাস অভ্যাসই নহে, জ্ঞান জ্ঞানই নহে ও ধ্যান ধ্যানই নহে।

অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্॥ ১১
শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্‌ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্॥ ১২
অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥ ১৩
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১৪

অন্বয়। অথ এতদ্ অপি কর্ত্তুম্ অশক্তঃ অসি ততঃ মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ যতাত্মবান্ সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং কুরু। ১১

অভ্যাসাৎ জ্ঞানং শ্রেয়ঃ, জ্ঞানাৎ ধ্যানং বিশিষ্যতে, ধ্যানং কর্ম্মফলত্যাগঃ, ত্যাগাৎ অনন্তরং শান্তিঃ। ১২

যঃ সর্ব্বভূতানাম্ অদ্বেষ্টা, মৈত্রঃ করুণঃ এব চ নির্ম্মমঃ নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ, ক্ষমী, সততং সন্তুষ্টঃ, যোগী, যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ ময়ি অর্পিতমনোবুদ্ধিঃ স মদ্‌ভক্তঃ মে প্রিয়ঃ। ১৩—১৪

যদি আমার নিমিত্ত কর্ম্ম করিবার মত শক্তিও তোমার না হয়, তবে যত্নপূর্ব্বক সব কর্ম্মের ফল ত্যাগ কর। ১১

অভ্যাসমার্গ হইতে জ্ঞানমার্গ শ্রেয়স্কর, জ্ঞানমার্গ অপেক্ষা ধ্যানমার্গ বিশিষ্ট। ধ্যানমার্গ হইতে কর্ম্মফল ত্যাগ শ্রেয়। যেহেতু এই ত্যাগের অন্তে শীঘ্রই শান্তি হয়। ১২

যে ব্যক্তি প্রাণিমাত্রের প্রতি দ্বেষ-রহিত, সকলের মিত্র,

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্ম্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥ ১৫

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১৬

অন্বয়। লোকাঃ যস্মাৎ ন উদ্বিজতে, যঃ চ লোকাৎ ন উদ্বিজতে, যশ্চ হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈঃ মুক্তঃ স চ মে প্রিয়ঃ। ১৫

যঃ অনপেক্ষঃ শুচিঃ দক্ষঃ উদাসীনঃ গতব্যথঃ সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী চ স মদ্ভক্তঃ, মে প্রিয়ঃ। ১৬

দয়াবান্, মমতা-রহিত, অহঙ্কার-রহিত, সুখ দুঃখে সমান, ক্ষমাবান্, সর্ব্বদা সন্তুষ্ট, যোগযুক্ত, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহী, দৃঢ়নিশ্চয় ও যে আমাতে মন ও বুদ্ধি অর্পণ করিয়াছে—এই প্রকার আমার ভক্ত আমার প্রিয়। ১৩—১৪

যাহার দ্বারা লোক উদ্বেগ পায় না, যে লোক দ্বারা উদ্বেজিত হয় না, যে হর্ষ, ক্রোধ, ঈর্ষা, ভয়, উদ্বেগ হইতে মুক্ত সে আমার প্রিয়। ১৫

যে ইচ্ছা-রহিত, পবিত্র, দক্ষ (সাবধান), উদাসীন, চিন্তা-রহিত, যে সঙ্কল্প মাত্র ত্যাগ করিয়াছে সে আমার ভক্ত, সে আমার প্রিয় ১৬

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৮

তুল্যনিন্দাস্তুতির্ম্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥ ১৯

অন্বয়। যঃ ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি, যঃ শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ স মে প্রিয়ঃ। ১৭

শত্রৌ চ মিত্রে চ, তথা মানাপমানয়োঃ শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ, সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ তুল্যনিন্দাস্তুতিঃ মৌনী, যেন কেনচিৎ সন্তুষ্টঃ অনিকেতঃ স্থিরমতিঃ ভক্তিমান্ নরঃ মে প্রিয়। ১৮—১৯

যে হর্ষ অনুভব করে না, দ্বেষ করে না, যে চিন্তা করে না, আশা রাখে না, যে শুভাশুভ ত্যাগ করিয়াছে, সেই ভক্তি-পরায়ণ আমার প্রিয়। ১৭

শত্রু-মিত্র, মান-অপমান, শীতোষ্ণ, সুখ-দুঃখ এই সকলের সম্বন্ধেই যে সমতাবান্, যে আসক্তি ছাড়িয়াছে, যে নিন্দা ও স্তুতিতে সমান থাকে, যে মৌন ধারণ করে, যাহা পাওয়া যায় তাহাতেই যাহার সন্তোষ, যাহার নিজের কোনও স্থান নাই, স্থির-চিত্ত—এই রকম মুনি-ভক্ত আমার প্রিয়। ১৮—১৯

যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ॥ ২০

অন্বয়। ইদং যথোক্তং ধর্ম্মামৃতং যে তু মৎপরমাঃ ভক্তাঃ শ্রদ্দধানাঃ পর্য্যুপাসতে, তে অতীব মে প্রিয়াঃ। ২০

এই পবিত্র অমৃতরূপ জ্ঞানের যে আমাতে পরায়ণ থাকিয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সেবা করে সে আমার অতিশয় প্রিয়। ২০

ওঁ তৎসৎ

এই প্রকারে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতারূপী উপনিষদে অর্থাৎ ব্রহ্ম-বিদ্যান্তর্গত যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে ভক্তিযোগ নামক দ্বাদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ হইল।

দ্বাদশ অধ্যায়ের ভাবার্থ

একাদশ অধ্যায়ের শেষ হইয়াছে অনন্য-ভক্তির স্তুতিতে। যে ব্যক্তি অনন্য-ভক্তির আশ্রয় লয় সেই ঈশ্বর দর্শন করিতে পারে। সে ভক্তি কি প্রকার হওয়া চাই, অনন্য-ভক্তি কাহাকে বলে, তাহাও একাদশের শেষ শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে। যে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে কর্ম্ম করে, ঈশ্বরকেই পরম আশ্রয় জানে, ঈশ্বরে ভক্তি রাখে ও আসক্তি ত্যাগ করে, যে সর্ব্ব প্রাণীতে বৈর-বোধশূন্য সেই ভক্ত ঈশ্বরকে পায়। এই চিন্তার প্রবাহ অবলম্বন করিয়া অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, অনন্য-ভক্তির আশ্রয় গ্রহণকারী ও অব্যক্তের উপাসক—এই দুইএর মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ যোগী, কে অধিকতর যোগে যুক্ত? ১

অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ বলিলেন—যাহারা ভক্তিভাবে তাঁহার উপাসনা করে তাহারাই শ্রেষ্ঠ যোগী, ২ আর যাহারা অব্যক্তের উপাসনা করে তাহারাও তাঁহাকেই ৩ পায়। কিন্তু অব্যক্তের উপাসনা দ্বারা ঈশ্বর-লাভ দুরূহ। ৪ তদনন্তর ভক্তকে কি ভাবে অনন্য-ভক্তির অনুসরণ করিতে ৫ হইবে তাহাই বলিতেছেন। ৬

ভক্তির পথ

৭—১২

যাহারা সমস্ত কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ করে, ঈশ্বরের ৭ সহিত সর্ব্বদা যোগযুক্ত থাকে তাহারাই মৃত্যুময় সংসার হইতে অচিরে উদ্ধার পায়। সেইহেতু **জ্ঞান-সহকারে** ঈশ্বরে প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই, ঈশ্বরেই মন যুক্ত ৮ করিয়া, বুদ্ধি নিবদ্ধ করিয়া থাকা চাই। এই অবস্থার অধিকারী যে নহে, সে ঈশ্বরলাভের জন্য চিত্ত-বৃত্তি ৯ নিরোধ **অভ্যাস** করিতে পারে। কিন্তু এই প্রকার অভ্যাসও যাহার শক্তির বা অধিকারের বহির্ভূত সে সমস্ত ১০ কর্ম্ম ঈশ্বরকে অর্পণ করিতেছে—এই ভাবে অগ্রসর হইবে, কর্ম্মমাত্রই ঈশ্বরকে অর্পণ করিবে। ইহাও সাধনার বিষয়। ইহাই **ধ্যানময়** উপাসনা, এই অবস্থাতেও যাহার প্রবেশ- ১১ অধিকার হয় নাই, যাহার ঈশ্বরে সমস্ত কর্ম্ম অর্পণ করার শক্তি নাই তাহার জন্য পথ রহিয়াছে **কর্ম্মফল ত্যাগের**।

জ্ঞানে ঈশ্বরে প্রতিষ্ঠিত হওয়া একেবারে শ্রেষ্ঠ অবস্থা। ১২ চিত্ত-বৃত্তি-নিরোধ-**অভ্যাস** অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ। কিন্তু জ্ঞান বা অভ্যাস এ উভয় অপেক্ষা **ধ্যানমার্গ** অথবা ঈশ্বরকে কর্ম্ম অর্পণের প্রথায় উপাসনা সহজ। তাহা অপেক্ষাও সহজ **কর্ম্মফল ত্যাগ করা**। এই কর্ম্মফল

ত্যাগ হইতেই ক্রমে ক্রমে শান্তি উপস্থিত হয়। পরা শান্তি মোক্ষের অপর নাম।

ভক্তের লক্ষণ

১৩—২০

যে পূর্ণভাবে বৈরত্যাগ করিয়াছে, যে সকলের মিত্র, যাহার সকলের প্রতি দয়া আছে, অথচ মমতা নাই, সুখ-দুঃখে সমতা বোধ যাহার হইয়াছে, যে সকলকেই ক্ষমা করিতে পারে, সন্তোষ যাহার মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন রহিয়াছে, ঈশ্বরের সহিত যোগে যে যুক্ত, ইন্দ্রিয় যার নিগৃহীত, যে দৃঢ়নিশ্চয়, যে মন ও বুদ্ধি ঈশ্বরে অর্পণ করিয়াছে, যাহার মানসিক ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও যাহার কর্ম্মপ্রেরক বুদ্ধি সর্ব্বশঃই ঈশ্বরে অর্পিত, সেই ঈশ্বরের প্রিয় ভক্ত। ১৩ ১৪

যে লোককে উদ্বেগ দেয় না এবং কাহারও দ্বারা উদ্বেগ পায় না, যে হর্ষ ও ক্রোধ, ঈর্ষা ও ভয় ত্যাগ করিয়াছে, যে ইচ্ছামাত্রই ত্যাগ করিয়াছে, অর্থাৎ ঈশ্বরেচ্ছা বলিয়া যাহা বুঝিতে পারে তদতিরিক্ত অন্য কিছুর প্রাপ্তিতে যাহার ইচ্ছা নাই, যে পবিত্রতা রক্ষা করে ও সাবধানতা রাখে, যে উদাসীন, নিশ্চিন্ত ও সঙ্কল্পপূর্ব্বক স্বার্থসূচক কর্ম্মমাত্র ত্যাগ করিয়াছে, যাহার না আছে ঈশ্বরব্যতীত অন্য চিন্তা এবং যাহার না আছে ঈশ্বরব্যতীত অন্য কিছুতে ১৫ ১৬ ১৭

আশা, যে সমবুদ্ধির একান্ত আশ্রিত, সুখ-দুঃখ, স্তুতি- ১৮
নিন্দা, মান-অপমানের জুড়িতে যাহার সমভাব স্থির
থাকে, যাহার নিজের বলিয়া কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই, ১৯
যাহার অন্তরেন্দ্রিয় ঈশ্বরে স্থির, সেই ঈশ্বরের প্রিয় ভক্ত।

যে ব্যক্তি এই অমৃতময় জ্ঞান শ্রদ্ধার সহিত সেবা করে,
শ্রদ্ধাপূর্ব্বক এই আদর্শ অনুযায়ী আচরণ করে সেই ঈশ্বরের ২০
পরম প্রিয়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগ যোগ

এই অধ্যায়ে শরীর ও শরীরীর ভেদ দেখানো হইয়াছে।

শ্রীভগবানুবাচ

ইদং শরীরং কৌন্তেয়! ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ ॥ ১
ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত!।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্ জ্ঞানং মতং মম ॥ ২

অন্বয়। শ্রীভগবান্ উবাচ। হে কৌন্তেয়, ইদং শরীরং ক্ষেত্রং ইতি অভিধীয়তে; এতদ্ যঃ বেত্তি তং তদ্বিদঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি প্রাহুঃ। ১

হে ভারত, সর্ব্বক্ষেত্রেষু অপি মাং চ ক্ষেত্রজ্ঞম্ বিদ্ধি। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ যৎ জ্ঞানং তৎ জ্ঞানং (ইতি) মম মতম্। ২

শ্রীভগবান্ বলিলেন—

হে কৌন্তেয়, এই শরীরকে ক্ষেত্র বলে ও ইহা যে জানে তাহাকে তত্ত্বজ্ঞানীরা ক্ষেত্রজ্ঞ বলে ১

হে ভারত, সকল ক্ষেত্রে—শরীরে—স্থিত আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিও। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের ভেদের জ্ঞানই জ্ঞান—ইহাই আমার মত। ২

তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্ বিকারি যতশ্চ যৎ।
স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু ॥ ৩
ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ ॥ ৪
মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥ ৫
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥ ৬

অন্বয়। তৎ ক্ষেত্রং যৎ চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ (তথা) স চ যঃ যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু। ৩

বিবিধৈঃ ছন্দোভিঃ পৃথক্, তথা হেতুমদ্ভিঃ বিনিশ্চিতৈঃ ব্রহ্মসূত্রপদৈঃ ঋষিভিঃ বহুধা গীতম্। ৪

মহাভূতানি অহঙ্কারঃ, বুদ্ধিঃ, অব্যক্তং চ এব, দশ একং চ ইন্দ্রিয়াণি, ইন্দ্রিয়-গোচরাঃ চ পঞ্চ, ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতঃ চেতনা ধৃতিঃ এতৎ সবিকারং ক্ষেত্রং সমাসেন উদাহৃতম্। ৫—৬

এই ক্ষেত্র কি, কেমন, কি রকম বিকারযুক্ত, কোথা হইতে হইয়াছে ও ক্ষেত্রজ্ঞ কে, তাহার শক্তি কি ইহা আমার নিকট হইতে সংক্ষেপে শোন। ৩

বিবিধ ছন্দে, বিভিন্ন রীতিতে, যুক্তিদ্বারা নিশ্চয়াত্মক ব্রহ্ম-সূচক বাক্যে ঋষিগণ এই বিষয়ে অনেক গান করিয়াছেন ৪

মহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, প্রকৃতি, দশ ইন্দ্রিয়, এক মন, পাঁচ

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্ ।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥ ৭
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥ ৮
অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু ।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥ ৯
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী ।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি ॥ ১০
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্ ।
এতজ্ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা ॥ ১১

অন্বয় । অমানিত্বম্, অদম্ভিত্বম্, অহিংসা, ক্ষান্তিঃ, আর্জ্জবম্, আচার্য্যোপাসনং, শৌচং, স্থৈর্য্যম্, আত্মবিনিগ্রহঃ, ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যম্, অনহঙ্কারঃ এব চ, জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখ-দোষানুদর্শনম্, পুত্রদারগৃহাদিষু অসক্তিঃ অনভিষ্বঙ্গঃ চ, ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু নিত্যং সমচিত্তত্বম্, ময়ি চ অনন্যযোগেন অব্যভিচারিণী ভক্তিঃ, বিবিক্তদেশসেবিত্বং জনসংসদি অরতিঃ, অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং, তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্, এতৎ জ্ঞানম্ ইতি প্রোক্তম্ ; যৎ অতঃ অন্যথা (তৎ) অজ্ঞানম্ । ৭—১১

বিষয়, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ-দুঃখ, সঙ্ঘাত, চেতনাশক্তি, ধৃতি—এগুলি বিকার-সহিত ক্ষেত্র, সংক্ষেপে বলিলাম । ৫—৬

টিপ্পনী—মহাভূত পাঁচটি—পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু এবং আকাশ । অহংকার অর্থাৎ শরীর সম্বন্ধে বিদ্যমান ‘অহং’এর ভাব ‘অহং’-পনা । অব্যক্ত অর্থাৎ অদৃশ্য মায়া, প্রকৃতি । দশ ইন্দ্রিয়ের

মধ্যে পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়—নাক, কান, চোখ, জিহ্বা, চর্ম্ম, তেমনি পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়, হাত, পা, মুখ ও দুই গুহ্যেন্দ্রিয়। পাঁচ গোচর মানে পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পাঁচ বিষয়, গন্ধ লওয়া, শোনা, দেখা, আস্বাদ করা, স্পর্শ করা। সঙ্ঘাত অর্থাৎ শরীরের তত্ত্বের একের সহিত অপরের সহকারিতা করার শক্তি, ধৃতি অর্থাৎ ধৈর্য্যরূপী সূক্ষ্মগুণ নয়, কিন্তু এই শরীরের পরমাণু সকলের একের সহিত অন্যের সংলগ্ন থাকার গুণ। এই গুণ অহং ভাবের জন্যই সম্ভব ও এই অহংভাব অব্যক্ত প্রকৃতিতে রহিয়াছে। এই অহংভাব মোহশূন্য ব্যক্তি জ্ঞানপূর্ব্বক ত্যাগ করেন। এই জন্য তিনি মৃত্যু সময়েও অন্য আঘাত হইতে দুঃখ পান না। জ্ঞানী, অজ্ঞানী সকলেরই ত অন্তে এই বিকারী ক্ষেত্রকে ত্যাগ করিয়া তবে ছুটি।

অমানিত্ব, অদম্ভিত্ব, অহিংসা, ক্ষমা, সরলতা, আচার্য্যের সেবা, শুদ্ধতা, স্থিরতা. আত্মসংযম, ইন্দ্রিয়ের বিষয় সম্বন্ধে বৈরাগ্য, অহঙ্কার-রহিত ভাব, জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, দুঃখ ও দোষের নিরন্তর বোধ, পুত্র স্ত্রী গৃহ ইত্যাদির মোহ ও মমতার অভাব, প্রিয় ও অপ্রিয় সম্বন্ধে নিত্য সমভাব, আমার প্রতি অনন্য ধ্যান পূর্ব্বক একনিষ্ঠ ভক্তি, একান্ত স্থলে বাস, জনসমূহের সহিত মিলিত হওয়ার অনিচ্ছা, আধ্যাত্মিক জ্ঞানের নিত্যতার বোধ, আত্মদর্শন—এই সকলকে জ্ঞান বলে। ইহার বিপরীত যাহা তাহা অজ্ঞান। ৭-৮-৯-১০-১১

জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে॥ ১২
সর্বতঃপাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্বতঃশ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥ ১৩
সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্।
অসক্তং সর্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ॥ ১৪

অন্বয়। যৎ জ্ঞাত্বা অমৃতম্ অশ্নুতে তৎ জ্ঞেয়ং যৎ (তৎ) প্রবক্ষ্যামি। অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম তৎ ন সৎ ন অসৎ উচ্যতে। ১২

তৎ সর্ব্বতঃপাণিপাদং সর্ব্বতঃ অক্ষিশিরোমুখং সর্ব্বতঃশ্রুতিমৎ, লোকে সর্ব্বম্ আবৃত্য তিষ্ঠতি। ১৩

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং, সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিতং, অসক্তং, সর্ব্বভৃৎ চ এব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ। ১৪

যাহাকে জানিলে মোক্ষ পাওয়া যায় সেই জ্ঞেয় কি তাহা তোমাকে বলিতেছি। তিনি অনাদি পরব্রহ্ম, তাঁহাকে সৎ বলা যায় না, অসৎ বলা যায় না। ১২

টিপ্পনী—পরমেশ্বরকে সৎ বা অসৎ বলা যায় না। কোনও এক শব্দ দ্বারা তাঁহার ব্যাখ্যা বা পরিচয় দেওয়া যায় না—এমনি সেই গুণাতীত স্বরূপ।

যেখানেই দেখ সেইখানেই তাঁহার হাত, পা, চোখ, মাথা, মুখ ও কান রহিয়াছে। সর্ব্বব্যাপ্ত হইয়া তিনি এইলোকে রহিয়াছেন। ১৩

সকল ইন্দ্রিয়ের গুণের আভাস তাঁহাতে আছে, তবুও সেই

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥ ১৫
অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্ত্তৃ চ তজ্ জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ ॥ ১৬

অন্বয়। (তৎ) ভূতানাং বহিঃ অন্তঃ চ, অচরং চরং চ এব, সূক্ষ্মত্বাৎ তৎ অবিজ্ঞেয়ং, তৎ দূরস্থং চ অন্তিকে চ। ১৫

ভূতেষু অবিভক্তং, চ বিভক্তমিব চ স্থিতম্, তৎ জ্ঞেয়ং ভূতভর্ত্তৃ চ গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ। ১৬

স্বরূপ ইন্দ্রিয়-বর্জ্জিত ও সর্ব্বথা অলিপ্ত, আবার তিনি সকলকে ধারণকারী ; তিনি গুণ-রহিত বটেন, তবুও [তিনি] গুণের ভোক্তা। ১৪

তিনি ভূত সকলের বাহিরে ও ভিতরে। তিনি গতিমান্ ও স্থির। সূক্ষ্ম বলিয়া তাঁহাকে জানা যায় না। তিনি দূরে ও তিনি নিকটে। ১৫

টিপ্পনী—যে তাঁহাকে জানে সে তাঁহার ভিতরে। গতি ও স্থিরতা, শান্তি ও অশান্তি আমরা যাহা অনুভব করি ও আর সকল প্রকার ভাব, তাঁহা হইতেই উৎপন্ন হয়, সেই হেতু তিনি গতিমান্ ও স্থির।

ভূতগণের মধ্যে তিনি অবিভক্ত আছেন ও বিভক্তের ন্যায়ও রহিয়াছেন। তিনি জানার যোগ্য (ব্রহ্ম), প্রাণিগণের পালক, নাশক ও কর্ত্তা। ১৬

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বস্য বিষ্ঠিতম্ ॥ ১৭
ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চোক্তং সমাসতঃ।
মদ্ভক্ত এতদ্ বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥ ১৮
প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥ ১৯

অন্বয়। তৎ জ্যোতিষাম্ অপি জ্যোতিঃ, তমসঃ পরম্ উচ্যতে। জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং চ, সর্ব্বস্য হৃদি বিষ্ঠিতম্। ১৭

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ সমাসতঃ উক্তম্, মদ্ভক্তঃ এতৎ বিজ্ঞায় মদ্ভাবায় উপপদ্যতে। ১৮

প্রকৃতিং পুরুষং চ এব উভৌ অপি অনাদী বিদ্ধি। বিকারান্ গুণান্ এব চ প্রকৃতিসম্ভবান্ বিদ্ধি। ১৯

জ্যোতিষ্কদিগের মধ্যে তিনি জ্যোতি, তাঁহাকে অন্ধকারের পরপারে বলা হয়। তিনিই জ্ঞান, তিনি জ্ঞাতব্য ও জ্ঞানদ্বারাই যাঁহাকে পাওয়া যায় সে তিনিই। তিনি সকলের হৃদয়ে রহিয়াছেন। ১৭

এই প্রকারে ক্ষেত্র, জ্ঞান এবং জ্ঞেয় সম্বন্ধে আমি সংক্ষেপে বলিলাম। উহা জানিয়া আমার ভক্ত আমার ভাব পাওয়ার যোগ্য হয়। ১৮

প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কে অনাদি জানিও, বিকার ও গুণ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হয়—এই প্রকার জানিও। ১৯

কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।

পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে ॥ ২০

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।

কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু ॥ ২১

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।

পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥ ২২

অন্বয়। কার্য্য-কারণ-কর্ত্তৃত্বে প্রকৃতিঃ হেতুঃ উচ্যতে, সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে পুরুষঃ হেতুঃ উচ্যতে। ২০

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থঃ হি প্রকৃতিজান্ গুণান্ ভুঙ্‌ক্তে, গুণসঙ্গঃ অস্য সদসদ্-যোনিজন্মসু কারণম্। ২১

অস্মিন্ দেহে পরঃ পুরুষঃ উপদ্রষ্টা অনুমন্তা ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ পরমাত্মা চ ইতি অপি উক্তঃ। ২২

কার্য্য ও কারণের হেতু প্রকৃতি কহা যায় এবং পুরুষ সুখ দুঃখের ভোগের হেতু কহা যায়। ২০

প্রকৃতির মধ্যে স্থিত পুরুষ প্রকৃতি-উৎপন্ন গুণ ভোগ করে ও এই গুণ-সঙ্গ ভাল মন্দ যোনিতে উহার জন্মের কারণ হয়। ২১

টিপ্পনী—প্রকৃতিকে আমরা লৌকিক ভাষায় মায়া নামে সম্বোধিত করিয়া থাকি। পুরুষ ত জীব। মায়া অর্থাৎ মূল স্বভাবের বশীভূত জীব সত্ত্ব, রজস্ অথবা তমস্ হইতে উৎপন্ন কার্য্যের ফলভোগ করে ও কর্ম্ম অনুযায়ী পুনর্জন্ম পায়।

এই দেহে স্থিত সেই পরম পুরুষকে সর্ব্বসাক্ষী, অনুমতিদাতা, ভর্ত্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর এবং পরমাত্মাও বলা হইয়া থাকে। ২২

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ।
সর্বথা বর্ত্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে ॥ ২৩
ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে ॥ ২৪

অন্বয়। যঃ এবং পুরুষং গুণৈঃ সহ প্রকৃতিং চ বেত্তি সর্ব্বথা বর্ত্তমানঃ অপি স ভূয়ঃ ন অভিজায়তে। ২৩

কেচিৎ আত্মনা আত্মনি আত্মানং ধ্যানেন পশ্যন্তি অন্যে সাংখ্যেন যোগেন, অপরে চ কর্ম্মযোগেন। ২৪

যে ব্যক্তি এই পুরুষকে ও গুণময়ী প্রকৃতিকে জানে সে সব প্রকার কার্য্য করিয়াও পুনরায় জন্মগ্রহণ করে না। ২৩

টিপ্পনী—২, ৯, ১২ ও অন্যান্য অধ্যায়ের সহায়তায় আমি জানিতে পারি যে, এই শ্লোক স্বেচ্ছাচারের সমর্থন করার জন্য নহে বরং ভক্তির মহিমা সূচিত করিবার জন্য। কর্ম্মমাত্র জীবের বন্ধনকারক। কিন্তু যদি কেহ সেই সকল কর্ম্মই পরমাত্মায় অর্পণ করে, তবে সে বন্ধনমুক্ত হয় এবং এই প্রকারে যাহার মধ্যে কর্ত্তৃত্ব-রূপী অহংভাব নাশ পাইয়াছে ও যে চব্বিশ ঘণ্টাই অন্তর্য্যামীকে দেখিতে থাকে, সে পাপ কর্ম্ম করিতেই পারে না। পাপের মূলে অভিমান। অহং নাই ত পাপ নাই। এই শ্লোক পাপ কর্ম্ম না করার যুক্তি দেখাইতেছে।

কেহ ধ্যানমার্গে আত্মাদ্বারা আত্মাকে নিজ মধ্যে দেখে, কেহ জ্ঞানমার্গে, অন্য কতক কর্ম্মমার্গে দেখে। ২৪

অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যের মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ॥ ২৫
যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তদ্ বিদ্ধি ভরতর্ষভ!॥ ২৬
সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥ ২৭

অন্বয়। অন্যে তু এবম্ অজানন্তঃ অন্যেভ্যঃ শ্রুত্বা শ্রুতিপরায়ণাঃ উপাসতে, অপি মৃত্যুং অতিতরন্তি। ২৫

হে ভরতর্ষভ, যাবৎ কিঞ্চিৎ স্থাবরজঙ্গমং সত্ত্বং সংজায়তে তৎ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগাৎ (ইতি) বিদ্ধি। ২৬

বিনশ্যৎসু সর্ব্বেসু ভূতেষু অবিনশ্যন্তং সমং তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি। ২৭

আবার কেহ এই সকল মার্গ না জানায় অপরের নিকট হইতে পরমাত্মার সম্বন্ধে শুনিয়া শ্রুত বিষয়ে শ্রদ্ধা রাখিয়া, তাঁহাতে পরায়ণ থাকিয়া উপাসনা করে। উহারাও মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হয়। ২৫

হে ভরতর্ষভ, চর বা অচর যাহা কিছু উৎপন্ন হয় তাহা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের অর্থাৎ পুরুষপ্রকৃতির সংযোগে হয়—এমন জানিও। ২৬

সকল নাশবান্ প্রাণীতে অবিনাশী পরমেশ্বর সমভাবে আছেন বলিয়া যে জানে—সেই জানে। ২৭

সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥২৮
প্রকৃত্যৈব তু কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি ॥ ২৯

অন্বয়। সর্ব্বত্র সমং সমবস্থিতম্ ঈশ্বরম্ পশ্যন্ হি আত্মনা আত্মানং ন হিনস্তি। ততঃ পরাং গতিং যাতি। ২৮

সর্ব্বশঃ প্রকৃত্যা এব তু কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি, তথা আত্মানম্ অকর্ত্তারং যঃ পশ্যতি সঃ পশ্যতি। ২৯

ঈশ্বরকে সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থিত বলিয়া যে জানে সে নিজেকে নিজে আঘাত করে না, আর এতদ্দ্বারা সে পরম গতি পায়। ২৮

টিপ্পনী—যে সমভাবে অবস্থিত ঈশ্বরকে দেখে সে নিজে তাঁহাতে লয় হয় ও আর কিছু দেখে না। সেই জন্য সে বিকারের বশ হয় না ও সে কারণ মোক্ষ পায়, নিজের শত্রু হয় না।

সর্ব্বত্র প্রকৃতিই কর্ম্ম করে—এই রকম যে বোঝে ও সেই হেতু আত্মাকে অকর্ত্তা রূপে যে জানে—সেই জানে। ২৯

টিপ্পনী—যেমন সুপ্ত মানুষের আত্মা সুপ্তির কর্ত্তা নয়, কিন্তু প্রকৃতিই নিদ্রার কর্ম্ম করে—ইহা তেমনি। নির্ব্বিকার পুরুষের চক্ষু মন্দ কিছু দেখে না। প্রকৃতি ব্যভিচারিণী নহে। অভিমানী পুরুষ যখন তাহার স্বামী হয় তখন তাহার সঙ্গ বশতঃ বিষয়-বিকার উৎপন্ন হয়।

যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৩০
অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয়! ন করোতি ন লিপ্যতে ॥ ৩১
যথা সর্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥ ৩২

অন্বয়। যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবম্ একস্থম্, ত এব চ বিস্তারং অনুপশ্যতি তদা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে। ৩০

হে কৌন্তেয়, অয়ং অব্যয়ঃ পরমাত্মা অনাদিত্বাৎ নির্গুণত্বাৎ শরীরস্থঃ অপি ন করোতি ন লিপ্যতে। ৩১

সৌক্ষ্ম্যাৎ সর্ব্বগতং আকাশং যথা ন উপলিপ্যতে তথা সর্ব্বত্র দেহে অবস্থিতঃ আত্মা ন উপলিপ্যতে। ৩২

যখন সে জীবের অস্তিত্ব পৃথক্ হইলেও একেতেই অবস্থিত দেখে ও সে জন্য সকল বিস্তার তাহাতেই স্থিত রহিয়াছে—ইহা বোঝে তখন সে ব্রহ্ম পায়। ৩০

টিপ্পনী – অনুভবে সকলই ব্রহ্মেতে যে দেখে সেই ব্রহ্মকে পায়। তখন জীব শিব হইতে ভিন্ন থাকে না।

হে কৌন্তেয়, এই অবিনাশী পরমাত্মা অনাদি ও নির্গুণ হওয়ায় শরীরে থাকিয়াও কিছু করে না ও কিছুতে লিপ্ত হয় না। ৩১

সূক্ষ্ম হওয়ার জন্য সর্ব্বব্যাপী আকাশ যেমন লিপ্ত হয় না, তেমনি সকল দেহে বিদ্যমান আত্মা লিপ্ত হয় না। ৩২

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ! ॥ ৩৩
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষং চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্ ॥ ৩৪

অন্বয়। যথা একঃ রবিঃ ইমং কৃৎস্নং লোকং প্রকাশয়তি তথা হে ভারত, ক্ষেত্রী কৃৎস্নং ক্ষেত্রং প্রকাশয়তি। ৩৩

যে এবম্ জ্ঞানচক্ষুষা ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ অন্তরং ভূতপ্রকৃতিমোক্ষং চ বিদুঃ তে পরং যান্তি। ৩৪

যেমন এক সূর্য্য এই সমুদয় জগৎকে প্রকাশিত করে তেমনি হে ভারত, ক্ষেত্রী সকল ক্ষেত্রকে প্রকাশ করে। ৩৩

যাহারা জ্ঞানদ্বারা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের মধ্যে ভেদ, তথা প্রকৃতির বন্ধন হইতে প্রাণীদের মুক্তি কিরূপে হয় তাহা জানে তাহারা ব্রহ্মকে পায়। ৩৪

ওঁ তৎসৎ

এই প্রকারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপী উপনিষদে অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যান্তর্গত যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগ যোগ নামে ত্রয়োদশ অধ্যায় পূর্ণ হইল।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ভাবার্থ

আত্মা এবং দেহে ও আত্মা এবং পরমাত্মায় কি সম্পর্ক, ঈশ্বরের কি স্বরূপ তাহা এই অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে ঈশ্বরবাদ সংক্ষেপে অথচ পূর্ণভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে।

ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ কি

১—৬

এই দেহকে ক্ষেত্র বলে এবং ইহারই মধ্যে যিনি জ্ঞাতা ১ পুরুষ তাঁহাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলে। সকল ক্ষেত্রে অর্থাৎ সকল ভূতে চরাচরে ঈশ্বরই ক্ষেত্রজ্ঞ। যে এই ভাব অনুভবে ২ আনিতে পারিয়াছে, যাহার এই জ্ঞান অনুভবে পরিণত হইয়াছে যে, প্রত্যেক সত্বার ভিতরেই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ রহিয়াছে তাহারই জ্ঞান হইয়াছে।

ক্ষেত্র যে কি, আর তাহার বিকার এবং শক্তিই বা ৩ কি তাহাই সংক্ষেপে বলা হইতেছে। এই কথা ঋষিরা নানা-ছন্দে, নানাভাবে, নিশ্চয়াত্মক বাক্যে বলিয়া গিয়াছেন। ৪ প্রকৃতি বা ক্ষেত্রে নিম্নতত্ত্বগুলি রহিয়াছে:—পাঁচটি মহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, মূল প্রকৃতি, দশ ইন্দ্রিয় ও মন এবং ৫ পাঁচ ইন্দ্রিয়ের বিষয়। এতদ্ব্যতীত মূল প্রকৃতির আরো কতকগুলি তত্ত্ব আছে যাহা আত্মায় আরোপিত হইতে পারে ৬

না, যাহা প্রকৃতি-সম্ভূত এবং তাহারই বিকার। সেগুলি এই ;—ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ দুঃখ, সংঘাত বা এক ইন্দ্রিয়ের অপরকে সহায়তা করার শক্তি এবং চেতনা ও ধৃতি অথবা ক্ষেত্রের বিভিন্ন অংশকে এক করিয়া একটি সমবায়ভূত সত্তা রক্ষা করার শক্তি।

জ্ঞানীর লক্ষণ

৭—১১

ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ কি তাহা যে ব্যক্তি জানে তাহার জ্ঞান উদিত হইয়াছে। যে মোহের আবরণে আত্মা আবৃত, জ্ঞান উদয় হইলে তাহা অপসৃত হইয়া যে সকল লক্ষণ দেখা দেয় তাহা এইরূপ ঃ—

আত্মশ্লাঘার অভাব, দম্ভ বা নিজেকে বাড়াইয়া প্রকাশ করিবার ইচ্ছার অভাব, অহিংসা, ক্ষমা, সরলতা, আচার্য্যের সেবা, শুচিতা, আত্মসংযম। জ্ঞানীর ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে বিরাগ হয়, অহংভাব দূর হয়, সে জরা-মরণ-দুঃখাদির দোষ সর্ব্বদাই মনে রাখে। ঈশ্বরে অনন্য একাশ্রয়ী ভক্তি রাখে। স্ত্রী পুত্র পরিবারে মমত্ব-বোধ ত্যাগ করে, সম্পদে বিপদে সমভাব রাখে, ঈশ্বরে অনন্য একাশ্রয়ী ভক্তি রাখে, লোকসমূহের সহিত মিলামিশা করিবার আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে। অধ্যাত্ম জ্ঞান যে স্থায়ী পদার্থ সে বোধ তাহার

হয়। ইহাই জ্ঞানীর লক্ষণ ইহার বিপরীত যাহা তাহাই অজ্ঞানীর লক্ষণ।

জ্ঞেয় কি?

১২—১৮

ঈশ্বরই জ্ঞেয়। ঈশ্বর বলিতে এই কল্পনা করিতে হইবে ১২ যে, তিনি অনাদি ব্রহ্ম এবং সৎ বা অসৎ, কোনও এক শব্দদ্বারা তাঁহাকে ব্যক্ত করা যায় না।

ঈশ্বর সকল স্থানে সকল সময়ে রহিয়াছেন, এই জন্য ১৩ কল্পনা করা চাই যে, যে দিকে দেখ সেই দিকেই তাঁহার ইন্দ্রিয়সকল হাত পা চোখ মুখ কান রহিয়াছে। তিনি সকল পদার্থে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ১৪ আভাস তাঁহাতে রহিয়াছে, তিনি সমস্ত কর্ম্ম করিতেছেন বলিয়া মনে হয়, অথচ তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্জ্জিত, তিনি আসক্তিশূন্য সর্ব্বধারণকারী। প্রকৃতির গুণ আছে, এবং তিনি প্রকৃতিস্থ বলিয়া তাঁহারও সত্ত্ব রজঃ তমোগুণ আছে মনে হইতে পারে, বাস্তবিক কিন্তু গুণ প্রকৃতির, তিনি নির্গুণ। নির্গুণ হইয়াও তিনি গুণের ভোক্তা। তিনি ভূত সকলের বাহিরে ও ভিতরে আছেন। যেহেতু তিনি সর্ব্বত্রই আছেন সেই হেতু তিনি আর কোথা হইতে ১৫ কোথায় গমন করিবেন? তিনি একই সময় নিকটে ও

দূরে, তিনি সূক্ষ্ম; তিনি আত্মা-রূপে বিভিন্নজীবে ১৬ বিভক্তের ন্যায় রহিয়াছেন, অথচ তিনি সর্ব্বব্যাপী এবং এক। তিনিই প্রাণিগণের ধারণকারী, উৎপত্তি ও বিনাশের হেতু। তিনিই সকল আলোকের আলোক, তিনিই জ্ঞান, তিনিই ১৭ জ্ঞাতব্য বা জ্ঞেয়, তিনি সকলের হৃদয়ে রহিয়াছেন। ভক্ত যে হয় সে এই ভাবে তাঁহাকে ভাবিয়া তাঁহাতে যুক্ত ১৮ হয়।

প্রকৃতি পুরুষের পরস্পর সম্পর্ক

১৯—২২

প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়ই আদিবিহীন। প্রকৃতি ১৯ হইতে সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণ ও বিকার হইয়াছে। প্রকৃতি কার্য্য করে, পুরুষ তাহার সান্নিধ্যে থাকিয়া সুখ-দুঃখাদি ২০ ভোগ করে। পুরুষ প্রকৃতিতে স্থিত হইয়া প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন বা প্রকৃতির সত্ত্ব-রজাদি গুণ ভোগ করে, আর এই হেতুই পুরুষ ভাল বা মন্দ যোনি প্রাপ্ত হয়। পুরুষের সহিত প্রকৃতির এই রকম সম্বন্ধ যে, প্রকৃতি কার্য্য ২১ করিয়া যাইতেছে, আর দেহস্থিত পুরুষ তাহার সাক্ষিরূপে, অনুমতিদাতা, ভর্ত্তা, ভোক্তা রূপে রহিয়াছে। ইনিই ২২ মহেশ্বর—ইনিই পরমাত্মা।

প্রকৃতি পুরুষের যথাযথ জ্ঞানেই মোক্ষ লাভ

২৩—২৫

যে ব্যক্তি প্রকৃতি পুরুষের এই ভাব তত্ত্বতঃ জানে এবং ২৩ অনুভূতিতে সিদ্ধ করে সে মোক্ষ পায়। কেহ বা ধ্যান-মার্গে, কেহ বা সাংখ্য-মার্গে, কেহ বা কর্ম্মযোগে আত্মার ২৪ স্বরূপ জানিয়া নিজের আত্মায় পরমাত্মা দেখে বা আত্মজ্ঞান লাভ করে। কেহ বা এই সকল মার্গ না জানিয়া কেবল ২৫ শুনিয়াই শ্রদ্ধাপরায়ণ হয় এবং সেই বিষয় উপাসনা করিয়া মোক্ষ লাভ করে।

সৃষ্টিতত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্ব

২৬—৩৪

যাহা কিছু চর বা অচর এই দৃশ্যমান জগতে আছে, সে ২৬ সকলই ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের বা প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগবশতঃ উৎপন্ন। যে ব্যক্তি একথা জানে যে, সর্ব্ব-ভূতের এই নাশবান্ দেহ সমূহে সমভাবে অবিনাশী ঈশ্বর ২৭ আছেন, সেই ঈশ্বর তত্ত্ব জানিয়াছে। এই প্রকার জানিলে সে নিজের দ্বারা নিজের আর হানি করিতে পারে না, সে ২৮ বিকারের বশীভূত হয় না, সে মোক্ষ পায়।

মোক্ষকামী জানে যে প্রকৃতি নিজ গুণ দ্বারা কার্য্য করে, ২৯ পুরুষ করে না—সে অকর্ত্তা। এই উপলব্ধি তাহাকে

মোক্ষ দেয়। মোক্ষকামী ইহা উপলব্ধি করিবে যে, বিভিন্ন ভূতের অস্তিত্ব পৃথক্ হইলেও উহারা সকলেই একে অবস্থিত, সকল বিস্তার ঈশ্বরেই স্থিত। সকলই ব্রহ্মময়। সে জীবে শিব দেখে।

মোক্ষকামী ইহা উপলব্ধি করিবে যে, পরমাত্মা দেহে থাকিয়াও কোন কার্য্য করে না, উহা নির্গুণ ও নির্লিপ্ত। যেমন ব্যোম (আকাশ) সকল ভূতের মধ্যে ওতঃপ্রোতে থাকিয়াও কিছুতে লিপ্ত হয় না, আত্মাও তেমনি সকল দেহে অবস্থান করিয়াও দেহের সহিত লিপ্ত হয় না।

মোক্ষকামী ইহা জানিবে যে, ঈশ্বরই পরমাত্মা এবং তিনি প্রকাশময় এবং জ্ঞানময়। যেমন এক সূর্য্য সকল জগৎ প্রকাশিত করে, তেমনি এক পরমাত্মা বা এক ক্ষেত্রী সকল ক্ষেত্র বা ভূতকে প্রকাশিত করে।

প্রকৃতি পুরুষের এই ভেদ যাহারা উপলব্ধিতে আনিয়াছে তাহারাই মোক্ষ পায়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

গুণত্রয়বিভাগ যোগ

গুণময়ী প্রকৃতির কিছু পরিচয় দেওয়ার পর সহজেই তিন গুণের বর্ণন এই অধ্যায়ে আসিয়া পড়ে এবং তাহা হইতেই গুণাতীতের লক্ষণ ভগবান্ উল্লেখ করিতেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই লক্ষণ স্থিতপ্রজ্ঞে দেখিতে পাওয়া যায়, দ্বাদশে ইহা ভক্তে দেখা যায়, তেমনি এই অধ্যায়েও গুণাতীতে দেখা যায়।

শ্রীভগবানুবাচ

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্।
যজ্ জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ ॥১

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥ ২

অন্বয়। শ্রীভগবান্ উবাচ। জ্ঞানানাং যৎ উত্তমং পরং জ্ঞানম্ জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে ইতঃ পরাং সিদ্ধিং গতাঃ (তৎ তে) ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি। ১

ইদং জ্ঞানম্ উপশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যম্ আগতাঃ সর্গে অপি ন উপজায়ন্তে প্রলয়ে চ ন ব্যথন্তে। ২

শ্রীভগবান্ বলিলেন—

জ্ঞানের মধ্যে যে উত্তম জ্ঞান অনুভব করিয়া মুনিসকল এই দেহ পরিত্যাগ করার পর পরম গতি পাইয়াছেন তাহা আমি তোমাকে পুনর্ব্বার বলিতেছি। ১

এই জ্ঞানের আশ্রয় লইয়া যাহারা আমার ভাব পাইয়াছে

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত !

জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত॥ ৯

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত ! ।

রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা॥ ১০

সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে ।

জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্ বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥ ১১

অন্বয়। হে ভারত, সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি, রজঃ কর্ম্মণি উত তমঃ তু জ্ঞানম্ আবৃত্য প্রমাদে সঞ্জয়তি। ৯

সঞ্জয়তি—সঙ্গ করায়। উত—ও।

হে ভারত, সত্ত্বং রজঃ তমঃ চ অভিভূয় ভবতি, রজঃ সত্ত্বং তমঃ চ (অভিভূয়-ভবতি), তথা তমঃ সত্ত্বং রজঃ এব চ (অভিভূয় ভবতি)। ১০

যদা অস্মিন্ দেহে সর্ব্বদ্বারেষু জ্ঞানং প্রকাশঃ উপজায়তে তদা উত সত্ত্বং বিবৃদ্ধং ইতি বিদ্যাৎ। ১১

হে ভারত, সত্ত্ব আত্মাকে শান্তি সুখের সঙ্গ করায়। রজস্ কর্ম্মের ও তমস্ জ্ঞানকে ঢাকিয়া প্রমাদের সঙ্গ করায়। ৯

হে ভারত, যখন রজস্ ও তমস্ চাপা থাকে তখন সত্ত্ব উপরে আসে, সত্ত্ব ও তমস্ চাপা থাকিলে তখন রজস্, ও সত্ত্ব ও রজস্ চাপা থাকিলে তমস্ উপরে আসে। ১০

সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা এই দেহে যখন প্রকাশ ও জ্ঞানের উদ্ভব হয়। তখন সত্ত্ব গুণের বৃদ্ধি হইয়াছে এমন জানিও। ১১

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ! ॥ ১২
অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন! ॥ ১৩
যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে ॥ ১৪

অন্বয়। হে ভরতর্ষভ, রজসি বিবৃদ্ধে লোভঃ, প্রবৃত্তিঃ, কর্ম্মণাম্ আরম্ভঃ, অশমঃ, স্পৃহা, এতানি জায়ন্তে। ১২

হে কুরুনন্দন, তমসি বিবৃদ্ধে অপ্রকাশঃ অপ্রবৃত্তিঃ চ প্রমাদঃ মোহঃ এব চ এতানি জায়ন্তে। ১৩

সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু যদা দেহভৃৎ প্রলয়ং যাতি তদা উত্তমবিদাং অমলান্ লোকান্ প্রতিপদ্যতে। ১৪

হে ভরতর্ষভ, যখন রজোগুণের বৃদ্ধি পায় তখন লোভ, প্রবৃত্তি, কর্ম্মের আরম্ভ, অশান্তি ও ইচ্ছার উদয় হয়। ১২

হে কুরুনন্দন, যখন তমোগুণের বৃদ্ধি পায় তখন অজ্ঞান, মন্দতা, অসাবধানতা আর মোহ উৎপন্ন হয়। ১৩

নিজের মধ্যে যখন সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হয় তখন দেহধারীর মৃত্যু হইলে সে উত্তম জ্ঞানীদিগের নির্ম্মল লোক পায়। ১৪

রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে॥ ১৫
কর্ম্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্ম্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্॥ ১৬

অন্বয়। রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে। তথা তমসি প্রলীনঃ মূঢ়যোনিষু জায়তে। ১৫

সুকৃতস্য কর্ম্মণঃ সাত্ত্বিকং নির্ম্মলং ফলম্ রজসঃ তু দুখং ফলং তমসঃ অজ্ঞানং ফলম্ আহুঃ। ১৬

রজোগুণে মৃত্যু হইলে পর দেহধারী কর্ম্ম-সঙ্গীর লোকে জন্ম-গ্রহণ করে। আর তমোগুণে মৃত্যু হইলে মূঢ়যোনিতে জন্মলাভ করে। ১৫

টিপ্পনী—কর্ম্ম-সঙ্গী অর্থাৎ মনুষ্যলোক ও মূঢ়-যোনি অর্থাৎ পশু ইত্যাদি লোক।

সৎকর্ম্মের ফল সাত্ত্বিক ও নির্ম্মল হয়। রাজসিক কর্ম্মের ফলে দুঃখ হয় ও তামসিক কর্ম্মের ফলে অজ্ঞান হয়। ১৬

টিপ্পনী—যাহাকে আমরা সুখ দুঃখ বলি সেই সুখ দুঃখের উল্লেখ এখানে বুঝিতে হইবে না। সুখ অর্থাৎ আত্মানন্দ, আত্ম-প্রকাশ, তাহার বিপরীত যাহা তাহাই দুঃখ। ১৭ শ্লোকে ইহা স্পষ্ট হইয়াছে।

সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ॥ ১৭
ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ॥ ১৮
নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি॥ ১৯

অন্বয়। সত্ত্বাৎ জ্ঞানং সংজায়তে, রজসঃ চ লোভঃ এব, তমসঃ প্রমাদমোহৌ ভবতঃ অজ্ঞানং চ এব। ১৭

সত্ত্বস্থাঃ ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি, রাজসাঃ মধ্যে তিষ্ঠন্তি, জঘন্যগুণবৃত্তিস্থাঃ তামসাঃ অধঃ গচ্ছন্তি। ১৮

যদা দ্রষ্টা গুণেভ্যঃ অন্যং কর্ত্তারং ন অনুপশ্যতি, গুণেভ্যঃ চ পরং বেত্তি তদা সঃ মদ্ভাবম্ অধিগচ্ছতি। ১৯

সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। রজোগুণ হইতে লোভ ও তমোগুণ হইতে অসাবধনতা, মোহ ও অজ্ঞান উৎপন্ন হয়। ১৭

সাত্ত্বিক ব্যক্তি ঊর্দ্ধে উঠে, রাজসিক মধ্যে থাকে ও অন্তিম গুণযুক্ত তামসী অধোগতি প্রাপ্ত হয়। ১৮

গুণ ছাড়া আর কোনও কর্ত্তা নাই—জ্ঞানী এই রকম যখন দেখে ও গুণের পর যে তাহাকে জানে তখন সে আমার ভাব পায়। ১৯

টিপ্পনী—গুণকে কর্ত্তা বলিয়া যে জানে তাহার অহংভাব

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে॥ ২০

অর্জ্জুন উবাচ

কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো!
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্ততে॥ ২১

অন্বয়। দেহী দেহসমুদ্ভবান্ এতান্ ত্রীন্ গুণান্ অতীত্য জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈঃ বিমুক্তঃ অমৃতম্ অশ্নুতে। ২০

অর্জ্জুন উবাচ। হে প্রভো, কৈঃ লিঙ্গৈঃ এতান্ ত্রীন্ গুণান্ অতীতঃ ভবতি? কিমাচারঃ? কথং চ এতান্ ত্রীন্ গুণান্ অতিবর্ত্ততে? ২১

হয়ই না। তেমনি তাহার কার্য্য সর্ব্বশঃ স্বাভাবিক হয় ও শরীরযাত্রা মাত্রই হয়। শরীরযাত্রা পরমার্থের জন্য বলিয়া তাহার কার্য্যমাত্রেই নিরন্তর ত্যাগ ও বৈরাগ্য দেখা দেওয়া চাই। এই রকম জ্ঞানী সহজেই গুণের পর যে নির্গুণ ঈশ্বর তাঁহাকে চিন্তন করে ও ভজনা করে।

দেহের সঙ্গ হইতে উৎপন্ন এই তিন গুণ উত্তীর্ণ হইয়া, দেহধারী জন্ম মৃত্যু ও জরার দুঃখ হইতে ছুটী পায় ও মোক্ষ পায়। ২০

অর্জ্জুন বলিলেন--

হে প্রভো! এই গুণ হইতে উত্তীর্ণ যাহারা হইয়াছে তাহাদিগকে কি চিহ্ন দ্বারা জানা যায়? তাহাদের আচার কি? ও তাহারা ত্রিগুণ্ কি করিয়া উত্তীর্ণ হয়? ২১

শ্রীভগবানুবাচ

প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব !
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥ ২২
উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥ ২৩
সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ॥ ২৪
মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥ ২৫

অন্বয়। শ্রীভগবান্ উবাচ। হে পাণ্ডব, প্রকাশং চ প্রবৃত্তিং চ মোহম্ এব চ সংপ্রবৃত্তানি ন দ্বেষ্টি; নিবৃত্তানি ন কাঙ্ক্ষতি যঃ উদাসীনবৎ আসীনঃ গুণৈঃ ন বিচাল্যতে গুণাঃ এব বর্ত্তন্তে ইতি এবং যঃ অবতিষ্ঠতি, ন ইঙ্গতে, সমদুঃখসুখঃ, স্বস্থঃ, সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ, তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ঃ, ধীরঃ, তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ, (যঃ) মানাপমানয়োঃ তুল্যঃ, মিত্রারিপক্ষয়োঃ তুল্যঃ, সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী চ স গুণাতীতঃ উচ্যতে। ২২—২৩—২৪—২৫

শ্রীভগবান্ বলিলেন—

হে পাণ্ডব! প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ প্রাপ্ত হইলেও যে দুঃখ মানে না ও যে উহা অপ্রাপ্ত হইলে পাওয়ার ইচ্ছা করে না, যে উদাসীনের মত স্থির থাকে, যাহাকে গুণ সকল বিচলিত করিতে পারে না; গুণই নিজের কার্য্য করিতেছে এই মনে করিয়া যে স্থির থাকে ও বিচলিত হয় না, যে সুখ-দুঃখে সমতাবান্ থাকে, স্বস্থ

থাকে, মাটির ঢেলা, পাথর ও সোনা সমান জ্ঞান করে, প্রিয় ও অপ্রিয় প্রাপ্ত হইয়া একরকম থাকে, নিজের নিন্দা ও স্তুতি যাহার নিকট সমান, এই প্রকার বুদ্ধি যাহার, যাহার মান ও অপমান সমান, যাহার মিত্রপক্ষ ও শত্রুপক্ষের বিষয়ে সমভাব, ও যে সমস্ত আরম্ভ ত্যাগ করিয়াছে তাহাকে গুণাতীত কহা যায়। ২২—২৩—২৪—২৫

টিপ্পনী—২২ হইতে ২৫ শ্লোক এক সাথে বিচার করিতে হইবে। প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ পূর্ব্বের শ্লোক অনুসারে যথাক্রমে সত্ত্ব, রজঃ ও তমসের পরিণাম বা চিহ্ন। অর্থাৎ গুণসকলের যে পরিচয় পাইয়াছে তাহার উপর তাহাদের পরিণামের প্রভাব হয় না—ইহাই বলা এখানে উদ্দেশ্য। পাথর প্রকাশের ইচ্ছা করে না, প্রবৃত্তিও জড়তার দ্বেষ করে না, ইহাতে ইচ্ছার উদ্রেক ছাড়াও শান্তি রহিয়াছে। উহাকে যদি কেহ গতি দেয় ত উহা তাহার প্রতি দ্বেষ করে না। গতি দেওয়ার পর স্থির করিয়া রাখিলেও প্রবৃত্তি বা গতি বন্ধ হওয়ায় মোহ বা জড়তা প্রাপ্তি হইল বলিয়া তাহার দুঃখ হয় না, পরন্তু সেই স্থিতিতেই সে একই রকম থাকে। পাথরে ও গুণাতীতে ভেদ এই যে, গুণাতীত চেতনময় ও সে জ্ঞানপূর্ব্বক গুণের পরিণাম বা স্পর্শ ত্যাগ করে ও জড় পাথরের ন্যায় হইয়া যায়। পাথর গুণের অর্থাৎ প্রকৃতির কার্য্যের সাক্ষী মাত্র, কিন্তু কর্ত্তা নহে। তেমনি জ্ঞানীও কার্য্যের সাক্ষী মাত্র হয়, কর্ত্তা থাকে

মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ ২৬

অন্বয়। যঃ অব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন মাং সেবতে স এতান্ গুণান্ সমতীত্য ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে। ২৬

না। এই প্রকার জ্ঞানীর সম্বন্ধে কল্পনা করা যায় যে, সে ২৩ শ্লোকের উক্তি অনুযায়ী "গুণ নিজের কার্য্য করিতেছে" এমন বুঝিয়া বিচলিত হয় না, অচল থাকে, উদাসীনের ন্যায় বসিয়া থাকে অর্থাৎ অটল থাকে। এই গুণে তন্ময় হওয়ার স্থিতি আমরা ধৈর্য্য পূর্ব্বক কেবল কল্পনায় বুঝিতে পারি, অনুভব করিতে পারি না। কিন্তু সেই কল্পনাকে সম্মুখে রাখিয়া আমরা "আমিত্ব" দিন দিন কমাইতে ও অন্তে গুণাতীতের স্থিতির নিকটে পঁহুছিতে ও তাহার দর্শন করিতে পারি। গুণাতীত নিজের স্থিতি অনুভব করিতে পারে, বর্ণন করিতে পারে না। যদি বর্ণন করিতে পারে তবে সে গুণাতীত নহে, কেননা তাহাতে অহংভাব রহিয়াছে। সকলে সহজে যে শান্তি অনুভব করে, উহা প্রকাশ ও প্রবৃত্তি ও জড়তা বা মোহ। সাত্ত্বিকতা এই গুণাতীতের নিকট হইতে নিকটতম অবস্থা—ইহাই গীতা স্থানে স্থানে স্পষ্ট করিয়াছে। সেই হেতু মানুষ মাত্রেরই সত্ত্ব-গুণের বিকাশ করার প্রযত্ন করা চাই। উহা হইতে গুণাতীত অবস্থা পাওয়া যাইবেই — এই বিশ্বাস রাখিবে।

যে একনিষ্ঠ ভক্তি যোগ দ্বারা আমার সেবা করে সেই এই গুণ-সকল পার হইয়া ব্রহ্মরূপ প্রাপ্ত হওয়ার যোগ্য হয়। ২৬

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ॥ ২৭

অন্বয়। অহম্ ব্রহ্মণঃ অমৃতস্য অব্যয়স্য চ প্রতিষ্ঠা (তথা) শাশ্বতস্য ধর্ম্মস্য চ ঐকান্তিকস্য সুখস্য চ। ২৭

আর ব্রহ্মের স্থিতি উহা আমি, শাশ্বত মোক্ষের স্থিতি আমি, তেমনিই সনাতন ধর্ম্মের উত্তম সুখের যে স্থিতি তাহাও আমিই। ২৭

ওঁ তৎসৎ

এই প্রকারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপী উপনিষদে অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা-ন্তর্গত যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে গুণত্রয়বিভাগ যোগ নামক চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের ভাবার্থ

গুণত্রয়-বিভাগ যোগে প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন তিন গুণের বিষয় বিস্তার পূর্ব্বক আলোচনা করা হইয়াছে এবং গুণাতীতের লক্ষণ বলা হইয়াছে। প্রকৃতি এবং পুরুষের সম্পর্ক এই অধ্যায়ে আরও পরিষ্কার করা হইয়াছে। সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণ কেমন এবং এই গুণসকলের প্রভাব হইতে মুক্ত হইলে যে সাম্য ও চরম অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাই উপদিষ্ট হইয়াছে।

ঈশ্বর হইতে প্রকৃতি এবং প্রকৃতি হইতে গুণত্রয় উৎপন্ন,

১—৫

গুণত্রয় সম্বন্ধে জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে পরম গতি পাওয়া ১ যায়, সেই জ্ঞানের বিষয় এখন বলা হইতেছে। এই জ্ঞান পাইলে আর সৃষ্টিতে জন্ম নাই, প্রলয়ে ব্যথা নাই। এই জ্ঞান পাইলে মানুষ আমার সাধর্ম্ম্য বা আমার ভাব লাভ করে। মহদ্ব্রহ্ম বা প্রকৃতি আমারই যোনি এবং আমিই ২ তাহাতে গর্ভাধান করি। যে প্রাণীই উৎপন্ন হইতেছে ৩ তাহার উৎপত্তি-স্থান মাতারূপে আমার প্রকৃতিতে এবং ৪ পিতারূপে আমাতে। এই প্রকৃতি হইতেই সত্ত্ব রজঃ তমঃ

এই তিন গুণ উৎপন্ন হয় এবং এই গুণই আত্মাকে দেহের ৫
বন্ধনে বাঁধে।

গুণত্রয় প্রকাশ কর্ম্ম ও মোহ এই তিন বন্ধনে দেহীকে বদ্ধ করে

৬—১০

সত্ত্বগুণ নির্ম্মল, প্রকাশক, আরোগ্যকর, উহা দেহীকে ৬
সুখের ও জ্ঞানের বন্ধনে বাঁধে। রজোগুণ রাগ-রূপে তৃষ্ণা ৭
ও আসক্তির মূলে আছে, উহাই জীবকে কর্ম্মবন্ধনে বাঁধে।
তমোগুণ অপ্রকাশ বা অজ্ঞানমূলক, উহা দেহীকে মোহের
বাঁধনে বাঁধিয়া ভ্রান্তি আলস্য ও নিদ্রায় মগ্ন করে। ৮
সংক্ষেপতঃ বলিতে গেলে, আত্মাকে সুখ বা আনন্দের সঙ্গী ৯
করায় সত্ত্বগুণ, কর্ম্মের সঙ্গী করায় রজোগুণ, আর ভ্রান্তি ও
মোহের সঙ্গী করায় তমোগুণ। এই তিন গুণের মধ্যে যেটির
আধিক্য, জীব সেইটির প্রতি বিশেষ ঝোঁকে এবং অপর ১০
দুইটি বিরোধীগুণ চাপা পড়ে।

সত্ত্বাদি গুণ বর্দ্ধিত হইলে যথাক্রমে প্রকাশ প্রবৃত্তি ও মোহের বৃদ্ধি হয়

১১—১৩

যখন সকল ইন্দ্রিয়দ্বারা প্রকাশ বা জ্ঞান আসিয়া পড়ে ১১
তখন সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হইয়াছে জানা যায়। রজোগুণ ১২

বাড়িলে লোভ, কর্ম্মপ্রবৃত্তি ও অশান্তি বাড়ে। তমোগুণ ১৩ বাড়িলে অজ্ঞান ও অলসতা উৎপন্ন হয়।

যে ব্যক্তি যে গুণের বশীভূত সে মৃত্যুতে অনুরূপ গতি পায়

১৪—১৮

সত্ত্বগুণের বর্দ্ধিত অবস্থায় মৃত্যু হইলে অমল ও উত্তম ১৪ লোকপ্রাপ্ত হয়। রজোগুণের বর্দ্ধিতাবস্থায় মৃত্যু হইলে মনুষ্য-জন্ম হয়, আর তমোগুণের আধিক্যাবস্থায় মৃত্যু হইলে ১৫ অধোগতি বা ইতরযোনি প্রাপ্তি ঘটে।

সাত্ত্বিকের ফল নির্ম্মল, রজসের ফল দুঃখ এবং তমসের ১৬ ফল অজ্ঞতা। সাত্ত্বিক ব্যক্তির জ্ঞানপ্রাপ্তি হয়। রাজসিকের ১৭ লোভ দেখা দেয় এবং তামসিক ভ্রান্ত হয়, মোহগ্রস্ত হয়। ১৮ সাত্ত্বিক ব্যক্তি উর্দ্ধে উঠে, রাজসিক মধ্যে থাকে, তামসিক ১৯ নীচে নামিয়া যায়। গুণ ব্যতীত অপর কোনও কর্ত্তা নাই। তিন গুণকেই যখন আত্মাপুরুষ একমাত্র কর্ত্তা বলিয়া জানে এবং গুণাতীত ঈশ্বরকে জানে তখন সে ঈশ্বরকে পায়। তাহার আর অহং ভাব থাকিতে পারে না। সে জানে যে ২০ নিজে কিছুই করিতেছে না, প্রকৃতির গুণই কর্ত্তা। যে ব্যক্তি গুণের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার অতীত হইয়াছে সে জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি হইতে মুক্ত হয়।

গুণাতীতের লক্ষণ

২১—২৭

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ভগবন্, কি চিহ্নে এই ২১ গুণাতীত অবস্থাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে চিনিব? ভগবান্ তদুত্তরে বলিতেছেন যে, সেই ব্যক্তি গুণাতীত যে গুণের প্রভাব ২২ অতিক্রম করিয়াছে, যে গুণের প্রভাবে বিচলিত হয় না। প্রকাশ আসুক, প্রবৃত্তি আসুক বা মোহই আসুক, উহাতে ২৩ সে বিদ্বিষ্ট হয় না, সে একেবারে নিশ্চল থাকে। গুণসকল তাহাদের কার্য্য করিয়া যাইতেছে, সে নিজে উদাসীন, এমনই ২৪ তাহার স্থিতি। সে সকল দ্বন্দ্ব দ্বারা অস্পৃষ্ট থাকে, সুখ দুঃখ, ২৫ মান অপমান, নিন্দা স্তুতি, শত্রু মিত্র সকলই তাহার নিকট সমান। সে অনন্য-ভক্তিতে ঈশ্বরকে ভজনা করিয়া ব্রহ্মরূপ পায়। ব্রহ্ম ঈশ্বরেই স্থিত, শাশ্বত ধর্ম্ম ও ঐকান্তিক সুখের প্রতিষ্ঠাও ঈশ্বরেই। গুণাতীত ব্যক্তি এমনি ব্রাহ্মী স্থিতিতে অবস্থিত থাকে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

পুরুষোত্তম যোগ

এই অধ্যায়ে ক্ষর ও অক্ষরের পর [অতীত] নিজের উত্তম স্বরূপ ভগবান্ বুঝাইতেছেন।

শ্রীভগবানুবাচ

ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥ ১

অন্বয়। শ্রীভগবান্ উবাচ। ঊর্দ্ধমূলম্ অধঃশাখম্ অব্যয়ং অশ্বত্থং প্রাহুঃ যস্য পর্ণানি ছন্দাংসি; তং যঃ বেদ স বেদবিৎ। ১

ছন্দাংসি—বেদ, অর্থাৎ ধর্ম্মের শুদ্ধ জ্ঞান।

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—

যাহার মূল উচ্চে, যাহার শাখা নীচে ও বেদ যাহার পত্র এমন অবিনাশী অশ্বত্থ বৃক্ষকে পণ্ডিতেরা বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা যিনি জানেন তিনি বেদজ্ঞ জ্ঞানী। ১

টিপ্পনী :—'শ্বঃ' শব্দের অর্থ আগামী কাল। তাহা হইতে অশ্বত্থ অর্থাৎ আগামী কাল পর্য্যন্ত টিকিবে না, এমন ক্ষণিক সংসার [সূচিত হয়]। সংসারের প্রতিক্ষণ রূপান্তর হইতেছে, সেই হেতু উহা অশ্বত্থ। কিন্তু এমন অবস্থাতেও উহা সর্ব্বদাই রহিয়াছে ও উহার মূল ঊর্দ্ধে অর্থাৎ ঈশ্বরে—এই জন্য উহা অবিনাশী। উহাতে যদি বেদ অর্থাৎ ধর্ম্মের শুদ্ধ জ্ঞানরূপী পাতা না হয় তবে উহা

অধশ্চোর্দ্ধং প্রসৃতাস্তস্য শাখা

গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।

অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি

কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ॥ ২

অন্বয়। গুণপ্রবৃদ্ধাঃ বিষয়প্রবালাঃ তস্য শাখাঃ অধঃ ঊর্দ্ধং চ প্রসৃতাঃ, কর্ম্মানুবন্ধীনি মূলানি অধঃ মনুষ্যলোকে অনুসন্ততানি চ। ২

প্রবালাঃ—প্রবালের ন্যায় ফল। প্রসৃতাঃ—বিস্তৃত। অনুসন্ততানি—অনুপ্রবিষ্ট, বিস্তৃত।

শোভা পায় না। এই প্রকার সংসারের যথার্থ জ্ঞান যাহার আছে ও যে ধর্ম্মকে জানে সেই জ্ঞানী।

গুণের স্পর্শ দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত ও বিষয়রূপী প্রবালযুক্ত এই অশ্বত্থের ডাল নীচে উপরে বিস্তৃত। কর্ম্মের বন্ধনকারী তাহার মূল নীচে মনুষ্যলোকে বিস্তৃত রহিয়াছে। ২

ঃ—অজ্ঞানীর দৃষ্টিতে ইহা সংসার বৃক্ষের বর্ণনা। সে উচ্চে ঈশ্বরে স্থিত মূল দেখে না, পরন্তু বিষয়ের রমণীয়তায় মুগ্ধ থাকিয়া তিনগুণ দ্বারা এই বৃক্ষকে পোষণ করিতেছে ও মনুষ্যলোকে কর্ম্ম-পাশে বদ্ধ হইতেছে।

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে
নান্তো ন চাদি র্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূল-
মসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা ॥ ৩
ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং
যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী ॥ ৪

অন্বয়। ইহ অস্য রূপং ন উপলভ্যতে; অন্তঃ ন, আদিঃ চ ন, সম্প্রতিষ্ঠা চ ন; এনং সুবিরূঢ়মূলম্ অশ্বত্থং দৃঢ়েন অসঙ্গশস্ত্রেণ ছিত্ত্বা, "যতঃ পুরাণী প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা তমেব চ আদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে" (এবম্ চিন্তয়েৎ); ততঃ তৎপদং পরিমার্গিতব্যং যস্মিন্ গতাঃ ভূয়ঃ ন নিবর্ত্তন্তি।

ইহার যথার্থ স্বরূপ দৃষ্টিতে আসে না। ইহার অন্ত নাই, আদি, নাই, ভিত্তি নাই। অত্যন্ত গভীর-প্রবিষ্ট মূলযুক্ত এই অশ্বত্থ বৃক্ষকে অসঙ্গরূপী বলবান্ অস্ত্র দ্বারা ছিন্ন করিয়া মানুষের এই প্রার্থনা করা চাই—"যিনি সনাতন প্রবৃত্তি বা মায়া বিস্তার করিয়াছেন সেই আদি পুরুষের শরণ লই।" আর সেই পদের খোঁজ করা চাই যাহা পাইলে পুনরায় জন্ম-মৃত্যুর চক্রে না পড়িতে হয়। ৩—৪

টিপ্পনী :—অসঙ্গ অর্থাৎ অসহযোগ, বৈরাগ্য। যতক্ষণ পর্য্যন্ত

নির্ম্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈ-
র্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥ ৫

ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৬

অন্বয়। নির্ম্মানমোহাঃ, জিতসঙ্গদোষাঃ, অধ্যাত্মনিত্যাঃ, বিনিবৃত্তকামাঃ, সুখদুঃখসংজ্ঞৈঃ দ্বন্দ্বৈঃ বিমুক্তাঃ, অমূঢ়াঃ তৎ অব্যয়ং পদং গচ্ছন্তি। ৫

সূর্য্যঃ তৎ ন ভাসয়তে তথা শশাঙ্কঃ ন, পাবকঃ ন, যৎ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তৎ মম পরমং ধাম। ৬

মানুষ বিষয় হইতে অসহযোগ না করে, তাহার প্রলোভন হইতে দূরে না থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে তাহাতে পড়িতেই থাকে। বিষয়ের সহিত খেলার আনন্দ করা ও তাহাতে অস্পৃষ্ট থাকা—ইহা ঘটিয়া উঠে না—ইহাই এই শ্লোক দেখাইতেছে।

যে মান-মোহ ত্যাগ করিয়াছে, যে আসক্তি-উৎপন্ন দোষ দূর করিয়াছে, যে আত্মায় নিত্য নিমগ্ন, যাহার ইন্দ্রিয় শান্ত হইয়াছে, সুখদুঃখরূপী দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত সেই জ্ঞানী অবিনাশী পদ পায়। ৫

সেখানে সূর্য্য চন্দ্র ও অগ্নির প্রকাশ দেখা যায় না। যেখানে গেলে পুনরায় জন্ম নাই তাহাই আমার পরম ধাম। ৬

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ৭
শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥ ৮
শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥ ৯

অন্বয়। মমৈব সনাতনঃ অংশঃ জীবলোকে জীবভূতঃ প্রকৃতিস্থানি মনঃষষ্ঠানি ইন্দ্রিয়াণি কর্ষতি। ৭

ঈশ্বরঃ যৎ শরীরং অবাপ্নোতি, যচ্চ অপি উৎক্রামতি বায়ুঃ আশয়াৎ গন্ধান্ ইব এতানি গৃহীত্বা সংযাতি। ৮

অয়ং শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনং রসনং ঘ্রাণং এব চ মনশ্চ অধিষ্ঠায় বিষয়ান্ উপসেবতে। ৯

আমারই সনাতন অংশ জীবলোকে জীব হইয়া প্রকৃতিতে স্থিত পাঁচ ইন্দ্রিয় ও মনকে আকর্ষণ করে। ৭

(জীবভূত এই আমার অংশরূপী) ঈশ্বর যখন শরীর ধারণ করে অথবা ত্যাগ করে তখন বায়ু যেমন আশ-পাশের মণ্ডল হইতে গন্ধ লইয়া যায়, তেমনি এই (মন সহিত ইন্দ্রিয় সকলকে) সাথে লইয়া যায়। ৮

এবং সে কান চোখ চর্ম্ম জিভ নাক ও মনের আশ্রয় লইয়া বিষয়ের ভোগ করে। ৯

টিপ্পনী :—এখানে বিষয় শব্দের অর্থ বীভৎস বিলাস নয়, সেই

উৎক্রামন্তং স্থিতং রাপি ভুঞ্জানং রা গুণান্বিতম্।
রিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ ১০
যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যরস্থিতম্।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥ ১১

অন্বয়। উৎক্রামন্তং, স্থিতং বা অপি গুণান্বিতং ভুঞ্জানং বা বিমূঢ়াঃ অনুপশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ পশ্যন্তি। :

যোগিনঃ যতন্তঃ আত্মনি অবস্থিতম্ এনম্ পশ্যন্তি অকৃতাত্মানঃ অচেতসঃ যতং অপি এনং ন পশ্যন্তি। ১১

সেই ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক ক্রিয়া মাত্র—যেমন চক্ষু দ্বারা দেখি, কান দ্বারা শুনি, জিহ্বা দ্বারা চাখি। এই ক্রিয়া সকল যদি বিকারযুক্ত, অহং-ভাবযুক্ত হয় তবে দোষযুক্ত বা বীভৎস বলা হয়। যখন নির্ব্বিকার হয় তখন উহা নির্দ্দোষ। বালক চোখে দেখিয়া, হাত দিয়া স্পর্শ করিয়া বিকার প্রাপ্ত হয় না। নীচের শ্লোকে এই কথা বলা হইয়াছে।

(শরীর) ত্যাগ করায় অথবা তাহাতে থাকায় অথবা গুণের আশ্রয় লইয়া ভোগ করায় (এই অংশরূপী ঈশ্বরকে) মূর্খ দেখে না, কিন্তু দিব্য চক্ষু জ্ঞানী দেখিতে পায়। ১০

যোগিগণ যত্ন করিয়া অন্তরস্থিত ঈশ্বরকে দেখিতে পায়। যে আত্ম-শুদ্ধি করে নাই এমন মূঢ় যত্ন করিলেও ইহাকে দেখিতে পায় না। ১১

টিপ্পনী :—ইহাতে ও নবম অধ্যায়ে দুরাচারীর প্রতি ভগবান

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তৎ তেজো বিদ্ধি মামকম্॥ ১২

গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ॥ ১৩

অন্বয়। আদিত্যগতং যৎ তেজঃ অখিলং জগৎ ভাসয়তে যৎ চন্দ্রমসি যৎ চ অগ্নৌ তৎ মামকম্ তেজঃ বিদ্ধি। ১২

অহম্ গাম্ আবিশ্য ভূতানি ধারয়ামি রসাত্মকঃ সোমঃ চ ভূত্বা অহং সর্ব্বাঃ ওষধীঃ পুষ্ণামি। ১৩

ওজসা—শক্তিদ্বারা। গাম্—পৃথিবীকে। সোমঃ—চন্দ্র।

যে বাক্য বলিয়াছেন তাহাতে বিরোধ নাই। অকৃতাত্মা মানে ভক্তিহীন, স্বেচ্ছাচারী, দুরাচারী। যে নম্রতা ও শ্রদ্ধার সহিত ঈশ্বরকে ভজনা করে সে আত্ম-শুদ্ধ হয় ও ঈশ্বরের দর্শন পায়। যে যম-নিয়মাদির দরকার না রাখিয়া কেবল বুদ্ধি-প্রয়োগ দ্বারা ঈশ্বরকে দেখিতে চায় সেই অচেতন, চিত্তবিহীন; রামবিহীন ব্যক্তি রামকে দেখিতে পায় না।

সূর্য্যের যে তেজ সকল জগৎকে প্রকাশ করে ও যে তেজ চন্দ্রে ও অগ্নিতে আছে, তাহা আমারই—ইহা জানিও। ১২

আমার শক্তি পৃথিবীতে প্রবেশ করাইয়া প্রাণিগণকে ধারণ করি ও রস উৎপাদনকারী চন্দ্র হইয়া সকল বনস্পতিকে পোষণ করি। ১৩

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্॥ ১৪

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্॥ ১৫

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥ ১৬

অন্বয়। অহং প্রাণিনাং দেহং আশ্রিতঃ বৈশ্বানরঃ ভূত্বা প্রাণাপানসমাযুক্তঃ (সন্) চতুর্বিধং অন্নং পচামি। ১৪

বৈশ্বানরঃ—জঠরাগ্নি।

অহং [চ] সর্বস্য হৃদি সন্নিবিষ্টঃ; মত্তঃ স্মৃতিঃ জ্ঞানম্ অপোহনং চ; সর্বৈঃ বেদৈঃ চ অহম্ এব বেদ্যঃ; বেদান্তকৃৎ বেদবিৎ চ অহম্ এব। ১৫

লোকে ক্ষরঃ চ অক্ষরঃ চ ইতি দ্বৌ এব ইমৌ পুরুষৌ, সর্বভূতানি ক্ষরঃ কূটস্থঃ অক্ষরঃ উচ্যতে। ১৬

আমি প্রাণিদেহে আশ্রয় লইয়া জঠরাগ্নি হইয়া প্রাণ ও আপন বায়ু দ্বারা চারিপ্রকার অন্ন পরিপাক করি। ১৪

সকলের হৃদয়ে স্থিত আমার দ্বারা স্মৃতি, জ্ঞান ও তাহার অভাব হয়। আমিই সকল বেদের জ্ঞাতব্য। বেদ সকল আমিই জানি, আমিই বেদান্ত প্রকটকারী। ১৫

এই লোকে ক্ষর অর্থাৎ নাশবান্ ও অক্ষর অর্থাৎ অবিনাশী

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥ ১৭
যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥ ১৮
যো মামেবমসম্মূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ব্ববিদ্ভজতি মাং সর্ব্বভাবেণ ভারত !॥ ১৯

অন্বয়। উত্তমঃ পুরুষঃ তু অন্যঃ, পরমাত্মা ইতি উদাহৃতঃ যঃ অব্যয়ঃ ঈশ্বরঃ লোকত্রয়ম্ আবিশ্য বিভর্ত্তি। ১৭

যস্মাৎ অহং ক্ষরম্ অতীতঃ অক্ষরাৎ অপি উত্তমঃ চ, অতঃ লোকে বেদে চ পুরুষোত্তমঃ (ইতি) প্রথিতঃ অস্মি। ১৮

হে ভারত, অসম্মূঢ়ঃ যঃ মাম্ এবং পুরুষোত্তমং জানাতি স সর্ব্ববিৎ, (সঃ) মাং সর্ব্বভাবেন ভজতি। ১৯

এমন দুই পুরুষ আছেন। ভূতমাত্রই ক্ষর, তাহাদের মধ্যে স্থির যে অন্তর্য্যামী তাঁহাকে অক্ষর বলে। ১৬

ইহার উপরিস্থিত উত্তম পুরুষ ইহা হইতে ভিন্ন। তাঁহাকে পরমাত্মা বলে। এই অব্যয় ঈশ্বর ত্রিলোকে প্রবেশ করিয়া উহার পোষণ করেন। ১৭

যে হেতু আমি ক্ষর হইতে অতীত ও অক্ষর হইতেও উত্তম, সেই হেতু লোকে পুরুষোত্তম নামে আমি প্রখ্যাত। ১৮

হে ভারত, মোহ-রহিত হইয়া আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া যে জানে সে সকলই জানে ও আমাকে পূর্ণভাবে ভজনা করে। ১৯

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ !।
এতদ্ বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত !॥ ২০

অন্বয়। হে অনঘ, ইতি ইদং গুহ্যতমং শাস্ত্রং ময়া উক্তম্। হে ভারত, এতৎ বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ কৃতকৃত্যশ্চ স্যাৎ। ২০

হে অনঘ, এই গুহ্য হইতে গুহ্য শাস্ত্র আমি তোমাকে বলিলাম। হে ভারত, ইহা জানিয়া মনুষ্য বুদ্ধিমান্ হয় ও নিজের জীবন সহজ করে। ২০

ওঁ তৎসৎ

এই প্রকারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপী উপনিষদে অর্থাৎ ব্রহ্ম-বিদ্যান্তর্গত যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে পুরুষোত্তম যোগ নামে পঞ্চদশ অধ্যায় পূর্ণ হইল।

পঞ্চদশ অধ্যায়ের ভাবার্থ

জ্ঞানীর নিকট বিশ্বচরাচর এক দৃষ্টিতে দেখা দেয়, আর অজ্ঞানীর নিকট অন্য দৃষ্টিতে দেখা দেয়। সংসারের স্বরূপ জানিতে হইলে স্রষ্টাকে জানা চাই। তজ্জন্য প্রথমেই আসক্তি ত্যাগ করা চাই। যে আসক্তি ত্যাগ করিয়াছে সে চেষ্টা করিলে জগৎ ও ঈশ্বরকে প্রকৃত স্বরূপে দেখিয়া দুঃখ হইতে ত্রাণ পাইতে পারে। এই অধ্যায়ে অনাসক্তি লাভ করতঃ যে রূপে ঈশ্বরকে দেখা যাইবে তাহার বর্ণনা আছে। যিনি সকলের ঈশ্বর, যিনি পরম ঈশ্বর, তাঁহার সহিত জীবের যে সম্পর্ক তাহা পুনঃপুনঃ জন্ম জন্মান্তরের ভিতর দিয়া কেমন রহিয়া গিয়াছে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। অন্তে সেই পুরুষোত্তমাখ্য সর্ব্বলোকেশ্বরের বর্ণনা আছে।

সংসারের দুই রূপ—সংসারকে স্বরূপে দেখিবার উপায়

১—৬

পণ্ডিতেরা এই সংসারকে অশ্বত্থের সঙ্গে তুলনা করেন। শ্বঃ মানে কল্য। যাহা আগামী কাল পর্য্যন্ত থাকিবে না তাহাই অশ্বত্থঃ। অশ্বত্থ শব্দ দ্বারা অস্থায়ী সংসার সূচিত হইয়াছে, আবার অশ্বত্থ বৃক্ষের সহিত সংসারের একটি তুলনাও দেওয়া হইয়াছে।

সংসার অস্থায়ী অশ্বত্থ বৃক্ষের ন্যায়। পণ্ডিতেরা জানেন এই সংসার অস্থায়ী হইয়াও স্থায়ী, কেননা ইহার মূল ঈশ্বরে বা উর্দ্ধে। বিনাশবান্ সংসার-অশ্বত্থের মূল অবিনাশী ঈশ্বরে প্রতিষ্ঠিত। এই বৃক্ষের পাতা ধর্ম্ম। এই রকম যাহারা জানে তাহারাই জ্ঞানী তাহারাই বেদবিৎ। অজ্ঞানীরা এই সংসার-অশ্বত্থকে অন্য রূপে দেখে। তাহারা মোহান্ধ হইয়া দেখে যে, ইহার মূল উর্দ্ধে বা ঈশ্বরে নয়, উহা নিম্নগামী, উহা মাটিতেই—ধরাতেই বদ্ধ এবং উহা তিন গুণ দ্বারা পুষ্ট ; উহার ডালে বিষয় ফল ফলে এবং মানুষ উহা ভোগ করিয়া কর্ম্ম-বন্ধনে বদ্ধ হয়। অজ্ঞানীরা ভ্রমে পড়িয়া এই রূপে সংসারের স্বরূপ দেখিতে পায় না। এই সংসারের আদি নাই, অন্ত নাই এবং ভিত্তি নাই। এই দৃঢ়সম্বদ্ধ সংসারের মোহ দূর করার জন্য অনাসক্তিরূপ অস্ত্র দ্বারা এই সংসারের মূল কাটিয়া দেওয়া চাই, বৈরাগ্য আনা চাই, তার পর বলা চাই যে, "হে আদিপুরুষ, তুমি সনাতন মায়া বিস্তার করিয়া আছ, তোমার শরণ লই।" এমনি করিয়া সেই পরম পদের খোঁজ করা চাই যাহার নিকট পঁহুছিলে আর পুনরাবর্ত্তন নাই। অনাসক্তি অবলম্বন পূর্ব্বক ঈশ্বরের শরণ লইলে তবে সংসারের মোহ দূর হইবে।

যাহারা মান-মোহাদি ত্যাগ করিয়াছে, যাহারা আসক্তি

ত্যাগ করিয়াছে, যাহারা সুখ দুঃখাদির দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত তাহারাই সংসারকে অতিক্রম করিয়া ঈশ্বরকে পায়। সে স্থান সূর্য্যলোক ও চন্দ্রলোকের পরপারে। সে স্থান হইতে পুনরাগমন নাই। ৬

জীবাত্মা ও পরমাত্মা

৭—১১

ঈশ্বরের অংশ জীবরূপে জীব-দেহে বর্ত্তমান। ঈশ্বরেরই জীবাংশ, ঈশ্বরেরই প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন দেহস্থ পাঁচ ইন্দ্রিয় ও মনকে আকর্ষণ করে, সান্নিধ্য রাখে। ৭ জীবাত্মাই ঈশ্বর এবং এই ঈশ্বর যখন শরীরস্থ হয় তখন তাহার সঙ্গে মন ও জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহকে রাখে। আবার যখন শরীর ত্যাগ করে তখনও এই ইন্দ্রিয় ও মন সহিতই প্রয়াণ করে। জীবাত্মারূপী ঈশ্বরের ইন্দ্রিয় ও মনের সহিত যে সম্বন্ধ তাহা বায়ুর সহিত গন্ধের যে সম্পর্ক সেই প্রকার। ৮ এই জীবাত্মারূপী ঈশ্বর, দেহে অবস্থানকালে মন ও ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় লইয়া বিষয় ভোগ করে। ৯ অজ্ঞানী, এই আত্মা এবং ইন্দ্রিয়ের সহযোগ জানিতে পারে না। যাহার জ্ঞানচক্ষু আছে সেই ইহা দেখিতে পায়। ১০ যোগীরা চেষ্টা করিলে নিজের মধ্যস্থ ঈশ্বরকে দেখিতে পায়, মূঢ়েরা যত্ন করিলেও দেখিতে পায় না। ১১

পরমাত্মার স্বরূপ

১২—২০

যে ঈশ্বর জীবাত্মা হইয়া জীবে রহিয়াছে সেই জীবাত্মা ১২ পরমাত্মার সহিত এক। তিনিই সেই পরমাত্মা যিনি চন্দ্র সূর্য্যে তেজরূপে আছেন। তিনিই জীবদেহে আছেন। ১৩ তিনিই পৃথিবীতে ও ওষধিতে আছেন। তিনিই জীবদেহে ১৪ জঠরাগ্নিরূপে আছেন ও তিনিই সকলের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত, ১৫ তাঁহা হইতেই স্মৃতি, জ্ঞান ও অজ্ঞান।

জগতে ক্ষর ও অক্ষর পুরুষরূপে ঈশ্বর বিদ্যমান, তন্মধ্যে ১৬ ভূতমাত্রই ক্ষর বা বিনাশী এবং যিনি অন্তর্য্যামী তিনি ১৭ অক্ষর। এই অক্ষর ও ক্ষর ভাবের যিনি অতীত তিনিই উত্তম-পুরুষ বা পুরুষোত্তম। তিনিই অব্যয় ও সকল জগতের ১৮ পালক। তিনি ক্ষর ও অক্ষর হইতে উত্তম বলিয়াই ১৯ তাঁহাকে পুরুষোত্তম বলে।

এই গুহ্যতম শাস্ত্রের জ্ঞান পাইলে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কৃত- ২০ কৃতার্থ হয়।

ষোড়শ অধ্যায়

দৈবাসুরসম্পদ্-বিভাগ যোগ

এই অধ্যায়ে দৈবী ও আসুরী সম্পদের বর্ণনা আছে ।

শ্রীভগবানুবাচ

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্ ॥ ১
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্ ।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্ ॥ ২
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা ।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত ! ॥ ৩

অন্বয়। শ্রীভগবান্ উবাচ। হে ভারত, অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়ঃ তপঃ আর্জবম্ অহিংসা সত্যম্ অক্রোধঃ ত্যাগঃ শান্তিঃ অপৈশুনম্ ভূতেষু দয়া অলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীঃ অচাপলম্ তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচম্ অদ্রোহঃ নাতিমানিতা দৈবীং সম্পদং অভিজাতস্য ভবন্তি। ১—৩

শ্রীভগবান্ বলিলেন—

হে ভারত, অভয়, অন্তঃকরণ-শুদ্ধি, জ্ঞান, যোগে নিষ্ঠা, দান, দম, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, তপ, সরলতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, অপৈশুন, ভূতে দয়া, অলোলুপতা, মৃদুতা, মর্য্যাদা, অচপলতা, জ, ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ, অদ্রোহ, নিরভিমান—এই সকল গুণ,

দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ! সম্পদমাসুরীম্॥ ৪

দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব! ॥ ৫

অন্বয়। দম্ভঃ দর্পঃ অভিমানঃ ক্রোধঃ পারুষ্যং এব চ অজ্ঞানং চ হে পার্থ, আসুরীং সম্পদম্ অভিজাতস্য (ভবন্তি)। ৪

দৈবী সম্পদ্ বিমোক্ষায় আসুরী নিবন্ধায় মতা। হে পাণ্ডব, মা শুচঃ (ত্বম্) দৈবীং সম্পদম্ অভিজাতঃ অসি। ৫

যিনি দৈবী-সম্পদ লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাতে দেখা যায়। ১-২-৩

টিপ্পনী—দম অর্থাৎ ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, অপৈশুন অর্থাৎ কাহারও পিছনে নিন্দা না করা, অলোলুপতা অর্থাৎ লোভী না হওয়া, লম্পট না হওয়া, তেজ অর্থাৎ প্রত্যেক হীন বৃত্তির বিরোধিতা করিবার প্রবল ইচ্ছা, অদ্রোহ অর্থাৎ কাহারও মন্দ করার ইচ্ছা না করা, মন্দ না করা।

দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, পারুষ্য, অজ্ঞান হে পার্থ, এই সকল আসুরী সম্পদ্ জন্ম-গ্রহণকারীদের হয়। ৪

টিপ্পনী—যাহা নিজের মধ্যে নাই তাহা দেখানো দম্ভ, ছল ও পাষণ্ডী ভাব, দর্প অর্থাৎ বড়াই, পারুষ্য অর্থ কঠোরতা।

দৈবী সম্পদ্ মোক্ষ-দানকারী ও আসুরী সম্পদ্ বন্ধনকারী

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ! মে শৃণু ॥৬

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে ॥ ৭

অন্বয়। অস্মিন্ লোকে দ্বৌ ভূতসর্গৌ, দৈবঃ আসুরঃ চ এব। হে পার্থ, দৈবঃ বিস্তরশঃ প্রোক্তঃ, আসুরং মে শৃণু। ৬

ভূত—প্রাণী। সর্গ—সৃষ্টি।

আসুরাঃ জনাঃ প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ ন বিদুঃ। তেষু ন শৌচং ন চ অপি আচারঃ ন সত্যং বিদ্যতে। ৭

বলিয়া গণ্য। হে পাণ্ডব, তুমি বিষাদগ্রস্ত হইও না, তুমি দৈবী সম্পদ্ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ। ৫

ইহলোকে দুই জাতি সৃষ্টি হইয়াছে—দৈবী ও আসুরী। হে পার্থ, দৈবী বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণন করিয়াছি। এক্ষণে আসুরী শোনো। ..৬

আসুর লোকেরা প্রবৃত্তি কি, নিবৃত্তি কি তাহা জানে না। তেমনি তাহাদের শৌচ, আচার ও সত্যের জ্ঞান নাই। ৭

অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্ ।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্ ॥ ৮
এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ ॥ ৯

অন্বয়। তে আহুঃ জগৎ অসত্যম্ অপ্রতিষ্ঠম্ অনীশ্বরম্ অপরস্পরসম্ভূতং কামহৈতুকম্ অন্যৎ কিম্। ৮

অপরস্পরসম্ভূতম্—পরস্পর-সম্ভূত অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধ হইতে উৎপন্ন। কামহৈতুকম্—কামনার হেতু, বিষয় ভোগ।

উগ্রকর্ম্মাণঃ নষ্টাত্মানঃ অল্পবুদ্ধয়ঃ এতাং দৃষ্টিম্ অবষ্টভ্য অহিতাঃ (সন্তঃ) জগতঃ ক্ষয়ায় প্রভবন্তি।

তাহারা বলে যে, জগৎ অসত্য, আশ্রয়শূন্য ও ঈশ্বরশূন্য, কেবল স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধ হইতে উৎপন্ন। উহাতে বিষয়ভোগ ছাড়া আর কি হেতু থাকিতে পারে? ৮

ভয়ানক [ক্রূর] কর্ম্মকারী মন্দ-মতি দুষ্টেরা এই অভিপ্রায় অবলম্বন করিয়া জগতের শত্রু হইয়া জগতের নাশের জন্য উৎপন্ন হয়। ৯

কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্ গৃহীত্বাসদ্গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ॥ ১০
চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতিনিশ্চিতাঃ॥ ১১
আশাপাশশতৈর্ব্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্॥ ১২

অন্বয়। দুষ্পূরং কামম্ আশ্রিত্য দম্ভমানমদান্বিতাঃ অশুচিব্রতাঃ মোহাৎ অসদ্গ্রাহান্ গৃহীত্বা প্রবর্ত্তন্তে। ১০

প্রলয়ান্তাং অপরিমেয়াম্ চিন্তাং উপাশ্রিতাঃ কামোপভোগপরমাঃ এতাবৎ ইতিনিশ্চিতাঃ আশাপাশশতৈঃ বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ কামভোগার্থম্ অন্যায়েন অর্থসঞ্চয়ান্ ঈহন্তে। ১১—১২

এতাবৎ ইতি নিশ্চিতাঃ—ইহাই শেষ, ভোগই শেষ, এইরূপ নিশ্চয়কারী।

দুষ্পূর কামনায় পূর্ণ, দম্ভপরায়ণ, মানী, মদান্ধ, অশুভ হইয়া মোহবশে মন্দ ইচ্ছা গ্রহণ করিয়া [কর্ম্মে] প্রবৃত্ত হয়। ১০

প্রলয় পর্যান্ত যাহার অন্ত নাই এমন অপরিমেয় চিন্তার আশ্রয় লইয়া কামনা পরমভোগী, 'ভোগই সর্ব্বস্ব' এইরূপ নিশ্চয়কারী শত আশার জালে পড়িয়া কামী, ক্রোধী বিষয় ভোগের জন্য অন্যায় পূর্ব্বক দ্রব্যসঞ্চয় ইচ্ছা করে ১১-১২

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিমং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্॥ ১৩
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী॥ ১৪
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ॥ ১৫
অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ॥ ১৬

অন্বয়। অদ্য ময়া ইদং লব্ধং ইদং মনোরথং প্রাপ্স্যে, ইদং মে অস্তি, ইদমপি ধনং পুনঃ মে ভবিষ্যতি, অসৌ শত্রুঃ ময়া হতঃ, অপরান্ অপি চ হনিষ্যে, অহম্ ঈশ্বরঃ, অহং ভোগী, অহং সিদ্ধঃ বলবান্ সুখী চ, (অহম্) আঢ্যঃ অভিজনবান্ অস্মি, ময়া সদৃশঃ অন্যঃ কঃ অস্তি, অহং যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্যে চ ইতি অজ্ঞানবিমোহিতাঃ অনেকচিত্তবিভ্রান্তাঃ মোহজালসমাবৃতাঃ কামভোগেষু প্রসক্তাঃ অশুচৌ নরকে পতন্তি। ১৩—১৬

আজ ইহা পাইলাম, এই মনোরথ পূর্ণ হইল, এত ধন আমার আছে, ভবিষ্যতে আরো এত হইবে; এই শত্রুকে মারিয়াছি, অপরকেও মারিব, আমি সর্ব্বসম্পন্ন, আমি ভোগী, আমি সিদ্ধ, আমি বলবান্, আমি সুখী, আমি শ্রীমন্ত, আমি কুলীন, আমার মত আর কে আছে, আমি যজ্ঞ করিব, দান করিব, আনন্দ করিব—

আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকম্॥ ১৭
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ॥ ১৮
তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেবযোনিষু॥ ১৯

অন্বয়। আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধাঃ ধনমানমদান্বিতাঃ দম্ভেন অবিধিপূর্ব্বকং নামযজ্ঞৈঃ তে যজন্তে। ১৭

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ অভ্যসূয়কাঃ আত্মপরদেহেষু মাম্ প্রদ্বিষন্তঃ। ১৮

তান্ দ্বিষতঃ ক্রূরান্ অশুভান্ নরাধমান্ অহং সংসারেষু আসুরীষু এব যোনিষু অজস্রং ক্ষিপামি। ১৯

অজ্ঞানে মূঢ় হইয়া লোক এইরূপ মনে করে ও অনেক ভ্রমে পড়িয়া মোহজালে জড়াইয়া বিষয়ভোগে মত্ত হইয়া অশুভ নরকে পড়ে। ১৩-১৪-১৫-১৬

নিজকে বড় গণ্যকারী, বেশভূষাপরায়ণ [গর্ব্বিত] এবং ধন ও মান-মদে মত্ত (লোক) দম্ভ হইতে বিধিবিহীন ও নামেই মাত্র যজ্ঞ করিয়া থাকে। ১৭

অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধের আশ্রয় লইয়া নিন্দাকারীরা তাহাদের ও অন্যের ভিতর অবস্থিত আমাকে দ্বেষ করিয়া থাকে। ১৮

এই নীচ, দ্বেষ-পরায়ণ, ক্রুর, অমঙ্গলকারী নরাধমদিগকে এই সংসারে অত্যন্ত আসুরী যোনিতে বারবার নিক্ষেপ করিয়া থাকি। ১৯

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয়! ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥২০
ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ ॥ ২১
এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয়! তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২২

অন্বয়। হে কৌন্তেয়, জন্মনি জন্মনি আসুরীং যোনিং আপন্নাঃ মাম্ অপ্রাপ্য মূঢ়াঃ ততঃ অধমাং গতিং যান্তি। ২০

কামঃ ক্রোধঃ তথা লোভঃ আত্মনঃ নাশনং নরকস্য ত্রিবিধম্ দ্বারম্। তস্মাৎ এতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ। ২১

হে কৌন্তেয়, এতৈঃ ত্রিভিঃ তমোদ্বারৈঃ বিমুক্তঃ নরঃ আত্মনঃ শ্রেয়ঃ আচরতি, ততঃ পরাং গতিং যাতি। ২২

হে কৌন্তেয়, জন্ম জন্ম আসুরী যোনি পাইয়া ও আমাকে না পাইয়া এই মূঢ়েরা এমনি করিয়া একেবারে অধমগতি পায়। ২০

কাম, ক্রোধ ও লোভ—আত্মাকে নাশ করিবার জন্য নরকের এই তিনটি দ্বার। সেই হেতু মানুষ এই তিনকে ত্যাগ করিবে। ২১

হে কৌন্তেয়, এই ত্রিবিধ নরকের দ্বার হইতে দূরে থাকিয়া মানুষ আত্মার কল্যাণ আচরণ করে ও তাহাতে পরম গতি প্রাপ্ত হয়। ২২

যঃ শাস্ত্রৱিধিমুৎসৃজ্য ৱর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমৱাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥ ২৩
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যৱ্যৱস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রৱিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি॥ ২৪

অন্বয়। যঃ শাস্ত্রবিধিম্ উৎসৃজ্য কামকারতঃ বর্ত্ততে সঃ সিদ্ধিম্ ন অবাপ্নোতি, ন [illegible]ং, ন পরাং গতিং (অবাপ্নোতি)। ২৩

তস্মাৎ কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ শাস্ত্রং তে প্রমাণম্। শাস্ত্রবিধানোক্তং জ্ঞাত্বা ইহ কর্ম্ম কর্ত্তুম্ অর্হসি। ২৪

যে ব্যক্তি শাস্ত্র-বিধি ত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছায় ভোগে লীন হয় সে সিদ্ধি পায় না, সুখ পায় না, পরম গতি পায় না। ২৩

টিপ্পনী—শাস্ত্র-বিধি অর্থে ধর্ম্মগ্রন্থে প্রদত্ত অনেক ক্রিয়া নহে, পরন্তু অনুভব জ্ঞানযুক্ত সৎপুরুষ-প্রদর্শিত সংযমমার্গ।

সেই হেতু কার্য্য ও অকার্য্য নির্ণয় করিতে তুমি শাস্ত্রকে প্রমাণ জানিবে। শাস্ত্র-বিধি কি তাহা জানিয়া এখানে তোমার কর্ম্ম করাই উচিত। ২৪

টিপ্পনী—যাহা উপরে বলা হইয়াছে, এখানেও 'শাস্ত্র' [শব্দের] সেই অর্থ। সকলেরই নিজ নিজ নিয়ম গড়িয়া স্বেচ্ছাচারী হওয়া উচিত নয় বরং ধর্ম্মের অনুভবকারীদের বাক্যকেই প্রমাণ গণ্য করা উচিত, ইহাই এই শ্লোকের বক্তব্য।

ওঁ তৎসৎ

এই প্রকারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপী উপনিষদে অর্থাৎ ব্রহ্ম-বিদ্যান্তর্গত যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগ যোগ নামক ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

ষোড়শ অধ্যায়ের ভাবার্থ

দৈবী ও আসুরী সম্পদ্

১—৫

যে ব্যক্তি দৈবী সম্পদ্ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহার ১ মধ্যে অভয়, সত্য সংশুদ্ধি, জ্ঞান, যোগে স্থিতি, দান, দম ইত্যাদি গুণ দেখা যায়। আর যে ব্যক্তি আসুরী সম্পদ্ ২ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহার মধ্যে দম্ভ, দর্প, অভিমান, ৩ ক্রোধ ইত্যাদি অপগুণ দেখা যায়। দৈবী সম্পদ্ মোক্ষের ৪ কারণ হয়। এবং আসুরী সম্পদ্ বন্ধনের কারণ হয়। অর্জ্জুনের চিন্তা নাই, কেননা তিনি দৈবীসম্পদ্ লইয়াই ৫ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

আসুরী সম্পদ্ কি ?

৬—১৯

দৈবী ও আসুরী সম্পদের মধ্যে আসুরী সম্পদ্ কি তাহাই ৬ এক্ষণে বলা হইতেছে কেননা দৈবী সম্পদ্ বিষয়ে পূর্ব্বে অনেকবার বলা হইয়াছে।

যাহাদের মধ্যে আসুরী বৃত্তি বলবান্ তাহারা ৭ প্রবৃত্তি কি আর নিবৃত্তি কি তাহা জানে না। তাহারা আচার বা শুচিতার ধারও ধারে না। নিজেরা না ৮

জানিলেও শাস্ত্র প্রমাণে বিশ্বাস করিয়া আচার শুচিতা বা সত্য কি তাহা জানিয়া ও মানিয়া লইবার মত রুচি তাহাদের নাই। তাহারা নিজের মলিন বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া জগৎসৃষ্টির এরূপ একটা কল্পনা করিয়া লয় যে, এই জগৎ কেবল কাম বা বিষয় ভোগ করিবার জন্যই ৯ সৃষ্ট। যেমন স্ত্রীপুরুষের সম্পর্কে জীবসৃষ্টি হয় তেমনি একটা প্রক্রিয়ায় জগৎ উৎপন্ন এবং শেষ পর্য্যন্ত উহা কাম- ১০ ভোগেরই স্থান। এই প্রকার ধারণা তাহাদিগকে দুষ্পূর কামনার তাড়নায় তাড়াইয়া লইয়া চলে। ভোগসর্ব্বস্ব ১১ হইয়া কি করিয়া অর্থসঞ্চয় করিতে হইবে এই তাহাদের ১২ একমাত্র চিন্তা আর সে চিন্তা প্রলয়েও অন্ত হয় না :

কামনা-তাড়িত আসুর-ভাবাপন্নেরা ভাবে যে আজ এই ইচ্ছা আমার পূর্ণ হইল, এই আমার আছে; আমার ১৩ এত হইবে, ইহাকে মারিয়াছি, উহাকে মারিব, আমার ১৪ ক্ষমতা অসীম, আমিই ঈশ্বর, আমি সিদ্ধ, আমি সুখী, আমি ১৫ যজ্ঞ করিব, দান করিব, আনন্দ করিব। এমনি করিয়া ১৬ মোহান্ধ হইয়া তাহারা নরকে যায়।

এই মনোবৃত্তি তাহাদিগকে গর্ব্বিত করিয়া থাকে। ১৭ তাহারা যখন যজ্ঞ করে তখন তাহাও নামে মাত্র করে। তাহারা ঈশ্বরকে ভুলিয়া যায় বা উপরন্তু বিদ্বিষ্ট হয়। এমন ১৮

নরাধমেরা বার বার আসুরী যোনিতে পরিভ্রমণ করে এবং ১৯
ক্রমে নিম্ন হইতে নিম্নতর গতি পায়।

কাম ক্রোধাদি আসুরীবৃত্তির জনক, শাস্ত্রবিধি পালনে উহাদিগকে এড়ানো যায়

২০—২৪

আসুরীবৃত্তির উৎপত্তি হয় কাম ক্রোধ ও লোভ হইতে। ২০
যাহাদের মনে চরমতম দুর্গতি এড়াইবার ইচ্ছা জাগে তাহারা ২১
এই তিনটি নরকের দ্বার বর্জন করিয়া চলিবে।

যাহারা আসুরী সম্পদ্ উপেক্ষা করে, যাহারা কাম ক্রোধ ২২
লোভ মোহ ত্যাগ করে তাহারা ঊর্দ্ধগতি পায়। শাস্ত্র-বিধিই হইতেছে কামনা ইত্যাদি ত্যাগ করার সহায়ক।
অনুভবসিদ্ধ পুরুষেরা তাঁহাদের অভিজ্ঞতা-অর্জ্জিত যে ২৩
সংযমের পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাই শাস্ত্র এবং সেই শাস্ত্রবিধি মানিয়া চলিলে তবে কামাদি রিপু ত্যাগ করা যায়। শাস্ত্রবিধির আশ্রয় না লইলে, জ্ঞানী-প্রদর্শিত সংযম-মার্গ উপেক্ষা করিলে, বিনাশ নিশ্চিত। সেই জন্য কি ২৪
কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য তাহা স্থির করার নিমিত্ত শাস্ত্র বিধির আবশ্যকতা আছে।

সপ্তদশ অধ্যায়

শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগ যোগ

শাস্ত্রের বিধি অর্থাৎ শিষ্টাচার প্রামাণ্য গণ্য করা উচিত—এই প্রকার শুনিয়া অর্জ্জুনের আশঙ্কা হয়, [সে জানিতে ইচ্ছা করে] যে, শিষ্টাচার স্বীকার না করিয়াও শ্রদ্ধাপরায়ণ যে থাকে উহার কি প্রকার গতি হয়। ইহার উত্তর দেওয়ার প্রযত্ন এই অধ্যায়ে হইয়াছে। শিষ্টাচাররূপী দীপস্তম্ভ ত্যাগ করিলে শ্রদ্ধায় ভয় আছে ইহা ভগবান্ অনুগ্রহপূর্ব্বক জানাইতেছেন। এবং সেই হেতু শ্রদ্ধা ও উহার আশ্রয়াধীন যজ্ঞ তপ ও দানাদিকে গুণ অনুসারে তিন ভাগ করিয়া দেখাইয়াছেন ও 'ওঁ তৎসৎ'-এর মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

অর্জ্জুন উবাচ

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ ! সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ ॥ ১

অন্বয়। অর্জ্জুন উবাচ। হে কৃষ্ণ, যে শাস্ত্রবিধিম্ উৎসৃজ্য শ্রদ্ধয়া অন্বিতাঃ যজন্তে, তেষাং কা নিষ্ঠা ? সত্ত্বং রজঃ আহো তমঃ ? ১

অর্জ্জুন বলিলেন—

শাস্ত্র-বিধি অর্থাৎ শিষ্টাচার যে মানে না, যে কেবল শ্রদ্ধা হইতেই পূজাদি করে, তাহার গতি কি প্রকার—সাত্ত্বিক, রাজসিক অথবা তামসিক ? ১

শ্রীভগবানুবাচ

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ॥ ২

সত্ত্বানুরূপা সর্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত!
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ ॥ ৩

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ ॥ ৪

অন্বয়। শ্রীভগবান্ উবাচ। দেহিনাং সা স্বভাবজা শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী রাজসী তামসী চ ইতি ত্রিবিধা ভবতি, তাং শৃণু। ২

হে ভারত, সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা সত্ত্বানুরূপা ভবতি। অয়ং পুরুষঃ শ্রদ্ধাময়ঃ, যঃ যচ্ছ্রদ্ধঃ সঃ এব সঃ। ৩

সাত্ত্বিকাঃ দেবান্ যজন্তে, রাজসাঃ যক্ষঃরক্ষাংসি, অন্যে তামসাঃ জনাঃ প্রেতান্ ভূতগণান্ চ যজন্তে। ৪

শ্রীভগবান্ বলিলেন—

লোকের স্বভাবতঃই তিন প্রকারের অর্থাৎ সাত্ত্বিকী রাজসী ও তামসী শ্রদ্ধা হইয়া থাকে—ইহা শোন। ২

হে ভারত, নিজের শ্রদ্ধা নিজের স্বভাবের অনুসরণ করে। মানুষের কোনও না কোনও বিষয়ে শ্রদ্ধা ত হয়ই। যাহার যেমন শ্রদ্ধা সে সেই প্রকার হয়। ৩

সাত্ত্বিক লোক দেবতাদিগকে ভজনা করে, রাজসিক লোকেরা

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ॥ ৫
কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাঞ্চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্॥ ৬
আহারস্ত্বপি সর্ব্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু॥ ৭

অন্বয়। যে দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপঃ তপ্যন্তে (তে) অচেতসঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামং অন্তঃ শরীরস্থং মাং চ কর্শয়ন্তঃ, তান্ আসুরনিশ্চয়ান্ বিদ্ধি। ৫—৬

সর্ব্বস্য আহারঃ তু অপি ত্রিবিধঃ প্রিয়ঃ ভবতি তথা যজ্ঞঃ তপঃ দানং চ ; তেষাং ইমং ভেদং শৃণু। ৭

যক্ষ ও রাক্ষসের ভজনা করে এবং অন্যান্য তামসিক লোকেরা ভূত প্রেতাদির ভজনা করে। ৪

দম্ভ ও অহঙ্কার-যুক্ত কাম ও রাগ দ্বারা প্রেরিত হইয়া যাহারা শাস্ত্রীয় বিধিবিহীন ঘোর তপ করে সেই মূঢ়েরা শরীরমধ্যস্থ পঞ্চ মহাভূত ও অন্তঃকরণস্থ আমাকেও কষ্ট দেয়। ইহাদিগকে আসুর সংস্কার-যুক্ত জানিও। ৫—৬

আহারও তিন প্রকারের প্রিয় হয়। তেমনি যজ্ঞ, তপ ও দানও (তিন প্রকারে প্রিয়) হয়। তাহাদের মধ্যে এই ভেদের বিষয় শ্রবণ কর। ৭

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥৮
কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥ ৯
যাতযামং গতরসং পূতিপর্য্যুষিতঞ্চ যৎ ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥ ১০

অন্বয়। আয়ুঃসত্ত্ব-বলারোগ্য-সুখ-প্রীতি-বিবর্দ্ধনাঃ রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরাঃ হৃদ্যাঃ আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ। ৮

কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণ-তীক্ষ্ণ-রুক্ষ-বিদাহিনঃ দুঃখশোকাময়প্রদাঃ আহারাঃ রাজসস্য ইষ্টাঃ। ৯

যাতযামং গতরসং চ পূতি পর্য্যুষিতং উচ্ছিষ্টং অপি চ অমেধ্যং যৎ ভোজনং (তৎ) তামসপ্রিয়ম্। ১০

আয়ু, সাত্ত্বিকতা, বল, আরোগ্য, সুখ ও রুচিবর্দ্ধনকারী রসযুক্ত স্নিগ্ধ পুষ্টিকর ও মনের রুচিকর আহার সাত্ত্বিক লোকের প্রিয়। ৮

কটু, অম্ল, লবণ, অত্যন্ত গরম, তীক্ষ্ণ, শুষ্ক ও দাহকারক আহার রাজসিক লোকের প্রিয় ; আর উহা দুঃখ, শোক ও রোগ উৎপন্নকারী হয়। ৯

যাহা প্রহরাবধি পড়িয়া আছে, নীরস, দুর্গন্ধযুক্ত, বাসী, উচ্ছিষ্ট, অপবিত্র—এইরূপ ভোজন তামস লোকের প্রিয় হয়। ১০

অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ॥ ১১
অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ! তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্॥ ১২
বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে॥ ১৩

অন্বয়। অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ যষ্টব্যং এব ইতি মনঃ সমাধায় বিধিদিষ্টঃ যঃ যজ্ঞঃ ইজ্যতে সঃ সাত্ত্বিকঃ। ১১

হে ভরতশ্রেষ্ঠ, ফলম্ অভিসন্ধায় অপি চ দম্ভার্থং এব বা যৎ ইজ্যতে তং যজ্ঞং রাজসং বিদ্ধি। ১২

বিধিহীনম্ অসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনম্ অদক্ষিণম্ শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে। ১৩

অসৃষ্টান্নং—যাহাতে অন্নের সৃষ্টি নাই। অদক্ষিণং—যাহাতে ত্যাগ নাই।

যাহাতে ফলের ইচ্ছা নাই, বিধিপূর্ব্বক, কর্ত্তব্য বুঝিয়া, মন লাগাইয়া যে যজ্ঞ করা হয় উহা সাত্ত্বিক। ১১

হে ভরতশ্রেষ্ঠ, যাহা ফলের উদ্দেশ্যে ও দম্ভ হইতে হয় সে যজ্ঞ রাজসিক বলিয়া জানিও। ১২

যাহাতে বিধি নাই, অন্নের উৎপত্তি নাই, মন্ত্র নাই, ত্যাগ নাই, শ্রদ্ধা নাই সে যজ্ঞকে বুদ্ধিমান্ লোকেরা তামস যজ্ঞ বলেন। ১৩

দেৱদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জৱম্ ।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥ ১৪
অনুদ্বেগকরং ৱাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈৱ ৱাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে ॥ ১৫
মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মৱিনিগ্রহঃ ।
ভাৱসংশুদ্ধিরিত্যেতৎ তপো মানসমুচ্যতে ॥ ১৬
শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিৱিধং নরৈঃ ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে ॥ ১৭

অন্বয়। দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচম্ আর্জ্জবং ব্রহ্মচর্য্যম্ অহিংসা চ শারীরং তপঃ উচ্যতে। ১৪

অনুদ্বেগকরং সত্যং প্রিয়হিতং বাক্যং চ যৎ স্বাধ্যায়াভ্যসনং চ এব (তৎ) বাঙ্ময়ং তপঃ উচ্যতে। ১৫

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনম্ আত্মবিনিগ্রহঃ ভাবসংশুদ্ধিঃ ইতি এতৎ মানসম্ তপঃ উচ্যতে। ১৬

যুক্তৈঃ অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ নরৈঃ পরয়া শ্রদ্ধয়া তপ্তং তৎ ত্রিবিধং তপঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে। ১৭

দেব, ব্রাহ্মণ, গুরু ও জ্ঞানীর পূজা, পবিত্রতা, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা—এই সকলকে শারীরিক তপ বলা হয়। ১৪

যাহা দ্বারা দুঃখ দেওয়া হয় না এইরূপ এবং সত্য, প্রিয় ও হিতকর বচন ও ধর্ম্মগ্রন্থের অভ্যাস—এগুলিকে বাচিক তপ বলা হয়। ১৫

মনের প্রসন্নতা, সৌম্যতা, মৌন, আত্মসংযম, ভাবনা-শুদ্ধি—এই সকলকে মানসিক তপ বলা হয়। ১৬

সমবুদ্ধিযুক্ত পুরুষ যখন ফলের ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া পরমশ্র-

সংকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্॥ ১৮
মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তৎ তামসমুদাহৃতম্॥ ১৯
দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্॥২০

অন্বয়। সংকারমানপূজার্থং যৎ তপঃ চ দম্ভেন এব ক্রিয়তে তৎ ইহ চলম্ অধ্রুবং রাজসং প্রোক্তং। ১৮

মূঢ়গ্রাহেণ আত্মনঃ পীড়য়া, পরস্য উৎসাদনার্থং বা যৎ তপঃ ক্রিয়তে তৎ তামসম্ উদাহৃতম্। ১৯

দাতব্যম্ ইতি অনুপকারিণে দেশে কালে পাত্রে চ যৎ (দানং) দীয়তে তৎ দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্। ২০

পূর্ব্বক এই তিন প্রকারের তপ করে তখন এই তপকে বুদ্ধিমান্ পুরুষেরা সাত্ত্বিক তপ বলে। ১৭

যে সংকার, মান ও পূজার জন্য দম্ভপূর্ব্বক করা হয় সেই অস্থির ও অনিশ্চিত তপকে রাজস কহা যায়। ১৮

যে তপ পীড়নপূর্ব্বক, দুরাগ্রহ হইতে অথবা পরের নাশের জন্য হয় তাহাকে তামস তপ বলা হয়। ১৯

দেওয়ার যোগ্য বুঝিয়া, বদল পাইবার আশা না করিয়া দেশ কাল ও পাত্র দেখিয়া যে দান, তাহাকে সাত্ত্বিক দান বলা হয়। ২০

যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্॥ ২১
অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তৎ তামসমুদাহৃতম্॥ ২২
ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা॥ ২৩

অন্বয়। যৎ তু প্রত্যুপকারার্থং বা ফলম্ উদ্দিশ্য পুনঃ পরিক্লিষ্টং চ দীয়তে তদ্ দানং রাজসং স্মৃতম্। ২১

অদেশকালে অপাত্রেভ্যঃ চ অবজ্ঞাতং অসৎকৃতম্ যৎ দানং দীয়তে তৎ তামসম্ উদাহৃতম্। ২২

ব্রহ্মণঃ ওঁ তৎসৎ ইতি ত্রিবিধঃ নির্দ্দেশঃ স্মৃতঃ, তেন পুরা ব্রাহ্মণাঃ বেদাঃ চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ।

বিহিতাঃ—নির্ম্মিত হইয়াছে।

যে দান বদল পাওয়ার জন্য অথবা ফলের আশায় অথবা দুঃখের সহিত দেওয়া হয় সে দানকে রাজসিক বলা হয়। ২১

দেশকাল ও পাত্রের বিচার না করিয়া, মান-হীন ভাবে ও তিরস্কারের সহিত যে দান দেওয়া হয় তাহাকে তামস বলা হয়। ২২

ব্রহ্মের বর্ণন ওঁ তৎসৎ এই তিন রীতিতে হয় ও ইহা দ্বারা পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ, বেদ সকল ও যজ্ঞ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ২৩

তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥ ২৪
তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥ ২৫
সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে ।
প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ! যুজ্যতে ॥ ২৬

অন্বয়। তস্মাৎ ব্রহ্মবাদিনাম্ ওম্ ইতি উদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ সততং বিধানোক্তাঃ প্রবর্ত্তন্তে। ২৪

মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ তৎ ইতি ফলম্ অনভিসন্ধায় যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ বিবিধাঃ দানক্রিয়াশ্চ ক্রিয়ন্তে। ২৫

হে পার্থ, সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সৎ ইতি এতৎ প্রযুজ্যতে, তথা প্রশস্তে কর্ম্মণি সৎ-শব্দঃ যুজ্যতে। ২৬

সেই হেতু ব্রহ্মবাদিগণ ওঁ উচ্চারণ করিয়া যজ্ঞ, দান ও তপোরূপী ক্রিয়া সতত বিধিবৎ করেন। ২৪

আবার মোক্ষাকাঙ্ক্ষী তৎ শব্দ উচ্চারণ করিয়া, ফলের আশা না রাখিয়া যজ্ঞ, তপ ও দানরূপী বিবিধ ক্রিয়া করেন। ২৫

সত্য ও কল্যাণ অর্থে সৎ শব্দের প্রয়োগ আছে এবং হে পার্থ, প্রশস্ত (ভাল) কর্ম্মে সৎ শব্দ ব্যবহৃত হয়। ২৬

যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥ ২৭
অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ! ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥ ২৮

অন্বয়। যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সৎ ইতি উচ্যতে। তদর্থীয়ং কর্ম্ম চ সৎ ইতি এব অভিধীয়তে। ২৭

তদর্থীয়ং—'তৎ' (পরমাত্মা) অর্থ বা ফল যাহার তাদৃশ।

হে পার্থ, অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপঃ তপ্তং যৎ কৃতং চ (তৎ) অসৎ ইতি উচ্যতে, তৎ ইহ ন প্রেত্য চ ন। ২৮

প্রেত্য—মৃত্যুর পর, পরলোকে।

যজ্ঞ, তপ ও দান সম্বন্ধে দৃঢ়তাকে সৎ বলে। তৎ-এর নিমিত্তই কর্ম্ম, আর এই প্রকার সঙ্কল্পকে সৎ বলা হয়। ২৭

টিপ্পনী—উপরোক্ত তিন শ্লোকের ভাবার্থ এই যে, প্রত্যেক কর্ম্ম ঈশ্বরার্পণ করিয়াই করা চাই, কেন না ওঁ-ই সৎ ও সত্য। তাঁহাকে অর্পণকারী ঊর্দ্ধগামী হয়।

হে পার্থ, যে যজ্ঞ, দান, তপ ও অন্য ক্রিয়া অশ্রদ্ধার সহিত হয় তাহাকে অসৎ বলা হয়। উহা ইহলোকেও কাজের হয় না, পরলোকেও কাজের হয় না। ২৮

ওঁ তৎসৎ

এই প্রকারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপী উপনিষদে অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যান্তর্গত যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগ যোগ নামক সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

সপ্তদশ অধ্যায়ের ভাবার্থ

কেবল শাস্ত্রের উপর নির্ভর করা নিরাপদ নহে

১—৭

ষোড়শে দৈবাসুর সম্পদ্ বিভাগ করিয়া শাস্ত্রবাক্য অনুযায়ী আচরণ দ্বারা ভগবান্ নিজকে সুরক্ষিত করিতে বলিয়াছেন। এই শাস্ত্রবিধি বা শিষ্টাচার যদি না মানা যায় এবং কেবল নিজের শ্রদ্ধার উপর নির্ভর করিয়া চলা যায় ১ তাহা হইলে সে ব্যক্তির নিষ্ঠা দৈবী বা আসুরী কোন্ প্রকার হইবে অর্থাৎ উহা সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক—কোনটি হইবে এই প্রকার প্রশ্ন অর্জ্জুনের নিকট উপস্থিত হয়। অর্জ্জুন এই বিষয়ে সম্যক্ নির্দ্দেশ-প্রার্থী। সপ্তদশ অধ্যায়ে এই নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

শ্রদ্ধা বলিলেই সবটা বলা হইল না, কেননা শ্রদ্ধা তিন রকমের হইতে পারে—যথা সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। ২ শ্রদ্ধার সম্বন্ধে এই এক কথা বলা যাইতে পারে যে, উহা অনুষ্ঠাতার রুচির অনুরূপ হয়। এই হেতু কেবল নিজের শ্রদ্ধার উপর নির্ভর করিলে পথভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা।.. যেখানে শ্রদ্ধার অঙ্কুর, সেখানে সাত্ত্বিকতা, রাজসিকতা ও ৩ তামসিকতা থাকিতে পারে। সেই মূলে যাহা আছে শ্রদ্ধা তাহারই গুণে গুণান্বিত হয়। কাজেই শ্রদ্ধার উপর নির্ভর

করা নিরাপদ্ নহে। যে যাহা শ্রদ্ধা করে সে সেই প্রকার হয়।

উপাসনা করার কথাই ধরা যাউক। লোক নিজ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী কেহ বা সাত্ত্বিক কেহ বা রাজসিক আবার কেহ বা তামসিক ভজনা করে। সাত্ত্বিক ব্যক্তির শ্রদ্ধা যায় দেবতা-যজনের দিকে, রাজসিকের যায় যক্ষ-রাক্ষসের দিকে ও তামসিকদিগের শ্রদ্ধা ভূত-প্রেত অভিমুখী হয়।

তপস্যাও তেমনি লোকের শ্রদ্ধা-অনুযায়ী। তপস্যা হইলেই হইল না। কেহ বা এই তপশ্চর্য্যাও নিজের শরীরকে, অন্তরস্থ ঈশ্বরকে পীড়া দিয়া করে। আসুরী শ্রদ্ধা এই প্রকার তপস্যায় নিয়োজিত করে। সেই হেতু কেবল শ্রদ্ধা মানুষকে দিক্ দর্শন করাইতে পারে না। তাহার পশ্চাতে শিষ্টাচার বা শাস্ত্রবিধি থাকা চাই।

আহার যজ্ঞ তপস্যা ও দান এই সকলই তিন রকমের যথা সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক হইয়া থাকে।

তিন রকমের আহার যজ্ঞ তপস্যা ও দান

৮—১০

যাহাতে আয়ু, সত্ত্বগুণ ও বলাদি দেয় সেই প্রকার আহার সাত্ত্বিক ব্যক্তির প্রিয়, যে আহার কটু, অম্ল ও দাহকারক, যাহাতে দুঃখ ও শোক রোগ উৎপন্ন করে তাহা

রাজসিক ব্যক্তির প্রিয় এবং যাহা নীরস উচ্ছিষ্ট অপবিত্র ৯
তাহা তামসিক ব্যক্তির প্রিয়। ১০

যজ্ঞ ত্রিবিধ

১১—১৩

যে যজ্ঞে ফলের ইচ্ছা নাই তাহা সাত্ত্বিক, যাহা দম্ভপূর্ব্বক ১১
করা হয় তাহা রাজসিক এবং যে যজ্ঞ মন্ত্রহীন বিধিহীন ১২
তাহা তামসিক। ১৩

তপস্যা ত্রিবিধ

১৪—১৯

তপস্যাও কায়িক বাচিক মানসিক ভেদে ত্রিবিধ এবং
এই সকল তপস্যাতেও আবার সাত্ত্বিক তামসিক রাজসিক
ভেদ আছে। ব্রহ্মচর্য্য অহিংসাদি শারীরিক তপস্যা, সত্য- ১৪
প্রিয় হিতকর বাক্য বাচিক তপস্যা এবং মনের প্রসন্নতা, ১৫
সৌম্যতা ও শুদ্ধি মানসিক তপস্যা। ফলের আকাঙ্ক্ষা ১৬
ত্যাগ করিয়া যখন এই ত্রিবিধ তপস্যা করা হয় তখন ১৭
তাহাকে সাত্ত্বিক বলে, যখন ফলের আকাঙ্ক্ষাযুক্ত, সংকার, ১৮
মান বা পূজার জন্য দম্ভসহকারে তপস্যা করা হয় তখন তাহা
রাজসিক, আর নিজেকে পীড়া দিয়া যে তপ, অথবা পরের ১৯
অনিষ্টের জন্য যে তপস্যা তাহা রাজসিক।

দান ত্রিবিধ

২০—২২

অনুপকারীকে উপযুক্ত দেশকাল পাত্র বিচারে যে দান করা হয় তাহা সাত্ত্বিক, যাহা প্রত্যুপকারের আশায় করা হয় তাহা রাজসিক এবং যে দান অবমাননার সহিত অদেশকালে অপাত্রে করা হয় তাহা তামসিক। ২০ ২১ ২২

ওঁ তৎসৎ

২৩—২৮

সকলকর্ম্ম ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, ওঁ তৎ সৎ শব্দ দ্বারা তাহা সূচিত হয়। সমস্ত কর্ম্মই ঈশ্বরার্পিত বুদ্ধিতে করা চাই। ওঁ তৎ সৎ উচ্চারণ যাহাতে করা যায় এমনি যজ্ঞ ও তপস্যা ও দানকর্ম্ম করা চাই। ওঁ ব্রহ্মার্পণ, তৎ ঈশ্বর নির্দ্দেশক, তৎএর নিমিত্ত যে কর্ম্ম তাহাই সৎ। যজ্ঞ, তপস্যা ও দানে দৃঢ়তাকে সৎ বলে। অশ্রদ্ধায় অনুষ্ঠিত যজ্ঞ, দান ও তপস্যা অসৎ হয়। ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮

অষ্টাদশ অধ্যায়

সন্ন্যাস যোগ

এই অধ্যায় উপসংহার রূপে গণ্য। এই অধ্যায়ের অথবা গীতার প্রেরক মন্ত্র হইতেছে—"সমস্ত ধর্ম্ম ত্যাগ কর, আমার শরণ লও।" ইহাই বাস্তবিক সন্ন্যাস। কিন্তু সকল ধর্ম্মের ত্যাগ মানে সকল কর্ম্মের ত্যাগ নহে। পরোপকারার্থ কৃত কর্ম্ম সর্ব্বোৎকৃষ্ট কর্ম্ম। উহা তাঁহাকেই অর্পণ করা ও ফলেচ্ছা ত্যাগ করা—ইহাই সর্ব্ব-ধর্ম্ম-ত্যাগ ও সন্ন্যাস।

অর্জ্জুন উবাচ

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো ! তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ ! পৃথক্ কেশিনিষূদন ! ॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ

কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥ ২

অন্বয়। অর্জ্জুন উবাচ। হে মহাবাহো হৃষীকেশ, হে কেশিনিষূদন, সন্ন্যাসস্য ত্যাগস্য চ তত্ত্বং পৃথক্ বেদিতুমিচ্ছামি। ১

শ্রীভগবান্ উবাচ। কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং কবয়ঃ সন্ন্যাসং বিদুঃ। সর্ব্ব-কর্ম্মফলত্যাগং বিচক্ষণাঃ ত্যাগং প্রাহুঃ। ২

অর্জ্জুন বলিলেন—

হে মহাবাহো ! হে হৃষীকেশ, হে কেশিনিষূদন ! সন্ন্যাস ও ত্যাগের পৃথক্ পৃথক্ রহস্য আমি জানিতে ইচ্ছা করি। ১

শ্রীভগবান্ বলিলেন—

কাম্য (কামনা হইতে উৎপন্ন কর্ম্মের ত্যাগ) জ্ঞানীরা সন্ন্যাস

ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্ম্মনীষিণঃ।
যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে॥ ৩
নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম!।
ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র! ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ॥ ৪
যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্॥ ৫

অন্বয়। একে মনীষিণঃ কর্ম্ম দোষবৎ ইতি ত্যাজ্যং প্রাহুঃ। অপরে চ যজ্ঞদানতপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যম্ ইতি (প্রাহুঃ)। ৩

হে ভরতসত্তম, তত্র ত্যাগে মে নিশ্চয়ং শৃণু। হে পুরুষব্যাঘ্র, ত্যাগঃ হি ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ। ৪

নিশ্চয়ং—নির্ণয়, সিদ্ধান্ত।

যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং তৎ কার্য্যম্ এব। যজ্ঞঃ দানং তপঃ মনীষিণাং পাবনানি। ৫

নামে জানেন। সকল কর্ম্মের ফল-ত্যাগকে পণ্ডিত লোকেরা ত্যাগ বলেন। ২

কোন কোন বিচার-সম্পন্ন পুরুষ বলেন যে, কর্ম্মমাত্র দোষযুক্ত বলিয়া ত্যাগ করিবার যোগ্য। অপরে বলেন, যজ্ঞ, দান ও তপোরূপ কর্ম্ম ত্যাগ করিবার যোগ্য নহে। ৩

হে ভরত-সত্তম, এই ত্যাগের সম্বন্ধে আমার নির্ণয় শোন। হে পুরুষ-ব্যাঘ্র, ত্যাগ তিন প্রকারের বলিয়া বর্ণিত হয়। ৪

যজ্ঞ, দান ও তপোরূপী কর্ম্ম ত্যাজ্য নয় বরং করণীয়। যজ্ঞ, দান এবং তপকে বিবেকীরা পাবন বলিয়া থাকেন। ৫

এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ! নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥ ৬
নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাৎ তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৭
দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম্ম কায়ক্লেশভয়াৎ ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥ ৮

অন্বয়। হে পার্থ, এতানি কর্ম্মাণি অপি তু সঙ্গং ফলানি চ ত্যক্ত্বা কর্ত্তব্যানি ইতি মে নিশ্চিতং উত্তমং মতম্। ৬

নিয়তস্য কর্ম্মণঃ সন্ন্যাসঃ তু ন উপপদ্যতে। মোহাৎ তস্য (কর্ম্মণঃ) পরিত্যাগঃ তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। ৭

দুঃখম্ ইতি এব কায়ক্লেশভয়াৎ যৎ কর্ম্ম ত্যজেৎ স রাজসং ত্যাগং কৃত্বা ত্যাগফলং নৈব লভেৎ। ৮

হে পার্থ, এই সকল কর্ম্মও আসক্তি ও ফলেচ্ছা ত্যাগ করিয়া করিতে হইবে, ইহা আমার নিশ্চিত ও উত্তম অভিপ্রায়। ৬

নিয়ত [ইন্দ্রিয় সংযত রাখিয়া কৃত] কর্ম্ম ত্যাগের যোগ্য নয়। মোহের বশ হইয়া যে ত্যাগ, সে ত্যাগ তামস বলিয়া পরিগণিত। ৭

দুঃখদায়ক বিবেচনা করিয়া, শরীরের কষ্টের ভয়ে যে কর্ম্ম-ত্যাগ, সে ত্যাগ রাজসিক ত্যাগ, সেই হেতু সেই ত্যাগের ফললাভ হয় না।

কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন !।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ ॥ ৯
ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম্ম কুশলে নানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ১০
ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥ ১১

অন্বয়। হে অর্জ্জুন, কার্য্যম্ ইতি এব যৎ নিয়তং কর্ম্ম সঙ্গং ফলং চ ত্যক্ত্বা ক্রিয়তে স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকঃ মতঃ। ৯

ছিন্নসংশয়ঃ সত্ত্বসমাবিষ্টঃ ত্যাগী মেধাবী, অকুশলং কর্ম্ম ন দ্বেষ্টি, কুশলে ন অনুষজ্জতে। ১০

কর্ম্মাণি অশেষতঃ ত্যক্তুং দেহভৃতা ন শক্যং, যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগী ইতি অভিধীয়তে। ১১

হে অর্জ্জুন, 'করা উচিত' এই বোধ হইতে যে নিয়ত কর্ম্ম সঙ্গ ও ফল ত্যাগ পূর্ব্বক করা হয় সেই ত্যাগ সাত্ত্বিক বলিয়া মান্য করা হয়। ৯

সংশয়-রহিত হইয়া শুদ্ধ ভাবনাযুক্ত ত্যাগী ও বুদ্ধিমান্ পুরুষ অসুবিধাজনক কার্য্যে দ্বেষ করেন না, সুবিধাজনক কার্য্যে প্রীত হন না। ১০

কর্ম্মের সর্ব্বথা ত্যাগ দেহধারীর পক্ষে সাধ্য নহে। কিন্তু যে কর্ম্মফল ত্যাগ করে তাহাকে ত্যাগী বলা যায়। ১১

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলম্।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ॥ ১২
পঞ্চৈতানি মহাবাহো! কারণানি নিবোধ মে।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ব্বকর্ম্মণাম্॥ ১৩
অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্॥ ১৪

অন্বয়। অত্যাগিনাং প্রেত্য কর্ম্মণঃ ত্রিবিধং ফলং (ভবতি) অনিষ্টম্ ইষ্টং মিশ্রঞ্চ। সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ ন। ১২

হে মহাবাহো, কৃতান্তে সাংখ্যে সর্ব্বকর্ম্মণাং সিদ্ধয়ে প্রোক্তানি এতানি পঞ্চ কারণানি মে নিবোধ। ১৩

অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা পৃথগ্বিধং করণং চ বিবিধাঃ পৃথক্ চেষ্টাঃ চ পঞ্চমং দৈবম্ এব চ। ১৪

অত্যাগীর কর্ম্মের-ফল কালক্রমে তিন প্রকার হয়—শুভ, অশুভ ও শুভাশুভ। যে ত্যাগী (সন্ন্যাসী) তাহার কদাপি হয় না। ১২

হে মহাবাহো, সাংখ্য শাস্ত্রে কর্ম্ম মাত্রের সিদ্ধির সম্বন্ধে পাঁচটী কারণ আছে—এরূপ বলা হইয়াছে। তাহা আমার নিকট হইতে জান। ১৩

সেই পাঁচটি ইহাই; ক্ষেত্র, কর্ত্তা, ভিন্ন ভিন্ন সাধন, ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া ও পঞ্চম দৈব। ১৪

শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ॥ ১৫
তত্রৈবং সতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলন্তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ॥ ১৬
যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥ ১৭

অন্বয়। শরীরবাঙ্মনোভিঃ ন্যায্যং বা বিপরীতং বা যৎ কর্ম্ম নরঃ প্রারভতে এতে পঞ্চ তস্য হেতবঃ। ১৫

তত্র এবং সতি যঃ কেবলং আত্মানং কর্ত্তারং পশ্যতি স দুর্ম্মতিঃ অকৃতবুদ্ধিত্বাৎ ন পশ্যতি। ১৬

যস্য ভাবঃ অহঙ্কৃতঃ ন, যস্য বুদ্ধিঃ ন লিপ্যতে, স ইমান্ লোকান্ হত্বাপি ন হন্তি ন নিবধ্যতে। ১৭

শরীর, বাক্য ও মন দ্বারা যাহা কিছু নীতি-সম্মত অথবা নীতি-বিরুদ্ধ কর্ম্ম মানুষ করে তাহার এই পাঁচটী কারণ। ১৫

এরূপ হওয়ায় অমার্জ্জিতবুদ্ধির জন্য যে নিজেকেই কর্ত্তা মনে করে সে দুর্ম্মতি কিছু বোঝে না। ১৬

যাহার মধ্যে অহঙ্কার ভাব নাই, যাহার বুদ্ধি মলিন নহে, সে এই জগৎকে হত্যা করিয়াও হত্যা করে না, বন্ধনেও পড়ে না। ১৭

টিপ্পনী—উপরে উপরে দেখিতে গেলে এই শ্লোক মানুষকে ভুলে ফেলিতে পারে। গীতার অনেক শ্লোক কাল্পনিক আদর্শ

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা।
করণং কর্ম্ম কর্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ ॥ ১৮

অন্বয়। কর্ম্মচোদনা ত্রিবিধা—জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ইতি। কর্ম্মসংগ্রহঃ ত্রিবিধঃ—করণং কর্ম্ম কর্ত্তা ইতি। ১৮

অবলম্বনকারী। সেই আদর্শের হুবহু নমুনা জগতে মিলে না। রেখা-গণিতে কাল্পনিক আদর্শের আবশ্যকতা যেমন আছে, তেমনি ধর্ম্ম-ব্যবহারেও ঐপ্রকার আদর্শের আবশ্যকতা আছে। সেই জন্য এই শ্লোকের অর্থ এইরূপ করা যায়—যাহার অহংজ্ঞান ভস্ম হইয়া গিয়াছে ও যাহার বুদ্ধিতে লেশমাত্র মলিনতা নাই, সে যদি সারা জগৎকে মারে ত মারুক। কিন্তু যাহার মধ্যে অহংজ্ঞান নাই তাহার শরীরও নাই। যাহার বুদ্ধি বিশুদ্ধ সে ত্রিকালদর্শী। এই ক্রম পুরুষ ত কেবল এক ভগবান্। তিনি কর্ম্ম করিয়াও অকর্ত্তা, হত্যা করিয়াও অহিংসক। সেই হেতু মানুষের কাছে হত্যা না করাই শিষ্টাচার ও শাস্ত্র-সম্মত একমাত্র মার্গ।

কর্ম্মের প্রেরণায় তিন তত্ত্ব আছে—জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতা। কর্ম্মের অঙ্গ তিন প্রকার—ইন্দ্রিয়সকল, ক্রিয়া ও কর্ত্তা। ১৮

টিপ্পনী—ইহা বিচারে ও আচারে সমীকরণ। প্রথমে মানুষ করিবার হেতু (জ্ঞেয়) ও তাহার রীতি (জ্ঞান) জানে এবং পরিজ্ঞাতা হয়। এই কর্ম্মপ্রেরণার ধারায় সে ইন্দ্রিয় দ্বারা ক্রিয়ার কর্ত্তা হয়। ইহাই কর্ম্ম-সংগ্রহ।

জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি॥ ১৯
সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্॥ ২০
পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্॥ ২১

অন্বয়। জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ গুণভেদতঃ ত্রিধা এব প্রোচ্যতে, গুণসংখ্যানে অপি ; তানি যথাবৎ শৃণু। ১৯

সর্ব্বভূতেষু যেন একম্ অব্যয়ভাবম্ বিভক্তেষু চ অবিভক্তম্ ঈক্ষতে তৎ সাত্ত্বিকং জ্ঞানং বিদ্ধি। ২০

যৎজ্ঞানং সর্ব্বভূতেষু পৃথগ্‌বিধান্ নানাভাবান্ পৃথক্ত্বেন বেত্তি তৎ জ্ঞানং রাজসং বিদ্ধি। ২১

জ্ঞান, কর্ম্ম ও কর্ত্তা গুণ-ভেদ অনুসারে তিন প্রকারের। গুণ-গণনায় উহার যে প্রকার বর্ণনা করা হয় তাহা শোন। ১৯

যাহা দ্বারা মানুষ সর্ব্বভূতে এক এবং অবিনাশী ভাব ও বিবিধের ভিতর ঐক্য দেখে তাহাকে সাত্ত্বিক জ্ঞান বলে। ২০

(দেখিতে) বিভিন্ন বলিয়া যাহা দ্বারা মানুষ, সর্ব্বভূতে বিভিন্ন বিভক্ত ভাব দেখে তাহার সেই জ্ঞান রাজস জানিও। ২১

যৎ তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তৎ তামসমুদাহৃতম্॥ ২২
নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্ম যৎ তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে॥ ২৩
যৎ তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্॥ ২৪

অন্বয়। যৎ একস্মিন্ কার্য্যে অহেতুকম্ কৃৎস্নবৎ সক্তম্ অতত্ত্বার্থবৎ অল্পঞ্চ তৎ তামসম্ উদাহৃতম্। ২২

কৃৎস্নবৎ সক্তম্—যেন ইহাই সকল এই ভাবে আসক্ত। অতত্ত্বার্থবৎ—যাহাতে তত্ত্বার্থ নাই, রহস্য নাই। অল্পং—তুচ্ছ।

অফলপ্রেপ্সুনা সঙ্গরহিতং অরাগদ্বেষতঃ কৃতং নিয়তং যৎ কর্ম্ম তৎ সাত্ত্বিকম্ উচ্যতে। ২৩

কামেপ্সুনা সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ বহুলায়াসং যৎ কর্ম্ম তু ক্রিয়তে তৎ রাজসম্ উদাহৃতম্। ২৪

যাহা দ্বারা একই কার্য্যে বিনা কারণে—ইহাতেও সমস্ত আছে এই ভাব হয়, যাহা রহস্যশূন্য ও তুচ্ছ সেই জ্ঞানকে তামস বলে। ২২

ফলেচ্ছা-রহিত পুরুষ দ্বারা আসক্তি ও রাগ-দ্বেষ শূন্য হইয়া কৃত নিয়ত কর্ম্মকে সাত্ত্বিক বলে ২৩.

টিপ্পনী—(টিপ্পনী ৩—৮ দেখ)।

ভোগের ইচ্ছা রাখিয়া 'আমি করিতেছি' এই ভাব হইতে বহু ক্লেশ পূর্ব্বক যে কর্ম্ম করা হয় তাহাকে রাজস বলে। ২৪

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপে(ৱে)ক্ষ্য চ পৌরুষম্ ।
মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যৎ তৎ তামসমুচ্যতে ॥ ২৫
মুক্তসঙ্গোঽনহংৱাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ৱিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥ ২৬
রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ২৭

অন্বয়। যৎ কর্ম্ম অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসাং পৌরুষম্ চ অনপে(বে)ক্ষ্য মোহাৎ আরভ্যতে তৎ তামসম্ উচ্যতে। ২৫

মুক্তসঙ্গঃ অনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ নির্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিকঃ উচ্যতে। ২৬

রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সুঃ লুব্ধঃ হিংসাত্মকঃ অশুচিঃ হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। ২৭

যে কর্ম্ম পরিণামের, হানির, হিংসার ও আপনার শক্তির বিচার না করিয়া মোহের বশ হইয়া আরম্ভ করা হয় উহাকে তামস কর্ম্ম বলা হয়। ২৫

যে ব্যক্তি আসক্তি ও অহঙ্কার-রহিত, যাহার মধ্যে দৃঢ়তা ও উৎসাহ আছে, যে সফলতা-নিষ্ফলতায় হর্ষ শোক করে না তাহাকে সাত্ত্বিক কর্ত্তা বলে। ২৬

যে রাগী, যে কর্ম্মফলেচ্ছু, যে লোভী, যে হিংসুক, যে মলিন, যে হর্ষ ও শোকযুক্ত তাহাকে রাজস কর্ত্তা বলা যায়। ২৭

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে ॥ ২৮
বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু।
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্ত্বেন ধনঞ্জয় ! ॥ ২৯
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ ! সাত্ত্বিকী ॥ ৩০

অন্বয়। অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠ নৈষ্কৃতিকঃ অলসঃ বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামসঃ উচ্যতে। ২৮

হে ধনঞ্জয়, বুদ্ধেঃ ধৃতেশ্চ গুণতঃ এব অশেষেণ পৃথক্ত্বেন ত্রিবিধং ভেদং প্রোচ্যমানং শৃণু। ২৯

হে পার্থ, যা বুদ্ধিঃ প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে বন্ধং মোক্ষং চ বেত্তি সা সাত্ত্বিকী। ৩০

যে অব্যবস্থিত, অমার্জ্জিত, গর্ব্বিত, শঠ, নীচ অলস, বিষাদী ও দীর্ঘসূত্রী সেই কর্ত্তাকে তামস বলা যায়। ২৮

হে ধনঞ্জয়, বুদ্ধি ও ধৃতি গুণানুসারে সম্পূর্ণরূপে ও ভিন্ন ভিন্ন তিন প্রকারের —বলিতেছি শোন। ২৯

প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, কার্য্য, অকার্য্য, ভয়, অভয়, বন্ধন ও মোক্ষের ভেদ যে (যোগ্য রীতিতে) জানে তাহার বুদ্ধি সাত্ত্বিকী। ৩০

যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ কার্য্যঞ্চাকার্য্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ! রাজসী॥ ৩১
অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ! তামসী॥ ৩২
ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ! সাত্ত্বিকী॥ ৩৩
যয়া তু ধর্ম্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জ্জুন!।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ! রাজসী॥ ৩৪

অন্বয়। যয়া ধর্ম্মম্ অধর্ম্মং চ কার্য্যং চ অকার্য্যম্ এব চ অযথাবৎ প্রজানাতি হে পার্থ, সা বুদ্ধিঃ রাজসী। ৩১

হে পার্থ, তামসাবৃতা যা বুদ্ধিঃ অধর্ম্মং ধর্ম্মং ইতি মন্যতে, সর্ব্বার্থান্ বিপরীতান্ চ মন্যতে সা বুদ্ধিঃ তামসী। ৩২

হে পার্থ, যয়া অব্যভিচারিণ্যা ধৃত্যা মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ যোগেন ধারয়তে সা সাত্ত্বিকী ধৃতিঃ। ৩৩

হে পার্থ, হে অর্জ্জুন, যয়া ধৃত্যা ফলাকাঙ্ক্ষী ধর্ম্মকামার্থান্ প্রসঙ্গেন ধারয়তে সা রাজসী ধৃতিঃ। ৩৪

যে বুদ্ধি ধর্ম্ম-অধর্ম্ম ও কার্য্য-অকার্য্যের বিবেক, অনুচিত রীতিতে করে হে পার্থ, সে বুদ্ধি রাজসী। ৩১

হে পার্থ, যে বুদ্ধি অন্ধকারে আবৃত, অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া মানে ও সমস্ত বস্তু উল্টা দেখে, তাহা তামসী। ৩২

যে একনিষ্ঠ ধৃতি দ্বারা মানুষ মন প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সকল সাম্য বুদ্ধি হইতে ধারণ করে, হে পার্থ, সেই ধৃতি সাত্ত্বিকী। ৩৩

যে ধৃতি দ্বারা মনুষ্য ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া ধর্ম্ম কাম ও অর্থ আসক্তি-পূর্ব্বক ধারণ করে সেই ধৃতি রাজসী। ৩৪

যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং ৱিষাদং মদমেৱ চ।
ন ৱিমুঞ্চতি দুর্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ! তামসী॥ ৩৫
সুখং ত্বিদানীং ত্রিৱিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ!
অভ্যাসাদ্ রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি॥ ৩৬
যত্তদগ্রে ৱিষমিৱ পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্॥ ৩৭

অন্বয়। দুর্মেধাঃ যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদম্ এব চ ন বিমুঞ্চতি সা তামসী ধৃতিঃ মতা। ৩৫

হে ভরতর্ষভ, ইদানীং ত্রিবিধং সুখং মে শৃণু। যত্র অভ্যাসাৎ রমতে, দুঃখান্তং চ নিগচ্ছতি, যৎ তৎ অগ্রে বিষমিব পরিণামে অমৃতোপমম্, তৎ আত্মপ্রসাদজম্ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তম্। ৩৬—৩৭

যে ধৃতি দ্বারা দুর্বুদ্ধি মনুষ্য নিদ্রা, ভয়, শোক, নিরাশা ও মদ ত্যাগ করিতে পারে না হে পার্থ, উহা তামসী। ৩৫

হে ভরতর্ষভ, এক্ষণে তিন প্রকারের সুখের বর্ণনা আমার নিকট শোন—যাহাতে অভ্যাস বশতঃ মানুষ আনন্দ পায়, যাহাতে দুঃখের অন্ত পায়, যাহা আরম্ভে বিষের মত লাগে, পরিণামে অমৃতের মত হয়; যাহা আত্মজ্ঞানের প্রসন্নতা হইতে উৎপন্ন হয় তাহাকে সাত্ত্বিক সুখ বলে। ৩৬—৩৭

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্॥ ৩৮
যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তৎ তামসমুদাহৃতম্॥ ৩৯
ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাৎ ত্রিভির্গুণৈঃ॥ ৪০

অন্বয়। বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাৎ যৎ তৎ অগ্রে অমৃতোপমম্ পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্। ৩৮

যৎ অগ্রে অনুবন্ধে চ আত্মনঃ মোহনম্, নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তৎ সুখং তামসম্ উদাহৃতম্। ৩৯

পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা তৎ সত্ত্বং নাস্তি যৎ এভিঃ প্রকৃতিজৈঃ ত্রিভিঃ গুণৈঃ মুক্তং স্যাৎ। ৪০

বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ বশতঃ যাহার আরম্ভ অমৃতের ন্যায় ও পরিণামে বিষের মত হয় সেই সুখকেই রাজসিক বলে। ৩৮

যাহা আরম্ভে ও পরিণামে আত্মাকে মূর্চ্ছিত করে, যাহা আলস্য ও প্রমাদ হইতে উৎপন্ন সেই সুখ তামস। ৩৯

পৃথিবীতে বা স্বর্গে দেবতার মধ্যে এমন কেহ নাই যে প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন এই তিনগুণ হইতে মুক্ত। ৪০

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ ॥ ৪১
শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪২
শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্ ।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪৩

অন্বয়। হে পরন্তপ, ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাং চ কর্ম্মাণি স্বভাবপ্রভবৈঃ গুণৈঃ প্রবিভক্তানি। ৪১

শমঃ দমঃ তপঃ শৌচং ক্ষান্তিঃ আর্জ্জবং এব জ্ঞানং বিজ্ঞানং আস্তিক্যং চ [illegible]ং ব্রহ্ম কর্ম্ম। ৪২

শৌর্য্যং তেজঃ ধৃতিঃ ক্ষমা দাক্ষ্যং যুদ্ধে চ অপলায়নং দানং ঈশ্বরভাবঃ চ স্বভাবজং ক্ষত্র কর্ম্ম। ৪৩

হে পরন্তপ, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রের কর্ম্ম সকল উহাদের স্বভাবজ গুণের কারণ বিভাগ হইয়া গিয়াছে। ৪১.

শম, দম, তপ, শৌচ, ক্ষমা সরলতা, জ্ঞান, অনুভব, আস্তিকতা —এ সকল ব্রাহ্মণের স্বভাবজ কর্ম্ম। ৪২

শৌর্য্য, তেজ, ধৃতি, দক্ষতা, যুদ্ধে পলায়ন না করা, দান, রাজ্য, কর্তৃত্ব—এই সকল ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজাত কর্ম্ম। ৪৩

কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্॥ ৪৪
স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু॥ ৪৫
যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥৪৬

অন্বয়। কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যং স্বভাবজং বৈশ্যকর্ম্ম। শূদ্রস্য অপি স্বভাবজম্ কর্ম্ম পরিচর্য্যাত্মকম্। ৪৪

নরঃ স্বে স্বে কর্ম্মণি অভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে। স্বকর্ম্মনিরতঃ যথা সিদ্ধিং বিন্দতি তৎ শৃণু। ৪৫

বিন্দতি—লাভ করে, পায়।

যতঃ ভূতানাং প্রবৃত্তিঃ, যেন ইদং সর্ব্বং ততম্, মানবঃ তৎ স্বকর্ম্মণা অভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি। ৪৬

কৃষি, গোরক্ষণ, বাণিজ্য বৈশ্যের স্বভাবজাত কর্ম্ম ও শূদ্রের স্বভাবজাত কর্ম্ম চাকুরী। ৪৪

নিজ নিজ কর্ম্মে রত থাকিয়া পুরুষ মোক্ষ পাইবে। নিজের কর্ম্মে রত থাকিয়া পুরুষ কি প্রকারে মোক্ষ পায় তাহা শোন। ৪৫

যাঁহার দ্বারা প্রাণিগণের প্রবৃত্তি পরিচালিত হয়, যাঁহার দ্বারা এই সকল [চরাচর] ব্যাপ্ত, তাঁহাকে যে পুরুষ স্বকর্ম্ম দ্বারা ভজনা করে সে মোক্ষ পায় ৪৬

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥ ৪৭
সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয়! সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ॥ ৪৮
অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি॥ ৪৯

অন্বয়। স্বনুষ্ঠিতাৎ পরধর্ম্মাৎ বিগুণঃ স্বধর্ম্মঃ শ্রেয়ান্। স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ কিল্বিষং ন আপ্নোতি। ৪৭

হে কৌন্তেয়, সহজং কর্ম্ম সদোষমপি ন ত্যজেৎ। হি ধূমেন অগ্নিঃ ইব সর্ব্বারম্ভাঃ দোষেণ আবৃতাঃ। ৪৮

সর্ব্বত্র অসক্তবুদ্ধিঃ জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ সন্ন্যাসেন পরমাং নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং অধিগচ্ছতি। ৪৯

পর-ধর্ম্ম সহজ আচরণীয় হইলেও তাহা অপেক্ষা বিগুণ স্বধর্ম্ম সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ। স্বভাব-অনুযায়ী কর্ম্মকারী মনুষ্যের জগতে পাপ হয় না। ৪৭

টিপ্পনী—স্বধর্ম্ম অর্থাৎ নিজের কর্ত্তব্য। গীতার শিক্ষার মধ্যবিন্দু কর্ম্মফল ত্যাগ। স্বধর্ম্ম ছাড়া উত্তম কর্ত্তব্য খুঁজিলে ফল-ত্যাগের স্থান থাকে না। সেই হেতু স্বধর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ বলে। সকল ধর্ম্মের ফল উহা পালনে পাওয়া যায়।

হে কৌন্তেয়, সহজ-প্রাপ্ত কর্ম্ম সদোষ হইলেও ত্যাগ করিবে না। যেমন আগুনের সহিত ধোঁয়া থাকে, তেমনি সকল কর্ম্মের সাথেই দোষ থাকে। ৪৮

যে ব্যক্তি সর্ব্বত্র হইতে আসক্তি টানিয়া আনিয়াছে, যে কামনা

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয়! নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ॥ ৫০
বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ ॥ ৫১
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥ ৫২
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৫৩

অন্বয়। হে কৌন্তেয়, সিদ্ধিং প্রাপ্তঃ যথা ব্রহ্ম আপ্নোতি তথা মে সমাসেন নিবোধ, যা জ্ঞানস্য পরা নিষ্ঠা। ৫০

বিশুদ্ধয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ আত্মানং ধৃত্যা নিয়ম্য চ শব্দাদীন্ বিষয়ান্ ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ, বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ নিত্যং ধ্যানযোগপরঃ বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহং বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তঃ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে। ৫১—৫৩

ত্যাগ করিয়াছে, যে মনকে জয় করিয়াছে, সে সন্ন্যাস দ্বারা নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি পায়। ৪৯

হে কৌন্তেয়, সিদ্ধি পাওয়ার পর মানুষ ব্রহ্মকে কি প্রকারে পায় তাহা আমার নিকট হইতে সংক্ষেপে শোন। উহাই জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা। ৫০

যাহার বুদ্ধি শুদ্ধ হইয়াছে এমন যোগী দৃঢ়তা-পূর্ব্বক নিজেকে বশ করিয়া, শব্দাদি বিষয় সকল ত্যাগ করিয়া, রাগ দ্বেষ জয় করিয়া,

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥ ৫৪

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥ ৫৫

অন্বয়। ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। সর্ব্বেষু ভূতেষু সমঃ পরাং মদ্ভক্তিং লভতে। ৫৪

(অহম্) যাবান্ যশ্চ অস্মি ভক্ত্যা তত্ত্বতঃ অভিজানাতি, ততঃ মাং তত্ত্বতঃ জ্ঞাত্বা তদনন্তরং বিশতে। ৫৫

*একান্তে থাকিয়া, অল্প আহার করিয়া, বাক্য কায় ও মনকে সংযত করিয়া, নিত্য ধ্যান-যোগ-পরায়ণ থাকিয়া, বৈরাগ্যের আশ্রয় লইয়া, অহঙ্কার বল দর্প কাম ক্রোধ ও পরিগ্রহ ত্যাগ করিয়া, মমতা-রহিত ও শান্ত হইয়া ব্রহ্ম ভাব পাওয়ার যোগ্য হয়। ৫১-৫২-৫৩

ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত প্রসন্নচিত্ত মনুষ্য শোক করে না, কিছু ইচ্ছা করে না, ভূতমাত্র সম্বন্ধে সমভাব রাখিয়া আমার প্রতি পরম ভক্তি প্রাপ্ত হয়। ৫৪

আমি কেমন ও কে তাহা ভক্তিদ্বারা সে যথার্থ জানে এবং এমনি করিয়া আমাকে যথার্থ জানিয়া আমাতে প্রবেশ করে। ৫৫

সর্ব কর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ॥ ৫৬
চেতসা সর্ব কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥ ৫৭
মচ্চিত্তঃ সর্ব দুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি।
অথ চেৎ ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥ ৫৮

অন্বয়। মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ সদা সর্ব্বকর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ অপি, মৎপ্রসাদাৎ শাশ্বতং অব্যয়ং পদং অবাপ্নোতি। ৫৬

চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য, মৎপরঃ বুদ্ধিযোগম্ উপাশ্রিত্য সততং মচ্চিত্তঃ ভব। ৫৭

মচ্চিত্তঃ মৎপ্রসাদাৎ সর্ব্বদুর্গাণি তরিষ্যসি, অথ চেৎ ত্বম্ অহঙ্কারাৎ ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি। ৫৮

আমার যে আশ্রয় লয় সে সর্ব্বদা সর্ব্ব কর্ম্ম করিয়াও আমার কৃপায় শাশ্বত অব্যয় পদ প্রাপ্ত হয়। ৫৬

চিত্ত দ্বারা সমস্ত কর্ম্ম আমাতে অর্পণ করিয়া, আমাতে পরায়ণ হইয়া, বিবেক বুদ্ধির আশ্রয় লইয়া নিরন্তর আমাতে চিত্ত যুক্ত কর। ৫৭

আমাতে চিত্ত সংযুক্ত করিলে সমস্ত সঙ্কটের পর্ব্বত আমার কৃপায় উল্লঙ্ঘন করিবে। কিন্তু যদি অহঙ্কারের বশ হইয়া আমার কথা না শোন তবে নষ্ট পাইবে। ৫৮

যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি ॥ ৫৯
স্বভাবজেন কৌন্তেয়! নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ ॥ ৬০
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন! তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥ ৬১

অন্বয়। অহঙ্কারম্ আশ্রিত্য ন যোৎস্যে ইতি যৎ মন্যসে এষঃ তে ব্যবসায়ঃ মিথ্যা, প্রকৃতিঃ ত্বাং নিযোক্ষ্যতি। ৫৯

হে কৌন্তেয়, স্বেন স্বভাবজেন কর্ম্মণা নিবদ্ধঃ যৎ মোহাৎ কর্ত্তুং ন ইচ্ছসি তৎ অবশঃ অপি করিষ্যসি। ৬০

হে অর্জ্জুন, ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশে তিষ্ঠতি, মায়য়া যন্ত্রারূঢ়াণি সর্ব্বভূতানি ভ্রাময়ন্ (তিষ্ঠতি)। ৬১

অহঙ্কারের বশীভূত হইয়া, "যুদ্ধ করিব না" এই রকম যদি মান, তবে তোমার এই সঙ্কল্প মিথ্যা হইবে। তোমার স্বভাবই তোমাকে সেই দিকে বলপূর্ব্বক টানিয়া লইয়া যাইবে। ৫৯

হে কৌন্তেয়, নিজ স্বভাব জন্য নিজের কর্ম্মে বদ্ধ হইয়া তুমি যে মোহের বশীভূত হইয়া যুদ্ধ না করিবার ইচ্ছা করিতেছ, তাহা বল-বশ হইয়া করিবে। ৬০

হে অর্জ্জুন, ঈশ্বর সকল প্রাণীর হৃদয়ে বাস করেন ও নিজের মায়ার বলে চক্রারূঢ় ঘটের ন্যায় তিনি প্রাণীদিগকে ঘুরাইতেছেন। ৬১

তমেৱ শৱণং গচ্ছ সৱ´ভাৱেন ভারত ! ।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥ ৬২
ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং ময়া ।
ৱিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ৬৩
সৱ´গুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং ৱচঃ ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো ৱক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥ ৬৪

অন্বয়। হে ভারত, তমেব সর্ব্বভাবেন শরণং গচ্ছ। তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং শাশ্বতং স্থানং চ প্রাপ্স্যসি। ৬২

গুহ্যাৎ গুহ্যতরং ইতি জ্ঞানং ময়া তে আখ্যাতং, এতৎ অশেষেণ বিমৃশ্য যথা ইচ্ছসি তথা কুরু। ৬৩

ভূয়ঃ সর্ব্বগুহ্যতমং মে পরমং বচঃ শৃণু। মে দৃঢ়ম্ ইষ্টঃ অসি ততঃ তে হিতং বক্ষ্যামি ইতি। ৬৪

হে ভারত, সর্ব্বভাবে তুমি তাঁহার শরণ লও। তাঁহার কৃপায় পরম শান্তিময় অমর পদ পাইবে। ৬২

এই গুহ্য হইতে গুহ্য জ্ঞান আমি তোমাকে বলিলাম। এই সকল ভালমত বিচার করিয়া যাহা তোমার ঠিক বোধ হয় তাহা কর। ৬৩

আরো সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্য এইরূপ আমার পরম বচন শোন। তুমি আমার খুব প্রিয়, সেই হেতু তোমাকে হিত [বাক্য] বলিতেছি। ৬৪

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥ ৬৫
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ৬৬
ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি ॥ ৬৭

অন্বয়। মন্মনাঃ মদ্ভক্তঃ ভব, মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু, মামেব এষ্যসি, তে সত্যং প্রতিজানে (ত্বং) মে প্রিয়ঃ অসি। ৬৫

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মাম্ একং শরণং ব্রজ, অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি, মা শুচঃ। ৬৬

অতপস্কায় ইদং তে কদাচন ন বাচ্যং তথা অভক্তায় ন, অশুশ্রূষবে চ ন, যঃ মাং অভ্যসূয়তি (তস্মৈ) চ ন। ৬৭

আমাতে লগ্ন হও, আমার ভক্ত হও, আমার জন্য যজ্ঞ কর, আমাকে নমস্কার কর। তুমি আমাকেই পাইবে এই আমার সত্য প্রতিজ্ঞা। তুমি আমার প্রিয়। ৬৫

সকল ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া এক আমারই শরণ লও। আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব। শোক করিও না। ৬৬

যে তপস্বী নয়, যে ভক্ত নয়, যে শুনিতে ইচ্ছা করে না ও আমাকে যে দ্বেষ করে তাহাকে এই (জ্ঞান) তুমি কখনও বলিও না। ৬৭

য ইদং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেম্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ॥ ৬৮
ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি ॥ ৬৯
অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ ॥ ৭০

অন্বয়। ইদং পরমং গুহ্যং যঃ মদ্ভক্তেষু অভিধাস্যতি সঃ ময়ি পরাং ভক্তিং কৃত্বা অসংশয়ঃ মাম্ এব এষ্যতি। ৬৮

মনুষ্যেষু তস্মাৎ কশ্চিৎ মে প্রিয়কৃত্তমঃ ন। তস্মাৎ অন্যঃ প্রিয়তরঃ মে ভুবি ন ভবিতা। ৬৯

আবয়োঃ ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদং চ যঃ অধ্যেষ্যতে তেন জ্ঞানযজ্ঞেন অহম্ ইষ্টঃ স্যাম্ ইতি মে মতিঃ। ৭০

কিন্তু যে এই পরম গুহ্য-জ্ঞান আমার ভক্তকে দিবে, সে আমাকে পরম ভক্তি করার জন্য নিঃসন্দেহে আমাকে পাইবে। ৬৮

তাহার অপেক্ষা মনুষ্য মধ্যে আমার কেহ অধিক প্রিয় সেবক নাই ও এই পৃথিবীতে তাহার অপেক্ষা কেহ আমার অধিক প্রিয় হইবেও না। ৬৯

আমার এই ধর্ম্ম-সংবাদ যে অভ্যাস করিবে সে আমাকে জ্ঞান-যজ্ঞ দ্বারা ভজনা করিবে—ইহাই আমার অভিপ্রায়। ৭০

শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোঽপি মুক্তঃ শুভাঁল্লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্ম্মণাম্ ॥৭১
কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পার্থ! ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয়! ॥ ৭২

অন্বয়। যো নরঃ শ্রদ্ধাবান্ অনসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি সঃ অপি মুক্তঃ পুণ্যকর্ম্মণাম্ শুভান্ লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ। ৭১

হে পার্থ, ত্বয়া একাগ্রেন চেতসা কচ্চিৎ এতৎ শ্রুতং? হে ধনঞ্জয়, তে অজ্ঞান-সম্মোহঃ কচ্চিৎ প্রনষ্টঃ? ৭২

আর যে ব্যক্তি দ্বেষ-রহিত হইয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক মাত্র শ্রবণ করে, সে মুক্ত হইয়া পুণ্যবান্‌গণ যে লোকে বাস করে সেই শুভ-লোক প্রাপ্ত হয়। ৭১

টিপ্পনী —ইহার তাৎপর্য্য এই যে, এই জ্ঞান যিনি অনুভব করেন তিনিই অপরকে দিতে পারেন। শুদ্ধ উচ্চারণ করিয়া অর্থ সহিত যে শোনায় তাহার সম্বন্ধে উপরের এই দুই শ্লোক নহে।

হে পার্থ, ইহা কি তুমি একাগ্রচিত্তে শুনিলে? হে ধনঞ্জয়, অজ্ঞান-জনিত তোমার যে মোহ হইয়াছিল তাহা কি নষ্ট হইয়াছে? ৭২

অর্জ্জুন উবাচ

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত !

স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥ ৭৩

সঞ্জয় উবাচ

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ ।

সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং লোমহর্ষণম্ ॥ ৭৪

ব্যাসপ্রসাদাৎ শ্রুতবানিমং গুহ্যমহং পরম্ ।

যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্ ॥ ৭৫

অন্বয়। অর্জ্জুন উবাচ। হে অচ্যুত, ত্বৎপ্রসাদাৎ মোহঃ নষ্টঃ, স্মৃতিঃ লব্ধা, গতসন্দেহঃ, স্থিতঃ অস্মি। তব বচনং করিষ্যে। ৭৩

সঞ্জয় উবাচ। মহাত্মনঃ বাসুদেবস্য পার্থস্য চ ইতি ইমং অদ্ভুতং রোমহর্ষণং সংবাদং অহং অশ্রৌষম্। ৭৪

ব্যাসপ্রসাদাৎ স্বয়ং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ কথয়তঃ এতৎ পরং গুহ্যং যোগম্ অহং সাক্ষাৎ শ্রুতবান্। ৭৫

অর্জ্জুন বলিলেন—

হে অচ্যুত, তোমার কৃপায় আমার মোহ নষ্ট হইয়াছে। আমার চেতনা আসিয়াছে। সংশয়ের সমাধান হওয়ায় আমি স্বস্থ হইয়াছি। তোমার কথানুযায়ী [কার্য্য] করিব। ৭৩

সঞ্জয় বলিলেন —

এই প্রকারে বাসুদেব ও মহাত্মা পার্থের এই রোমাঞ্চকর অদ্ভুত সংবাদ আমি শুনিলাম। ৭৪

ব্যাসের কৃপাবলে যোগেশ্বর কৃষ্ণের শ্রীমুখ হইতে এই গুহ্য পরম যোগ আমি শুনিলাম। ৭৫

রাজন্! সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্।
কেশবার্জ্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ৭৬
তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্! হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৭৭
যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্ম্মতির্ম্মম ॥ ৭৮

অন্বয়। হে রাজন্ কেশবার্জ্জুনয়োঃ ইমং পুণ্যং অদ্ভুতং সংবাদং সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য মুহুর্মুহুঃ হৃষ্যামি। ৭৬

হে রাজন্, হরেঃ তৎ অত্যদ্ভুতং রূপং সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য চ মে মহান্ বিস্ময়ঃ, পুনঃ পুনঃ হৃষ্যামি চ। ৭৭

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ যত্র ধনুর্দ্ধরঃ পার্থঃ, তত্র শ্রীঃ বিজয়ঃ ভূতিঃ ধ্রুবা নীতিঃ মম মতিঃ। ৭৮

হে রাজন্, কেশব ও অর্জ্জুনের এই অদ্ভুত ও পবিত্র সংবাদ স্মরণ করিয়া বারংবার আনন্দিত হইতেছি। ৭৬

হে রাজন্, হরির সেই অদ্ভুত রূপ স্মরণ করিতে করিতে মহাশ্চর্য্য হইতেছি ও বারংবার আনন্দিত হইতেছি। ৭৭

যেখানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ আছেন, যেখানে ধনুর্দ্ধারী পার্থ আছেন সেইখানেই শ্রী আছে, বিজয় আছে, বৈভব আছে ও অবিচল নীতি আছে—ইহাই আমার মত। ৭৮

টিপ্পনী—যোগেশ্বর কৃষ্ণ অর্থাৎ অনুভব-সিদ্ধ শুদ্ধ জ্ঞান ও ধনুর্দ্ধারী অর্জ্জুন—তদনুসারিণী ক্রিয়া। এই উভয়ের সঙ্গম যেখানে হয় সেখানে সঞ্জয় যেমন বলিলেন তাহা ছাড়া আর কি হইতে পারে?

ওঁ তৎসৎ

এই প্রকারে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতারূপী উপনিষদে অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যান্তর্গত যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে সন্ন্যাস যোগ নামে অষ্টাদশ অধ্যায় পূর্ণ হইল

অষ্টাদশ অধ্যায়ের ভাবার্থ

অষ্টাদশ অধ্যায়ে গীতার সার মর্ম্ম সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। এই অধ্যায়ে কর্ম্মের আবশ্যকতা দেখাইয়া কেমন ভাবে কর্ম্ম করিলে নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি লাভ করা যায় তাহা বর্ণিত হইয়াছে। কর্ম্ম ও জ্ঞানের সহায়তায় বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অবলম্বনে স্বাভাবিক মুক্তি পথ গ্রহণ করিয়া ভক্তি ও চিত্ত সংযোগ দ্বারাই জ্ঞেয় পুরুষ প্রাপ্তব্য ইহা সিদ্ধ হইয়াছে।

প্রথমেই কর্ম্ম এবং নৈষ্কর্ম্ম্য কি এই বিশেষভাবে আলোচিত বিষয়ের পুনরুক্তি আছে। কর্ম্ম ত্যাগ না করিয়া, সংযতভাবে কর্ম্ম করিয়া যাওয়ার পথ দেখাইয়া একাদশ শ্লোকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, দেহধারীরা কর্ম্ম না করিয়া থাকিতেই পারে না। সেই হেতু কর্ম্ম ত্যাগ না করিয়াও যে কর্ম্ম ফল ত্যাগ করে সেই ত্যাগী—সেই নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধ।

জীবের সহিত কর্ম্মের সম্পর্ক দেখাইয়া কর্ম্ম যে প্রকৃতি দ্বারাই অনুষ্ঠিত হয় তাহা তর্ক-বাদ দ্বারা সিদ্ধ করা হইয়াছে; কর্ম্মের পাঁচটা কারণ, আর সে সকলই প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন। অতএব আত্মার সহিত কর্ম্মের সম্পর্ক নাই, যেহেতু আত্মার অহং জ্ঞান নাই।

সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক ভাবের একটা না একটা, জ্ঞান বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকে আবৃত করিয়া আছে। পৃথিবীতে এমন কোনও কিছু নাই যাহা এই তিন গুণের অভিঘাত হইতে মুক্ত।

সকল জীবই নিজ নিজ প্রকৃতিগত গুণানুসারে চলিতে বাধ্য বলিয়া এমন একটা অবলম্বন চাই যাহাতে এই ত্রিগুণ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। বর্ণানুযায়ী কর্ম্ম সেই আকাঙ্ক্ষিত আশ্রয় দেয়। সেই আশ্রয়ে কার্য্য করাই ঈশ্বর ভজনা করা। অনাসক্তভাবে বর্ণাশ্রয়ী কার্য্য দ্বারাই কর্ম্ম-সন্ন্যাস হয় বা নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধি পাওয়া যায়।

নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি বা সর্ব্বকর্ম্মের ফল ত্যাগ যখন স্বাভাবিক হইয়া যায় তখন বুদ্ধি জ্ঞানালোকে শুদ্ধ হয়।

যাহার বুদ্ধি শুদ্ধ হইয়াছে সে শব্দাদি বিষয় ত্যাগ করিয়া, রাগ দ্বেষ জয় করিয়া, একান্তে থাকিয়া, অল্পাহার করিয়া ও ঈশ্বরোপাসনা দ্বারা অহং ভাব ও কাম ক্রোধাদি ত্যাগ করতঃ শান্ত হইয়া ব্রহ্মভাব পায়। ব্রহ্মভূত হইলে পরম ভক্তি পায় ও তখন পূর্ণ আত্মজ্ঞান লাভ হয়। যোগী তখন ঈশ্বরকে জানিয়া তাঁহাতেই প্রবেশ করে।

অতঃপর সকল উপদেশের গুহ্যতম উপদেশ ভগবান্ এই নিশ্চয়াত্মক বাক্যে দিতেছেন যে, ইহা তাঁহার সত্য প্রতিজ্ঞা

যে, তাঁহার উপর একান্ত ভক্তিতে নির্ভর করিলে, তাঁহার ভজনা করিলে তাঁহাকে পাওয়া যাইবে।

কর্ম্ম দ্বারাই সন্ন্যাস বা নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধি হয়

১—১২

অর্জ্জুন, সন্ন্যাস এবং ত্যাগের বিষয় জানিতে চাহিলে, ১
ভগবান্ বলিলেন যে, কাম্যকর্ম্ম ত্যাগই হইতেছে সন্ন্যাস। ২
কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, কর্ম্মমাত্রই দোষাবহ জ্ঞান করিয়া ৩
ত্যাগ করিবে, আবার কেহ যজ্ঞদানাদি কর্ম্ম করিতে বলেন। ৪
ভগবানের এই বিষয়ে নিশ্চিত নির্দ্দেশ এই যে, যজ্ঞ দান ও ৫
তপঃ কার্য্য করণীয়। আসক্তিশূন্য হইয়া ঐ সকল কার্য্য ৬
করিতে হইবে। যদি মোহবশে সংযত কর্ম্ম ত্যাগ করা হয় ৭
তবে তাহা তামসিক ত্যাগ। আর যদি দুঃখ পাওয়ার ভয়ে ৮
কর্ম্মমাত্র ত্যাগ করা হয় তবে তাহা রাজসিক ত্যাগ। কিন্তু ৯
যদি করিতে হইবে বলিয়াই আসক্তি ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম
করা হয় তাহাতেই সাত্ত্বিকভাবে কর্ম্মের ত্যাগ করা হয়। ১০

ত্যাগ যাহার সত্য হইয়া উঠিয়াছে সে অসুবিধা বলিয়া
কোনও কার্য্যে দ্বেষ করে না, আর সুবিধা হইল বলিয়া
কোনও কার্য্যে প্রীত হয় না। দেহ থাকিতে কর্ম্মত্যাগ করা
অসম্ভব। কর্ম্মফল ত্যাগ করাই হইল কর্ম্মত্যাগ। আকাঙ্ক্ষা ১১
ত্যাগ করিলে সে কর্ম্ম পরলোকে শুভ বা অশুভ কোন ফল ১২
উৎপন্ন করে না।

কর্ম্ম প্রকৃতির দ্বারা অনুষ্ঠিত—আত্মা অকর্ত্তা

১৩—১৭

সাংখ্য শাস্ত্রে কর্ম্মের পাঁচটি কারণ বলে—ক্ষেত্র, কর্ত্তা, ১৩ সাধন, ক্রিয়া ও দৈব। শরীর বাক্য ও মন দ্বারা যে কার্য্য ১৪ হয় তাহার এই পাঁচটিই কারণ। যখন এই অবস্থা, যখন ১৫ এই সকল গুলির মূলেই প্রকৃতি রহিয়াছে, তখন প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র আত্মাকে যে কারণ মনে করে সে কিছু ১৬ বোঝে না। যাহার অহংভাব দূর হইয়াছে সে কর্ম্ম করিয়াও ১৭ কর্ম্ম করে না।

তিন গুণের কোনও একটির প্রাধান্যের দ্বারা জ্ঞান বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় ক্রিয়া আবৃত। গুণের অভিঘাত-মুক্ত কেহ নাই—কিছু নাই

১৮—৪০

প্রথমে লোকে করিবার হেতু (জ্ঞেয়) জানে, ১৮ তাহার পর রীতি (জ্ঞান) জানে, তাহাতে পরিজ্ঞাতা হয়। কর্ম্ম-প্রেরণায় এই তিন তত্ত্ব আছে। কর্ম্মের অঙ্গও ১৯ তিন—জ্ঞান, কর্ম্ম, কর্ত্তা। ইহারা সকলে সাত্ত্বিক বা রাজসিক বা তামসিক। তিন প্রকার জ্ঞানের মধ্যে যে জ্ঞান ২০ সর্ব্বভূতে ঐক্য-বোধ জন্মায় তাহা সাত্ত্বিক, যাহা সত্তা ভিন্ন ভিন্ন এই বোধ জন্মায় তাহা রাজসিক, যে জ্ঞানে এক কার্য্যে ২১

সকল আছে এই প্রকার মিথ্যা অনুভূতি হয় তাহা তামসিক। ২২
কর্ম্মও গুণভেদে তিন প্রকার। ফলেচ্ছা-রহিত কর্ম্ম ২৩
সাত্ত্বিক, ফলেচ্ছাযুক্ত আয়াস-কৃত কর্ম্ম যাহাতে অহং-ভাব ২৪
আছে তাহা রাজসিক, মোহবশে যে, কার্য্য আরম্ভ হয় যাহাতে
হিংসাদি আছে বা নিজের শক্তি কত তাহার বিচার না ২৫
করিয়াই যে কার্য্য করা হয়, তাহা তামসিক। কর্ত্তাও
সাত্ত্বিকাদি তিন প্রকার। দৃঢ় উৎসাহী আসক্তি-রহিত ২৬
কর্ত্তা সাত্ত্বিক, ফলেচ্ছুলোভী হিংস্রক কর্ত্তা রাজসিক, ২৭
অব্যবস্থিত শঠ অলস কর্ত্তা তামসিক। ২৮

বুদ্ধি ও ধৃতিও সাত্ত্বিকাদি গুণভেদে তিন প্রকার। ২৯
যে বুদ্ধি প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি, বন্ধন-মোক্ষের ভেদ ঠিক মত জানে ৩০
তাহা সাত্ত্বিক। যে বুদ্ধি ধর্ম্মাধর্ম্ম কার্য্যাকার্য্য ঠিক রীতিতে ৩১
বিচার করে না তাহা রাজসিক। আর যে বুদ্ধি উল্টা বুঝায়,
অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলে তাহা তামসিক বুদ্ধি। ৩২

ধৃতি, সাত্ত্বিকাদি ভেদে তিন প্রকার, যথা :—যে ধৃতিতে ৩৩
সাম্যবুদ্ধিতে মন-প্রাণের ক্রিয়া ধৃত হয় তাহা সাত্ত্বিক, যে
ধৃতি দ্বারা মানুষ ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া ধর্ম্মার্থকামে আসক্ত হয় ৩৪
তাহা রাজসিক। যে ধৃতি দ্বারা নিদ্রা ভয়াদি ত্যাগ করা ৩৫
যায় না, তাহা তামসিক ধৃতি।

সুখও সাত্ত্বিকাদি ভেদে তিন প্রকার। যে সুখে আনন্দ ৩৬

আছে, দুঃখের অন্ত আছে, যাহা আরম্ভে দুঃখদায়ক, পরিণামে ৩৭
সুখদায়ক তাহা সাত্ত্বিক। যে সুখ আরম্ভে অমৃতের মত
পরিণামে বিষের মত, তাহা রাজসিক, যে সুখ আরম্ভে ও ৩৮
শেষে আলস্য ও প্রমাদ দ্বারা মূর্চ্ছিত করে তাহা তামসিক। ৩৯

পৃথিবীতে বা স্বর্গে এমন কিছুই নাই যাহা প্রকৃতি
হইতে উৎপন্ন সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক গুণ ৪০
হইতে মুক্ত।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির কর্ম্মবিভাগ প্রকৃতির গুণের উপর নির্ভর করিয়া হইয়াছে। উহার আশ্রয়ে স্বাভাবিকভাবে কর্ম্মের মধ্য দিয়া ঈশ্বর ভজনা হয় ও অনাসক্তি লাভ হয়

৪১—৪৯

ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের কর্ম্মসকল স্বভাবজ গুণের জন্য ৪১
বিভক্ত হইয়াছে। শম-দমাদি ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক কাজ, ৪২
শৌর্য্য তেজ দান রাজ্যপালন ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক কর্ম্ম ও
বৈশ্যের স্বাভাবিক বা প্রকৃতি উৎপন্ন গুণানুযায়ী কর্ম্ম কৃষি, ৪৩
গোরক্ষাদি আর শূদ্রের স্বাভাবিক কর্ম্ম পরিচর্য্যা বা চাকুরী। ৪৪

নিজ নিজ কর্ম্মের ভিতর দিয়াই মোক্ষলাভ হয়। ৪৫
নিজের বর্ণানুযায়ী কার্য্য দ্বারা ঈশ্বরেরই ভজনা হয়। সেই ৪৬
হেতু পরধর্ম্ম সহজ আচরণীয় হইলেও বিগুণ স্বধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। ৪৭

সহজ-প্রাপ্ত কর্ম্ম সদোষ হইলেও ত্যাগ করিতে নাই। কেননা কর্ম্ম মাত্রেই কিছু না কিছু দোষ থাকে। যে অনাসক্ত ৪৮ হইয়াছে সে সন্ন্যাস দ্বারা নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধ হয়। ৪৯

নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধি-প্রাপ্ত জ্ঞানদ্বারা ব্রহ্মভূত হয়

৫০—৫৩

নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধি পাওয়ার পর মানুষ নিজেকে বশ করিয়া, ৫০ রিপু জয় করিয়া, একান্তে থাকিয়া, উপাসনা-নিরত হইয়া, ৫১ বৈরাগ্যের আশ্রয় লইয়া, মমত্ব-বোধ-রহিত হয় ও শান্ত হয় ৫২ এবং ব্রহ্মভাব পাওয়ার যোগ্য হয়। ৫৩

ব্রহ্মভূত হইলে ভক্তি লাভ হয়, সে ঈশ্বরে তন্ময় হয়। অর্জ্জুনেরও ঈশ্বরে চিত্তার্পণ করা চাই

৫৪—৬০

যাহার ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি হইয়াছে সে শোকের অতীত ও ৫৪ আকাঙ্ক্ষার অতীত হয় এবং সমভাব প্রাপ্ত হইয়া ভক্ত হয়। ঈশ্বরের স্বরূপ সে জানে, সে ঈশ্বরেই প্রবেশ করে, ঈশ্বর- ৫৫ আশ্রয়ে কর্ম্ম করিয়া ঈশ্বরকেই পায়। সেই হেতু সমস্ত কর্ম্ম ৫৬ ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া ঈশ্বরেই চিত্ত যুক্ত করা চাই, তাহা ৫৭ হইলে সমস্ত সঙ্কট উত্তীর্ণ হইবে। অহং-ভাব রাখিলে নষ্ট ৫৮

পাইবে। এই যে যুদ্ধ করিবে না বলিতেছ—ইহাও অহঙ্কার-বশতঃ। এই সঙ্কল্প মিথ্যা। কেন না তোমার প্রকৃতি—তোমার স্বভাবই তোমাকে দিয়া যুদ্ধ করাইবে। নিজের কর্ম্মেই তুমি বদ্ধ।

ঈশ্বরের শরণ লও—তাঁহাকে পাইবে

৬১—৬৬

ঈশ্বর সকলের হৃদয়ে থাকিয়া নিজ মায়ায় সকলকে মোহিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহারই শরণ লওয়া চাই, তাঁহার কৃপায় অমর পদ পাওয়া যাইবে। ইহাই গুহ্য জ্ঞান। ৬২ এক্ষণে ইহা বুঝিয়া যাহা ভাল তাহা করা চাই। আর গুহ্যাতিগুহ্য একটা কথা এই যে, আমাতে লগ্ন হও, আমার ভক্ত হও, আমার জন্য যজ্ঞ কর, আমার এই সত্য প্রতিজ্ঞা ৬৫ যে আমাকে পাইবে। সমস্ত ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আমারই ৬৫ শরণ লও, আমিই সর্ব্বপাপ হইতে পরিত্রাণ করিব। ৬৬

এই ঈশ্বরজ্ঞান গুহ্য—শ্রদ্ধান্বিতকেই বলিতে হয়

৬৭—৭৩

এই জ্ঞান যে শুনিতে ইচ্ছা করে না, যে অভক্ত বা বিদ্বিষ্ট ৬৭ তাহাকে দিতে নাই। আর যে ভক্তকে এই জ্ঞান দেয়, সে ৬৮

নিঃসংশয়ে আমাকে পায়। সে আমার অত্যন্ত প্রিয়। যে ৬৯
ইহার অভ্যাস করে, ব্যবহারে প্রয়োগ করে, সে জ্ঞানযজ্ঞে ৭০
আমার ভজনা করে। যে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শোনে সেও পুণ্য- ৭১
লোকে যায়। হে পার্থ, তুমি কি একাগ্রচিত্তে শুনিলে? ৭২
তোমার মোহ কি দূর হইল? অর্জ্জুন বলিলেন—তাঁহার ৭৩
মোহ দূর হইয়াছে।

সঞ্জয়ের উক্তি

৭৪—৭৮

সঞ্জয় বলিলেন—তিনি বাসুদেব ও অর্জ্জুনের এই রোমাঞ্চ-কর সংবাদ শুনিলেন। ব্যাসের কৃপায় যোগেশ্বর কৃষ্ণ এইকথা শুনাইলেন। ইহাতে তাঁহার রোমহর্ষ হইল, তিনি বারবার আশ্চর্য্য ও আনন্দিত হইলেন। যেখানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ আছেন অনুভব-সিদ্ধ জ্ঞান, আর যেখানে পার্থ ধনুর্দ্ধর আছেন তদনুসারিণী ক্রিয়া, সেখানে শ্রী বিজয় ভূতি ও নীতি আছেই।